শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

৭ম বর্ষ } চৈত্র ১৩৬১ { ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

সপ্তম বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৮ গোবিন্দ হইতে ৪৬৯ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৬১ ফাল্গুন হইতে ১৩৬২ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৫৫ মার্চ হইতে ১৯৫৬ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

সপ্তম বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১।	অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি	৩।১২০
২।	অদ্বৈত প্রভু—শ্রীশ্রী	৯।৩৩৪
৩।	অধম সেবকের নিবেদন—ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপাপদ্মে [পদ্য]	১।১২
৪।	অন্নকূট মহোৎসব—শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে	১০।৩৯৯
৫।	অন্নকূট—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে	১০।৪০০
৬।	অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম	১১।৪১৫
৭।	অভিরাম গোস্বামী (৩)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৬
৮।	অশ্রুকণা—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে	১।২৩
৯।	অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৯।৩২৯
১০।	আচার্য্যদেবের বক্তৃতা—সংস্কৃত মহাসম্মেলনে	১।৩৬
১১।	আছ তুমি—কাছাকাছি [পদ্য]	৭।২৭৯
১২।	আদর্শ (কাহিনী) [পদ্য]	১১।৪১০
১৩।	আদর্শ-সেবা [শ্রীযুত সনাতন দাসাধিকারী, শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী ও শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারীর]	২।৬০
১৪।	আশীর্ব্বাদ—শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের [পদ্য]	৮।২৯৪
১৫।	করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ	১।১৫, ২।৫০, ৩।৯১
১৬।	করুণাময় শ্রীগুরুদেব [পদ্য]	৩।১০৫
১৭।	কাতর প্রার্থনা—শ্রীমদ্ কেশব মহারাজের আবির্ভাব-বাসরে [পদ্য]	১।৩২
১৮।	কাশীর যতি উদ্ধার [পদ্য]	৫।১৭১
১৯।	কৃষ্ণচন্দ্র—শ্রীশ্রী [পদ্য—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২১৫
২০।	কৃষ্ণচরণ-পরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-কৃতম্]	১।১
২১।	কৃষ্ণচরণ-পরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১।৩
২২।	কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী—শ্রী	৮।৩০০
২৩।	কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু (১১)—[শ্রীশ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৭
২৪।	কেশিয়াড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব	২।৭৬
২৫।	গঙ্গানারায়ণ-দেবাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতম্]	২।৪১
২৬।	গঙ্গানারায়ণ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	২।৪৩
২৭।	গলিল না হিয়া পুত্রের শোকে [পদ্য]	৪।১৪৮
২৮।	গীতার বাণী (৮) ৮।২৯৭, (৯) ৯।৩৪৫, (১০) ৪র্থ অধ্যায়-১১।৪১১,	১২।৪৪৯
২৯।	গুরুদেব কি তত্ত্ব ?—শ্রী	৬।২১৭
৩০।	গোপান্নার ভক্তিযোগ—শ্রী	১১।৪৩৪
৩১।	গোপাল-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতম্]	৫।১৬১
৩২।	গোপাল-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬৩
৩৩।	গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু (১০)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ]	৫।১৭০
৩৪।	গোপীনাথ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতম্]	৮।২৮১

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৩৫।	গোপীনাথ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৮।২৮৩
৩৬।	গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্—শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-কৃতম্]	১১।৪০১
৩৭।	গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১১।৪০৩
৩৮।	গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতম্]	৭।২৪১
৩৯।	গোবিন্দ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৭।২৪৩
৪০।	গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী [বিবরণ]	৬।২৪০
৪১।	গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার-শ্রী[শ্রীভাগবত-পত্রিকার বিজ্ঞাপন]	৪।১৪১
৪২।	গৌরসুন্দরের গয়া-যাত্রা ও কাজী-উদ্ধার—শ্রীশ্রী	৩।৯৯
৪৩।	চরণামৃত—শ্রী	৫।১৯৭
৪৪।	চুঁচুড়ায় প্রচার [পুলিস লাইনে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বক্তৃতা]	৬।২৪০
৪৫।	চৈতন্য-তত্ত্ব—শ্রীশ্রী	৩।১০৯
৪৬।	জগন্মোহনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতম্]	১০।৩৬১
৪৭।	জগন্মোহনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১০।৩৬২
৪৮।	জটিল সমস্যা	৪।১৩২
৪৯।	জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৬।২৪০
৫০।	জানশ্রুতি-রাজা ও রৈক্ক-মুনি (৪) [উপনিষদের উপাখ্যান]	১২।৪৬১
৫১।	জাহ্নবা দেবী (২)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১।৯
৫২।	জীবগোস্বামী প্রভু (৯)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৬
৫৩।	উকিয়াছি, কি জিতিয়াছি ? [সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়']	৪।১৫৫, ৫।১৯০
৫৪।	তত্ত্ব-সৌরভ (বিজ্ঞপ্তি)	২।৬৭
৫৫।	দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা	১২।৪৬৮
৫৬।	দীনার কাতর প্রার্থনা—শ্রীব্যাসপূজায় গুরুদেবের শ্রীচরণে [পদ্য]	৪।১৪২
৫৭।	দীনের অঞ্জলি—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসরে [পদ্য]	২।৪৯
৫৮।	দীনের বিলাপ—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে [পদ্য]	১২।৪৫২
৫৯।	দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ (কাহিনী) [পদ্য]	১।২৬
৬০।	দেবদেবীর পূজা ও বলিদান (১) ১।২০, (২) ৫।১৭২, ৬।২০৯, ৭।২৭১, ৮।২৮৭, ৯।৩৩৮, ১০।৩৭৮, ১১।৪২৮,	১২।৪৫৩
৬১।	দেবাসুর	২।৫৫
৬২।	দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য	৯।৩৫৮
৬৩।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৬৪
৬৪।	নব বর্ষের আরতি	১।৩৩
৬৫।	নবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১২।৪৪১
৬৬।	নবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১২।৪৪৩
৬৭।	নাম ও নিমাই (কাহিনী)—শ্রী [পদ্য]	১০।৩৭৬
৬৮।	নামের ঝুলি—শ্রী [পদ্য]	৬।২৩৫
৬৯।	নিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীশ্রী	১২।৪৫৫
৭০।	ন্যাসী জ্ঞান ফিরে পায় [পদ্য]	২।৬৯
৭১।	পণ্ডিত কে ?	৪।১৪৯, ৭।২৬৪

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭২।	পতিতের আর্ত্তনাদ [পদ্য]	৮।৩০৮
৭৩।	পরমেশ্বরী দাস (৫)—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৮৮
৭৪।	পরহিংসা ও দয়া [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১১।৪০৮
৭৫।	পিপ্পলাদ-ঋষি ও শ্রীচতুর্ম্মুখ (১) [উপনিষদের উপাখ্যান]	২।৬১
৭৬।	প্রচার-প্রসঙ্গ [আসামের অন্তর্গত গোলোকগঞ্জ, ধুবড়ী, চকাপাড়া, খপরপুর, সাকোমুড়া, চলন্তাপাড়া, অভয়াপুরী, বঙ্গাইগাঁও]	১২।৪৭২
৭৭।	প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন (৩) [উপনিষদের উপাখ্যান]	৫।১৮৩
৭৮।	প্রার্থনা—বৈষ্ণবের কৃপা [পদ্য]	৬।২২৫
৭৯।	প্রার্থনা—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে [পদ্য]	৫।১৮৯
৮০।	বরদরাজ ব্রহ্মচারী—স্বধামে শ্রীপাদ	১।২৬
৮১।	"বসুধৈব কুটুম্বকম্"	৮।৩১৩
৮২।	বিজ্ঞপ্তি—শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে [পদ্য]	৭।২৫১
৮৩।	বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ!	১২।৪৬৫
৮৪।	বৈষ্ণব চিনিতে হইবে	২।৭১
৮৫।	বৈষ্ণব-নিন্দা [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৬৮
৮৬।	বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৮।২৮৫
৮৭।	বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১২।৪৪৮
৮৮।	ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	১।৩৮
৮৯।	ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	১২।৪৭৪
৯০।	ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত—শ্রী [পরিক্রমা-পঞ্জীসহ বিবরণ]	১০।৩৯৪
৯১।	ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রতের নিমন্ত্রণ-পত্র—শ্রী	৭।২৮০
৯২।	ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত [নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র]	৮।৩২০
৯৩।	ভক্ত সনাতন [পদ্য]	১।৩১
৯৪।	ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ১৯শ বার্ষিক বিরহোৎসব—শ্রীমদ্	১২।৪৭৩
৯৫।	ভাগবত-জীবন	৬।২৩৬, ৭।২৫২
৯৬।	ভাগবত—শ্রীমদ্	৬।২২৬
৯৭।	ভাগবতাচার্য্য (১২)—শ্রীমদ্ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৭।২৪৫
৯৮।	ভাগবতাষ্টক—শ্রী [পদ্য]	৯।৩৩১
৯৯।	ভ্রম-সংশোধন	৪।১৬০, ১১।৪৪০
১০০।	মদনগোপাল-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-কৃতম্]	৬।২০১
১০১।	মদনগোপাল-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৬।২০৩
১০২।	মহাপ্রভোরষ্টকম্ (শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্)—শ্রীশ্রীমন্ [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	৪।১২১
১০৩।	মহাপ্রভোরষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রীমন্	৪।১২৩
১০৪।	মহাপ্রসাদ	৯।৩[illegible]
১০৫।	যদু-বংশে একলব্য [সমালোচনা]	২।৭৯, ৩।১১৩, ৪।১৫৪, ৫।১[illegible]
১০৬।	যুগধর্ম্ম	৪।১৪৩, ৫।১৭৭
১০৭।	রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান [উৎসব-তালিকাসহ নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১০৭

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১০৮।	রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৫।২০০
১০৯।	রথযাত্রা মহোৎসবের আয়োজন [বিজ্ঞাপন]	৪।১৫৪
১১০।	রামচন্দ্র গোস্বামী (১)—শ্রীশ্রীপ্রভু [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১।৮
১১১।	রূপ গোস্বামী প্রভু (৭)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৭
১১২।	লোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	৩।৮১
১১৩।	লোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৩।৮২
১১৪।	শারদীয়োৎসবে গৌড়ীয়	৮।৩১৭
১১৫।	শেষ নিবেদন [পদ্য]	১১।৪২৬
১১৬।	শ্যামসুন্দর—শ্রীশ্রী [পদ্য]	৯।৩৪৯
১১৭।	শ্যামানন্দ গোস্বামী (৬)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৮৯
১১৮।	সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ—ঠাকুর শ্রীল	৮।৩১০
১২৯।	সজ্জন—অকাম (১৩) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৭
১২০।	সজ্জন—অকিঞ্চন (৯) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯।৩২৪
১২১।	সজ্জন—অকৃতদ্রোহ (২) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৪
১২২।	সজ্জন—কৃপালু (১) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৪
১২৩।	সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ (১২) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৫
১২৪।	সজ্জন—নিরীহ (১৪) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৫
১২৫।	সজ্জন—নির্দ্দোষ (৫) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৪
১২৬।	সজ্জন—বদান্য (৬) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৪
১২৭।	সজ্জন—মৃদু (৭) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৪
১২৮।	সজ্জন—শান্ত (১১) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩৬৩
১৩৯।	সজ্জন—শুচি (৮) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৮৪
১৩০।	সজ্জন—সত্যসার (৩) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৪
১৩১।	সজ্জন—সম (৪) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১২৫
১৩২।	সজ্জন—সর্ব্বোপকারক (১০) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯।৩২৫
১৩৩।	সজ্জন—স্থির (১৫) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৭
১৩৪।	সদাশিব ও শিব (১), (২)	১০।৩৮৫, ১১।৪১৯
১৩৫।	সনাতন গোস্বামী প্রভু (৮)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৯
১৩৬।	সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র (২) [উঃ উপাখ্যান]	৩।৯৭
১৩৭।	সাউরী-সম্প্রদায়ের মামলা [বিবরণ]	২।৮০
১৩৮।	সাত্বত শ্রাদ্ধ [সরোজিনী দেবী ও সুরবালা দেবীর]	২।৬৩
১৪৯।	স্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	৯।৩২১
১৪০।	স্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৯।৩২৩
১৪১।	স্বাধীনতা [পদ্য]	৭।২৬৯
১৪২।	হরিকথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য—শ্রী	৭।২৫৫
১৪৩।	হরিদাস ঠাকুর (৪)—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৮৭
১৪৪।	হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল্ মহোদয়ের পত্র—পূজনীয়	৪।১৫৩
১৪৫।	হাড়ীর ঠাকুর (কাহিনী) [পদ্য]	৩।৯০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৯ গোবিন্দ, ৪৬৮ গৌরাব্দ | মঙ্গলবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৩৬১ ; ইং ৮।৩।৫৫ | ১ম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণচরণ-পরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকম্

[শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

প্রপন্ন-জন-নীবৃতি জ্বলতি সংসৃতি-জ্বালয়া
মদীয়-নয়নোদিতাতুল-কৃপাতিবৃষ্টিদ্রুতম্।
বিধূয় দবথুং করোত্যমল-ভক্তি-বাপ্যৌচিতীং
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্॥ ১॥

যদাস্য-কমলোদিতা ব্রজ-ভুবো মহিম্নাং ততিঃ
শ্রুতা বত বিসর্জ্জয়েৎ পতি-কলত্র-পুত্রালয়ান্।

কলিন্দ-তনয়া-তটী বন-কুটীর-বাসং নয়েৎ
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ॥ ২ ॥

ব্রজাম্বুজ-দৃশাং কথং ভবতি ভাব-ভূমা কথং
ভবেদনুগতিঃ কথং কিমিহ সাধনং কোঽধিকৃৎ ।
ইতি স্ফুটমবৈতি কো যদুপদেশ-ভাগ্যং বিনা
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ॥ ৩ ॥

তপস্বি-যতি-কর্ম্মিণাং সদসি তার্কিকানাং তথা ।
প্রতি-স্বমত-বৈদুষী-প্রকটনোঢ়-গর্ব্ব-শ্রিয়াম্
বিরাজতি রবির্যথা তমসি যঃ স্ব-ভক্তোজসা
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ॥ ৪ ॥

কিমদ্য পরিধাস্যতে কিমথ ভোজ্যতে রাধয়া
সমং মদন-মোহনো মদন-কোটি-নির্মজ্জিতঃ ।
ইতীষ্ট-বরিবস্যয়া নয়তি যোঽষ্ট-যামান্ সদা
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ॥ ৫ ॥

মৃদঙ্গ-করতালিকা-মধুর-কীর্ত্তনে নর্ত্তয়ন্
জনান্ সুকৃতিনো নটন্ স্বয়মপি প্রমোদাম্বুধৌ ।
নিমজ্জতি দৃগম্বুভিঃ পুলক-সঙ্কুলঃ স্নাতি যঃ
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ॥ ৬ ॥

সমং ভগবতো জনৈঃ প্রবর-ভক্তি-শাস্ত্রোদিতং
রসং সু-রসয়ন্ মুহুঃ পরিজনাংশ্চ যঃ স্বাদয়ন্ ।
স্বশিষ্য-শত-বেষ্টিতো জয়তি চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়া
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ॥ ৭ ॥

স্থিতিঃ সুর-সরিত্তটে মদন-মোহনো জীবনং
স্পৃহা রসিক-সঙ্গমে চতুরিমা জনোদ্ধারণে ।
ঘৃণা বিষয়িষু ক্ষমা ঝটিতি যস্য চানুব্রজে
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম ॥ ৮ ॥

ইদং প্রভুবরাষ্টকং পঠতি যস্তদীয়ো জন-
স্তদঙ্ঘ্রি-কমলেষ্টধীঃ স খলু রঙ্গবৎ-প্রেমভাক্ ।
বিলাস-ভৃত-মঞ্জুলাল্যতি-কৃপৈক-পাত্রী-ভবন্
নিকুঞ্জ-নিলয়াধিপাবচিরমেব তৌ সেবতে ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণ-পরমগুরু-প্রভু-বরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

শরণাগতরূপ জনপদ, সংসার-জ্বালায় জ্বলিত হইলে যাঁহার নেত্রমেঘ অতুল কৃপাবৃষ্টি পূর্ব্বক শীঘ্রই সেই তাপ নির্ব্বাপণ করিয়া অমল-ভক্তিরূপ বারিতে অবগাহণ করাইয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু স্বপাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন্ ॥ ১ ॥

যাঁহার মুখ-কমল-বিনির্গত ব্রজবাসীর মহত্ত্বশ্রেণী শ্রুত হইয়া স্বামী, ধন, পুত্র ও গৃহাদি বিসর্জ্জন করাইয়া থাকেন এবং যিনি যমুনার তটদেশে বনকুঞ্জে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু আপন পাদামৃত দানে অনুমতি দান করুন্ ॥ ২ ॥

ব্রজ-সুন্দরীগণের ভাব-সার্ব্বভৌম কি প্রকারে সঞ্জাত হইল ? কি প্রকারেই বা তাঁহাদের আনুগত্য লাভ হয় ? এ বিষয়ে কি সাধন, কি প্রকারেই বা সেই অধিকার লাভ করা যায় ? এ বিষয়ে কে অধিকারী ? এই সব তত্ত্বের সমাধান যাঁহার উপদেশ ব্যতীত কেহ লাভ করিতে পারেন না, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু নিজ-পাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

যিনি তপস্বী, কর্ম্মী ও তার্কিকগণের স্ব-স্ব মত-রক্ষণার্থ স্ব-স্ব বিদ্যার প্রকাশ-হেতু অত্যন্ত অভিমানে পরিপূর্ণ সভাতে, স্বভক্তিরূপ তেজঃপুঞ্জ পরিব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকারে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু স্বীয়পাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন্ ॥ ৪ ॥

কন্দর্প-কোটী-লাবণ্যাবগাহী শ্রীমদনমোহন শ্রীরাধিকা সহ অদ্য কি পরিধান করিবেন এবং কি বা ভোজন করিবেন ? এইরূপ ইষ্টপূজার চিন্তাতেই যিনি অহোরাত্র যাপন করেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু তাঁহার পাদামৃত প্রদানে অনুমতি করুন্ ॥ ৫ ॥

মৃদঙ্গ করতাল-যোগে সুমধুর হরি-সংকীর্ত্তনে যিনি ভাগ্যবান্ লোক সকলকে নৃত্য করাইয়া থাকেন এবং স্বয়ংও নৃত্য করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন এবং

যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলক-পরিব্যাপ্ত হয়, তৎকালে নয়নে এতই অশ্রু অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয়, যেন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্নানই করিতেছেন—এইরূপ লক্ষিত হয়েন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু স্বপাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

যিনি ভাগবত-জনের সহিত অত্যুত্তম ভক্তিশাস্ত্র-বর্ণিত রস সম্যগ্‌রূপে চিত্রিত করেন এবং বারম্বার সেই রস-লহরী শিষ্যগণকে আস্বাদন করান, যিনি চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়া শত শত শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া জয়যুক্ত হয়েন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু আপন পাদামৃত প্রদানে অনুমতি দান করুন ॥ ৭ ॥

যিনি গঙ্গাতীরে বাস করেন, মদনমোহনদেবই যাঁহার জীবন, রসিক ভক্ত-সঙ্গমে যাঁহার প্রবল লালসা, পতিত-তারণে যিনি বড়ই চতুর, বিষয়িগণে অবজ্ঞা, এবং অনুগত ব্যক্তি দোষ করিলে যিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করেন, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু নিজ পাদামৃত প্রদানে অনুমতি প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

অনুগত হইয়া তচ্চরণ-পদ্মে বুদ্ধি সন্নিবেশ-পূর্ব্বক যিনি এই প্রভুবরাষ্টক পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই নিকুঞ্জ-বিলাসী রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরম পাত্র হয়েন এবং বিলাসপূর্ণ মনোজ্ঞ সখীবর্গের অপরিমেয় কৃপাপাত্র হইয়া সেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—কৃপালু (১)

সজ্জনের ২৬টী লক্ষণ

হরিবিমুখ জীবগণ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে সজ্জন শব্দের অন্যরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন-লক্ষণ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭) বলিয়াছেন তাহা এই ;—

কৃপালু (১), অকৃতদ্রোহ (২), সত্যসার (৩), সম (৪)।
নির্দ্দোষ (৫), বদান্য (৬), মৃদু (৭), শুচি (৮), অকিঞ্চন (৯) ॥
সর্ব্বোপকারক (১০), শান্ত (১১), কৃষ্ণৈকশরণ (১২)।
অকাম (১৩), নিরীহ (১৪), স্থির (১৫), বিজিত-ষড়্‌গুণ (১৬) ॥
মিতভুক্ (১৭), অপ্রমত্ত (১৮), মানদ (১৯), অমানী (২০)।
গম্ভীর (২১), করুণ (২২), মৈত্র (২৩), কবি (২৪), দক্ষ (২৫), মৌনী (২৬) ॥

বৈষ্ণবে সর্ব্বগুণের ও অবৈষ্ণবে সর্ব্বদোষের অবস্থিতি

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, তিনি কৃপালু। শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাস্য এবং কৃপালুগণের মূলাধার ও মূল-পুরুষ। গৌর-বিমুখ জন কখনই যথার্থ কৃপালু বা

অপর পঞ্চবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২) বলেন ;—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

[অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলাভক্তি, সমস্ত গুণসহিত দেবতাবর্গ তাহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তি-বিহীন তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণসকল অসম্ভব।]

যাঁহার ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবন-প্রবৃত্তি আছে তিনি সকল গুণের অধিকারী। যিনি হরিসেবা-বর্জ্জিত তাঁহার মহদ্‌গুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে? সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত-রথ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্যবস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয়-সেবনমার্গে ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে; সুতরাং হরি-বিমুখজনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাঁহাতে থাকে না,—কালে গুণসমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি গৌরহরি কৃপাসমুদ্র। তাঁহার শুদ্ধ-সেবকগণেই কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্যে কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতা মাত্র।

জীবের প্রতি মহাপ্রভুর নয়(৯) প্রকার দয়া ; যথা ঃ—

১ম দয়া—চিত্ত-খেদরূপ ধূলি দূরকারিণী

গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া, নয় (৯) প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী সেগুলি শ্লোকাকারে * রচনা

---

* হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি-বিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

অর্থাৎ—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র-বিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতিবিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক। —সম্পাদক।

করিয়াছেন। এই গৌরহরির দয়া অপ্রাকৃত, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্য-রসময়ী সুতরাং কোন প্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না।

১। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণ-রূপ তিন শ্রেণীর দুঃখের ধূলীতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌর পদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌর-বিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক খেদত্রয়রূপ ধূলী সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

২য় দয়া—সকল শাস্ত্র-বিবাদ ধ্বংসকারিণী

২। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃত জগতে মহাজন বা আদর্শ-সজ্জায় ত্রিবিধ মলবাহক, বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া নিজ নিজ মলভারে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকারোচিত শাসনে যে সকল শাস্ত্র বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচার-নৈপুণ্যে, স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত মর্য্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ, পরমার্থে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

৩য় দয়া—অমন্দ উদয়কারিণী ; ৪র্থ—নির্ম্মলা ; ৫ম—অপ্রাকৃত রস-দাত্রী ; ৬ষ্ঠ—শমতা-দাত্রী

৩। বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের বিমলানন্দ। সেবন-ধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ হয়। ঐগুলি ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া। পরমার্থে ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ নাই, ইহার সম্যগ্ ধারণা-চেষ্টাই অমন্দোদয়া দয়া।

৪। কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্ম্মল হন।

৫। মায়া-সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জ্জন পূর্ব্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণসেবা করিলেই জড়রস নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস লাভ করেন।

৬। জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর জড়রস-বর্জ্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তি রসোদয়ে ভক্ত সমদৃক্ হন।

৭ম দয়া—কৃষ্ণামোদ-বিকাশিনী, ৮ম—আনন্দোন্মাদ-কারিণী, ৯ম—কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-মর্য্যাদায় অবস্থান-কারিণী

৭। কৃষ্ণের অভাব-জনিত খেদ-ধূলী উড়িয়া গেলে নির্ম্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

৮। শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব-রসোদয়ে হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

৯। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসা দ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণভাব সন্দর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য-মর্য্যাদায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

শুদ্ধভক্ত গৌরদাসগণই কৃপালু, সহজিয়াগণ কৃপালু নহে—নিষ্ঠুর

শ্রীগৌরাঙ্গের দাসগণ দয়ানিধি নিজ মহাপ্রভুর নিকট এই নয় প্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময়; সুতরাং ভক্ত নিজ-স্বভাব হইতেই কৃপালু। তিনি কৃপাহীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহাকে নিজগণে স্বীকার করেন না।

কেহ নিষ্ঠুর হইয়া মনে করিতে পারেন শ্রীগৌরহরি, অন্যাভিলাষী কর্ম্মী বা জ্ঞানীকে সর্ব্বোত্তম স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধ সেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তিহীনজনের দুর্ব্যবহার অনুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করিল না? প্রাকৃত সহজিয়া যাহারা মুখে দয়ানিধি গৌরের অনুগত, দয়াল নিত্যানন্দের অনুগত, দয়ার্ণব ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্ত্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে কপটতার সাহায্যে স্বার্থপ্রচারে নিপুণ তাহারা পূর্ব্বোক্ত নয়-প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন?

সহজিয়াগণ সজ্জন ও দয়ালু নহেন, তাহার কারণ—

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে তাদৃশ পূর্ব্বপক্ষকারী, ভগবান্ এবং তদ্ভক্তকে কৃপাময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। তিনি নিজ আপাত মধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণময় স্বার্থকেই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণে সামান্যমাত্র ব্যাঘাত করিবে, তিনিই কৃপা-রহিত, ভক্ত নহেন, ভগবান্ নহেন। তাঁহার কল্পিত গৌরহরি ভগবান্ নহেন, পরন্তু বিলাস-সহায় ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। কিন্তু সজ্জন কৃপালু। সজ্জন অসতের সঙ্গ ত্যাগ করায়, আপনার নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা জড়বুদ্ধিতে দয়া পরবশ হইয়া নিজ হরিবিমুখ ইন্দ্রিয়গুলির সন্তর্পণে ব্যস্ত এবং প্রতিষ্ঠাশায় কপটতা দ্বারা ভোগময় সংসারকে মুর্খজনের নিকট হরিসেবাময় বলিয়া

প্রচার করেন, তাঁহারা কৃপালু নহেন। সজ্জনগণ কৃপালু। যিনি ইন্দ্রিয়পর দুর্ব্বল জীবদলের জড়াভিনিবেশ প্রবল করিবার উদ্দেশে সত্য-ধর্ম্ম আচ্ছাদন করেন, অপ্রিয়-সত্য-বাক্য বলিয়া কাহারও নিকট অসামাজিক হইতে ইচ্ছা করেন না, বাজে লোকের নিকট মোড়ল হইবার যত্ন যাঁহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না। দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন কোন ক্রমেই উচিত নহে। মুখে শুদ্ধসেবক বলিয়া দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অমর্য্যাদা করিয়া কুমত আচরণ ও প্রচার করা দয়ার অভাব মাত্র। সজ্জন সর্ব্বদাই দয়ালু।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীবনী-সংগ্রহ

শ্রীশ্রীপ্রভু রামচন্দ্র গোস্বামী (১)

শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর জন্ম-রহস্য

রামচন্দ্র প্রভু চৌদ্দশত পঞ্চান্ন শকে (১৪৫৫) আবির্ভূত হন। যথা—

"চৌদ্দশত পঞ্চান্নেতে জনম লভিলা।
পঞ্চদশ চতুর্থেতে লীলা সম্বরিলা॥"

চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিবস শ্রীশ্রীপ্রভু রামচন্দ্র গোস্বামীর আবির্ভাবোৎসব।

"মধুমাস শুক্লপক্ষ পূর্ণিমা-দিবসে।"
"এইকালে আবির্ভূত হইল ঠাকুর।"

প্রভু রামচন্দ্র নবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীমদ্বংশী-বদনানন্দ প্রভুর পৌত্র। মুরলীবিলাসাদি বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,—বংশীবদনানন্দ অপ্রকট হইবার পূর্ব্বে স্বীয় আত্মজ চৈতন্যের পুত্রবিহীনা পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"মাতঃ! তুমি আমার বিয়োগে কাতর হইও না। আমাকে তোমার গর্ভজাত পুত্র হইয়া গৌড়দেশে পুনর্ব্বার ব্রজলীলা প্রচার করিতে হইবে। আমার প্রতি চৈতন্যদেবের এইপ্রকার আজ্ঞা আছে।" বংশী মহাপ্রভুর আজ্ঞা ও নিজবাক্য প্রতিপালনার্থে পুত্রবধূর গর্ভে দশমাস দশ-দিন বাস করিয়া, উপরিউক্ত শুভদিনে গর্ভ হইতে পূর্ণ শশধরের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন।

শ্রীরাম 'বংশী'র দ্বিতীয় অবতার ও জাহ্নবা-মাতার শিষ্য

নর-নারীগণ পুত্রের রূপ-লাবণ্য সন্দর্শনে আনন্দিত-হৃদয়ে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। নিরূপিত দিনে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ গণনা করত 'রাম' বলিয়া ঐ পুত্রের নাম রাখিলেন। মুরলী-বিলাসাদি গ্রন্থের মতানুসারে প্রভু রামচন্দ্র, 'বংশী'র দ্বিতীয় অবতার। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী রামচন্দ্রকে পাল্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন। রামচন্দ্র যৌবন অবস্থায় স্বীয় গুরু জাহ্নবা মাতার সহিত ব্রজধামে গমন করেন।

শ্রীরামচন্দ্রপ্রভুর অলৌকিক লীলা

তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া ব্রজজীবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তিদ্বয় সঙ্গে লইয়া, গৌড়দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটী ব্যাঘ্রকে হরিনাম-দানে মুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিরাজিত শ্রীপাট বাঘনাপাড়া ধাম প্রকাশ করেন। পৌষ মাসের নিশাভাগে বকুল বৃক্ষে আম্র, যমুনা-নাম্নী পুষ্করিণীতে ইলীশ-মৎস্য উদ্ভব ও একমুষ্টি পরিমিত জলাভিষিক্ত অন্নকে ১২০০ শতজনের উদরপূর্ত্তি-যোগ্য করিয়া প্রভু বীরভদ্রকে স্বীয় প্রভাব দর্শাইয়াছিলেন। প্রভু রামচন্দ্রের এইপ্রকার অনেক অলৌকিক কার্য্য আছে।

মুরলীবিলাসে শ্রীরামচরিত বর্ণিত

অদ্য আমরা সজ্জনতোষণীর সংখ্যা-গণনা-প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের জীবনীর আভাস মাত্র প্রকাশ করিলাম। মুরলীবিলাসাদি গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে পাঠকগণ তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী দেখিতে পাইবেন।

প্রভু রামচন্দ্র গোস্বামীর জন্মোৎসব সম্বন্ধে শ্রীপাট বাঘনাপাড়াস্থ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভু একটী প্রাচীন পদ (কবিতা) প্রেরণ করিয়াছেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবী (২)

শ্রীজাহ্নবাদেবীর পিতামাতা, জন্ম ও বিবাহ

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের পঞ্চমীর * দিবসে শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর জন্মোৎসব। ঐদিন শ্রীচৈতন্যচরণ পরায়ণ মহাভাগবতদিগের আনন্দের দিন।

---

* শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্ত লিখিত "সংক্ষেপ অর্চ্চন-পদ্ধতি" গ্রন্থের পরিশিষ্টে মাতা জাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব বৈশাখী শুক্লা নবমী তিথিতে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী তিনি সজ্জনতোষণীর ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় ৬০-৬২

আনুমানিক ১৪০৯।১০ শকে জাহ্নবা দেবী অম্বিকা-কালনাস্থ মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র **শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্য-শালিনী ভদ্রাবতী নাম্নী পত্নীর * গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন।** উপযুক্ত সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বগুণসম্পন্না জাহ্নবা ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বসুধাদেবীর যথাবিধি পাণি গ্রহণ করেন।

কাহার কাহার মুখে শুনা যায় যে, সূর্য্যদাস নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে জাহ্নবাকে যৌতুক-স্বরূপ প্রদান করেন; কিন্তু ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ কেহই আমাদিগকে এপর্য্যন্ত দর্শাইতে পারেন নাই †। যাহা হউক, এস্থলে আমাদের সে-বিচারের কোন প্রয়োজন নাই।

পুত্র বীরভদ্রের নিকট জাহ্নবামাতার চারিহস্ত প্রকাশ

ভগবন্নিত্যানন্দ-শক্তি জাহ্নবা বৈষ্ণবদিগের পাট দর্শনচ্ছলে বহু দেশ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক, অনেকানেক মূঢ় ব্যক্তিকে কৃষ্ণভক্তি প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে জনসমাজে নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ কিম্বদন্তি যে,—বসুধা-সন্তান শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামি প্রভু শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের মানস করিয়া বিমাতার অনুজ্ঞা লইবার অভিলাষে যখন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন জাহ্নবা দেবী গাত্র-মন্থনী (গামছা) পরিধান করিয়া কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ উপযুক্ত পুত্র বীরভদ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন এবং ব্যতিব্যস্ত হইয়া দুই স্কন্ধ দিয়া **অতিরিক্ত দুইটী হস্ত প্রকাশ করত** উন্নত পয়োধরদ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন।

পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। অর্চ্চনপদ্ধতি উহার পরের গ্রন্থ এবং একখণ্ড অপ্রকাশিত আছে। বেদান্ত সমিতি ইহা শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন। এই সমিতির প্রকাশিত **শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায়** পরবিধি অবলম্বন করিয়া নবমীতেই আবির্ভাব লেখা হইয়াছে।

* ভদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবার জননী।
অতি পতিব্রতা সূর্য্যদাসের ঘরণী॥ (ভক্তিরত্নাকর)

† "লোক-শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
দেখি পাত্র কন্যা বিপ্রগণে প্রশংসয়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে হৈল জয় জয়॥" (ভক্তি-রত্নাকর)

বীরভদ্রের ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রতি মাতার কৃপা

প্রভু বীরভদ্র বিমাতার ঐপ্রকার ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলোকনে বিমোহিত-হৃদয় হইয়া, মাতা জাহ্নবার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"মাতঃ! আমি আপনার মহিমা জানিতে পারি নাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।" বীরভদ্রের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে সূর্য্যদাসাত্মজা কৃপান্বিতা হইয়া, বীরভদ্রকে যথানিয়ম উপদিষ্ট করিলেন।

রামচন্দ্রকে পাল্যপুত্ররূপে গ্রহণ ও দীক্ষা প্রদান

তদন্তর কোন কারণবশতঃ জন্মবন্ধ্যা জাহ্নবা দেবী আনুমানিক ১৪৬৫ শকে শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ রামচন্দ্রকে পাল্য-পুত্র গ্রহণান্তর দীক্ষা প্রদান করেন *। প্রভু নিত্যানন্দ শক্তি সাক্ষাৎ অনঙ্গমঞ্জরী। জাহ্নবাদেবী যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা প্রায় বৈষ্ণব-মণ্ডলীর অবিদিত নাই। অদ্য আমরা সজ্জনতোষণীর সংখ্যা গণনা উপলক্ষে তাঁহার জীবনীর সূত্র মাত্র প্রকাশ করিলাম। ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে সজ্জনতোষণীর পাঠক ও অন্যান্য মহাত্মাগণ সুবিস্তার অবলোকন করিবেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

---

* "তাঁহার জনম হৈলে জাহ্নবা আসিয়া।
কহিতে লাগিলা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিয়া॥
পূর্ব্বে কহিয়াছ—প্রথম পুত্র দিব তোরে।
ইবে কেন মায়া করি' নাহি দেও মোরে॥
কতক্ষণ পরে কিছু বাহ্য সম্বরিলা।
দুই পুত্র জাহ্নবার পদে সমর্পিলা॥
রামাই পড়িলা জাহ্নবার পদতলে।
ভাসিল চরণ দুটী নয়নের জলে॥
জাহ্নবা করিলা পৃষ্ঠে হস্তাবলম্বন।
আশ্বাস বচনে তাঁরে করান চেতন॥
দুই হস্ত ধরি তাঁরে কহেন বচন।
বীরচন্দ্র যেন মোর তুমিও তেমন॥
এত বলি ঈশ্বরীজী আজ্ঞা সে লইয়া।
ইবে কৃষ্ণ নামমন্ত্র তাঁরে শুনাইলা॥" (মুরলীবিলাস)

ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অধম সেবকের নিবেদন

প্রভু-নিত্যানন্দ দ্বারে শ্রীবাস পণ্ডিত-ঘরে
মহাপ্রভু দিলেন শিক্ষণ।
ব্যাসপূজা অনুষ্ঠান ভকতের প্রাণধন
ভিন্ন নহে শ্রীগুরু-পূজন ॥ ১ ॥

ব্যাসরূপে ভগবান্ ধরা-মাঝে বর্ত্তমান
অজ্ঞজনে দানিতে প্রজ্ঞান।
গুরুরূপে শাস্ত্র মর্ম্ম শিক্ষা দেন আত্মধর্ম্ম
প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন ॥ ২ ॥

মায়াবাদে ব্যাসপূজা ভক্তির বঞ্চনা সেবা
যথা হয় ত্রিপুটী বিনাশ।
সেবক থাকিয়া নিত্য সেব্যেরে সেবিতে ভৃত্য
সদা করে এই অভিলাষ ॥ ৩ ॥

"জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস" প্রভুর শ্রীমুখ-ভাষ
এই মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানি।
দ্বিত্ব যদি নাহি রবে 'পূজা' শব্দ মিথ্যা তবে
সেই পূজা পূজা নাহি গণি ॥ ৪ ॥

'নিতাই চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য'
মহাজন এই কথা গায়।
জনমে মরণে তাই ওপদ সেবিতে চাই
গুরুদেব! না ঠেলিহ পায় ॥ ৫ ॥

মায়াতীত বস্তু তুমি মায়ায় মোহিত আমি
কেমনে পূজিব বল তোমা।
কবে তব কৃপা হবে মায়াদেবী দূরে যাবে
শুদ্ধসত্ত্ব করিবেক আমা ॥ ৬ ॥

প্রেমদাতা-শিরোমণি নিত্যানন্দ তুমি শুনি
মায়াতীত গোলোকেতে স্থান।
পতিত জীবের তরে অবতরি পৃথ্বিপরে
জীবে কৃষ্ণ করিতেছ দান ॥ ৭ ॥

তুমি কৃষ্ণধনে ধনী দাতাগণ শিরোমণি
ক্ষুদ্রজীব না পারে বুঝিতে।
অন্ন-বস্ত্র-পথ্য-দান অতি তুচ্ছ সেই দান
তুমি দি'ছ কৃষ্ণভক্তি চিতে ॥ ৮ ॥

যথা নিত্যানন্দ বিভু লাঞ্ছিত হইয়া তবু
জগাই মাধাই উদ্ধারিল।
তেমতি হে গুরুবর, পরহিত ব্রতধর,
লাঞ্ছনা সহিছ অবিরল ॥ ৯ ॥

জীব সব ভোগে মত্ত না চাহে শুনিতে সত্য
ব্যাসপদে নাহিক বিশ্বাস।
নানা মত সৃষ্টি করি' ছড়াগানে নৃত্য করি'
প্রেমধনে হ'য়েছে উদাস ॥ ১০ ॥

কামে প্রেম জ্ঞান করি' ইঁচড়েতে পাক ধরি'
সহজিয়া গুরুদ্রোহী হয়।
মায়াবাদ অমঙ্গল— ঘোষিলে অবনীতল
সজ্জনের চিত্ত কৈলে জয় ॥ ১১ ॥

তুমি মহা তেজীয়ান্ মিথ্যাশ্রয়ী ভীতিস্থান
সত্যাশ্রয়ী দেখে স্নেহময়।
শাবকের কাছে যথা সিংহ স্নেহময় পিতা
তেমতি শোভিছ দয়াময় ॥ ১২ ॥

ছাব্বিশ গুণেতে গুণী তোমা সহ নাহি গণি
কেবা আছে অবনী মাঝার।

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, মহাজয়ী মায়ামোহ,
অকিঞ্চন, সম, সত্যসার ॥ ১৩ ॥

নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, কৃষ্ণৈকশরণ শুধু,
সুশান্ত, সর্ব্বোপকারক।
অকাম, নিরীহ, স্থির, সমুদ্রসম গম্ভীর,
বিজিত-ষড়্গুণ, মিতভুক ॥ ১৪ ॥

অমানী, মানদ তুমি, অপ্রমত্ত, কবি মৌনী,
মৈত্র, দক্ষ, শুচি ও করুণ।
সর্ব্বগুণ অধিষ্ঠান তব মাঝে শোভমান
শোভা যেন প্রভাত অরুণ ॥ ১৫ ॥

নমো নমো গুরুবর তুমি মহাশক্তিধর
পতিতপাবন তোমা জানি।
অবশ্য তারিবে মোরে হৃদে এই আশা ধ'রে
আজি তোমা শতবার নমি ॥ ১৬ ॥

আজি তব পূজা-দিনে নানাদ্রব্য আনে আনে
পুষ্প-গন্ধ-দ্রব্য সমুজ্জ্বল।
আমি হতভাগা অতি পাষাণ সদৃশ মতি
অশ্রুবিন্দু নাহিক সম্বল ॥ ১৭ ॥

যে বীজ রোপিলে তুমি সে-বীজের ফুলে আমি
গাঁথিয়াছি এই ক্ষুদ্র হার।
তোমার প্রদত্ত ধন তোমাকেই সমর্পণ
শুধু মোর বৃথা অহঙ্কার ॥ ১৮ ॥

সেবকাধম

—শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ

শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু—'করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' মহাবদান্য-অবতার শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। সুতরাং প্রভুর অন্তরে কখন কি ভাব উদয় হইয়া আহ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হয়, তাহা সেই অন্তরঙ্গ সেবক ছাড়া কে বুঝিতে পারে? সেই প্রকার অন্তরঙ্গ ভক্তের পাদপদ্মের রাজোভিষেক ভিন্ন শ্রীমন্মহা-প্রভুর গম্ভীর লীলা কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সর্ব্বদাই সাবধানে সেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিজ সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীল রূপ-রঘুনাথের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের অলৌকিকী লীলা কেহ বুঝিতে পারিবে না বলিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী সকল জীবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

অনর্পিত-চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কন্দম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ (বিদগ্ধমাধব ১।২)

শ্রীশচীনন্দন হরি গৌরসুন্দর "করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ"—এই অবতরণ কার্য্য দ্বারা কলিহত জীবের কি উপকার করিয়াছেন, তাহা এখনও জগতের লোকে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁর "করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ"—এই কথা জানাইবার জন্য শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর নিজে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন এবং ভারতবাসী সকলকেই এই কার্য্য করিবার জন্য ঢালা হুকুম দিয়া গিয়াছেন।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

রূপানুগ সমস্ত আচার্য্যগণ-মহাপ্রভুর ঐ আদেশ সকলকে জানাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব গ্রন্থাদি রচনার দ্বারাও এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ সে বিষয়ে ক্রিয়াত্মক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁরই বিচার-

ধারা রক্ষা করিয়া তাঁর উপযুক্ত শিষ্যবর্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জগতে জানাইবার জন্য চেষ্টা করিলে হয়ত এত দিন শ্রীগৌর সুন্দরের কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় কি অমৃত আছে, তাহা এখন জগতের শিক্ষিত সমাজ জানিবার জন্য খুবই উৎসুক। এ বিষয়ে আমাদের পরিচিত এবং মাষ্টার মশাই মাননীয় ডাঃ শ্রীযুত কালীদাস নাগের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন তাঁর বাড়ীতে আমাদের আলাপ পরিচয় সময়ে আমাদের সুযোগ্য সতীর্থ ডাঃ সম্বিদানন্দ দাস ব্যারিষ্টার মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় ডাঃ কালীদাস নাগ—আমাদের এক প্রকার তিরস্কার করিয়াই বলিয়া ছিলেন যে, অমুক মিশনের কোনই শ্রবণযোগ্য কথা না থাকিলেও তারা সমস্ত জগত জুড়ে সেই কথা প্রচার করিয়াছে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর এত বড় কথা তোমরা এখনও বাঙ্গলাদেশের বাহিরেও দিতে পার নাই।

ইহা কত বড় অযোগ্যতার পরিচয় তাহা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। "হাম বড়া" মনে করিয়া ২।৪ টি মঠ-মন্দির স্থাপন করা এবং কৃতিপায় শিষ্য সেবকাদি পাইয়া জাত গোসাইর সঙ্গে পাল্লা দিলেই মহাপ্রভুর কথা প্রচার হয় না। মহাবদান্য অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যাহাতে কলিহত জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রকাশমান হন, সে বিষয়ে আমাদের সমবেত চেষ্টা করা ব্যতীত এই কার্য্যের সমাধান হয় না। ইহাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের শেষ কথা। সকলে মিলিয়া যাহাতে শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা তিনি করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সেই কথাটিই বাদ দিয়া আর সব কথা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর তাঁর ভগবদ্গীতার সারার্থবর্ষিণী টীকায় "ব্যবসায়াত্মিকা" (২।৪১) শ্লোকের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্য-মেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-রকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ; যদুক্তং—"ততো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালু-র্দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ" ইতি।

অর্থাৎ ভক্তিমার্গে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একটি মাত্র এবং

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে বাণী প্রাপ্ত হই তাহারই সাধন। গুরুপাদপদ্ম হইতে ভগবৎ কীর্ত্তন সম্বন্ধে যে আজ্ঞা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই আজ্ঞা পালন করাই আমাদের একমাত্র সাধ্য ও সাধন এবং যাবৎ জীবন সেই ভাবে চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। সাধ্য-সাধন দশায় কোন সময়েই আমরা গুরু-পাদপদ্মের কথা অবহেলা করিতে পারিনা। কারণ আমাদের জীবনের একমাত্র কাম্য গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে তাঁর সেবা করা এবং সেই কার্য্য ছাড়া স্বপ্নেও আমাদের অন্য অভিলাষ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে যদি আমাদের সুখ হয় হউক, দুঃখ হয় হউক, সংসার ক্ষয় হয় হউক, না হয়—নাই হউক, তাহাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য গুরু-পাদপদ্মের সেবা এবং তাহাই আমাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং দৃঢ় শ্রদ্ধার পরিচয়। সেই প্রকার দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত গুরুসেবা বা ভগবৎ সেবাই ভক্তি; অন্যথায় "আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি"।

ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদকে যখন ঔরঙ্গজেব পিতৃভক্তি সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা মুখে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন মহম্মদ স্পষ্টই বলিয়াছিল—"আপনার কাছে কি পিতৃভক্তি শিখিতে হইবে?" অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব নিজ পিতা সাজাহানকে বন্দী করিয়া তাঁর সিংহাসন দখল করিয়াছিল। সেজন্য পিতৃভক্তির চরম পরিচয় দানকারী ঔরঙ্গজেবের পিতৃভক্তি শিক্ষার উপদেশ তাঁর পুত্র শুনিতে রাজী হয় নাই। ইহাই স্বাভাবিক। বল্লভ ভট্ট তাঁর ভাগবত টীকা শ্রীধর স্বামীর টীকাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিলে শ্রীগৌর সুন্দর হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন—

"প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যে জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করি যে গণন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১১১)

ভগবদ্ গীতায় "আচার্য্যোপাসনা" পারমার্থিক জ্ঞানের প্রধান সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্য এবং সাক্ষাদ্ গুরুদেবের কথা অমান্য করিয়া কেহ গুরুর আসনে বসিলে তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আবদ্ধ করুণা সিন্ধুর মোহানা কাটিয়া যথাতথা প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় প্রতারিত সপ্তগ্রামে সুবর্ণ-বণিককুল সমাজের নিকৃষ্ট হইলেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সকলের ঘরে ঘরে যাইয়া তাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। "মূর্খ বণিককুল করিলেন উদ্ধার।" ভগবদ্ভক্তির অধিকারী সকলেই এবং তাহাতে জাতিকুলের কোনও বিচার নাই এইভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সকলকেই প্রেম দান করিলেন। মধ্যে

সেই নিত্যানন্দের কুলধ্বজ নামধারী জাতি গোস্বামিগণ সেই করুণাসিন্ধু আবার আবদ্ধ করিয়া দিলেও—সাক্ষাৎ নিত্যানন্দের দ্বিতীয় স্বরূপ এবং গৌর-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ পুনরায় খুলিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তিনি যে ভাবে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন ঠিক সেই ধারাতেই শুদ্ধভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য-বর্গকে সেইভাবে সকলে একত্রে মিলিয়া শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা প্রচার করিবার আদেশ করিয়া গেলেন, কিন্তু যে কোন দুর্দ্দৈব কারণ বশতঃ হউক সেই মন্দাকিনীর ধারা আবার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; আমাদের সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত যেন ভক্তিবিনোদ মান্দাকিনী ধারা রুদ্ধ হইয়া না যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ একত্রিত হইয়া যথার্থ বৈষ্ণবোচিত চিন্তাধারায় কলিহত জীবের জন্য কিংকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছিলেন। শৌনকাদি-ঋষিগণ কলিহত জীবের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দ-মতয়ো মন্দ ভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥" (ভাঃ ১।১।১০)

কলিকালের জীব সকলেই অল্পায়ু, অলস, পাষণ্ডমতি, বিঘ্নাকুল এবং রোগ শোকাদি দ্বারা সর্ব্বদাই উপদ্রুত। এ-হেন অবস্থায় তা'দের কিভাবে মঙ্গল হয় তাহা তাঁ'রা চিন্তা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে কলিযুগের মনুষ্য জাতির দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন—"কলিকালে যত দিন যাইবে ততই ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু এবং স্মৃতি—এইগুলি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে।" এগুলি আমরা ক্রমশঃই উপলব্ধি করিতেছি। ধর্ম্ম বলিতে "নামকাবাস্তে", সত্য কথা বলিলে পেটে অন্ন জুটিবে না। (শৌচ ত' নাই, কারণ রাস্তা-ঘাটে, হোটেলে, দোকানে সর্ব্বত্রই ম্লেচ্ছাচারে পরিপূর্ণ।) ক্ষমা কি জিনিষ তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে অথবা তাহা ভীরুতা, কাপুরুষতা আখ্যা লাভ করিয়াছে। নিজের গৃহস্থের ভিতরই পরস্পরের ক্ষমা নাই। দয়া একটা গল্পের মত। আয়ুর ত' কথাই নাই। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে গড়পড়তা ৩২ বৎসর মাত্র আয়ু এবং স্মৃতি বলিতে পুঁথিগত বিদ্যা। কলিকালে জন্ম, আচার এবং গুণের মাপকাঠি "পয়সা"। পয়সা থাকিলেই তিনি উত্তম কুল এবং সকল গুণের গুণমণি। পিতা-

মাতার আর চিন্তা নাই, কারণ কুল-গোত্রাদি বিচার বা ঢাক ঢোল বাজাইয়া বিবাহ দিবার আর কোন আবশ্যক হইবে না এবং সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্যে লেন-দেন. কেনা-বেচা, আদান-প্রদান, খাওয়া-খাওয়ানর ভিতর আসিবে মিথ্যা আর জোচ্চুরী। স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা বা প্রীতির কারণ হইবে রতি-কৌশল, সাজ-সরঞ্জাম এবং দৈহিক বল ও বাহ্য সৌন্দর্য্য। গৃহস্থাশ্রম বলিয়া যে একটা কথা তাহা গল্পে পরিণত হইয়া স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ, সেচ্ছাচার এবং যথেচ্ছাচারে পরিণত হইবে। দুই পয়সার পৈতা কিনিয়া গলাই দিলেই দ্বিজত্বের পরিচয় হইবে। ব্রাহ্মণের গুণ ক্ষত্রিয়ের গুণ বা বৈশ্যের গুণ আর দেখা শুনার প্রয়োজন হইবে না, কেবল পৈতা হইলেই চলিবে। লাল কাপড় আর লাঠি হাতে থাকিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যাইবে, আর সাদা কাপড় বা কোট প্যান্ট পরিলেই গৃহস্থ হওয়া যাইবে। আর বিশেষ কিছু দরকার হইবে না। টাকা-কড়ি কম থাকিলে আর ন্যায় পাওয়া যাইবে না। ন্যায়ালয়ে ন্যায় পাইতে হইলে প্রথমেই ষ্ট্যাম্প খরচ আর উকিলের ফি না দিতে পারিলে ন্যায়ালয়ে প্রবেশই নিষেধ। তারপর তদ্বির করা অন্য কথা। ইংরাজিতে এই প্রকার ন্যায় লাভের খরচাকে "To push good money after bad money" বলে। গলাবাজি করিয়া ২।৪ ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারিলেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় হবে। আর গরীব হইলেই অসাধু, চোর; যে যত দম্ভ করিতে পারিবে সে তত বড় সাধু হইবে। বহুদূরস্থিত হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিলে মহাপুণ্য, কিন্তু কোন সহরের বা লোকালয়ের গঙ্গা-জলে সেই পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না। এলাহাবাদে কুম্ভ-মেলায় গঙ্গাস্নান করিতে ৮০ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা শ্রীল নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পড়িয়া আসে নাই—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম সকলই মনের ভ্রম।" মাথায় বড় বড় চুল রাখিতে পারিলেই লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। আজকাল ছেলেদের মাথায় খুব বড় বড় চুল দেখা যায়। তাদের না খাইয়া না খাইয়া যতই মুখ শুকাইয়া যাক্ না কেন, মাথার চুল বজায় রাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিবেই। অলঙ্কার বলিতে সাবান এবং হিমানী। কলিকালের মন্দ ভাগ্য, দরিদ্র লোক-গুলি সাবান মেখে চকচকে হ'তে চায় এবং মুখে একটু পাউডার দিয়া অলঙ্কৃত হ'তে চায়। ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ যে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ আছে, তাহা পেট ভরিয়া দুটি খাইতে পাইলেই সমাধান হইবে। আর বেশী কিছু দরকার নাই। আর মহারাজ দক্ষ যেমন যজ্ঞাদি কার্য্যের দ্বারা দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া ছিলেন, সেই দক্ষতা কালকালের লোক যদি স্ত্রী-পুত্রদিগকে খাইতে দিতে পারে তা' হলেই

লাভ হইবে। আর যাগযজ্ঞ করিবার কোনও উপায় থাকিবে না। ধর্ম্ম, সেবা নামকাবাস্তে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমাকে লোকে "ধার্ম্মিক বলিবে, আমার একটা নামজাদা গুরু আছে" ইত্যাদি লোভের দ্বারা বশবর্ত্তী হয়েই লোকে তথা কথিত ধর্ম্মাচরণ করিবে। মূলে কিছু হোক বা নাই হোক, এই ভাবের লোকগুলি সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িলে তাদের মধ্যে যে বলীয়ান্ হইবে সেই রাজনীতি ক্ষেত্রে "লীডার" বা "নেতাজী" সাজিয়া মন্দ ভাগ্য সুমন্দ মতি মূর্খ লোকগুলিকে ভোগা দিয়া ভোট সংগ্রহ করিয়া রাজ-গদীতে বসিয়া পড়িবে। বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া পড়িবার মত, সেই ব্যক্তি রাজ গদীতে বসিলে কি হইবে? "শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।" যার যে স্বভাব সে কি কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে? কুকুরকে ঠাকুরের গদীতে বসাইলে কি হইবে? তার যে স্বভাব শুষ্ক চর্ম্ম সেবন, তাহা সে ছাড়িবে না। সেইপ্রকার ভোটরঙ্গে সিদ্ধ রাজপুরুষগণ তাহাদের স্বভাবগত কার্য্যগুলি নিশ্চয়ই করিবে। সে প্রজা পালনের কি শাস্ত্র পড়িয়াছে যে, লোকের জন্য তার বুক ফেটে যাবে। বুক ফাট্‌বে লেক্‌চার দিবার সময় কিন্তু কাজের বেলায় কেবল লুট। 'অন্ধের নগরী, বেকুব রাজা। টাকে সের ভাজি টাকে সের খাজা॥' যেমন প্রজা তেমন রাজা এইভাবে কলিকালের বেশ একটি ছবি আঁকা আছে; তাহা দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন—"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' ইহ বাহ্য আগে কহ আর"। কলিকালের লোক কি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচরণ করিবে? তাদের ত সবই উল্টে পাল্টে গেছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ৪৫৬ পৃষ্ঠার পর)

পূজায় পশু বলিদানের নিদারুণ পরিণাম

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার ৩১৩ পৃষ্ঠায় ভবিষ্যপুরাণের বচনে মেষবলি, ছাগবলি, মহিষবলি ও নরবলি হইতে শ্রীদুর্গার উত্তরোত্তর তৃপ্তির আধিক্য দেখা যায়। আবার পরপৃষ্ঠার শেষে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বচনে বলি হইতে প্রীতি ও হিংসা জন্য পাপ দুইটীই লাভ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার তৎপরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে শুধু পাপ শ্রুতিই রহিয়াছে। যথা—

উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিবন্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ॥
যো যং হন্তি স তং হন্তি চেতি বেদোক্তমেব চ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবী-পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥(ব্রঃ বৈঃ পুঃ ৬৫।১১-১২)

অর্থাৎ উৎসর্গকারী ব্রাহ্মণ, যাহার পূজা, বধকারী, পোষ্টা, রক্ষক ও অগ্রপশ্চাৎ ধারণকারিদ্বয় এই সাতজনই বধজন্য পাপভাগী হইয়া থাকেন। যে যাহাকে হনন করে পরজন্মে সেও ঐ বধকারীকে হনন করে। উহা বেদেই উক্ত রহিয়াছে, সেই কারণে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীপূজা (সাত্ত্বিকবিধানে পূজা) করিয়া থাকেন। এই সব তামস, রাজস পুরাণে দেবীর তৃপ্তি হয় বলিয়া উক্তি থাকিলেও এই পত্রিকার ১০ম সংখ্যার ৩৮০ পৃষ্ঠার যুক্তিকল্পতরুর বচন দ্বারাও জানা যায় জীবহত্যারূপ বলিদানে জীবহত্যারূপ পাপফলই লাভ হয়, অন্য কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ সর্ব্ববরেণ্য সাত্ত্বিক মহা-পুরাণান্যতম পদ্মপুরাণে দেবীর স্বমুখ নিঃসৃত বাক্য হইতেও তাহাই স্পষ্টভাবে প্রতীতি হইতেছে। এমন কি পূজায় জীবহত্যাফলে রৌরবাদি নরকে পতন হইয়া থাকে, ইহা দেবী নিজেই বর্ণন করিয়াছেন। ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধেও তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই প্রবন্ধেও দৃষ্টান্তদ্বারা বলিদানের ফলাফল সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিব।

কোনও সময়ে দস্যুরাজ এক শূদ্র পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দিবার অভিপ্রায়ে বলিযোগ্য এক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। দৈবাৎ সেই নরপশু পলাইয়া যাওয়ায় তাহার অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণক্রমে তাহাকে না পাইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ধান্যক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত জড়ভরতকেই হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও বলিযোগ্য দেখিয়া ধরিয়া লইয়া আসে। সেই দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রালঙ্কার ও তিলকাদিদ্বারা ভূষিত করত ভোজন করাইল। তৎপর তাহাদের স্বকল্পিত বিধানে ভদ্রকালীর পূজানন্তর পুষ্প, পত্র ও মাল্যাদিদ্বারা কল্পিত পুরুষ ভরতকেও হিংসা-বিধি বিহিতরূপে পূজা করিয়া উচ্চ গীত ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহ তাহাকে ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোমুখে উপবেশন করাইল। তখন শূদ্র দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতের শোণিতরূপ মধুদ্বারা ভদ্রকালীর তৃপ্তিবিধান মানসে ভদ্রকালী-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এক ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল। রজস্তমোগুণে অত্যন্ত আচ্ছন্ন এই দস্যুগণ ধনমদে মত্ত, মর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে

বিচরণ করিতেছিল। হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। সেইজন্য সর্ব্বভূত-সুহৃদ্ ভগবদ্গত-চিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষিপুত্র, আপৎকালীন লৌকিক হত্যাবিধিরও যিনি অবধ্য তাঁহাকেই হত্যা করিয়া নিজ ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। দস্যুগণের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য এই কার্য্যে দেবী সাতিশয় রুষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমা হইতে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় দীপ্তি ধারণ করত বহির্গত হইলেন। অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশ জনিত তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তিনি বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তিতে অতীব ক্রোধভরে অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গের দ্বারাই ছেদন করিলেন। তৎপর দেবী ডাকিনী যোগিনীগণের সহিত ঐ সকল দস্যুগণের গলদেশ হইতে নির্গত রুধিররূপ অত্যুষ্ণ মদ্য পান করিতে করিতে অতিশয় শোণিত পানোন্মত্তা হইয়া নিজ পার্ষদগণের সহিত উচ্চস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এই জড়ভরতের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় ছাগাদি পশুবলি বা নরবলি প্রকৃত-পক্ষে দেবীর তৃপ্তিদায়ক নহে। যদি তাহাই হইত তবে তাঁহার নিজ ভক্তগণকে অর্থাৎ নরবলিদানকারী পূজারিগণকে বধ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাহা অবৈধ, অপ্রিয় ও বিগর্হিত বলিয়াই দেবী ঐ প্রকার পূজক দস্যুগণকে বধ করিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। বলিবিধান পাপজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহার ফল চাক্ষুষ দেখা যায় না, পরকালে ভোগ্য হয়। সুরথরাজা ও প্রাচীনবর্হির দৃষ্টান্তে তাহা দেখান হইয়াছে। এই দস্যুগণের পাপফল অত্যন্ত উৎকট বলিয়া এই জন্মেই তাহারা নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল—বধপ্রাপ্ত হইল, পরেও নরকাদি দুঃখ ভোগ করিবে। অত্যুৎকট পাপপুণ্যফল মানবগণ এজগতেই লাভ করিয়া থাকে। যথা—

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥ (হিতোপদেশ)

অত্যুৎকট (অত্যন্ত বিগর্হিত বা প্রশংসনীয়) পাপকার্য্য বা পুণ্য কার্য্যের ফল এজগতেই মানবগণ তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে বা তিন দিনের মধ্যেই লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ পাপকার্য্যের গুরুত্বানুসারে অল্পকাল মধ্যে ও লাঘবত্বানুসারে কিছুদিন পরে ফললাভ এই জন্মেও ঘটিয়া থাকে।

বলিবিধানের উপসংহারে শেষ বক্তব্য এই যে দেবতাগণ সকলেই হরিভক্ত

ও সত্ত্বগুণপ্রধান এবং সেজন্য তাহাদের প্রতি শ্রীহরিরও প্রীত্যাধিক্য শ্রীমদ্ ভাগবতের বহু স্থানেই বর্ণিত রহিয়াছে। মদ্য-মাংস-রুধির যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদির খাদ্য, তাহা কখনও দেব-ভোগ্য হইতে পারে না। তবে যে, দেবীর চামুণ্ডাদি মূর্ত্তিতে অসুরবধ ও রুধির পানাদির কথা শুনা যায়, তাহা ক্রোধের আবেগে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয় মাত্র। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে; কারণ দেবতার দেবত্ব কখনও পিশাচত্বের সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। রুধির, মদ্য ও মাংস প্রভৃতি রক্ষ-পিশাচাদির আহার্য্য; তাহা কখনও দেবতার গ্রহণযোগ্য নহে। পদ্মপুরাণে দেবীর স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং দেবতার্চ্চনে মদ্যদান ও পশুবলির বিধানটী সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্ববাদীসম্মতই 'অবৈধ'। উহা মদ্য-মাংস-লোলুপতা ভিন্ন কখনও পরমার্থ ফলদায়ক নহে। বরং পাপাদির জনকই হইয়া থাকে।

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে

বহির্ম্মুখী নারকীর

অশ্রুকণা

পরম দয়াল! পতিতার আশ্রয়! স্নেহময় প্রভুপাদ! আপনার একটি নখ-কণার মহিমা কীর্ত্তন করিবার মত যোগ্যতা আমার অনন্ত জীবনেও ঘটিবে না—ইহা অতি সত্য। ভাষাজ্ঞান আমার আদৌ না থাকায় মনে যাহা আসিতেছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।

প্রভো! হেন কুকার্য্য নাই, যাহা আমাদ্বারা সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তো আপনি আমায় ত্যাগ করেন নাই! জাগতিক কোন বিষয়েই আপনার তুলনা হয় না; সুতরাং আপনার তুলনা একমাত্র আপনিই। আজ আপনার আগমনী গীতি দ্বারা জগৎ মুখরিত। যোগ্য সেবকগণ নানা উপায়নে আপনার অর্চ্চনা বন্দনা করিতেছেন; কিন্তু এ'দীনার তো কোন সম্বলই নাই; প্রভো! আপনি নিত্য ও সত্য; আপনার তো তিরোভাব নাই—তাহা থাকিলে আমারও অস্তিত্ব থাকিত না।

হে স্নেহময়! যদিও আমি আপনার হইতে পারি নাই, তথাপি আপনিই আমার সর্ব্বস্ব, ইহা যেন স্মরণ করিতে পারি। আমার জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই'—"অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে, কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।" কিন্তু আমার প্রারব্ধ কর্ম্মফলে এ কি হইল? মায়া প্রতারণা করিয়া আমাকে ঘৃণ্য বিষয়ান্ধ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি হে পরম দয়াল স্নেহময় প্রভো! আপনি তো আমায় ত্যাগ করিতে পারেন নাই! আপনার অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিতে ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইয়াছে,—"যে যত পতিত হয় তব দয়া তত তায়।" জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক সময় প্রাকৃত জগতের শিক্ষকতার কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু কাহারও কোনও পারমার্থিক উপকার করিতে পারি নাই। যে নিজেই অসংলগ্ন, সে আবার পরের উপকার করিবে কি প্রকারে?—সে কাহাকে সংশোধন করিতে পারে? আমার উক্ত কর্ম্মময় জীবনেও সর্ব্বত্রই আপনি বিবিধ উপদেশ-সম্বলিত কৃপালিপি প্রেরণে আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। দয়াময়! আপনি অন্তর্যামীসূত্রে সকলই জ্ঞাত থাকিয়া এ দীনের বহু বাসনাই পূরণ করিয়াছেন—শ্রীচরণে স্থান দিয়া কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কর্ম্মজীবনে প্রথম 'কৈলা' সহর থাকাকালে ঢাকায় শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনি স্বগণ সমভি-ব্যাহারে তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তখন আপনার অভয় চরণ দর্শনে আমার প্রবল আকাঙ্খা হওয়ায় আপনাকে পত্রী দ্বারা জানাইলে, আপনি কার্য্য শেষে কলিকাতা রওয়ানা হইবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উক্ত পত্রী পাইয়াই সমস্ত সঙ্কল্প স্থগিদ রাখিয়া এ নারকীর জন্য কতই না ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন! অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডী আমি সমস্তই ভুলিয়া যাই! পূর্ব্বোল্লিখিত অসংখ্য নিদর্শন এ অধমার ক্ষুদ্র জীবনে সংঘটিত হইয়াছে! আজ তাহার কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াও অশ্রুপ্লুত নয়নে কিছুই লিখিতে পারিতেছি না।

হে প্রভো! আপনার প্রকটলীলা সম্বরণের প্রাক্কালে পুরীধামে এ পতিতাকে ও পরলোকগতা সুষমাদেবীকে আপনি শ্রীচরণপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন; তখন যাহাতে আমাদের কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি আপনি কতই না লক্ষ্য করিতেন! মনে পড়ে—একদিন রাত্রি প্রায় ৪॥ ঘটিকার সময় আমি ও সুষমা ভোর হইয়াছে ভাবিয়া সমুদ্রের বেলাভূমিতে ভ্রমণে বাহির হইলাম—কোনও কারণে উভয়ে ভীত হইয়া বাসায় প্রত্যাগত না হইয়া, ফিরিলাম অভিন্ন গোবর্দ্ধন আপনার সুনিবাস চটকপর্ব্বতে। মনে তখন কতই আশঙ্কা হইতে

লাগিল! তখন আপনি তথায় স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের অভিনয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা অতি সন্তর্পণে চটক-পর্ব্বতে উঠিয়া আপনার শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়াছিলাম। তৎকালে আপনার অচিন্ত্যপ্রভাবে ও স্বভাবে হঠাৎ দরজা খুলিয়া আপনি আমাদের কৃপাপূর্ব্বক দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন! কৈ প্রভো! এই সুদীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর যাবৎ আর ত' আপনার দর্শন পাই না!! আপনার নিত্য বসতিক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর যাই, কিন্তু আপনার বিরহে সমস্তই শূন্য বোধ হয়।

তুচ্ছ চাকরীর লালসায় আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে (দৈব-দুর্ঘটনায় বাধ্য হইয়া) রওয়ানা, হইলাম, তখনও আপনার কত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি—আমার সর্ব্বদাই স্মরণ হয়। কিন্তু প্রভো! আর ত সেই মোহন রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। কলিকাতায় পৌঁছিয়া অসুস্থ অবস্থায় আমাকে জাগ্রত করিবার জন্য কৃপা পত্রীতে লিখিয়াছিলেন—"এখানে দূরস্থ সকল ভক্তগণ আমাকে দর্শন দিতে আসিতেছেন।" ঐ পত্রী পাইয়া যাহা দর্শন করিলাম, তাহাতে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল!—উহাই আমার নিকট শেষ পত্র।

হে আশ্রিত-বৎসল! আমার ভাগ্যে সেই দর্শনই শেষ দর্শন। আজ এই আনন্দের দিনে আমার এই অশ্রুকণা আপনার অনন্ত-বাঞ্ছিত অভয় পাদ-পদ্মে স্থান লাভ করুক—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

হে অভীষ্টদেব! মহাজনগণের বাণীতে শুনিতে পাই—শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা নিত্য, কিন্তু আমার তাহা অননুভূত ব্যাপার। অনুক্ষণ কীর্ত্তন-সহ-যোগে ভক্তগণের আনন্দাশ্রু বর্ষণসহ আপনার অভয় শ্রীপাদ-পদ্মে অর্ঘ্যদান—আপনার প্রকটকালীয় লীলায় শ্রীবাস-অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উহা আপনার প্রকটলীলায় আমাদের শেষ ব্যাসার্চ্চন-সৌভাগ্য। সেই শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের শ্রীমন্দিরে (শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ; চুঁচুড়ায়) অদ্য শ্রীশ্রীব্যাস পূজার পুনরানুষ্ঠান। সুতরাং প্রভো! কৃপা করুন, যাহাতে পূর্ব্বানুষ্ঠিত শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের ব্যাসপূজা ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের অনুষ্ঠিত এই শ্রীব্যাসপূজা—আপনার ভক্ত বৈষ্ণবগণের কৃপায় সম-পর্য্যায়ে দর্শন করিতে পারি।

শ্রীচরণ সেবাভিলাষিনী—**শ্রীপ্রিয়তমা দেবী**

বেলঘড়িয়া (২৪ পরগণা)

———

দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ (কাহিনী)

রাজার মন্ত্রী রাজা হইবারে, কমলায় সেবে নিত্য।
পূজা উৎসবে করয়ে ব্যয়, অজস্র তাঁহার বিত্ত ॥
রাজার কার্য্যে ঘটিল বিঘ্ন, বিরক্ত হইল রাজা।
মন্ত্রিত্ব তাঁহার টুটিয়া গেল, বিষম হইল সাজা ॥
অসুখে বিসুখে ব্যয় বাহুল্য, স্ত্রী-পুত্র হইল নাশ।
লক্ষ্মী পূজিয়া মিটিয়া গেল রাজ্য লক্ষ্মীর আশ ॥
জীবনের সাধ টুটিয়া গেল, মরণে কৈল পণ।
হেন কালে তাঁর ইষ্ট দেবীর, মিলিলা দরশন ॥
কহিলা মন্ত্রী—'আসিয়াছ মাতা! নাহি কিছু আর চাই।'
কমলা কহিলা—"পাইলে দেখা, কামনা ত্যজিলে তাই ॥
দেবতার গুণ লভিয়া, হলে দেবতা লাভের যোগ্য।
লহ বর তুমি যাহা খুসী তব, ইহ পরকালে ভোগ্য ॥
মন্ত্রী কহিলা "সংসারে আর, নাহিক বিন্দু মোহ।
ইহ পরকালে মর্ম্মে মোর, অচলা হইয়া রহ।"

—পণ্ডিত শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কবিভূষণ

স্বধামে শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী গত ৬ই মাঘ ২০শে জানুয়ারী বৃহস্পতি বার পক্ষবর্দ্ধনী মহাদ্বাদশী বাসরে প্রাতঃ ৬।১২ মিঃ স্বধাম গমন করিয়াছেন। তিনি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বর্গের অন্যতম। ৫০ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই তিনি যে গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সকলেরই আদর্শস্থানীয়। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি বিবিধ সেবা-কৌশল তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বরদরাজ প্রভুর বৈরাগ্যের উদাহরণ

বরদরাজ ব্রহ্মচারীজীর যৌবনের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত আমার স্মরণপথে সর্ব্বদাই জাগিতেছে। তাঁহার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমি নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি ;—

বরদরাজ পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র ; বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। সুতরাং মাতার অত্যন্ত আদর ও স্নেহেতে পরিবর্দ্ধিত হইলেও সংসারের অনিত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। একদিন মাতাকে সংসার পরিত্যাগের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার অনুমোদন লাভ করিতে পারেন নাই ; তথাপি অনিত্য সংসারের প্রতি আসক্ত না হইয়া মাতার অজ্ঞাতসারে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে চলিয়া আসেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া অন্তিমদশা পর্য্যন্ত তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাতে নিমগ্ন থাকেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার জননী একমাত্র-পুত্রের অদর্শন জনিত বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রচুর যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি মাতাকে যে প্রবোধ দিয়াছিলেন তাহার দুই একটি কথা যাহা স্মরণ আছে নিম্নে লিখিলাম—

মাতার প্রতি উপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাই সমস্ত জীবের আদর্শ শিক্ষা। তিনি—বলিয়াছিলেন।

"আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দিব মাতা কৃষ্ণ প্রেমধন ॥

শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী এই আদর্শ শিক্ষা অবলম্বন করিয়া মাতাকে প্রচুর সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। পার্থিব ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুরুষ কাহাকেই প্রকৃত সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে না। বদ্ধজীব ক্ষুদ্র অর্থের কাঙ্গাল হইয়া অসীম অর্থ অর্থাৎ পরমার্থ পরিত্যাগ করে। তাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল কখনই হইতে পারে না। স্বামী-পুত্র সকলেই অস্থায়ী, সুতরাং অস্থায়ী বস্তুর প্রতি মমতা স্ত্রী-লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক। স্বয়ং কৃষ্ণকে পুত্র রূপে জানিতে পারিলে সাধারণ পুত্রের প্রতি মমতা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। যিনি বাৎসল্য ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর পুত্র-বিয়োগের আশঙ্কা নাই, সুতরাং কোন মাতাকেই কখনও পুত্রবিচ্ছেদ-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য মাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়—"অদ্য বা বর্ষ-শতান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।"

সুতরাং যাহার মৃত্যু ধ্রুব, তাহার প্রতি আসক্তি করিয়া লাভ কি ? যিনি নিত্য, সনাতন তাঁহার ভজন করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ইত্যাদি, নানা কথা মাতার প্রতি উপদেশ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। যোগ্য পুত্রের যোগ্যা মাতা ; পুত্রের পারমার্থিক জীবনের বিরোধী না হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মাতার দেহত্যাগ

শোকাতুরা জননীর একমাত্র পুত্রের বিরহ-যন্ত্রণা তাঁহাকে অধিককাল জীবিত রাখে নাই। অনুমান ২।৩ বৎসর পরেই মাতা দেহত্যাগ করেন। বরদরাজের খুল্লতাত শ্রীচৈতন্য মঠে তাঁহার মাতৃবিয়োগের সংবাদ পত্রদ্বারা অবগত করান। আমি সেই পত্রখানি গোপন করিয়া বরদরাজ ব্রহ্মচারীর চিত্ত যাহাতে শোকে অভিভূত না হয়, তজ্জন্য সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া ২।১ কথা প্রত্যহই উপদেশ করিতাম। আমি মাঝে মাঝে বলিতাম—"কাহারও মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে,—সুতরাং সকলেই চিত্ত স্থির করিবেন, দুঃখিত হইবার কারণ নাই, সকলকেই মরিতে হইবে, সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শোকে, স্নেহ-মমতায় অভিভূত না হইয়া চিরদিন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র সফলতা।" তখন আমরা শ্রীচৈতন্যমঠে মাত্র ৫।৬ জন সেবক বাস করি। আমার ঐরূপ উক্তি শুনিয়া সকলেই পরস্পরের দিকে তাকাইয়া ইতস্ততঃ চিন্তা করিতেন। প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে ; কিন্তু কেহই তাহাতে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ ৯ দিন গত হইয়া দশম দিবস উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর সে-কথা গোপন রাখা চলে না ; কারণ আগামী কল্য গোস্বামি-শাস্ত্রমতে তাঁহার শ্রাদ্ধের দিন, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমি তখন বরদরাজকে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগের কথা জানাইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় বরদরাজ অচল, অটল ; এবং হাসিমুখে আমাকে তাঁহার মাতার মৃত্যুর দিন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আগামীকল্য একাদশ দিবস, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও। পরদিবস হরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া-সার দীপিকা অনুসারে তাঁহার মাতার পারলৌকিক কার্য্য যথাবিধি সুসম্পন্ন করা হইল।

বরদরাজের অর্থের প্রতি অনাসক্তি

শ্রাদ্ধের পর শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বলিলেন—"আমার

পিতৃ-বিয়োগের পর, মাতা আমার জন্য বারশত টাকা আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা আমি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি অবগত নহে। সুতরাং আপনি অনুমতি করুন আমি ঐ অর্থ এখানে (মঠে) লইয়া আসি। আমি তাঁহার ঐ প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমাদিগকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮)

উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা গৃহ হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া গুরুপাদ-পদ্মে সমর্পণ করিলে অনেক সময় এইরূপ মনে হয় যে, আমি গুরুদেবকে প্রচুর অর্থ দিয়া সাহায্য ও ধন্য করিয়াছি। অতএব গুরুদেব আমার অন্যায় আব্দার শুনিতে বাধ্য। চিত্তে এইপ্রকার মলিনতা আসিবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং মন এই প্রকারে মলিন হইলে ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। ইহা ছাড়া সামান্য বারশত টাকার লোভে পড়িয়া তুমি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, সংসারে একদিনের জন্যও প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। বিশেষতঃ তোমার তথা-কথিত আত্মীয়-বর্গ তোমার অর্থ-সম্পত্তির সচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তোমাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং সামান্য অর্থের প্রতি মমতা না করিয়া ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমরা তোমাকেই চাই, আমরা অর্থের লোলুপ নহি। তুমি মঠে থাকিলে ঐরূপ প্রচুর অর্থ আপনা হইতেই আসিবে।

বরদরাজ ব্রহ্মচারী এই উপদেশের সার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া চিরতরে ঐ অর্থের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার প্রায় চল্লিশ বৎসরের মঠ-বাসের অভিজ্ঞতায় প্রায় অধিকাংশ ব্রহ্মচারীকেই বাড়ী যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী তাহাদের ঐ আদর্শ বিন্দুমাত্রও গ্রহণ না করিয়া একদিনের জন্যও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিরোধানের পর

ইংরাজী ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম লৌকিক লীলা সম্বরণ করেন। তাহার পর মহাপুরুষের বিয়োগ-হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত বিশ্বেই একটি বিরাট বিপ্লব [illegible] হইয়াছিল। এই বিপ্লবের মধ্যেও ব্রহ্মচারিজীর হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা

কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। তিনি পূজ্যপাদ কুঞ্জবিহারী ভাগবতরত্ন মহোদয়ের আনুগত্যে থাকিয়া দক্ষিণ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রচুর দায়িত্বপূর্ণ সেবা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ঐ মঠে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারাই ব্রহ্মচারীজীর মধুর ব্যবহার, হাসিমুখে আলাপ-আলোচনা, মধুর কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মিসনের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সেবায় জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ভার প্রাপ্তি

পরলোকগত সেবক শশীভূষণ মজুমদার ১০৬ নং হাজরা রোড কলিকাতা —(২৬) ঠিকানায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম প্রচারিণী সভা স্থাপন করেন এবং স্থানীয় লোক তাঁহার ঐ কার্য্যে সহায়তা করেন। তিনি দেহ-ত্যাগ করিলে স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলে একত্রিত হইয়া উক্ত সভার কার্য্যভার শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারীর উপর ন্যস্ত করেন। তদবধি তিনি ঐ স্থানের কার্য্যভার লইয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও রাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন। তাঁহার সেবাচেষ্টায় উক্ত সভার কার্য্য সুচারুরূপে সু-সম্পন্ন হইতেছিল। দুঃখের বিষয় তিনি কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক অসুস্থতার অভিনয় করিয়া চলিতেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার দেহাবসানের সময় সম্মুখীন হইয়াছে সন্দেহ করিয়া ঐ স্থানের সেবাভার পূজ্যপাদ **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের** উপর ন্যস্ত করেন। ব্রহ্মচারীজীর দেহান্তের পর হইতেই উক্ত গিরি মহারাজ উক্ত স্থানের সেবাকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

গুরুসেবায় অর্থদান

ব্রহ্মচারীজী স্বতন্ত্রভাবে মঠ পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত উৎসবাদি উক্ত প্রেমধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অঙ্গরূপে প্রচলন করেন। তাঁহার প্রতি জনসাধারণ প্রচুর শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার প্রয়োজনানুরূপ অর্থ হইতেও অধিক অর্থ প্রদান করিতেন। ইহাতে তিনি সেবাখরচ বাদে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-সেবায় দান করেন এবং অতি সামান্য অর্থই তাঁহার নিজ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির সেবার জন্য পূজ্যপাদ গিরি মহারাজের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাতেও তাঁহার অর্থের প্রতি অনাশক্তি প্রকাশ পায়।

বরদরাজ প্রভুর বিরহ উৎসব

বিগত ২রা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার পূজ্যপাদ গিরি মহারাজ শ্রীল

বরদরাজ ব্রহ্মচারী প্রভুর বিরহ উৎসব বিরাটভাবে সুসম্পন্ন করেন। এই উৎসবে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। চুঁচুড়া হইতে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ এবং নারমার মোহিনী বাবু প্রভৃতি, আরও অন্যান্য স্থানের অনেক সেবক ও মহারাজগণ এই উৎসবে শ্রদ্ধার যোগদান করেন। বেলা ১০ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত অজস্রভাবে সহস্র সহস্র লোকদিগকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সকলেই বরদরাজ প্রভুর প্রচুর প্রশংসা করিতেছিলেন। আমরা শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী প্রভুর আদর্শ সকলকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

"ভক্ত সনাতন"

একদা যে জন গৌড়-রাজের ছিলেন প্রধান মন্ত্রী,
দেশ-বরেণ্য, স্বনাম-ধন্য, দেশ ও দশের ভর্ত্তা।
সেই সনাতন সাধুর ভূষণ চলেছেন দূর দেশে,
স্বেচ্ছায় তিনি গৃহ-হারা আজ—জান কিবা উদ্দেশে?
পথে পথে আজি ঘুরিছেন একা, হয়ে অকাতর চিত্ত,
লোটা-কম্বল সম্বল যাঁ'র সাথে নাই কোন বিত্ত।
ক্লান্তি কি নাই দিবসে-দুপুরে, ঘন ঘনায়িত অন্ধকারে,
তনু দেহে স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে, দু'চোখে অশ্রু ঝরে।
সাধুজী জানেন প্রভুর আসায়, দিকে দিকে ফুল ফোটে,
উথলি উঠিবে সরসীর জল, মধুলেহী মধু লোটে।
যেতে কাশী-পথ দেখেন দু'দিকে, কত হাসি-জাল বোনা,
বনে বনে আজি লাগে শিহরণ', সামগান যায় শোনা;
বসিয়া পড়েন বট-তরু-তলে, চরণ চলে না কভু,
সহসা কে যেন কহিল--"ফকির, তোমারে ডাকেন প্রভু!"
যেতে প্রভু কহে,—"এসো সনাতন, মোছ আঁখিজল—হের—
তুমি যে রয়েছ আমারি বক্ষে, দুঃখ কি আছে আরও।"
অধ্যবসায়ী কর্ম্মঠ জ্ঞানী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধু প্রবর,
চিরন্তনী যে দুঃখের কাহিনী—ভুলিবার নাহি অবসর।
দূর হতে শুধু জানাই প্রণতি নীরব নমস্কারে,
আশীষ করুন—প্রাণের ঠাকুরে পূজি যেন অন্তরে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
প্রভুপাদের সপ্তপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

কাতর-প্রার্থনা

—:০:—

আজি পুণ্য তিথি অহো ভাগ্যবতী
বক্ষে ধরেছিল যাঁরে।
সেইত মহান্ আসিল ধরায়
সবাই জানিল তাঁরে ॥১॥

দেব আদি যত লক্ষ লক্ষ জীব
করে পুষ্প বরিষণ।
নিজ জন গণ সেবিছে চরণ
করে জয় কীরতন ॥২॥

সেবায় বিরতি কুকার্য্যেতে রতি
পড়িয়ে মায়ার কবলে।
লভিলা পামর যত কিছু মর
অবিদ্যা ধরিল সবলে ॥৩॥

পূজিব বলিয়া ওরাঙ্গা চরণ
এসেছি বাসর জনমে।
আসিতে এ পথে বাধা দেয় মায়া
ঘিরেছে গেয়ান করমে ॥৪॥

চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ইন্দ্রিয়াদি যত
সকলে রয়ে হে বেড়িয়া।
একে স্তুতি কৈলে অন্যে নাহি মানে
মরমে যাই গো মরিয়া ॥৫॥

স্বতন্ত্রতা বসে তব সেবা ভুলি'
হারা'নু আপন ধনে।
জনম মরণ মালা অগণন
পড়িনু জীবন বনে ॥৬॥

ভোক্তা অভিমানে ইন্দ্রিয় তর্পণে
কাটানু জনম সার।
মোর মূঢ় মন না শুনি' বারণ
লভিল বিপদ ভার ॥৭॥

আয়ু-সূর্য্য যবে অস্তাচলে যাবে
ভাবিনা কি হইবে গতি।
ইন্দ্রিয় সকল হইল দুর্ব্বল
ভজনে না হবে মতি ॥৮॥

কিন্তু হায় হায় না দেখি উপায়
এখন মরি যে মরমে।
কত জন্ম গেছে না ভজিয়া তোরে
এ দেহ জারিত সরমে ॥৯॥

পাপী তাপী যত কুকর্ম্ম ত্যজিয়া
সহজিয়া সখিভেকী।
লইলা শরণ তোমার চরণে
আমি মাত্র একা বাকী ॥১০॥

পাষাণ হতেও কঠিন বলিয়া
গলিলনা মোর চিত্ত।
তব দাসাধমে করগো করুণা
স্তুতি করে এই ভৃত্য ॥১১॥

আপনার নিত্য সেবাকাঙ্ক্ষী—শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী

নব বর্ষের আরতি

দেখিতে দেখিতে আমাদের ছয়টী বৎসর অতীত হইয়া গেল। বর্ত্তমানে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্রকারকগণ এই 'সপ্তম' সংখ্যাকে 'সমুদ্র' শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। আমরা এই সমুদ্র-সংখ্যায় অসীমতা, অনন্ততা লক্ষ্য করিয়াই গত বৎসরের অন্তিম সংখ্যায় 'অন্তহীন বর্ষের' উল্লেখ করিয়াছি। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচারধারায় সমুদ্রের ন্যায় যে অসীমা গতি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা যতই প্রশান্ত হউক না কেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বিক্ষোভিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিরাট বিশ্বকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। শ্রীপত্রিকার সিদ্ধান্ত হিমাদ্রি কলিহত বিশ্বের কর্ম্মজ্ঞানাদি তর্ক-চাঞ্চল্যকে স্তব্ধিভূত করিয়া ভক্তি বা সেবা-ধর্ম্মের অচলতা ও অটলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠক, অনুমোদক, কার্য্যকারক ও পরিচালক তাঁহাদের সৌভাগ্য-সমুদ্রের সীমা নাই সুতরাং আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের বর্ষারম্ভের প্রাতঃকালীন সুশীতল, স্নিগ্ধ শঙ্খারতি ধ্বনিত করিতেছি।

গৌড়ীয়ের বাণী নিত্যা, শুদ্ধা, পূর্ণা ও মুক্তা। যেহেতু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত-বাণীর অন্তরঙ্গা শক্তিতে শক্তিমতী; সুতরাং নির্ভীক কণ্ঠে উক্ত বৈকুণ্ঠ-বাণী প্রচার করিতে উক্ত সমিতিই একমাত্র অধিকারিণী—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিনোদবাণী-স্বরূপা ভক্তির অন্তঃ-সলিলা সরস্বতী যাঁহার সহায়, তিনি সত্যকথা যতই অপ্রিয় হউক না কেন, দৃঢ়তার সহিত প্রচার ও স্থাপন করিতে সক্ষম; সুতরাং সেই কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প। শ্রীপত্রিকাই ইহার একমাত্র অবলম্বন। যাঁহারা শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত এই পত্রিকা গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে নিখুঁত অপ্রাকৃত সত্যের বিকাশ হইবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীপত্রিকা কাহারও খোসামোদ বা তোষামোদকারী নহে। সত্য যতই অপ্রিয় হউক না কেন, তাহাই প্রচার করা শ্রীপত্রিকার আদর্শ।

আমরা কাহারও অর্থ-বিত্ত-সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করি না। সমাজ যদি আমাদের প্রচারে সন্তুষ্ট হইতে না পারে, নাই পারুক ; তাহারা যদি আমাদিগকে প্রশংসা না করে, নাই করুক ; তথাপি আমরা কখনও সত্য-কথা গোপন করিব না—ইহা ধ্রুব সত্য। সত্যের আদর সত্য-পিপাসুর নিকট চিরদিনই আছে ও থাকিবে। আজকাল কাল-প্রভাবে সত্যের আদর সর্ব্বতোভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও, অন্তরে অন্তরে ইহার আদর-কর্ত্তৃমহোদয়গণের এখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার করিতে গিয়া ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। "সত্যের জয় হউক, মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক।" আমরা নব-বর্ষে এই ধ্বনি কীর্ত্তন করিয়া অপ্রিয় সত্যের আরতি করিতেছি।

জগৎ সত্য—শুধু সত্য নহে, ইহা ধ্রুব সত্য। ইহা স্থূল, সূক্ষ্ম যে কোন অকারেই থাকুক না কেন, ইহার প্রত্যক্ষ সত্যতা সর্ব্ববাদী-সম্মত। মিথ্যাবাদী-সম্প্রদায় জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেও, তাহাদের যুক্তিতে, তর্কে বা বাক্য-বিন্যাসে জগৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে না। মিথ্যাবাদের দ্বারা 'মিথ্যা' কখনই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মিথ্যার যুক্তিজালে বা মায়াজালে আবদ্ধ জলজন্তু সকল যাহাই "রায়" দেন না কেন বা "সিদ্ধান্ত" করেন না কেন তাহা গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারের ফলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া "ধ্রুব সত্য" প্রকাশিত হইবেই হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিশ্ববাসী সকলকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ শিক্ষা অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"তৃণ অপেক্ষা নীচু হইয়া এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া 'হরি-কীর্ত্তন' করিতে হয়।" হরি-কীর্ত্তন বলিতে, 'হরি হরি'—এই শব্দদ্বয়কে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করাকেই কেবল মাত্র 'হরি-কীর্ত্তন' বলে, তাহা কিন্তু মোটেই নহে। হরি-কীর্ত্তন করিতে গেলে সহিষ্ণুতাই কীর্ত্তন-কারীর প্রধান ভূষণ। অসহিষ্ণু ব্যক্তি হরি-কীর্ত্তনের অযোগ্য। এইজন্য সহজিয়ারা হরি-কীর্ত্তনের অভিনয় করিতে গিয়া স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম সহিষ্ণুতা অভ্যাস করে। তাহার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রকার

ঢঙ্গ-বৈষ্ণবগণের স্বরূপ-উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছেন। যাহার স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা নাই, তাহার বৈষ্ণবতা আসিবে কোথা হইতে? সে বৈষ্ণবতা শিখাইবে কাহাকে? তমোগুণতাড়িত, হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত, কাম-ক্রোধের দাস যতই পঞ্চমুখে চীৎকার করুক না কেন, অপ্রিয় সত্য গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কখনও গোপন রাখিবে না। তাহা বিশ্বের সমক্ষে আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের স্বরূপ প্রকাশ করিবেই করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহার সহায় তিনি পূর্ণ সহিষ্ণুতার সহিত সহজিয়া প্রভৃতি অপধর্ম্ম সমূহের বিনাশ সাধন করিতে কৃত-সঙ্কল্প।

তিনিই সহিষ্ণু, যিনি বিশ্বের অমঙ্গল বিদূরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। জগজ্জঞ্জাল ধ্বংস হউক, বিশ্ব বিশুদ্ধ ধর্ম্মে স্থাপিত হউক—ইহাই শ্রীপত্রিকা তথা শ্রীবেদান্ত সমিতির একমাত্র কাম্য। শ্রীনাম-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রচারক শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের নিজ আচরণের দ্বারা আমাদিগকে যে আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই সহিষ্ণুতা চরম সীমায় উপনীত হইয়া উক্ত মহাজনদ্বয়ের পদসেবা করিয়া ধন্যা হইয়াছে। তাঁহারা লাঞ্ছনার চরম সীমায় উপনীত হইয়াও, সত্য প্রচারে কোনও প্রকার কার্পণ্য করেন নাই। আমরা সহজিয়ার ন্যায় এই আদর্শ কখনও ভুলিব না।

প্রকাশ্য বিচারক্ষেত্রে আমরা এই আদর্শের অনুমোদন লাভ করিয়াছি। বিচারকগণের অভিমত—কোনও সম্প্রদায়ে অনৈতিক মলিনতা প্রবেশ করিলে, তাহার উপযুক্ত প্রতিবাদ করাই একান্ত প্রয়োজন। যিনি ইহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাঁহাকে 'কাপুরুষ' বলা হইবে। আমরা ধন্যবাদের সহিত ইহা স্বীকার করি।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন, আমরা কাহারেও উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। "প্রাণী মাত্রেই কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"—শ্রীমন্মহা-প্রভুর এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ের মূল মন্ত্র। তবে প্রাকৃত সহজিয়াকুল এই মহান্ উপদেশটীকে যে-প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যাখ্যা করিয়া তুলিয়াছেন, আমরা তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরসন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

পিতাপুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি উদাসীন থাকিয়া 'প্রাণী মাত্রেই উদ্বেগ' দিবনা মনে করিয়া শাসনদণ্ড সঙ্কুচিত করিলে, পুত্রের কখনই মঙ্গল হইবে না। এমন কি, তাহাকে পুত্র-হত্যাকারী পিতা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পরস্ত্রী হরণকারী, দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চনাকারী দানবগুলি অসন্তুষ্ট হইবে বলিয়া যদি কেহ তাহাদিগকে ধরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর উক্ত 'প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে'-বাক্যের কখনও সার্থকতা হইবে না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর "তৃণাদপি সুনীচ" বাক্যের সফলতা দেখাইয়াছেন—"তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে,"—এই বাক্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া। আমরা অদ্য অসৎ-পথগামী দুর্বিনীতব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্ত বাক্যদ্বারা আরতি-বিধান করিতেছি।

সুতরাং বিগত বর্ষের ধারা অন্তহীন এবং সমুদ্র-সংখ্যক বর্ষেও তাহা অসীমাগতিতে প্রধাবিত হইবে।

সংস্কৃত মহাসম্মেলনে

প্রধান অতিথি শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

সংস্কৃত মহাসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অতিক্রম করিল। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত সতীনাথ বিদ্যাভূষণ পঞ্চতীর্থ, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়গণ যথাক্রমে এই বৎসরেও সম্মেলনের সভাপতি, সম্পাদক ও মূল সভাপতি ছিলেন। অধিবেশন ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী—১১ দিন ব্যাপী চুঁচুড়া সহরের ভূদেব চতুষ্পাঠী ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ ও স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত সজ্জনগণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনের বিশেষ অনুরোধে **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** প্রভুপাদও ২য়, ৩য় দিবসের জন্য ইহাতে যোগদান করেন।

২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে দ্বিতীয় শাস্ত্রালোচনা সভা আহুত

হয়। এই দিবস মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্ক,-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকায় ডাঃ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম ত্র, পি আর এস, পি এচ্ ডি, কাব্য-ব্যাকারণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং শ্রীল আচার্য্যদেব এই দিবস প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুত পট্টাভিরাম শাস্ত্রী মীমাংসা-ন্যায় সাহিত্যাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুত যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, অধ্যাপক শ্রীযুত হরেন্দ্র চন্দ্র পাল এম এ, অধ্যাপক শ্রীযুত জটিল চন্দ্র সরকার এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ প্রমুখ বক্তাগণের ও সভার উদ্বোধক হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অবনীনাথ নন্দী বি এ, মহোদয়ের বক্তৃতার পর শ্রীআচার্য্যদেব বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে ৪৫ মিঃ, কাল সারগর্ভ ও অকাট্য সিদ্ধান্ত-যুক্তিপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন ।

তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে, বেদান্ত-দর্শন আলোচনাকারী যদি বেদান্ত-সূত্র রচয়িতা ব্যাসদেবের আনুগত্য না করিয়া অন্যপ্রকার অর্থ করিতে চান তবে তাহার এই বেদান্তসূত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। বেদান্তসূত্র ভক্তিকেই সাব্যস্ত করিয়াছে; উহার ৫৫০ সূত্রের মধ্যে কোথাও 'জ্ঞান' এই শব্দের উল্লেখ নাই। অথচ বর্ত্তমান জগতে ইহার জ্ঞানপর ব্যাখ্যার প্রচুর প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাসদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি উল্লঙ্ঘন ও অমান্য করত জ্ঞানবাদ প্রচার করা বেদান্তসূত্রের তথা শ্রীব্যাসদেবের অভিমত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বীয় আচরণ ও শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানবাদের অনুপাদেয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কালেও শ্রীল আচার্য্যদেব ইহা সবিস্তার আলোচনা করেন। আচার্য্য শঙ্কর পরবর্ত্তী কালে বিদ্যারণ্য ভারতীরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মৈক্যবাদ, মিথ্যাবাদ মাত্র। ইহা তিনি অসুর প্রকৃতির জীবদিগকে মোহিত করিবার জন্যই তাৎকালিক ভাবে প্রচার করেন, পরন্তু জীব নিত্য কৃষ্ণ-দাস ইহাই বাস্তব সত্য। ২৩ মাঘ তারিখের সভায় নিম্ন-লিখিত বিদ্বন্মণ্ডলী অংশ গ্রহণ করেন ।

উদ্বোধক—ডক্টর শ্রীযুত পরিমল রায় এম্ এ, পি, এইচ্-ডি,
ডিরেক্টর পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগ ।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য।

প্রধান অতিথি—ডক্টর শ্রীকালীদাস নাগ এম্, এ, ডি, লিট্

বক্তা—ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী পি, এইচ্, ডি,।

অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী এম্, এ।

ডক্টর শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম-এ, পি, এইচ, ডি।

ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, ডি ফিল।

মূল সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীঅক্ষয় কুমার ঘোষাল এম-এ, পি, এইচ, ডি।

——ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

পূর্ব্ব-প্রকাশিত সূচনানুসারে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত ৪ দিন শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৬শে মাঘ কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি ছিল। এই তিথিকে ধন্য করত মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রভুপাদ ইহলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সংগৃহীত ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত শ্রীব্যাসপূজাপদ্ধতি পুস্তিকায় সন্ন্যাসিগণকে নিজ নিজ জন্মদিবসে স্বীয় গুরুপাদপদ্মের পূজা করত শ্রীব্যাসপূজা পালন করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, ব্রহ্মাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম এই ব্যাসপূজার অঙ্গস্বরূপে কৃত্য বলিয়া বিধান দিয়াছেন। তদনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব নিজ জন্মতিথি শ্রীকৃষ্ণ-তৃতীয়া দিবসেই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অর্চ্চন ও অন্যান্য পূজা-পঞ্চকাদি সম্পাদন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত শিষ্য ও ভৃত্যগণও প্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করত শ্রীগুরুদেবের আদেশে, পরম-গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। পরবর্ত্তী ২৯ মাঘ কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতেও শ্রীল আচার্য্যদেব প্রমুখ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যবর্গ এবং

প্রশিষ্যবর্গ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অর্চ্চামূর্ত্তির শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি ও গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। স্থানীয় ও বহিরাগত শ্রদ্ধালু সজ্জন মহোদয় ও মহিলাবৃন্দ উভয় দিবসেই শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলি প্রদান করেন। উভয় দিবসেই ভক্তগণ বিভিন্ন-ভাষায় স্ব-স্ব-রচিত পদ্য ও প্রবন্ধে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন ও প্রার্থনা নিবেদন করেন। তত্তৎ প্রবন্ধাদি প্রত্যহ প্রকাশ্য-সভায় পাঠ করা হইলেও বিশেষ সংখ্যা ব্যতীত গৌড়ীয়-পত্রিকায় স্থানাভাব বশতঃ সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমরা নিম্নে উহার লেখকগণের নামোল্লেখ সহ প্রবন্ধাদির নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র। উভয় দিবসেই নানাবিধ ভোগ দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং উভয় দিবসেই সমাগত আহুত, অনাহুত ও রবাহুত ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই ব্যাসপূজা ক্রমশঃই এতদঞ্চলে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। সর্ব্বশেষে শ্রীমান্ অচ্যুতপ্রেক্ষ ব্রহ্মচারীর সেবাদর্শকে আমরা বিশেষ অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি প্রচুর উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে পূজার জন্য নানাবিধ মাল্য, পুষ্প, ফল ও মিষ্টান্নাদি সংগ্রহ করিয়া এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে পূজা-মণ্ডপাদি সুসজ্জিত করিয়া আমাদের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন।

প্রবন্ধের ও লোকের নাম ঃ—

(ক) শ্রীল গুরুমহারাজের প্রতি ঃ—

প্রবন্ধের নাম—	লোখকের নাম—
১। প্রার্থনা পুষ্পাঞ্জলি (পদ্য)—	শ্রীভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ।
২। পত্রে অঞ্জলি (গদ্য)—	শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ।
৩। শ্রীগুরুচরণে নিবেদন (হিন্দী গদ্য)—	শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
৪। অধম সেবকের নিবেদন (পদ্য)—	শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।
৫। বন্দনা গান (পদ্য)—	শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী।
৬। দীনের ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (পদ্য)—	শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী।
৭। তিথিবরার নিকট প্রার্থনা (গদ্য ও পদ্য)—	শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।
৮। পুষ্পাঞ্জলি (হিন্দী গদ্য)—	শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী।
৯। দীনের কাতর নিবেদন (পদ্য)—	ঐ
১০। পদযুগে অভিলাষ (আসামী পদ্য)—	শ্রীধন্যাতিধন্য ব্রহ্মচারী।

প্রবন্ধের নাম—	লেখকের নাম—
১১। পূজা উপলক্ষে (গদ্য)—	শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।
১২। পুষ্পাঞ্জলি (গদ্য)—	শ্রীশ্রীহরি ব্রহ্মচারী।
১৩। ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য)—	শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস।
১৪। দরিদ্রের সাজি (পদ্য)—	ভক্ত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস।
১৫। শ্রীগুরুদেবের চরণে নিবেদন (আসামী পদ্য)—	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস।
১৬। প্রসূনাঞ্জলি (পদ্য)—	শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী।
১৭। বন্দনা গান (পদ্য)—	শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।
১৮। দীনার কাতর প্রার্থনা (গদ্য ও পদ্য)—	শ্রীসরোজবাসিনী দেবী।
১৯। দীনার বিনতি (পদ্য)—	শ্রীসাবিত্রীবালা দত্ত।
২০। দীনার আর্ত্তি-নিবেদন (পদ্য)—	শ্রীমতী গার্গী সাধু।
২১। শ্রীগুরু-চরণে নিবেদন (পদ্য)—	শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী।
২২। দীনার কাতর প্রার্থনা (পদ্য)—	শ্রীআভারাণী দত্ত।

ইত্যাদি-ইত্যাদি—

(খ) শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিঃ—

১। ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (পদ্য)—	শ্রীভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ।
২। দীনের অঞ্জলি (পদ্য)—	শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।
৩। পতিতের আর্ত্তনাদ (পদ্য)—	শ্রীরামকৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী।
৪। ব্যাসপূজা গীতি (পদ্য)—	শ্রীহরিদাস রায়।
৫। শ্রীগুরুচরণে নিবেদন (পদ্য)—	শ্রীসরোজবাসিনী দেবী।

ইত্যাদি-ইত্যাদি—

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—॥০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৭ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৭ মধুসূদন, ৪৬৯ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৬১ ; ইং ১৪।৪।৫৫ | ২য় সংখ্যা

শ্রীগঙ্গানারায়ণ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

কুল-স্থিতান্ কর্ম্মিণ উদ্দিধীর্ষু-
র্গঙ্গৈব যস্মিন্ কৃপয়া বিবেশ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ১ ॥

নরোত্তমো ভক্ত্যবতার এব
যস্মিন্ স্ব-শক্তিং নিদধৌ মুদৈব।

শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ২ ॥

বৃন্দাবনে যস্য যশঃ প্রসিদ্ধ-
মদ্যাপি গীয়তে সতাং সদঃসু।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগোবিন্দ-দেব-দ্বিভুজত্ব-শংসি-
শ্রুতিং বদন্ সদ্-বিপদং নিরাস্থৎ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ৪ ॥

সৌশীল্য-যুক্তো গুণ-রত্ন-রাশিঃ
পাণ্ডিত্য-সারঃ প্রতিভা-বিবস্বান্।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ৫ ॥

জনান্ কৃপা-দৃষ্টিভিরেব সদ্যঃ
প্রপদ্যমানান্ স্ব-পদেঽকরোদ্ যঃ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ৬ ॥

লোকে প্রভুত্বং স্থির-ভক্তিযোগং
যস্মৈ স্বয়ং গৌরহরির্ব্যতানীৎ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবনীয়াতি-রহস্য-ভক্তে-
র্জ্ঞানং বিনা যং ন কুতোঽপি সিদ্ধ্যেৎ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্ ॥ ৮ ॥

বিশ্রম্ভবান্ যশ্চরণেষু গঙ্গা-
নারায়ণ-প্রেম-রসাম্বু-রাশেঃ ।
এতৎ পঠেদষ্টকমেকচিত্তঃ
স তৎ-পরীবার-পদং প্রয়াতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগঙ্গানারায়ণদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

কর্ম্মপরতন্ত্র বংশধরগণের উদ্ধার বাসনায় গঙ্গাদেবী কৃপা করিয়া যাঁহার নামাগ্রে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গঙ্গনারায়ণ নামক প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীল চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ১ ॥

ভক্তির অবতার স্বরূপ শ্রীলনরোত্তম যাঁহাতে স্বশক্তি নিহিত করিয়াছেন, সেই প্রেমরস সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ২ ॥

শ্রীধাম বৃন্দাবনে সাধু সভাতে যাঁহার প্রসিদ্ধ যশঃ অদ্যাপি পরিগীত হইয়া থাকে, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীগোবিন্দদেবের দ্বিভুজত্ব-প্রতিপাদনার্থ বহু বহু শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন করাইয়া যিনি বৈষ্ণবগণের স্বমতের অসঙ্গতি-রূপ বিপদ্ নিরাস করিয়াছেন, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ৪ ॥

যিনি সৌশীল্যযুক্ত, গুণরত্নরাশি, পাণ্ডিত্য-সার এবং প্রতিভা-বিষয়ে সূর্য্য-স্বরূপ, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ৫ ॥

যিনি কৃপা-দৃষ্টিদ্বারা শরণাগত-জনসকলকে তৎক্ষণাৎ চরণে স্থান প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ৬ ॥

স্বয়ং গৌরহরি যাঁহাকে লোকসমাজে প্রভুত্ব ও অচঞ্চল-ভক্তিযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের অতি গোপনীয় উজ্জ্বল ভক্তিবিষয়ক জ্ঞান, যিনি ভিন্ন কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গা-নারায়ণের চরণে শ্রদ্ধাযুক্ত ও অনন্যমনা হইয়া, এই অষ্টক পাঠ করেন, তিনি তাঁহার পরিজনের পদ লাভ করেন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—অকৃত-দ্রোহ (২)

বৈষ্ণব—কৃপালু, হিংস নহে—অকৃত-দ্রোহ

ইতিপূর্ব্বে আমরা সজ্জনের কৃপালুতার আদর্শ বর্ণন করিয়াছি। অবান্তর উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে, তাদৃশ আচরণ কখনই তাহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না।

যিনি যথার্থ হরি-বিমুখ বাহিরে লোকবঞ্চনার জন্য বৈষ্ণব নামে আখ্যাত, তাঁহারও অন্তরে হিংসা নাম্নী প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহার নিজ-স্বভাবক্রমে অন্তরে বাহিরে হিংসা প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণব-সজ্জন—কৃপালু। কৃপা যেরূপ মনুষ্যের ভূষণ, হিংসা সেরূপ কদর্য্যতা। বৈষ্ণব অপরের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট, কিন্তু হিংসা-বশে বিদ্রোহী নহেন। বিদ্রোহিতা বৈষ্ণবে দেখা গেলে, তাহাকে কৃপালু বলা যায় না। আবৃত সত্য পরোপকারের জন্য প্রকাশিত হইলে, তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয়; পরন্তু অপকার মানসে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে, ঐ কৃপাই হিংসা নামে অভিব্যক্ত হয়। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃত-দ্রোহিতা। বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃত-দ্রোহ। তিনি পরের হিংসা করেন না।

হিংসা দুই প্রকার, বিরোধী-দলনই অকৃতদ্রোহিতা

হিংসা দুই প্রকারে দেখা যায়। **প্রকাশ্য ভাবে** পরহিংসার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিলে একপ্রকার হিংসা হয়। **অপর প্রকার,** জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে অন্যায়কারী জীবকে প্রতিনিবৃত্ত না করা হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন; ইহাতে তাঁহার অকৃত-দ্রোহিতা জানা যায়; অবোধ অপরিণামদর্শী জীব মনে করেন—বৈষ্ণব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কৃপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন,—হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ। রজস্তমো গুণের বাধ্য হইয়া যিনি অন্যের হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই স্থান পায় না।

মাছ-মাংস-ডিম্ব-ভক্ষণ হিংসার অন্তর্গত

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। পশু-মাংস ভোজন-লোভে, মৎস্যের চর্ম্ম-শোণিত ভোজন-বাসনায়, অণ্ডাভ্যন্তরস্থ কলল ভোজন মানসে, আমরা নানাপ্রকার জীব হিংসার অভিনয় জ্ঞাত আছি। ধর্ম্মের আবরণে নানাপ্রকার কু-যুক্তির অবতারণায় হিংসা-বৃত্তির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্ব্বল মানবের প্রতি অত্যাচার নীতি-শাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণ কল্পে, সুসভ্য মানব-সমাজে নানাপ্রকার বিধি-বিধান, আইন ও লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব আত্ম-বিস্মৃত হইয়া স্বার্থ জ্ঞানে এই নীতি অতিক্রম করেন; তাহাতে সমাজের অন্যান্য সভ্যের অসুবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসা বৃত্তির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরি-সেবাপর হইলে জীব হিংসা-রহিত হইতে পারেন।

বৈষ্ণব-নীতি অহিংস, অবৈষ্ণব-নীতি হিংস

হিংসা করিলে অবৈষ্ণবের পাপ হয়। পাপ করিলে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে; সুতরাং হিংসা করা অবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না। যেরূপ বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্র প্রসবে অসমর্থা, যেরূপ জল হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের (পক্ষে) হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নয়-বিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে হিংসা করিবে—ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু উদার-মতি বৈষ্ণব বলেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের হিংসা করিলে, বৈষ্ণব উহা নীরবে সহ্য করিবেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীব গোস্বামীর অহিংস নীতি

যে-কালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন আদর্শ চরিত্র গোস্বামীদ্বয় অম্লান বদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা। আবার যখন শ্রীজীব গোস্বামী নিজ গুরু-হিংসক বৈষ্ণব-দ্বেষী প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া নিজের অসামান্য অহিংসা-বৃত্তি দেখাইয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবের কৃপার্দ্র-হৃদয় হিংসা-দোষে দুষ্ট হয় নাই।

রামচন্দ্র খাঁয়ের প্রতি হরিদাস ঠাকুরের অকৃত-দ্রোহিতা

যে-কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী-বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা

করিতে গিয়া, বারবনিতা প্রেরণে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খাঁর সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই।) ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বাসুদেবের অহিংসা

জগাই মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা, বারবনিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্ব্বভৌমের প্রতি গৌরহরির কৃপালুতায় কোন প্রকার হিংসা নাই।) বাসুদেবের সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য নিজে শাস্তি গ্রহণ, খৃষ্টের ক্রুসে হিংসিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রভৃতি হরিজনের অহিংসা নাম্নী চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক।) শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই বলিয়াছিলেন "তরোরপি সহিষ্ণুনা।")

তরু-সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৭-২৮)
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৪)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীবনী-সংগ্রহ

শ্রীশ্রীঅভিরাম গোস্বামী (৩)

অভিরাম প্রভুর শ্রীপাট, স্বরূপ ও পত্নীর পরিচয়

জেলা হুগলী, থানা জাহানাবাদের অন্তর্গত শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরামের পাট। অভিরাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় সখা। অভিরামের পত্নীর নাম—শ্রীমতী মালিনী দেবী। মালিনী পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন। এজন্য তিনি অভিরামের অত্যন্ত প্রিয় হন। অভিরামের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ। প্রভু নিত্যানন্দ মধ্যে মধ্যে অভিরামের আলয়ে গমনপূর্ব্বক, পূর্ব্বভাবে ভাবিত হইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেন।

অভিরামের কাষ্ঠ উত্তোলনে অলৌকিক শক্তি

একদিন অভিরাম নিত্যানন্দের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, সখ্যরসে উন্মত্ত হইয়া বংশী বাজাইতে চাহিলেন। কিন্তু বংশী তথায় না পাওয়ায়, তিনি শতজন মনুষ্যে যে কাষ্ঠকে চালনা করিতে অক্ষম হয়, এবম্ভূত একখানি কাষ্ঠ বংশী-জ্ঞানে দুই হস্তে ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন। ইহা দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

"একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করেন নর্ত্তন সে ভঙ্গিমা অনুপম॥
সখ্য-রসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে নিজ বংশী নাহি পায়॥
শতাবধি জনে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি' ধরিলেন হাতে॥
তাহা দেখি' সবে মহা বিস্মিত হইলা।
মধ্যে মধ্যে ঐছে তাঁর অলৌকিক লীলা॥ (ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতি জয়-মঙ্গল চাবুকের দ্বারা অভিরামের কৃপা

অভিরাম ঠাকুর অত্যন্ত পরীক্ষা-লিপ্সু ছিলেন। তিনি প্রায়ই বৈষ্ণবগণকে কোন না কোন প্রকারে পরীক্ষা করিতেন। একদা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলে, অভিরাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, সেবক দিয়া ১০ কড়া কড়ি দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, এই কড়ি লইয়া তুমি সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ কর। শ্রীনিবাস সেই ১০ কড়া কড়ি দিয়া খাদ্যদ্রব্য ক্রয়পূর্ব্বক দারুকেশ্বর নদে অবগাহনাদি করত রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন। এমন সময় অভিরাম চারিজন অতিথি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি মনে মনে হাস্য করিয়া, সেই চারিজনকে প্রসাদ অর্পণ করত, স্বয়ং প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। প্রেরিত চারিজন ব্যক্তি শ্রীনিবাসের প্রভাব দর্শনে আনন্দিত হইয়া, অভিরামের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তখন অভিরাম শ্রীনিবাসকে আপন সম্মুখে আনাইয়া হাস্য-পূর্ব্বক নিজের **জয়মঙ্গল নামক চাবুক** (পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীদামরূপে যে চাবুক হস্তে করিয়া গোচারণ করিতেন) তাঁহার অঙ্গে তিনবার প্রহার করিয়া পুনর্ব্বার যেমন প্রহার করিতে যান, তাহা দেখিয়া শ্রীমতী মালিনী দেবী আগমন পূর্ব্বক হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—প্রভো! আর চাবুকাঘাত করিবেন না। ইহার

উপর যথেষ্ঠ অনুগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে স্থির হউন। শ্রীনিবাস বালক, আর সহ্য করিতে পারিবে না। অভিরাম মালিনীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীনিবাসকে কশাঘাত হইতে নিবৃত্ত হইয়া আলিঙ্গন করত, পত্নী-সহিত তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রসন্ন-হৃদয় হইলেন।

"শ্রীনিবাস আইলা জানি হাসে মন্দ মন্দ।
পরীক্ষা করিব মনে কিছু অনুবন্ধ॥
দশ কড়া কড়ি দিয়া নির্ব্বাহ করিতে।
ইহঁ যথাযোগ্য দ্রব্য কিনিল তাহাতে॥
তথা দারুকেশ্বর নদের তীরে গেলা।
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা॥
হেনকালে ঠাকুর পাঠাইল চারিজন।
তা দেখিয়া শ্রীনিবাস উল্লসিত মন।
প্রণমিয়া চারিজনে তাহা ভুঞ্জাইলা।
আপনিও সেই মহাপ্রসাদ পাইলা॥
শ্রীনিবাস-চরিতে সবার হর্ষ হিয়া।
ঠাকুরে কহয়ে আইলাম তৃপ্ত হৈয়া॥
এসব পরীক্ষ অন্যে শিক্ষা করাইতে।
শ্রীনিবাসে আনাইল আপন সাক্ষাতে॥
'শ্রীজয়-মঙ্গল' নামে চাবুক তাঁহার।
শ্রীনিবাস-অঙ্গে স্পর্শাইল তিনবার॥
মনের উল্লাসে সে চাবুক স্পর্শাইয়া।
খল-খল হাসে শ্রীনিবাসে কিছু কৈয়া॥
প্রেমাবেশে সে চাবুক পুনঃ স্পর্শাইতে।
শ্রীমালিনীদেবী আসি' ধরিলেন হাতে॥
মালিনী কহয়ে ধৈর্য্য করহ গোসাঁই।
কৈলা অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই॥
শ্রীনিবাস বালক নারিবে স্থির হৈতে।
প্রেমে মত্ত হৈলে কার্য্য সাধিবে কিমতে॥
ঐছে পরস্পর কহে প্রসন্ন হিয়ায়।
দোঁহে হস্ত ধরে শ্রীনিবাসের মাথায়॥

(ভক্তিরত্নাকর)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একাশীতিতম আবির্ভাব বাসরে

দীনের অঞ্জলি

—:০:—

সিদ্ধান্তের সরস্বতী কি দিয়ে পূজিব।
কি ফুলে পূজিলে প্রীতি কেমনে বুঝিব॥
গোলাপ চামেলি চাঁপা তাহাতে কি হবে
সুবর্ণ মুকুতা মণি খুঁজিব কি তবে॥
সুস্বাদু আহার্য্য আর সুমিষ্ট ভাষণ।
তা' দিয়ে কি নাহি হবে তোমার পূজন॥
মণিময় সিংহাসনে বসাইয়া তোমা।
তবাভীষ্টে উদাসীন যেন গো থাকিনা॥
তব বাণীদ্বারে চাহি পূজিবারে তোমা।
অযোগ্য অধম বলি না ঠেলিহ আমা॥
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাবে পরেরে।
বিশুদ্ধ ভকতি মাঝে মিশাল না দিবে॥
সত্য লাগি দিতে হবে মরণেরে কোল।
গোঁজামিলে নাহি হবে কৃষ্ণের কল্লোল॥
লক্ষ লক্ষ লোকে মোর নাহি প্রয়োজন।
সত্যনিষ্ঠ একজন মোর প্রাণধন॥
কর্ম্মী করে কাঠ-পাথরে বিরাট ভবন।
মোরা চৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন॥
মায়াবাদ মিথ্যাবাদ সতত জানিবে।
শুদ্ধভক্ত মায়াবাদ নাম না শুনিবে॥
যতদিন ধরামাঝে রবে মায়াবাদ।
ততদিন জীবমধ্যে থাকিবে প্রমাদ॥

যেখানেতে হরিকথা সেথানেই তীর্থ।
হরিকথা-শূন্য স্থানে কেবলই অনর্থ॥
বাস্তব সাধুর হরিকথা একমাত্র।
রক্ষাকর্ত্তা জানিবেক সতত সর্ব্বত্র॥
সৎকর্ম্মী-কুকর্ম্মী জ্ঞানী-অজ্ঞানী বা নহি।
(মোরা) অকৈতব হরিজন পাদত্রাণবাহী॥
শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার।
দুই একই নিশ্চয় করিবে বিচার॥
পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনং।
ইহাই উপাস্য বলি করিবে বরণ॥
চক্ষুদ্বারে দরশন করিতে না যাবে।
কর্ণদ্বারে দরশনে বস্তু দৃষ্ট হবে॥
অন্তরঙ্গ ভকতের নাহি বাঞ্ছা আর।
রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ভিন্ন কিছু আর॥
মাথুর বিরহক্লিষ্ট ব্রজবাসী যেবা।
আমাদের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম তাহাদের সেবা॥
শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে করিতে।
দেহপাতে এদেহের সার্থকতা হবে॥
—এই সব বাণী প্রভু গিয়াছ রাখিয়া।
তাহার পালনে তুষ্ট হবে তব হিয়া।
ইহা জানি তব পদে সবে আজি নমি।
শ্রীকেশব দাস মোরা লুটাইয়া ভূমি॥

দাসানুদাসাধম—
—শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

———

করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০ পৃষ্ঠার পর)

স্বয়ং ভগবান্ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ।" (গীঃ ৪।১৩) সুতরাং তাঁর গঠিত কোন জিনিষ ভাঙ্গিবার উপায় নাই। কলিকালের চারিটী বর্ণও গুণ এবং কর্ম্মানুসারে চলিতেছে, কিন্তু তাহার রং পাল্টাইয়াছে। যে ভাবে রং পাল্টাইয়াছে তাহা আমরা আমাদের ইংরাজী গ্রন্থ—"Science of Devotion" এ নিম্নলিখিত ভাষায় অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যথা—"The system of **'Varnashram Dharma'** as it is made in the scriptures and which aims at achieving the favour of Vishnu is undoubtedly the solution of the problems of birth and death. At present the jeopardised system of **'Varnashram Dharma'** has produced a perverted form of Varna or class of people and they are now represented by the political deplomats, the soldiers, the capitalists and the general mass of skilled and non-skilled labourers. The politicians or the best planning brains of human being, have taken the position of the Brahmins. Formerly the Brahmins possessed the best brain for solution of the problems of human life and the present politicians are making use of the best part of brain for executing the plan of their own which shall bring in only disaster on the society. The military arrangement is the perverted representation of kshatryas and as such the military department of every state, instead of giving any actual protection to the people—is sucking the very blood of the mass of people by imposing heavy and unbearable taxes for its maintenances.

The capitalists, who are represented as the perverted Vaishyas, instead of accumulating wealth for executing the will of Vishnu,—are amassing huge amount of wealth for their own sense-gratification. As a result of this, many problems in the shape of political creeds have sprung up in all parts of the globe. And so also the labour problem is the perverted representation of the 'Sudras' who are now ser-

ving the capitalists under pressure of many obligations and groaning to make an adjustment of the labour problem by many political issues.

So the system of **'Varnashram'** is not altogether ostracised as some wants to have it done, but the whole thing has now been pervertedly represented .....the whole thing being thus complicated by the law breaking attitude of the human being, a peaceful atmosphere of progressive human life, has deliberately been jeopardised. As such, the present system of fossilized **'Varnashram Dharma'** cannot in any way please the All Pervading Godhead Vishnu and therefore nobody can escape from the police action of the material Nature—however we may be expart in the manipulation of material science.

... ...

Thus when the question of **'Varnashram Dharma'** was raised by Sri Ramananda Rai, Sri Chaitanya Mahaprabhu atonce rejected the issue by saying that it has no value in the matter of pure devotional service.

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, 'করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ' অর্থাৎ করুণা করিয়া কলিতে অবতীর্ণ হইয়া যে অপূর্ব্ব বস্তু দান করিয়াছেন তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে আচরণ করিলেও বহুদূরে থাকিবে। এ বিষয়ে আমাদের দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথম লক্ষ্য এই যে কলিকালে ভাঙ্গাচুরা রাক্ষস বা অদৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়াও কোন লাভ নাই এবং সেই খণ্ড-বিখণ্ড বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে পুনর্গঠিত করিয়াও বিশেষ সুবিধা নাই। সুতরাং অদৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দিকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার কোনই আশা নাই। দ্বিতীয় লক্ষ্য এই যে বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুই প্রতিপালন করা যায় তাহাতেও কোন লাভ নাই; কারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া যে বহিরঙ্গ অস্মিতা দ্বারা বিষ্ণুপাদপদ্ম লক্ষ্য করা হয়, তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেয় বস্তু হইতে বহুদূরে জানিতে হইবে। শ্রীল রূপগোস্বামী সে কথা বুঝিয়াই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মহাবদান্য অবতার কৃষ্ণপ্রেম দাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।) বিশুদ্ধ দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে ক্রমশঃ সাধুসঙ্গ প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম পাইবার উপায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেম পাইবার যে উপায় তাহা সুষ্ঠু আলোচনা

করিবার জন্যই শ্রীরামানন্দরায়কে প্রভু সাধ্য-সাধন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের যাহা ধারণা, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার, তদ্দ্বারা যে কৃষ্ণপ্রেম বহুদূরে সেইগুলি ক্রমপন্থাদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া সর্ব্বোত্তম আপ্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল রামানন্দ রায়ের এই সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনা। কলিযুগের জীব যেমন নিম্নস্তরে পতিত তেমনই দয়া করিবার জন্য মহাবদান্য অবতারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সেই পতিত জীব সমূহকে সর্ব্বোচ্চ দান দিবার জন্য আসিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই বদান্যতার সুবিধা যাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না তাহারা নিশ্চয়ই চির-বঞ্চিত হইয়া থাকিবে—একথা মহাজনগণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম না ভবৎ ॥"

"আমি বঞ্চিত হইলাম, বঞ্চিত হইলাম, নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হইলাম। সমগ্র বিশ্ব শ্রীগৌরপ্রেমে মগ্ন হইল, হায় আমার ভাগ্যে স্পর্শ মাত্র ঘটিল না।"

সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিতে পারে এমন একটি অপ্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্ম অথচ সর্ব্বোচ্চ 'অনর্পিত চরীং চিরাৎ' দান এইভাবের যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আমরা নিজেরা বুঝিতে না পারি বা নিজেরা বুঝিয়া জগতের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বঞ্চিত হইলাম। একথা দৃঢ়তার সহিত বুঝাইবার জন্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তিনবার 'বঞ্চিত' কথাটি প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথাটি 'নিজে গ্রহণ করা' এবং 'অপরকে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা'—দুইটি কার্য্য একই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জানাইয়াছেন—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
'আচার' 'প্রচার',—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

সুতরাং 'আচার' ও 'প্রচার' একই যুগপদ্ অনুশীলনীয়। যাঁরা বলেন যে, প্রথমে নিজে পাকা হই, তারপর প্রচার করিব, তাঁদের বিচার সুষ্ঠু নহে।

কারণ প্রচারই কীর্ত্তন। কীর্ত্তন ব্যতীত কোনও সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং প্রচারের দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের শুদ্ধিতা হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন—এবং মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই প্রকার বিচারই শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসাধারণকে হুকুম দিয়াছেন যে, তাঁর আজ্ঞা বহন করিয়া সর্ব্বত্র সকলেই 'গুরুর' কার্য্য করুন। এবং সেই আজ্ঞাটি কি তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন—

যারে দেখ তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর প্রভুপাদ যদি তাঁর অনুকম্পিত প্রচারকগণকে প্রথমে পাকা করিয়া তারপর পরোপকার করিবার জন্য পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁর প্রচার-পদ্ধতি অন্যপ্রকার দেখিতাম। তিনি স্বয়ং গৌর শক্তির মহিমা প্রকট করিবার জন্য যে-কোন সাধারণ ব্যক্তিকে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহারা সাধারণভাবে মায়িক জগতে অতি নিম্নস্তরের কার্য্য করিবার যোগ্য, এমন লোককেও তিনি শক্তি সঞ্চার করিয়া হরিকীর্ত্তনরূপ প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছেন। 'মূকং করোতি বাচালং' একথার পরিচয় আমরা সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, প্রচারকার্য্যে যে-কথা লোকের কাছে বিতরণ করিতে হইবে সে-কথা যদি খাঁটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা হয়, তাহা হইলেই মূককেও বাচাল করিয়া তোলে। কিন্তু তখনই আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হয়, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আপ্রাকৃত কথাগুলির ভিতর নিজের খানিকটা কথা গোঁজামিল দিয়া থাকি। এই গোঁজামিল কার্য্যটিই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমন কোন দুরূহ কথা বলিতে আসেন নাই, যাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণ করিবার অসুবিধা আছে। তাঁহার কথা যদি সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার মত না হইত, তাহা হইলে জগৎ প্লাবন কথাটির কোন সার্থকতা নাই। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান্ এবং তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কলিকালের পতিত জীব কিভাবে তাঁর এতবড় উচ্চস্তরের কথা গ্রহণ করিতে পারে; সুতরাং তাঁ'র কথা নিশ্চয়ই সকলের বোধগম্য। কিন্তু আমাদের একপ্রকার দুর্ভাগ্য যে তাঁ'র কথা আমরা গ্রহণ করি না। দ্বিতীয় প্রকার দুর্ভাগ্য এই যে, নিজের কিছু বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তাঁ'র কথার ভিতর কিছু গোঁজামিল দিয়া থাকি। সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তা-

ভজার দল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথার ভিতর গোঁজামিল দিয়াই প্রাকৃত আড্য ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের গোঁজামিল ধর্ম্মটি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে—এই কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। সুতরাং এই গোঁজামিল কার্য্যটি বাদ দিয়া সরলভাবে যদি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা জগতে বিতরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে সেপ্রকার চেষ্টাই আমাদের একমাত্র ভজন। খুব বেশী পাকা সাজিতে গেলে প্রচার-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া পাকা হইবার পরিবর্ত্তে, কাঁচা অবস্থাতেই জীবন কাটিয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'নিছক সত্য কথাটি' যদি আমরা একান্ত অপারগ হইয়া ভারবাহী গর্দ্দভের মতও বহন করিয়া লইয়া যাই তাহাতেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।—অবশ্য তাহাতে আমাদের স্বকপোল কল্পিত কিছু ভেজাল না দেই। যদি তাঁহার আদেশের সামান্য একটুও পালন করিতে পারিয়া তাঁহার কারুণ্য-কটাক্ষমাত্র লাভ করিতে পারি তাহা হইলেই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের অনেক উপরের বস্তু আমরা প্রাপ্ত হইব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাবদান্য অবতারের করুণার দান বলিলে—ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অত্যন্ত অল্প শক্তির দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্ বস্তু লাভ।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার পরায়ণ চিজ্জড়সমন্বয়বাদীকে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অসারতা বুঝাইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে 'আগে কহ আর' বলিলে, শ্রীরামানন্দ রায় মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই আর একটু উচ্চস্তরের কথা—'ভগবানকে কর্ম্মার্পণের কথা' বলিলেন। কিন্তু সেইপ্রকার কর্ম্মার্পণ কার্য্যটিও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার উপায় নহে তাহাও মহাপ্রভু বুঝাইবার জন্য 'ইহ বাহ্য আগে কহ আর, বলিলেন।

ভগবানকে কর্ম্মার্পণ পদ্ধতির দ্বারা নির্ব্বিশেষ বিষ্ণু-প্রতীতি ছাড়াইয়া ভগবানের বিশেষত্ব উপলব্ধি হইলেও, উহা প্রেমার্থ লাভ করিবার উপায় হইতে অনেক দূরে। ভগবান্ গ্রহণ করিবেন এই পর্য্যন্ত ধারণা হইতে পারে, কিন্তু যিনি দিবেন তিনি ভগবৎ প্রেমদ্বারা প্রণোদিত না হওয়ায় বাস্তবিক তিনি কর্ম্মার্পণ করিতে অক্ষম হইবেন। আমার পরিশ্রমার্জ্জিত বিত্ত আমি ভগবানকে দিব, ইহা ভগবৎ প্রেম ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু এই প্রকার কর্ম্মার্পণ শব্দের দ্বারা সাধকের কাণে একটা ঝঙ্কার মাত্র বাজে যে, ভগবানকে দিলে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন এবং যখন গ্রহণ করিতে পারেন, খাইতে পারেন, আশীর্ব্বাদ

করিতে পারেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ নহেন। এই প্রকার অস্মিতা নির্ব্বিশেষ বাদের হাত হইতে সবিশেষবাদে পৌঁছিবার একটা ভাব আনয়ন করিলেও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-তত্ত্বের সন্ধান দিতে চান, তাহা হইতে এই জড় উপলব্ধির সবিশেষবাদ বহুদূরে সুতরাং এই প্রকার কর্ম্মার্পণ দ্বারাও ভগবদ্-প্রেম পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া ইহাও মহাপ্রভু বাহ্য বলিয়া আরও অগ্রসর হইবার জন্য শ্রীরামানন্দ রায়কে অনুরোধ করিলেন। (ক্রমশঃ)

— শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

দেবাসুর

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণু-ভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুর স্বভাব বিশিষ্ট দুই প্রকার জীব দৃষ্ট-হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দৈব, এবং যাহারা বিষ্ণু-বিরোধী তাহারা অসুর শ্রেণী-ভুক্ত। এই অসুরগণের শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে বহু প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যাহারা শুধু শক্তিমান্ কৃষ্ণকে মানেন এবং তাঁর শক্তিকে মানেন না, তাঁরা এক শ্রেণীর অসুর যাঁরা শুধু শক্তি স্বীকার করিয়া শক্তিমানকে অস্বীকার করেন তাঁরা আর এক প্রকার অসুর। আমরা রাম অবতারে লক্ষ্য করি রাবণ শ্রীরাম চন্দ্রকে জীবিত রাখিয়া তাঁর শক্তি সীতাকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য সে অসুর আখ্যা লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকালে দেখা যায়, কংস শক্তিগণকে রাখিয়া শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শক্তি থাকে থাকুক তাতে ক্ষতি নাই, শক্তিমানকে শেষ করিতে পারিলেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি। সুতরাং কংসকেও অসুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ 'কেবল শক্তি অঙ্গীকার করিয়া শক্তিমানকে বাদ দেওয়া' এবং 'কেবল শক্তি-মানকে স্বীকার করিয়া শক্তিকে বাদ দেওয়া' এই উভয়ই আসুরিক চিন্তাস্রোত।

যাঁহারা শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ জানিয়া যুগল রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করেন তাঁহারই দৈবশ্রেণী ভুক্ত। যেহেতু বিষ্ণু কখনও তাঁর শক্তি রহিত হইয়া অবস্থান করেন না।

বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত গণের প্রতি অসুর গণের চিরকালই বৈরী-ভাব লক্ষ্য করা যায়। অসুরগণের উদ্দেশ্য ভগবানকে এই জগৎ হইতে উচ্ছেদ করিয়া

দেওয়া। যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, ত'াহলে তাহারা ভগবানের ভোগ্য বস্তুগুলি ষোলআনা ভোগ করিতে পারিবে। তাহারা মনে করে—আমাদের আসুরিক খাদ্য ত আছে, আরও কিছু সাত্ত্বিক বিষ্ণু-ভোগ্য দ্রব্য পাইলেও ভাল হয়। আমরা নানাবিধ ফন্দি-ফিকির আটিয়া, ছলনার জালসৃষ্টি করিয়া জগতের লোককে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে পারিব। ইহাই প্রকৃত আসুরিক চিন্তা। লক্ষ্যের বিষয় এই যে—রাবণের গৃহদেবতা শ্রীচণ্ডিকা দেবী (শক্তি), রাবণ তাঁ'র উপাসনা করিতেন। সেই চণ্ডিকাদেবী ভগবান্ রামচন্দ্র ও তার ভক্তগণের প্রতি রাবণের দুর্ব্ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানকে বাদ দিলে কোনও দেবতাই কোন পূজা গ্রহণ করেন না, বা সেখানে কোন দেবতা স্থায়ী ভাবে অবস্থানও করেন না। অসুর গণের মধ্যে প্রায় সকলেই শক্তি পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরিণাম দেখাযায় সেই শক্তিমাতা নিস্তারিণী কুপিত হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের-বিদ্বেষকারী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও বৈষ্ণবগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। নিস্তারিণী দেবতাগণের পক্ষেই অবস্থান করেন—অসুরের দ্বারা পূজিতা হইলেও তাহাদের পক্ষে থাকেন না। যেহেতু তাহারা শক্তি-শক্তিমানকে অভেদ জ্ঞান করেন না এবং শক্তি-শক্তিমানের একত্র পূজা করে না এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষ ও হিংসা করিয়া থাকেন। আমরা ইহার দুই একটি উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি—(১) পাতালে মহীরাবণ রাম, লক্ষণকে দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তখন রক্ষকুলের গৃহদেবতা কালী-মাতার খড়্গে স্বয়ং মহীরাবণকেই বিনষ্ট হইতে হইয়াছিল। অসুরগণ ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি আক্রমণ করিয়া চিরকালই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলি-কালের অসুরগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য অবিলম্বে কল্কিদেব আসিতেছেন। তিনি ছাড়া এই বিরাট্ ভূভার হরণ কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান সাধু-সন্নাসীদের প্রতি সমাজের কতকগুলি লোক এই প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছেন, হাটে মাটে বাজারে বিভিন্ন সভা সমিতিতে যাহাতে ধর্ম্মকে এক-বারে উঠাইয়া দেওয়া যায়, কেবল খাওয়া দাওয়াই ঠিক রাখা যায় সেই চেষ্টা বেশী চলিতেছে।

ধর্ম্ম ক্রমশঃ জগত হইতে উঠিয়া যাওয়ার জন্যই যে আমরা কষ্ট পাইতেছি এই বিচারটি তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হয় না। আমরা কখন হইতে এইরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়াছি ইহা চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে-কাল হইতে

ভারতে ধর্ম্মের অভাব হইয়াছে, সেই কাল হইতেই আমরা ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার অভাবগ্রস্ত হইতেছি। আজকাল অসুরগণও সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করায় সাধু-সন্ন্যাসী চিনিতে পারা এক প্রকার কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি প্রকৃত সাধুর কখনও অভাব হয় না—সাধু না থাকিলে জগৎ কখনও স্থির থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, কলিযুগে এক পাদ ধর্ম্ম তিন পাদ অধর্ম্ম। সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের সহিত হংস বর্ণ বলিয়া একটি বর্ণ ছিল, এবং একটী ধর্ম্ম ছিল। এবং সকলেই একমাত্র নারায়ণের উপাসনা করিতেন। জীবের কোন প্রকার উদ্বেগ ছিল না। শস্যাদি যুগ-প্রভাবে আপনা হইতেই উৎপন্ন হইত। সুতরাং কৃষিকার্য্যাদির জন্য কোন চিন্তা ছিল না। পরমায়ু, মেধা, ধীশক্তি অধিক ছিল, ধ্যানের দ্বারাই ভগবদ্ উপাসনা করা হইত। যাগ-যজ্ঞ-অর্চ্চনাদির কোন কিছু আবশ্যক হয় নাই। এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য আধিকারিক দেব-দেবীর পূজা বা উপাসনা সৃষ্টি হয় নাই। তারপর ত্রেতা যুগ আরম্ভ হইলে এক পাদ ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া ত্রিপাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিল। তখন সেই হংসবর্ণে কিয়ৎ পরিমাণে অনাচার ও ব্যাভিচার প্রবেশ করিল, এবং কতক গুলি লোকের ভিতরে নানা প্রকার নাস্তিক চিন্তা অধিকার লাভ করিল। এক চতুর্থাংশ লোক আসুরিক ভাবাপন্ন হইল। এই প্রকার সমাজের ভিতর পাপ প্রবেশ করায় শস্যাদি আর সেই ভাবে উৎপত্তি না হওয়ায় খাদ্যাদির অভাবও কিছু কিছু আরম্ভ হইতে লাগিল। ধ্যান-ধারণা করিবার মেধা, শক্তি ও পরমায়ু প্রভৃতি কিছুটা কমিয়া গেল। ধ্যানের অযোগ্যতায় তখন যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পূজা ও আহুতি দিবার ব্যাবস্থা হইয়াছিল। সেই কালের সমাজের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মুনি-ঋষিবৃন্দ ভগবৎ প্রেরণার দ্বারা লোকের রুচি-পরীক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের বিভাগ আরম্ভ করিলেন। এই বর্ণ বিভাগ দ্বাপর যুগেই পূর্ণতা লাভ করে। কৃষ্ণ বলিলেন—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানা প্রকার ক্রিয়া ও স্বভাবের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের রাজকার্য্য প্রজা পালন এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও যজ্ঞ নষ্টকারী অসুর প্রকৃতির লোকগুলি হইতে তাহাদিগকে ও দেশকে রক্ষা, বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা, শূদ্রের ত্রিবর্ণের সেবা করাই স্বাভাবিক কৃত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই কালে মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, সজ্জনগণ ঐ এক হংস বর্ণ হইতে যাহাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণ ছিল তাঁহাকে

ব্রাহ্মণ, যাহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণ ছিল তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগুণসম্পন্ন লোকগণকে বৈশ্য এবং শূদ্রগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে শূদ্রবর্ণে চিহ্নিত করিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ বর্ণে ও ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি বশতঃ সেই প্রকার উপাসনায় মগ্ন হইলেন। তখন নিজ বর্ণে প্রীতি বশতঃ শৌক্র অভিমান প্রবল হওয়ায় এবং গুণ-গত অভিমান পরিত্যাগ করায়, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, এবং শূদ্রের পুত্র শূদ্র—এই ভাবে আসুরিক বর্ণে আসক্তি করিয়া দৈববর্ণ ক্রমশঃ উঠাইয়া দিল। গুণের আদর আর রহিল না। ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্রের আহার শূদ্রের কর্ম্ম করিলেও ব্রাহ্মণ থাকিবেন, শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন হইলেও শূদ্র থাকিবেন—এই প্রকার আসুরিক বর্ণ-স্রোত ক্রমশঃ চলিতে লাগিল। পরে কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে ত্রিপাদ ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র দান ধর্ম্মরূপ একপাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিল। তখন এক ভাগ দৈব ভাবাপন্ন লোক, বাকি তিন ভাগ আসুরিক হইল। তাই অসুরের উৎপত্তি ও পাপভারে মাতা বসুমতী শুকাইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষেত্রে শষ্য নাই, বৃক্ষে ফল নাই, গাভীর দুগ্ধ নাই, নদীতে জলাভাব, দেবতারা রুষ্ট হওয়ায় অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি শীত ও উত্তাপাদি নানা প্রকার অসুবিধা আরম্ভ হইল। এই কলিকালে জীব সমূহ নানাভাবে অভাবগ্রস্ত, অল্পায়ু, হীনবীর্য্য এবং চিত্ত নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ধ্যানে অযোগ্য, যাগ-যজ্ঞে অযোগ্য, পূজা অর্চ্চনে অযোগ্য—এই প্রকার নানা অযোগ্যতায় পরিপূর্ণ ও দুষিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আসুরিক চিন্তা ও ধারা পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ইহাই কলিযুগের উদ্ধারের মহামন্ত্র।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যযতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন, কলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তনের কথা শাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন।

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরং ব্রজেৎ॥

কলি সমস্ত দোষের আকর হইলেও, কলিকালের একটি মহৎ গুণ আছে, তাহা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব মুক্ত হইয়া পরা ভক্তি লাভ

করেন। তাই কলিযুগে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি কলি সন্তপ্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অসুরগণ চিরকালই বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণশীল। কলি যুগের প্রভাবে আসুরিক চিন্তা-স্রোত প্রবল হওয়ায় তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া দৈব ভাবাপন্ন লোকসমূহকে কোণ ঠাসা করিবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং কল্কিদেব আসিয়া এইসব দুর্ব্বৃত্তকে সংহার না করা পর্য্যন্ত ইহাদের উৎপাৎ কমিবার নয়।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধুমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥

হে কল্কিরূপ ধর কেশব! হে জগদীশ, হে হরে, আপনি জয় যুক্ত হউন। আপনি ম্লেচ্ছগণের সংহারকার্য্যে ধুমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বিচিত্র খড়্গ ধারণ করিয়াছেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মপরায়ণগণের বিনাশ জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন পৃথিবী অত্যধিক পাপে পরিপূর্ণ হয়, সংসার নানা প্রকার পাপিষ্ঠ অসুরবৃত্তির লোকদ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, তখন ভূভারহারী ভগবান্ এই ভারাক্রান্ত পৃথিবী হইতে ভূভার হরণ করেন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ভগবদ্ অংশের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু ব্রজের নির্ম্মল প্রেম সম্পত্তি স্বয়ং ভগবান্ ছাড়া অন্য কেহ দিতে পারে না। তাই ভগবান্ কখনও নিজে আসিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম দান করেন, যখনই এই প্রকার ভগবান্ বা তাঁর শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ এই ভূভার হরণ কার্য্য আরম্ভ করেন, সেই সময় দেখা যায় ঐ প্রকার আসুরিক বৃত্তির রাক্ষসগুলি প্রমাদ গণিতে থাকে। পাছে তাহাদের বহু দিনের সঞ্চিত ভোগগৃহটি ধ্বংস হইয়া যায়, এই চিন্তায় তাহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ঐ মহাপুরুষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু প্রকার ছলনার জাল সৃষ্টি করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। যখন ভগবৎ প্রেরিত কোন মহাপুরুষ এই জগতে আসিয়া বৈকুণ্ঠের চেতন বাণী প্রচার করিতে থাকেন, তখন ঐ বৃত্তির লোকগুলি তাঁহাকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করিয়া ভয় দেখাইয়া মুখবন্ধ

করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাতেও ঐ মহাপুরুষের মুখবন্ধ না হওয়ায় তখন প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করিতে থাকে।

মোটের উপর আসুরিক বৃত্তি ও দৈব বৃত্তির পার্থক্য এই—দৈব ভাবাপন্ন ব্যক্তিসকল সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ ভগবান্ বিষ্ণু ও তাঁর শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে। এবং বিষ্ণুকেই সর্ব্ব-দেবেশ্বর বলিয়া জানেন। আসুরিক বৃত্তির লোকগুলি ভগবান্ বিষ্ণু হইতে শক্তিকে খণ্ডিত করিয়া তাঁহার পৃথক্ সত্ত্বা স্বীকার করে, ও অংশস্বরূপ দেবতাগণকে পৃথক্ ভগবান্ মনে করিয়া বিষ্ণুর সহিত সমান জ্ঞান করে। ইহারা রাবণ শ্রেণীভুক্ত। শক্তির উপাসকগণ শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক করিয়া পূজার অভিনয় করিয়া সাধক অবস্থায় তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেও পরিণামে শিব হইয়া তাহারা শক্তিকে বামারূপে কল্পনা করে। মূলে ভোগবাসনার চরিতার্থতাই লক্ষ্য করা যায়। 'পাশবদ্ধো ভবেদ্-জীবঃ পাশমুক্তো ভবেৎ শিবঃ'। এই প্রকারে বাহ্যতঃ মাতৃভক্তির চেষ্টা দেখাইলেও উহা একটা ভোগবৃত্তি পূর্ণরূপে চালাইবার একটি বিরাট ফন্দি-ফিকির মাত্র। তাই মা স্নেহপরবশ হইয়া গলায় স্বর্ণের খাঁড়া দিয়া বিষ্ণু হইতে শক্তিকে খণ্ডন-কারী অসুরগুলির মুণ্ড ছেদন করিয়া মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য দেবীর মুণ্ডমালায় ত্রিপুণ্ড্রধারীদের মুণ্ড দর্শন করা যায়, ইহাই অসুরগণের পরম গতি। সুতরাং দৈব-বলের সহিত অসুরগণ চিরকাল পরাজিত। এই অসুর-গণের উৎপাতে স্বর্গের দেবতাবৃন্দ পর্য্যন্ত স্বর্গ ছাড়িয়া ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়া বিষ্ণুর অবতরণের জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন। ভূভারহারী ভগবান্ বিষ্ণু আসিয়া চিরকাল ভক্তের রক্ষা ও অসুর-নিগ্রহ করিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী—শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

আদর্শ-সেবা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-পাঠক সকলেই অবগত আছেন—শ্রীশ্রীমথুরাধামে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছে। এই মঠ-স্থাপনে বেগমপুর নিবাসী পূজনীয় **শ্রীযুত সনাতনদাস অধিকারী**, কল্যাণপুর নিবাসী **শ্রীযুত গজেন্দ্র-মোক্ষণ দাস অধিকারী** ও শ্রীরামপুর নিবাসী **শ্রীযুত হরিপদ ঘোষ** মহাশয়ের সেবা আদর্শ-স্থানীয়। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের সেবাময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

উপনিষদের উপাখ্যান

পিপ্পলাদ-ঋষি ও শ্রীচতুর্ম্মুখ (১)

পুরাকালে পিপ্পলাদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি অশেষ শাস্ত্রালোচনা-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় রত হন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ঐ মুনি একদিন স্বীয় পিতা ও গুরু ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন,—"হে ভগবন্! এ জগতে আমার শ্রেয়ঃ কি? এ বিষয়ে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি বিশেষরূপে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছি।"

ব্রহ্মা বলিলেন,—"তুমি পুনরায় দীর্ঘকাল তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যে রত হইয়া বৈরাগ্য ও সদাচার অবলম্বন করত দেহান্তঃকরণ-শুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত কর।"

পিপ্পলাদ 'গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া' এই বাক্য শিরে ধারণ করিয়া তদনুসারে কঠোর তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া পুনঃ গুরু-সন্নিধানে আসিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে গুরো! কলিযুগে স্বভাবতঃ কর্ম্মজড় ও পাপাচ্ছন্ন মনুষ্যগণ কিরূপে মুক্ত হইবে? কলিজীবের উপাস্য-দেবতা কে এবং ভজন-মন্ত্রই বা কি হইবে, জানাইতে প্রার্থনা।"

সর্ব্ববেদরহস্যবিদ্ আদিকবি চতুর্ম্মুখ বলিলেন,—"এই পরম নিগূঢ় রহস্য তোমার নিকট অবশ্যই প্রকাশ করিব। আচার্য্য তাঁহার 'গুরুদেবতাত্ম' শিষ্যের নিকটই সাধন-ভজন-বিষয়ের উন্নততম বেদগুহ্য তত্ত্বও উপদেশ করিয়া থাকেন।) "ছন্ন কলৌ" বাক্যানুসারে কলিযুগোপাস্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যেরূপ ছন্নাবতার সেইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাদিও গোপনীয় ভাবেই উক্ত অবতার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তজ্জন্য কর্ম্ম-জ্ঞান-বিমূঢ়গণ দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই উপাস্য বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অধঃপতিত হয়। সম্প্রতি সেই কলিপাবনাবতারী সম্বন্ধে সবিশেষ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।—

"অনন্তকোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডস্থ সকলের অন্তরাত্ম-স্বরূপ পরমপ্রিয়, মহাপুরুষ, মহাত্মা, মহাযোগী, মায়াতীত, বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবান্ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কলিকালে জাহ্নবীতটস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহজগতে প্রেমভক্তি প্রকাশ ও প্রচার করিবেন।

এ-বিষয়ে নিখিল শাস্ত্রসমূহে 'বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্' ইত্যাদি যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। সেই পরমদেবতা গৌরচন্দ্র সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে শ্বেত, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ চিচ্ছক্তিমান্ হইয়াও কলিযুগে ভক্তভাব অঙ্গীকার করত প্রেমভক্তি প্রদান দ্বারা কলিহত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিবেন। জীবগণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারাই তাঁহার চিচ্ছ্বরূপ অবগত হইবেন, জড়-শুষ্ক কর্ম্ম-জ্ঞানদ্বারা তিনি লভ্য নহেন। সেই বেদান্তবেদ্য শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, চৈতন্যস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবরূপে আরাধিত হইবেন। পুরাণপুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ, বিশ্বের পরম কারণ, মহান্তস্বরূপ সেই শ্রীচৈতন্য-ঈশ্বরকে জানিলে জীব জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে পারেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত মায়া অতিক্রমের আর অন্য উপায় নাই।

"সেই পরমেশ্বর—স্বীয় শ্রীনাম-মূলমন্ত্রের দ্বারা সকলকে আনন্দ প্রদান করেন। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিতে তিনি শক্তিমান্। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে হরি-কৃষ্ণ-রাম অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ" ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন-রত। জীবের ইতর-বাসনারূপ হৃদয়-গ্রন্থি হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম—হরি। তাঁহার স্মরণে অশেষ ক্লেশ নিবৃত্তি হয়, এজন্য তিনি কৃষ্ণ। নিখিল জীবনিচয়কে আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া সেই আনন্দস্বরূপই 'রাম' নামে অভিহিত। মহামন্ত্রই সর্ব্বমন্ত্রসার এবং কলিজীবের পরম সাধন ও ধর্ম্ম। যাঁহারা এই তারকব্রহ্ম নাম অনুক্ষণ অপরাধরহিত হইয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অবশ্যই নিঃশ্রেয়স লাভ হইবে। নিত্যসিদ্ধ মুক্তপুরুষগণও সর্ব্বমন্ত্রসার এই শ্রীনাম কীর্ত্তনের সুযোগ-লাভের নিমিত্ত কলিযুগে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

"শ্রীচৈতন্যদেবই সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব এবং তিনিই সর্ব্বাবতারী। তাঁহা হইতেই চরাচর বিশ্ব, নিখিল জীব, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকল দেবতা সৃষ্ট হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। ক্ষর জগৎ ও অক্ষর জীব হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুরুষোত্তম; সেই পরতত্ত্বই—শ্রীচৈতন্যদেব। যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভজন, ধ্যান ও সেবা-নিরত হন, তিনি অনর্থমুক্তাবস্থায় পরতত্ত্বলাভের অধিকারী হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন। সর্ব্বসদ্গতিদায়ক শ্রীচৈতন্য-বিমুখজনের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

পিপ্পলাদ ঋষি লোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে এই সর্ব্বগুহ্যতম বেদ-নিগূঢ় পরম সত্য তত্ত্ব লাভ করিয়া বারংবার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অভিবাদন জানাইয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

উক্ত উপাখ্যানে প্রধানতঃ কয়েকটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে—

১। বদ্ধজীবের সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত সাধনে সিদ্ধি লাভ হয় না।

২। গুরুপদাশ্রয়ের পর সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হইলে তাহার ভগবান্ জীব ও জগতের সহিত পরস্পর যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ রহস্য, তাহা জানিবার আগ্রহ হয়। তখন জীব তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট চরম মঙ্গল-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন।

৩। বিপ্রলম্ভ-রস-বিগ্রহ ব্রজপ্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুই কলিযুগের একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

৪। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রই সর্ব্বমন্ত্রসার। যাগ-যোগ-তপস্যা ও দেবতান্তরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন যজ্ঞেই সেই কলিযুগ-পাবনাবতারের আরাধনা করিলে কলিজীবগণ কৃত-কৃত্য হইবেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

সাত্বত শ্রাদ্ধ

১। সরোজিনী দেবী

বিগত ২৮ ফাল্গুন শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনায় নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসাম নিবাসী পরলোকগত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী **সরোজিনী দেবীর** সাত্বত বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-বিরচিত 'সৎক্রিয়াসার দীপিকা'র বিধানানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার ভগ্নী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী সিংহ সযত্নে এই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ইহার পৌরহিত্য করেন।

সরোজিনী দেবী ইং ১৯৩৬ সালে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। তিনি স্বধর্ম্মপরায়ণা ও হরিগুরু-বৈষ্ণবে বিশেষ নিষ্ঠাবতী ছিলেন। অল্প কয়েকদিন অসুস্থ হইয়া তিনি বরাহনগরস্থ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হন এবং তথায় ২০শে ফাল্গুন শুক্রবার দিবা ১০॥ ঘটিকায় সজ্ঞানে হরিগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করেন।

২। সুরবালা দেবী

মেদিনীপুর বড়বাজার নিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী সুরবালা দেবী শ্রীমান্ যাযাবর মহারাজের নিকট বৈষ্ণব-

ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। ধাম পরিক্রমাদি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিতা ছিলেন। ইনি মেদিনীপুরস্থ নিজগৃহে শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবা স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন এবং শ্রীনাম গ্রহণে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বিগত ২০ শে ফাল্গুন শুক্রবার দিবসে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন এবং পুত্র-কন্যাদিগকে বলেন "আমার শরীর ভাল বোধ হইতেছে না"। ক্রমশঃ শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত জানিয়া তিনি সকলকে বলিলেন "আমার মুখ শুখাইয়া আসিতেছে, আমি নিজে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে পারিতেছিনা, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়া আমায় শুনাও"। সকলে তখন শ্রীহরিনাম করিতে থাকিলে তিনি উহা শ্রবণ করিতে করিতে এবং নিজে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করত স্বধামে গমন করেন।

গত ৭ই চৈত্র সোমবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনায় উক্ত ভট্টগোস্বামি-স্মৃতির বিধানানুসারে তাঁহার সাত্বত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা ভক্তিমতী কন্যা শ্রীমতী সুধারাণী দেবী বিশেষ যত্নসহকারে এই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়োছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-জীবন জনার্দ্দন মাহরাজ ইহাতে পৌরহিত্য করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও বিশেষ সমারোহে ও সুশৃঙ্খলে স্বনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ ব্যাপিয়া এই বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। অন্যূন দ্বিসহস্র সজ্জন গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যোগদান করেন। সমিতি বহুল অর্থব্যয়ে সমাগত যাত্রি-গণের অবস্থানোপযোগী স্থান ও প্রত্যহ ২ বেলা মহাপ্রসাদের সুবন্দোবস্ত করেন। যাত্রীগণ সঙ্কীর্ত্তনমুখে ভক্তসঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধামের নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহের পূজারাত্রিকাদি দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবা দ্বারা যাত্রীগণ পরমার্থ অর্জ্জনের সাতিশয় সুযোগ লাভ করেন।

মায়াবদ্ধ জীব অনর্থ সংগ্রহে বিশেষ যত্নবান্ এবং তাদৃশ অনর্থ সংগ্রহের পৃষ্ঠ-পোষক ছদ্মবেশী পাষণ্ডগণ কলিকালে প্রবলতা লাভ করিয়াছে; তজ্জন্য জীবের পক্ষে পরমার্থ সঞ্চয় বর্ত্তমানে বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান জগৎ গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন বোধ করে না। হরিকথা এবং কৃষ্ণানুশীলনই যে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, ইহা তাহারা অনুধাবন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াও জগজ্জীবের কল্যাণার্থ কৃষ্ণানুশীলনময় শ্রীধাম-পরিক্রমাদি শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় এবৎসরও শিবিরাদিতে দ্বীপে দ্বীপে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরিক্রমণারম্ভের প্রথমভাগে আকাশের ঘনঘটাচ্ছন্ন অবস্থা দর্শন করিয়া যাত্রিগণের সুবিধার জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা স্থগিত করা হইয়াছে। যাত্রিগণ প্রত্যহ পরিক্রমা করিয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠেই রাত্রে অবস্থান করিয়াছেন। পরিক্রমণের প্রথম দিবস সুবৃষ্টি হওয়ায় এবৎসরের আবহাওয়া বেশ সুশীতল ছিল। তজ্জন্য যাত্রিগণ সুখে ও শান্তিতেই পরিক্রমা করিয়াছেন এবং পরিক্রমাকালে কেহ কোন প্রকার অসুস্থতা বোধ করেন নাই। প্রথম দিবসের একটী রহস্যজনক ঘটনা শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধানের জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

মস্‌জিদে হরিকীর্ত্তন

রহস্যজনক ঘটনা

অদ্য ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬০, বৃহস্পতিবার যথারীতি পরিক্রমা বাহির হইয়া গঙ্গা পার হইয়া সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ অতিক্রম করেন। তৎপরে সুবর্ণ-বিহার দর্শন করিয়া শ্রীহরিহরক্ষেত্রে শ্রীহরিহর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রবল বৃষ্টির সূচনা হয়। তখন যাত্রীগণ সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশমত ও স্থানীয় বহু মুসলমানের আগ্রহে ও যত্নে তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রামের সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াও যাত্রিগণের স্থানাভাব ঘটায় সম্মুখে একটী পাঠশালা মনে করিয়া বড়-বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়েন। এবং সেই বাড়ীতে প্রবেশ করা মাত্রই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইলে কীর্ত্তনসঙ্ঘ প্রচুর আনন্দের সহিত নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। বর্ষার চাপ কিছু প্রশমিত হইলে, স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান আসিয়া পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট করযোড়ে নিবেদন জানান,—"সাধুবাবা সকল! এইটী মস্‌জিদ, আপনারা কী করিতেছেন—কীর্ত্তন বন্ধ

করুন।” ইহা শুনিয়া সকলে কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। মুসলমানগণ তাহাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিল। আমাদের যাত্রিগণ মস্‌জিদেও হরিকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ পাইয়া বিশেষ রহস্যজনক আনন্দ অনুভব করিলেন।

হরিহরক্ষেত্রের মুসলমান অধিবাসিগণের প্রতি আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি—যেহেতু তাঁহাদের সহৃদয় ব্যবহারে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

২৪ ফাল্গুন, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিতে সকলেই উপবাসী থাকিয়া সারাদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলা কথা শ্রবণ করেন। এই দিবস উষঃ-কাল হইতে কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ, এবং সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা আলোচিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর নানাবিধ বিচিত্র ভোগ-সামগ্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করা হয় ও বিশেষ সমারোহে পূজারাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়। পরদিবস সর্ব্বসাধারণে অবারিতভাবে সারাদিন মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। নবদ্বীপ সহরের লোক দলে দলে আসিয়া প্রসাদ পাইতে থাকে। অদ্য অনুমান ৮।১০ হাজার লোক প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন।—ইহা অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য।

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সমিতির অকৃত্রিম পৃষ্ঠ-পোষক কল্যাণপুর-নিবাসী **শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী** প্রভু এবৎসরও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য চাউলাদি নিজব্যয়ে শ্রীনবদ্বীপ পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুত বিনোদবিহারী ভূঞা প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের এই সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়। পরিশেষে আমরা এই পরিক্রমায় যোগদানকারী, সাহায্যকারী ও সেবাকারী সকলেরই প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আশাকরি তাঁহারা যেন প্রতি বৎসরই এইরূপভাবে স্বীয় সেবাদায়িত্ব যত্নসহকারে পালন করিয়া সমিতির এই পরম কল্যাণময়ী চেষ্টাকে সার্থক করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

কার্ত্তিকব্রত ও পরিক্রমা

এইবৎসর শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন চলিতেছে

যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।

—সম্পাদক

তত্ত্ব-সৌরভ

বিজ্ঞপ্তি

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ (স্কন্দ পুঃ)

এই বিশ্বের বনে, বাগানে ফুটিয়াছে কত রঙ্-বিরঙের ফুল, সৌরভে আমোদিত দিগন্তের আকাশ-বাতাস। অনন্ত বিহগ-কণ্ঠে বাজিয়া উঠে অনন্ত মধুর-কূজন। উহাতে হৃদয়-আমোদী কত রূপ! বুভুক্ষা-নাশী রসনা-তৃপ্তিকর কত রস! আবার তথা হইতে ভাসিয়া আসে তীব্র পূতিগন্ধ, শব নিয়া জাগে শিয়াল-শকুনের হল্লা। কত বিকট-দর্শন হিংস্রপ্রাণী অন্তরে জাগায় আতঙ্ক। মরণ ডাকিয়া আনে কত তিক্ত বিষাক্ত রসপায়ী অবিদ্যার পরিকরগণ। শ্রীভগবানের এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বলিহারি যাই। আবার অদ্ভুত মানুষের অনন্ত রুচিসম্পন্ন মনের খেলা। কেহ ভালকে গ্রহণ করে, কেহ মন্দকেই ভাল মনে করে, কেহ শ্মশানে খোঁজে ফুল, বাগানে খোঁজে শব, কেহ অমৃতবোধে পান করে গরল, কেহ অমৃতে করে গরল বুদ্ধি, কেহ হিংস্র নিয়ে করে ঘর, কেহ সাধুসঙ্গে করে মেলা। এই ভালমন্দ নিয়াই আমাদের সংসার।

হরেক রকম পুতুলকে নিয়াই চলিয়াছে শ্রীভগবানের হরেক রকম পুতুল-খেলা। পুতুল-খেলায় পুতুল-সংলগ্ন সূত্রের শেষ প্রান্ত থাকে খেলোয়াড়ের হাতে। পুতুলের হাস্য-লাস্যের মধ্যে তাহার কোন স্বাধীনতা নাই। অথচ পুতুলের পক্ষে তাহার নিজকে স্বাধীন মনে করা যেমন বোকামি, তেমনি হাস্যকর। এই জাতীয় বোকামিই মাদৃশ সাধারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। মানুষের ব্যক্তিত্ব যে যতখানি ভগবানের চরণে হারাইতে পারিয়াছে, বিরাট্ ব্যক্তিত্বে সেই ততখানি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শ্রীভগবানে বিসর্জ্জন দেওয়াতেই মানুষের বৈশিষ্ট্য; এবং এই বৈশিষ্ট্যেই জীবনের স্বার্থকতার বীজ উপ্ত। আত্মম্ভরিতাই মানব-জীবনের চরম গলদ। "অহঙ্কারো বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

রুদ্র ও শঙ্কর; ভয়ঙ্কর ও মধুর দুইটিই শ্রীভগবৎ প্রতীতির সহায়ক—অনুকূল ও প্রতিকূল দুইরূপই তাঁহাতে অবস্থিত। রুদ্ররূপী ভগবৎ কৃপাগুণই দুঃখ, বিপদ ও দারিদ্র্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়া নিখিলের প্রতি আমাদের আসক্তির বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। ভয়ঙ্করের ভ্রূকুটিতে আমরা আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে বাধ্য হই। তাঁহার কৃপা যখন জাগতিক ভুক্তি বা ঐশ্বর্য্যের

রূপে ফুটিয়া উঠে, তখন আমাদের উল্লাসের অবধি থাকে না। ভুক্তির অহঙ্কারে ভগবানকে ভুলিয়া যাই। এই অনুকূল কৃপা তখন হজম করা কঠিন হয়, তাই প্রয়োজন হয় রুদ্ররূপী ভগবানের সংঘাতের। যাহারা নিজ নিজ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া তদীয়তাময় জীবন গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রলয়রূপের মধ্যেও অপূর্ব্ব প্রশান্তির মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। ইহারই নাম শরণাগতি। এই শরণাগতি গীতোক্ত ধর্ম্মের সার। শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত ধর্ম্মের আরম্ভ সম্বন্ধ-তত্ত্ব; বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্তর। তারপর আসিবে—অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রেম।

মোহান্ধ আমরা অনন্ত বাসনায় শ্রীভগবানের দরজায় ধন্না দেই। আমাদের প্রতি করুণায় গলিয়া গিয়া তিনি আসিলেন গুরুরূপে। আমাদের কাছে দাবী করিলেন—দেবত্ব। তিনি চাইলেন—আমায় সকল বন্ধন হইতে মুক্তি করিতে, আমার আপ্তকামত্ব। কিন্তু পিত্তোত্তপ্ত-রোগীর মিষ্টিতে অরুচি। তাই কখনও তাঁহার দয়া বজ্ররূপে নামিয়া আসে। এক কথায় শ্রীভগবান সর্ব্বতোভাবে দয়াময়, করুণাময়। তাঁহার সঙ্গে চিরন্তন সম্বন্ধের উদ্বোধনেই মানুষের মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব। এই দেবত্বের ভূমিকায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্হেতু করুণাই একমাত্র সম্বল।

'কানামাছি' নামক একপ্রকার খেলা আছে। তাহাতে 'কানামাছি' সাজিবার ভয় থাকে না। সৎগুরুই এই কানামাছি খেলার রাজা। তাঁহার করুণার পরশ লাভেই হয় "অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়।" সদ্‌গুরু সাক্ষাদ্‌ ভগবদবতার। এহেন জনের সান্নিধ্য ও সন্নিকর্ষতা লাভ করিয়াও যে হতভাগ্য স্বকীয়-দুর্ভাগ্য ও হীনতাদোষে তদীয় নির্হেতু কৃপাকণা ধারণে অক্ষম, তাহার ইহ-কাল পরকাল উভয়ই নষ্ট। তবে গো-দোহনান্তে সছিদ্রপাত্রে দুগ্ধের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পায় না; অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য হইলেও দাগ একটু থাকে। সেই কৃপাকণা হইতেই বৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে এই তত্ত্ব-সৌরভের সৃষ্টি। তবে সৎমহাপুরুষ-গণের বাক্যে বা রচনায় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করুণাপাটব প্রভৃতি দোষ থাকে না। কিন্তু মাদৃশ জনের রচনা ঐ জাতীয় ত্রুটী-সঙ্কল হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি আত্মশোধনের জন্য কিছু লেখালিখির প্রয়াস পাইতেছি। অদোষ দরশী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া আমার রচনার ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন—এই আকাঙ্ক্ষাতেই লেখনীদ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অগ্রসর হইলাম।

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কবিভূষণ

ন্যাসী জ্ঞান ফিরে পায়

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ জ্ঞান যাঁর অফুরন্ত
বেদান্ত-শাস্ত্র করান পাঠন,
শিক্ষা দেন শিষ্যগণে বুদ্ধ হয় তাঁর জ্ঞানে
যে করে তাহা একান্তে শ্রবণ। ১।

হেন কালে আগমন এক মারাঠী ব্রাহ্মণ
পুছিলা বেদের সার বচন,
কহিলেন ন্যাসীবর "জেনো বস্তু নিরাকার
ব্রহ্ম মাত্র জগৎ-কারণ। ২।

শুনেছি এসেছে সাধু দেখিতে সাক্ষাদ্ বিভু
কিন্তু মনে হই'ছে সংশয়,
কেশব ভারতীর চেলা জানি তাঁর অকথ্য খেলা
ইথে কভু কৃষ্ণ নাহি রয়। ৩।

কেন এত নাচ গান লহে নাম অবিরাম
বেদান্তে এ' অবৈধ আচরণ,
কাশীর প্রদেশে জেনো টিকিবে না 'চৈতন্য' কেনো
না বিকাবে ভাবকেলি কখন"। ৪।

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসি' সাধুর ভাষণ রাশি
জানলেন সবিশেষ প্রভুরে,
চিদ্‌ঘনানন্দময় শ্রীচৈতন্য প্রেমময়
কহিলেন হাসিয়া অন্তরে;— । ৫।

"এসেছি গৌড় হ'তে ভাবকেলি বিকাইতে
অল্পমূল্যে হেথায়ই থু'ব,
এ বোঝা বহা ভার সহিতে নারি আর
দু'চার জনেও ইহা দিব"। ৬।

একদিন সচকিতে ন্যাসিগণের সভাতে
শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন হাজির,
বসেন সবার শেষে হীন সম দীন বেশে
অপূর্ব্ব বিনয়ে নত শির। ৭।

অবাক্ সভাসদ্‌জন মুখোমুখি চেয়ে র'ন
বপু তাঁর কোটি সূর্য্যাভাস,
প্রকাশানন্দ ন্যাসিজী ওঠেন আসন ত্যজি'
যান ত্বরা প্রভুর সকাশ। ৮।

কহেন—"কে তুমি কহ, মনে হয় মানুষ নহ
পূর্ণ মুক্ত তুমি ভগবান্,
নহিলে এমন দ্যুতি সবিনয় শুদ্ধ মতি
দেখি নি কভু কোনখান্। ৯।

জানি তুমি কৃষ্ণ গোরা এক সম্প্রদায়ী মোরা
শুন মোর একটি বচন,—
বহুদিন আছ হেথা কহ নাই কোন কথা
কেন বেদ না কর শ্রবণ। ১০।

নৃত্য গীত নাম মাঝে কি ফল তাহাতে রাজে
নিতান্ত এ বেদের বিরূপ,
কেন হেন এ আচার এ'গুরুত্ব বোঝা ভার
এসো হে সভাতে সাধু ভূপ"। ১১।

প্রভু কহে,—"হে সন্ন্যাসী! মোরা সবে ব্রজবাসী
জ্ঞানে মোদের নাহি অধিকার,"
বুঝান বেদের অর্থ— প্রেম পঞ্চ-পুরুষার্থ
নিত্যবস্তু একা কৃষ্ণ সার। ১২।

প্রতি সূত্র ব্যাখ্যা করি' বুঝালেন গৌরহরি
নহে মিথ্যা নৃত্য-বাদ্য-গান,

এতেক শুনিয়া বাণী মনেতে শরম মানি'
বিদূরিত ন্যাসীর সম্মান। ১৩।
ন্যাসী জ্ঞান ফিরে পায় লুটায়ে প্রভুর পা'য়
হরিবোল বলে নিঃস্বার্থে,
চিত্তরঞ্জন কয় গৌরাঙ্গ পরিচয়
সাক্ষাদ্ ঈশ্বর যিনি মর্ত্তে। ১৪।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

বৈষ্ণব চিনিতে হইবে

জীবের মুখ্য প্রয়োজনলাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাফলেই জীবের পক্ষে সদনুগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ লাভ করা সম্ভব, ইহা আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি। ইহাও শুনিয়াছি, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী, জগতের কোন বস্তু বা জাগতিক কোন বস্তুর নির্ব্বিশেষ ভাব ঐ কৃপার উৎপত্তির কারণ নহে। এই হৈতুকতার বিপরীত বস্তুটী যে কি ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের করুণাকে আমরা একটা কাল্পনিক রূপ দিয়া বসি। আমরা মনে করি, আমাদের পক্ষে সেবানিষ্ঠা বা তজ্জন্য যত্নাগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের মত চলিতে থাকি, একদিন আকস্মিকভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে। ভজনাগ্রহটী যেন মিছা ভোক্তাভিমানী, মনোধর্ম্মী, বদ্ধজীব আমরা সাধু-গুরু-কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেই করিতে পারি।

যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহারা সাধুর কৃপা ও জীবের পক্ষে সেবার আগ্রহ যে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা বুঝিতে পারেন না। সাধুর কৃপালাভ করিবার জন্য তাঁহারা যে সত্য সত্য অন্তরের সহিত আর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন, ইহাও তাঁহাদের ঐরূপ কপটতাপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যায়। বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে মহাজনগণ এরূপ বলেন,—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে॥

যিনি যেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিমার্গ যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া, কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেরূপ যোগ্যতা যিনি লাভ

করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তম অধিকারীর প্রাপ্য সম্মান দিলে বা মধ্যম অধিকারীর সহিত কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করিলে আদর সুষ্ঠুরূপে হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী, অমায়ায় কৃপার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়।

সুতরাং বৈষ্ণব চিনিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। চিনিতে পারিলেই আদর বা মমতা স্বতঃই উদিত হয়। নিজের ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা করে না। এই চেনা বা আপনজ্ঞানে, স্বজনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপন জ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়—উহা অন্তরের অন্তরালে অবস্থিত ভোগপিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্ব্বসিদ্ধি অভ্যুদয়ের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই বৈষ্ণব চেনা বা তাঁহার প্রতি মমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কয়েকটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত দৃষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে যেমন দোষ দেখিতে পাই, সেইরূপ নানাপ্রকার গুণও দেখিয়া থাকি। বৈষ্ণবের স্নেহ-বিনীত ব্যবহার স্বভাবসুলভ ক্ষমা ও উদারতা অনেক সময় আমাদের আকৃষ্ট করে। ঐ গুণগুলি বিচার করিয়াই আমরা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে উদ্যত হই। ঐ গুণগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি একটা মমত্বাভাসের জন্মদান করে। এই প্রকার বাহ্যগুণদর্শনে স্বরূপবিচার ও সেই সকল অনুকূল গুণের প্রতি আকর্ষণজনিত মমত্ববোধের দ্বারা বাস্তবিক বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় কিনা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বৈষ্ণবকে চিনিতে হইবে আদর করিতে হইবে তাঁহার বৈষ্ণবতার দিক্ দিয়া। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিকী সেবাপরতা। উহাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বিষ্ণুসেবাতাৎপর্য্যময়তা কি পরিমাণে আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণববের ছাব্বিশটী গুণের বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে **কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ,** বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। অন্য পঁচিশটী গুণ ঐ স্বরূপলক্ষণের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া উহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণগুলি থাকিবেই। বৈষ্ণব, অথচ তিনি মৃদু বা সুশীল নহেন এরূপ হইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবতার তারতম্যানুসারে ঐ গুণগুলির বিকাশের তারতম্য হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল গুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাধারণ ধারণা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেরূপ বলেন নাই। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে আমাদের এরূপ ধারণা হয় যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবের যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, ঐ সকল গুণ বৈষ্ণব ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ ইতর ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের গুণ কিছু অবৈষ্ণব ব্যক্তিতে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বৈকুণ্ঠশব্দের বাচ্যবস্তু এজগতের বস্তুর ন্যায় সঙ্কীর্ণ, আনিত্য বা স্থূল নহে। এ জগতে শব্দ যে সকল বস্তু উদ্দেশ করে, সেই সকল বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ। সুতরাং একই গুণ বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিতে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব এরূপ বিচার নিতান্ত স্থূলদর্শীগণের নিকটেই আদর পাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে "বদান্যতা" বৈষ্ণবের একটী গুণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এরূপ বলিয়াছেন। "বদান্যতা" এই শব্দটী এজগতে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে যে অর্থ নির্দ্দেশ করে, তাহা সাধারণ মানবে দেখা যাইতে পারে কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে ঐ শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহা একমাত্র বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবের এই গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন কে? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতাকে আদর করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করেন যিনি বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হইয়াছেন। **নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তির নিকটই বৈষ্ণবের গুণসকল যথার্থস্বরূপে প্রকাশিত হয়।** বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত এবং অনন্য-সাধারণ গুণ তিনিই দর্শন করেন, তিনি উহাকে প্রাকৃত গুণসাম্যে দর্শন করিয়া অপরাধের আবাহন করেন না। সেবাবিমুখ আমরা কিন্তু এই বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে বৈষ্ণব দেখিবার রহস্য বুঝিতে পারি না। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবের স্নেহময়তা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসাও করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, **বৈষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে।**

বৈষ্ণবের স্নেহ বা তাঁহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ, যাহা আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি আমাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রবুদ্ধ না করে, ঐ সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের প্রকৃত গুণ আমাদের দর্শন হয় নাই ; অথবা উহাদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বৈষ্ণবোচিতগুণ সকল বৈষ্ণবেই থাকিবে। প্রাকৃতচক্ষে দেখিতে গিয়া যদি বলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কবি ছিলেন কিন্তু শিবানন্দ সেন অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সেরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কবিত্ব-গুণটী দর্শন হইল না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে সাধারণ সাহিত্যিক মনে করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত কবিত্বরূপ একটী প্রাকৃত, আকস্মিকগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা হইল মাত্র।

প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব কৃষ্ণৈকশরণতার দিক হইতে বৈষ্ণব দেখিতে পারেন না, বৈষ্ণবকে সাধারণ মানবসাম্যে দেখিতে গিয়া তাঁহাতে দোষ, গুণাভাস ইত্যাদি দেখিয়া ফেলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের গুণাভাসদর্শনেই বৈষ্ণবতার বিচার করিয়া থাকেন। কোন বৈষ্ণবে সাধারণ মানবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, ঐ দিক দিয়াই তাঁহার বৈষ্ণবতা বিচার করেন। যদি কোন বৈষ্ণব তাঁহার ঐ গুণটী অপ্রকাশিত রাখেন, তাঁহাকে আর বৈষ্ণব বলেন না, আর যদিই বা বলেন তাহা হইলে বলিবেন, ইনি বৈষ্ণব সত্য কিন্তু ইঁহার অমুক বৈষ্ণবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য নাই। উহা সোণার পাথর-বাটীর ন্যায় নিরর্থক বাক্য। বৈষ্ণবের দোষাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের অরুচিকর বলিয়া তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবের প্রতি অসূয়া পরবশ হওয়া যেমন নিরয়প্রাপক, বৈষ্ণবের গুণাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া ঐ গুণদর্শনে বৈষ্ণবের প্রতি মমতাযুক্ত হওয়াও তদ্রূপ অসুবিধাজনক। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শকের দৃষ্টি প্রাকৃতত্বেই বদ্ধ, অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে গিয়া আমরা যেন প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত গুণহীন কোন ব্যক্তিবিশেষ না চিনিয়া বসি।

মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" আমরা অসহায়, দুর্ব্বল মানব, অজ্ঞ ও মূর্খ বৈষ্ণব কি প্রকারে চিনিব? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা কি প্রকারে বুঝিব? সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবের কৃপায় অবিশ্বাস যতদিন প্রবল থাকে ততদিন অনুরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক আসিয়া

বৈষ্ণবের কৃপালাভে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। কোন বৈষ্ণব এই প্রশ্নের অতি সুন্দর এবং সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবগণও বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না—একথা সত্য। কিন্তু সেজন্য আমি কেন ভীত হইব? দেশের সম্রাট আমার জননীকে না চিনিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য ক্ষুদ্র শিশু আমার পক্ষে আমার জননীকে চিনিতে বাধা নাই। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন জননীকে জননী বলিয়া জানিতাম না, তাঁহার স্নেহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। কিন্তু আমি জানিতাম না বলিয়াই যে আমার জননী তখন জননী ছিলেন না বা আমি মাতার স্নেহ হইতে তখন বঞ্চিত ছিলাম তাহা নহে। মাতাকে মাতৃরূপে আমি না চিনিলেও তখনও মাতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার স্নেহ হইতে তখনও আমি বঞ্চিত হই নাই। মাতার স্নেহে পুষ্ট হইয়াই আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া মাতার সহিত আমার কি সম্বন্ধ এবং মাতৃস্নেহ কি বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছি। শিশুকালে মাতাকে চিনিতাম না, তজ্জন্য মাতার স্নেহ আমার প্রতি বর্ষিত হইলেও উহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু মাতার স্নেহ-যত্নে যখন পরিণত-বয়স্ক হইলাম, তখন মাতার স্নেহ ও কৃপাতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি মমতাযুক্ত হইলাম। সাধক-ভক্ত মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া" তাঁহার প্রতি মমত্বস্থাপন করেন। তখনই তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। মধ্যম অধিকার লাভ করাও বৈষ্ণবেরই কৃপা-সাপেক্ষ। বৈষ্ণবের কৃপা সর্ব্বকালেই ক্রিয়াবতী। অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখজীব কনিষ্ঠাধিকারে 'নাম' সেবা করিবার প্রবৃত্তিও বৈষ্ণবের কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী উহা উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার কনিষ্ঠত্ব। কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যম অধিকারে উন্নীত করায়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য, তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটী উপলব্ধি করাই আমাদের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের কৃপাবলেই হইয়া থাকে, তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইব কেন?

বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞানে কতটা আদর করিতে পারিয়াছি, ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে—অবৈষ্ণবের প্রতি অনাত্মীয়জ্ঞানে কতটা ঔদাসীন্য

বা অনাদর আসিয়াছে, এই জ্ঞান। অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মীয়-বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়জ্ঞান হইবার আশা নাই। যে পরিমাণে অবৈষ্ণবকে পরবুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে। এ কেবল মুখের কথা নহে, সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এবং তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন এমন কি আমাদের দেহ বা মনও যদি বৈষ্ণব-সেবার বিরোধী হন, তাহা হইলে সেই চৈতন্যবিমুখ নিজজনগণকে প্রকৃতপক্ষে পর জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞান করা কেবল ছলনা মাত্র। অবৈষ্ণবকে অনাত্মীয়জ্ঞান নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয়বুদ্ধি আছে, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

পুরাতন প্রাপ্ত প্রবন্ধ—লেখক অজ্ঞাত

কেশিয়াড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব

মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত কেশিয়াড়ী নামক একটী প্রাচীন পল্লী আজও বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। এখানে বহু ধনী ও শিক্ষিত লোকের বাস। থানা, ডাকখানা, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়, হাট-বাজার প্রভৃতি গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। খড়্গপুর ষ্টেশন হইতে অনুমান ১৮ মাইল দক্ষিণে এই গ্রামের অবস্থিতি। মোটর বাস কোম্পানী ১৵০ ভাড়ায় যাত্রিগণকে খড়্গপুর হইতে লইয়া যায়। রাস্তার সুবিধা থাকায় সর্ব্বদাই বাস যাতায়াত করে।

এখানে সাউরীর ঘর-পাগলা সহজিয়াদের একটা বড় আখড়া আছে। এই আখড়ার কর্ত্তৃপক্ষ ও অধীনস্থ অনুগত সকলেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহারা সকলেই ঘর-পাগলা সহজিয়া-শ্রেণীভুক্ত। শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি ইহাদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। গ্রামের অধিকাংশ ভাল লোকেরই এই আখড়ার প্রতি ভাল ধারণা নাই। একজন দেবল ব্রাহ্মণের দ্বারা এই আখড়ার ঠাকুর-সেবা পরিচালিত হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবকে এখানকার সেবা করিতে দেখা যায় না।

কেশিয়াড়ী গ্রামে শুদ্ধ-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার হওয়া বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়া স্থানীয় কয়েকঘর সদনুরাগী ধনী ব্যক্তি একটী মঠ স্থাপন করাইবার

জন্য যত্ন করেন। তন্মধ্যে শ্রীশ্যামসুন্দর দাস মহাপাত্র ও শ্রীভাগবত দাস মহাপাত্র মহোদয়গণ বিশেষ যত্ন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজকে ভূমি ও গৃহাদি দান করায় উক্ত সন্ত মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ স্থাপন করেন। আজ ৫।৭ বৎসর অতীত হইল, এই শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ হইতে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার চলিতেছে। এই মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে জনসাধারণ খুব আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং সাউরীর দলের আখড়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠের ভক্তি-ধর্ম্মের যে প্রচুর পার্থক্য আছে, তাহা জনসাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরই এই মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মঠ-প্রতিষ্ঠার বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব প্রধান বক্তারূপে তথায় আহূত হইয়াছিলেন। তাহার ২।৩ বৎসর পরে আর একবার তিনি সভাপতিরূপে বৃত হন। এইবার কেশিয়াড়ী গ্রামে তাঁহার তৃতীয়বার পদার্পণ।

বিগত ৩রা চৈত্র ১৩৬১, ইং ১৭।৩।৫৫ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও কেশিয়াড়ী গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্র-মহোদয়গণের অত্যাগ্রহে বেদান্ত সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে শুভ-বিজয় করেন। উক্ত মঠের ভক্তগণ খড়্গপুর ষ্টেশনে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া মোটর বাসযোগে বেলা ২॥০ টার সময় কেশিয়াড়ী গ্রামে লইয়া আসেন। বাসষ্ট্যাণ্ডে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমদ্ সন্ত মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য খোল-করতাল, ব্যাণ্ডপার্টী ও নহবৎপার্টী লইয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন। মোটর আসিবামাত্রই আচার্য্যদেবের জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়; তৎপরে শোভাযাত্রা-সহযোগে উচ্চ নৃত্য-কীর্ত্তনাদি-সম-ভিব্যাহারে শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেবকে দর্শনের জন্য রাস্তার দুই ধারেই লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। ক্রমশঃ শোভা-যাত্রা হাটের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলে (অদ্য হাটবার) যে শোভা ও সৌন্দর্য্য অনুভূত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটী গীতি স্মরণপথে জাগিয়া উঠে,—

ভক্তবৃন্দ সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল।
(গ্রামবাসীর) আজ দুঃখ দূরে গেল॥

দুঃখের বিষয়, এত বড় আনন্দের উৎস-মধ্যেও কতকগুলি ঘরপাগলা পাষণ্ডী

বৈষ্ণবের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। গৌরাঙ্গ মঠের এই উচ্চ নৃত্য-কীর্ত্তনে সকলেই গৌরব বোধ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা অভিবাদন জানাইতেছিলেন, কিন্তু উহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছে। তজ্জন্য আমাদের আরও মনে হইতে লাগিল,—

গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥ (গীতাবলী)

অনুমান বেলা ৩ টার সময় সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে পৌঁছিলে সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরদিবস ৪ঠা চৈত্র, ইং ১৮।৩।৫৫ শুক্রবার বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় চৌদ্দ-মাদলে বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। সঙ্কীর্ত্তন সমাপনান্তে সন্ধ্যা ৭ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সকাল ১০টা হইতে রাত্র ২টা পর্য্যন্ত অবিরত প্রসাদ-বিতরণ হইতে থাকে। আহূত, অনাহূত, বরাহূত, সভামণ্ডপে আগত, অনাগত সকলকেই নির্ব্বিচারে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

সন্ত মহারাজ সভাপতি-প্রস্তাবমুখে আচার্য্যদেবের প্রশংসা করিয়া বলেন,—ইনি নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী বক্তা। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়ামক। এতদ্ব্যতীত আচার্য্যদেবের দার্শনিক বিচার-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য বিষয়ে তিনি সকলকে অবহিত করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী রাগভূষণ মহোদয় উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। সভাস্থল সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্য শ্রবণ-যন্ত্রে (মাইক্রোফন) বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতামুখে অদ্বৈতবাদের অনুপাদেয়তা ও সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব সম্বন্ধে বহু যুক্তি প্রদান করেন। ত্যাগ, বৈরাগ্য সাধনমার্গে জীবকে উন্নত করিয়া থাকে। ঘরপাগলা সম্প্রদায়ের ত্যাগ-বিরোধিতা ঘৃণিত ইন্দ্রিয়-তর্পণের অন্তর্গত। ইহা ধর্ম্ম-জীবনে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৌপীন গ্রহণাদিরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণের আদর্শ ভক্ত-গৃহস্থমাত্রেরই গ্রহণীয়। কর্ম্ম বা জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষের সম্ভাবনা নাই, উহা বন্ধনেরই কারণ। বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভাগ ও রাষ্ট্রনীতির ধারা পরিবর্ত্তিত হইলে দেশের মঙ্গল ইত্যাদি বিষয়েও বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। তৎপরে শ্রীমৎ সন্ত মহারাজ

১ ঘণ্টা বক্তৃতার পর স্কুলের জনৈক শিক্ষক ও হরিদাস রায়ের বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

যদু-বংশে একলব্য ১১

যাঁহারা একলব্যের ইতিহাস বিদিত আছেন, তাঁহারা আমার উক্ত শিরোনামা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও, আমার এই প্রবন্ধ সম্যক্‌রূপে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, আমি ঠিকই লিখিয়াছি। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ও অনাশ্রিত বহু সজ্জন সাধকগণই আমাকে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রেরণা প্রদান করায় আমি এই প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি। আমার এই প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা, বহু নিরপেক্ষ সরল সাধকগণের আনন্দবিধান করিলেও স্বার্থান্ধ, কুটিল, ভণ্ড-তাপসগণের প্রচুর পরিমাণে বিক্ষোভ উৎপাদন করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই সকলের নিকট নিবেদন করিয়াছি, আমরা অপ্রিয় সত্যের প্রচারক। বর্ত্তমান জগতে যে নীতি প্রচলিত আছে, আমরা সেই নীতি সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহি। ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ ঘর-পাগলা সম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" আমরা এই নীতি শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বতোভাবে উল্লঙ্ঘন না করিলে বৈষ্ণব-জগতের কোন মঙ্গল আশা করা যায় না।

আমরা একখানা বার্ত্তাবহের ৭ম বর্ষের ১ম সংখ্যা ঘটনা-চক্রে দেখিতে পাইয়াছি। তাহাতে "শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য" শীর্ষক একটী বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। এই প্রবন্ধের লেখক কোন ভার্য্যাটিক শ্রীমান্ যদুনন্দন বিদ্যার্ণব, বি, এ। 'যদুনন্দন' বলিলে যদু-বংশই বুঝায়। সুতরাং যদুনন্দনের মস্তিষ্কে একলব্যের চিন্তাস্রোত যে-প্রকারে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই সমালোচনা এই প্রবন্ধের মূল ভিত্তি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহমেধী সম্প্রদায়কে উন্নত করিবার জন্য প্রথম জীবনে তিনি যে গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থান করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই লীলাভিনয়ের অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'ভার্য্যাটিক' সম্প্রদায় একলব্যের আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

শ্রীপাদপদ্মে চিরতরে অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন। এই অপরাধী জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিসেবার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম। ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার জন্য গৃহস্থ-আশ্রম নহে। যদুবাবু ইহা স্বীকার করেন কি?

তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের ১০ম খণ্ড, ৪৭ সংখ্যার "ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী কাহাকে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল, যদুবাবু তাহার খবর রাখেন কি? আমরা এই প্রবন্ধটি আংশিক প্রকাশ না করিয়া সম্পূর্ণই প্রকাশ করিব এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিব, কাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আমি বিশেষ দর্পের সহিত জানাইতেছি,—ঐ প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রায় সকলেই যদুবাবুর দলে তালিকাভুক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্ঘকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। তিনি এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি যে দলভুক্ত হইয়া আছেন, সেই দলই একলব্যের দল বা একলব্য-সম্প্রদায়। তন্মধ্যে কতকগুলি ভার্য্যাটিক, গৃহমেধী, ঘর-পাগলা, সহজিয়া-সঙ্গী, কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী, অসু-বাসু-সঙ্গী প্রভৃতি। এমন কি, ইহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, গুরুতে জাতিবুদ্ধি, গুরুদেবে গৃহস্থ-পরমহংস-বুদ্ধি, শ্রীগুরুকে অব্রাহ্মণ বুদ্ধি করিতে ত্রুটীবোধ করেন নাই। সুতরাং ঘর-পাগলা একলব্য-সম্প্রদায় কে বা কাহারা, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সাউরী-সম্প্রদায়ের মামলা

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সাউরী সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান পাণ্ডা শ্রীপঞ্চানন ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক ও নিয়ামকের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার (দক্ষিণ) ফৌজদারী আদালতে দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ (মানহানি) ধারায় ফৌজদারী মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, "কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির" হইবার ভয়ে বাদী-বন্ধু বান্ধববর্গের পরামর্শে 'মামলা চালাইব না' বলিয়া দরখাস্ত দিলে আদালত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অপ্রিয় সত্য প্রচারক আসামীগণকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিব।—(নিজস্ব সংবাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | বাসুদেব, ৯ ত্রিবিক্রম, ৪৬৯ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬২ ; ইং ১৫।৫।৫৫ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

(১)

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপৈকবিত্ত-
স্তৎপ্রেম-হেমাভরণাঢ্য-চিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥

(২)

যো লব্ধ-বৃন্দাবন-নিত্যবাসঃ
পরিস্ফুরৎ-কৃষ্ণ-বিলাস-রাসঃ।
স্বাচারচর্য্যা-সততাবিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥

(৩)

সদোল্লসদ্-ভাগবতানুরক্ত্যা
যঃ কৃষ্ণরাধা-শ্রবণাদি-ভক্ত্যা।
অযাতযামীকৃতঃ সর্ব্বযাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥

(৪)

বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-সেবা-
স্বাদেঽনুমজ্জন্তি ন হন্ত! কে বা।
যস্তেষ্বপি শ্লাঘ্যতমোঽভিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥

(৫)

যঃ কৃষ্ণলীলা-রস এব লোকান্
অনুন্মুখান্ বীক্ষ্য বিভর্ত্তি শোকান্।
স্বয়ং তদাস্বাদনমাত্র-কাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥

(৬)

কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চিৎ
নরোত্তমো নাম মহান্ বিপশ্চিৎ।
যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥

(৭)

রাগানুগা-বর্ত্মনি যৎপ্রসাদা-
দ্বিশন্ত্যবিজ্ঞা অপি নির্বিষাদাঃ।
জনে কৃতাগস্যপি যস্ত্ববাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥

(৮)

যদ্দাস-দাসানুগ-দাস-দাসাঃ
বয়ং ভবামঃ ফলিতাভিলাষাঃ।
যদীয়তায়াং সহসা বিশাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥

(৯)

শ্রীলোকনাথাষ্টকমত্যুদারং, ভক্ত্যা পঠেৎ যঃ পুরুষার্থ-সারম্।
স মঞ্জুলালী-পদবীং প্রপদ্য, শ্রীরাধিকাং সেবত এব সদ্যঃ ॥

(১০)

সোঽয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরু-কৃপা-রশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্য-
ন্নুদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতম-তমঃ-কূপতো দীপিতাভিঃ।
দৃগ্‌ভিঃ স্বপ্রেম-বীথ্যা দিশমদিশদহো যাং শ্রিতা দিব্যলীলা-
রত্নাঢ্যং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং শ্রীল-গোবর্দ্ধনং স্মঃ ॥

শ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা যাঁহার একমাত্র ধন, গৌরপ্রেমরূপ হেমাভরণে যাঁহার চিত্ত অলঙ্কৃত, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি ভূমিতে পতিত হইয়া আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও রাস স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই স্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকেন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতে এবং ভগবদ্ভক্তে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশে এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতি শ্রবণাদি নবধাভক্তি-প্রভাবে অষ্টপ্রহরকে অযাতযাম অর্থাৎ তরুণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৩ ॥

বৃন্দাবনাধীশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবাস্বাদে কে নিমগ্ন না হন অর্থাৎ সকলেই সেই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন ; যিনি সেইসকল মহানুভবগণের মধ্যে শ্লাঘ্যতম ও চিত্তাকর্ষক, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্বাদে বহির্ম্মুখ লোক-সকলকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন-এবং স্বয়ং সেই রসাস্বাদেই অভিলাষ প্রকাশ করেন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৫ ॥

মহান্-পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম যাঁহার কৃপাবল অবগত ছিলেন, যাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য সর্ব্বত্র খ্যাত, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৬ ॥

যাঁহার অনুগ্রহে অবিজ্ঞগণও রাগানুগ-ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া শোক-রহিত হইয়া থাকেন, এবং যিনি অপরাধীর প্রতিও অনুকূল-ভাবাপন্ন, সেই শ্রীলোক-নাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৭ ॥

যাঁহার দাসের দাসানুগদাস তদ্দাস্যলাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, এবং অচিরেই যাঁহার ভক্তমণ্ডলী-মধ্যে প্রবেশ করিব, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সারভূত এই অতিমনোজ্ঞ শ্রীলোকনাথাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সখীগণের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সেবা লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

যিনি আপন প্রদীপ্ত নয়নদ্বারা গাঢ়তম অন্ধকার-কূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া প্রেমমার্গের উপদেশ করিয়াছেন, আহা ! যাঁহার কৃপাবলেই আমরা অপ্রাকৃত লীলাভাণ্ডার অতি নির্জ্জন শ্রীগোবর্দ্ধন লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীল লোকনাথ প্রভু স্বকীয় কৃপা-রশ্মিসহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন ॥ ১০ ॥

সজ্জন—সত্যসার (৩)

শুদ্ধ-বৈষ্ণবই 'সত্যসার' সংজ্ঞা-লাভের অধিকারী

সজ্জনের তৃতীয় গুণ, তিনি সত্যসার। সত্যসার বলিতে কায়মনো-বাক্যে যিনি সত্য হইতে বিচ্যুত হন না। (সত্য হইতে বিচ্যুত হইলেই মানব অসাধু বা অবৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করেন)। সজ্জন বা শুদ্ধবৈষ্ণবই একমাত্র সত্যসার। যিনি অসত্যকে অসার জানেন এবং সত্যকেই নিষ্কপটে সাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সত্যসার।

তাৎকালিক সত্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনশীল

লৌকিক নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়া যে বস্তুধর্ম্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহাই লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কাম-ক্রোধাদি-সম্পন্ন মানব তাঁহার তাৎকালিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে সত্যানুভব করেন, তাহা তাঁহার তাৎকালিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু কামক্রোধাদির অপগমে তিনি পূর্ব্বসত্য-প্রতীতির ব্যত্যয় অনুভব করিয়া থাকেন। মানব-সভ্যতার আদিমকালে জ্ঞানের অভাবক্রমে আজকালকার জড় বিজ্ঞান-বিষয়ক উপলব্ধি অনেকস্থলে অভাবময় ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণের, চীনদেশীয় জ্ঞানি-গণের, ভারতীয় বিদ্বৎ-সম্প্রদায়ের জড়বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাহার ধারণা অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মানব, যখন মানব-সমাজের পূর্ব্বাধিগত অভিজ্ঞতা লাভ করে না, তখন তাহার সত্যপ্রতীতি নিতান্তই অল্প থাকে। অশিক্ষিত মানবের ধারণা, কামক্রোধহত সত্যপ্রতীতিরূপ মানব-ধারণা শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। তাৎকালিক সত্য দেশভেদে, কেন্দ্রভেদে ভিন্নরূপে সত্য বলিয়া ধারণা হয়। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব অনেকস্থলে অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা করায়; আবার তাহাদের অপগমে অসত্য অন্তর্হিত হইলে সত্য আসিয়া অজ্ঞান-তমের নিরাস করে।

নিত্য-সত্যাশ্রয়ী ও তাৎকালিক সত্যানুসন্ধিৎসুর পরস্পর পার্থক্য

নিত্য সত্য ও তাৎকালিক সত্যে ভেদ আছে। তাৎকালিক সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া জীব অন্যাভিলাষী হইয়া পড়েন, কখনও বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কর্ম্মনিপুণ পুণ্যবান্ হন, কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায়, পাপ পুণ্য ছাড়িয়া অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী হন। ইহাদিগকে

অজ্ঞানী, কুকর্ম্মরত ও যথেচ্ছাচারী বলা হয়। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের সত্য-ধারণা ভ্রমপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও তাৎকালিক হেয়মিশ্র। অপ্রাকৃত হরিজনের ধারণা সেরূপ হেয় নহে। তিনি হরিকেই পরম সত্য জানেন।

ভগবদ্-বৈমুখ্য ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলেই জীবের অধোগতি

হরি হইতে বিচ্যুত হইয়া হরিজন যখন হরিবিমুখ অভিমান করেন, তখনই তাঁহার পরম সত্যবস্তু হরির উপলব্ধি হ্রাস হইয়া পড়ে। বৈমুখ্য-কুহক তাঁহার অস্মিতা ও বৃত্তিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অসত্য বস্তুতে সত্যের আরোপ করায়। হরিজনই আংশিক জ্ঞানকে সত্য জানিয়া হরিদর্শনে বিমুখ হইয়া পরমাত্মা দেখেন; তখন তাঁহার সত্য দর্শনে পরমাত্মা প্রকটিত হন। আবার অপ্রাকৃত সবিশেষ দর্শনের চিন্মাত্রাবরণকেও বস্তু বলিয়া প্রতীতি হইলে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হন। আবার তাদৃশ জ্ঞানাভাবে বহির্দর্শনে দেবীধামে সত্য অনুভব করিতে গিয়া বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে গুণমায়া-নির্ম্মিত দেহকেই আমি বলিয়া বসেন। এই অহঙ্কারটী ক্রমশঃ হরিবিমুখ বাহ্যদর্শনে স্থিরা হইয়া বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে নশ্বর অনিত্য স্থিরাবুদ্ধি চাঞ্চল্যবশতঃ সঙ্কল্প বিকল্প করিতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে আমিত্বের অস্তিত্ব দেখেন। মন দেবী-ধামের গুণমায়ার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করিয়া স্থূলভাবে জড় ভোগের মালিক হন। এইখানে তাঁহার হরিবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। পরম-সত্য-বস্তু কৃষ্ণ হইতে বিমুখ হইতে হইতে জীব কোথায় আসিয়া পড়িলেন। সকলই তাঁহার স্বতন্ত্রতার বিক্রম। মধুর লীলাময় শিথিলৈশ্বর্য্য হরি; সর্ব্বশক্তিমান্ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ হরির পরমসত্য ব্যতীত পরমাত্মায় পূর্ণজ্ঞানে আংশিক কেবল মধুরাভাবরূপ সত্য অনুভূতি ও পরে হরিদেহাবরণ-প্রভামাত্র ঔপনিষদ ব্রহ্মে সত্যপ্রভা প্রতীতি হইতে লাগিল। পরম-সত্য এইবার কুহকাবরণে দৃষ্ট হইতে আরম্ভ করায় জীবের অস্মিতা অহঙ্কার-তত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি ও মনদ্বারা পরম সত্যেতর তাৎকালিক সত্যসমূহে আচ্ছন্ন হইল। তাৎকালিক কুণ্ঠদেশগত সত্যানুভূতি তাঁহাকে সত্যসার হইতে দিল না।

প্রাকৃত সম্ভোগবাদ-মূলেই সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি

এই দেবীধামে জীব গৌর-ভক্তাভিমানে বলী ইন্দ্রিয়বর্গকে পরমসত্যের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নশ্বর বস্তুতে তাৎকালিক সত্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীগৌর-ভগবান্ও তখন তাঁহাকে বিমুখ সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীগৌর-ভগবানকে বৈমুখ্য-বিকার-বশে কোন জীব, তখন নিজের ভোগের বস্তু

জ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। 'বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক' এই পরম সত্য ভুলিয়া গিয়া প্রাকৃত সম্ভোগকেই শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিয়া বসিলেন। সেইসকল কাল্পনিক গৌরপরায়ণ জীব আপনাদিগকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, গোপীছাড়ি, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি অভিমান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদীয় নিজজনগণকে তাঁহাদেরই মত জীববিশেষ মনে করিলেন। সেজন্যই সত্যের অপলাপ হইবে দেখিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু গাহিলেন "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ, শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।" কি-প্রকারে গৌরভক্তিকে কলঙ্কিত করিয়া "গৌরভক্ত" নামে আউল, বাউলাদির অভিমান শুদ্ধভক্তগণকে ব্যথা দিতে লাগিল, ঐগুলি জানিবার জন্য সেই সেই দলের গৌরভজা অনেকেরই কৌতুহল দেখা গেল। তবে যাঁহাদের তাদৃশ কৌতুহল, তাঁহারা "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" ভুলিয়া বৈষ্ণব-হিংসায় উদ্যত হইয়া সত্য জানিয়া লইবেন, এরূপ ঘৃণিত সঙ্কল্প করায় অসত্য ও অসারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনই শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের সত্য-সারত্ব

বৈষ্ণব বা গৌরভক্ত সত্যসার, সুতরাং উপরিলিখিত গৌরভক্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী দলের ভক্তিবিরোধী চেষ্টাগুলি গৌরভক্তির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এই দুঃসঙ্গবর্জ্জনই তাঁহার সত্যসারত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতগণের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণযুগল" ইহাই গৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহাই শুদ্ধগৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহাই অবিমিশ্র নিত্যশুদ্ধ গৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অসত্য অসার কথায় গৌরভজন হয় না। শ্রীগৌর-ভগবান্ মায়া নহেন, মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী নহেন, হরিবিমুখ জীবের কল্পনার পণ্যদ্রব্য নহেন। তিনিই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর। অন্য বস্তু নিশ্চয় নহেন। কৃষ্ণের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ হইতেই যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি। রাধিকা হইতে যাবতীয় শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। কল্পনা-রাজ্যে বা নিত্যসত্যে সকল অধিষ্ঠানের মূলাশ্রয় শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর। সুতরাং গৌর-পদাশ্রিতের তাঁহারাই একমাত্র আরাধ্য। অন্যথা "যেপ্যন্য" শ্লোকানুসারে সেবা অবৈধ হইবে।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

———

জীবনী-সংগ্রহ

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর—(৪)

শ্রীল ঠাকুরের ম্লেচ্ছকুলে আবির্ভাব এবং 'কৃষ্ণ-ভজনে জাতি-কুলাদির বিচার নাই' শিক্ষাদান

বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই আশ্বিন * বুধবার শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব। ঐ দিবস ভগবচ্চৈতন্য-চরণসেবী বৈষ্ণব-মহাত্মাদিগের বিরহ-মহোৎসবের দিন। হরিদাস বড়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন কারণ-বশতঃ ম্লেচ্ছকুলে জন্মলাভ করেন। এজন্য মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, ম্লেচ্ছজাতিতেও যদি কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলেও সেই ম্লেচ্ছজাতিই সকলের পূজনীয়। ঐ বাক্য আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে। শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে; আমরা সময়ান্তরে তাহা দেখাইব।

নিরন্তর শ্রীনাম-পরায়ণ হরিদাসের প্রতি ম্লেচ্ছগণের অত্যাচার ও শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-সহ তাঁহার মিলন

হরিদাস বাল্যাবস্থা হইতেই হরিভক্তি-পরায়ণ ছিলেন; এ নিমিত্ত তদ্দেশস্থ ম্লেচ্ছগণ তাঁহার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু হরিদাস তাহাদের সেই অসন্তুষ্টতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বদাই হরিনামানন্দ উপভোগ করিতেন। ক্রমে তিনি ক্রূর-স্বভাব-সম্পন্ন ম্লেচ্ছগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বড়ুন গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছুদিন সজ্জন-শোভিত দেশসকল পরিভ্রমণ করেন। তদনন্তর শ্রীপাট শান্তিপুরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফুলিয়া গ্রামে ভাগীরথী-তীরে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণারাধনা করেন।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসের পুরুষোত্তমে গমন, পরে নির্য্যাণ ও স্বহস্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সমাধি প্রদান

অবশেষে শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিয়া তথায় কিয়ৎকাল বিরাজ করত হরিনামের সহিত দেহ পরিত্যাগ করেন। হরিদাসের দেহ পরিত্যাগ দর্শনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণ বিশেষ পরিতাপ করিয়া, তদনন্তর মহাপ্রভু স্বয়ং

---

*লেখার বৎসরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব দিবস ৮ই আশ্বিন, বুধবার ছিল।

স্বভক্তগণের সহিত হরিদাসের পবিত্র দেহ লইয়া, সমুদ্রের তীরে সমাধি দেন। হরিদাসের অলৌকিক জীবনী বৈষ্ণব মণ্ডলীর অবিদিত নাই।

শ্রীপরমেশ্বরী দাস—(৫)

শ্রীপরমেশ্বরী দাসের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও শ্রীপাট খড়দহে অবস্থিতি

এবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়সখা শ্রীপরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব। ঐ দিন বৈষ্ণবগণের একটী বিরহ-মহোৎসবের দিন। কিঙ্কিণীস্বরূপ শ্রীপরমেশ্বরী দাস বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস "কেতুগ্রাম" (কাউগ্রাম) ছিল। ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য হইয়া, শ্রীপাট খড়দহে অবস্থান করেন। তথায় ইনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণাদি নানাপ্রকার অলৌলিক কার্য্য দেখাইয়া সকলেরই বিশেষ ভক্তিভাজন হন। যে-সময় প্রভু নিত্যানন্দ-গৃহিণী জাহ্নবা স্বীয় পাল্যপুত্র রামচন্দ্রকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন, তখন বীরভদ্রের আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরী তাঁহাদের প্রধান রক্ষক হইয়া যান। ইনি কিছুদিন 'গরলগাছা' গ্রামে অবস্থিতি করেন।

শ্রীজাহ্নবা-মাতার আদেশে 'তড়া-আটপুরে' গমনান্তে শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ ও সেবার পরিপাট্য

শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর আদেশক্রমে তথা হইতে 'তড়া আটপুর' গ্রামে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। এক্ষণে ঐ বিগ্রহের নাম—'শ্রীশ্যামসুন্দর' হইয়াছে। কি কারণে যে নামের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আমরা এখন অবগত হইতে পারি নাই। পরমেশ্বরী দাস যে-সময়ে তড়া আটপুরে গিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে ঐ গ্রামস্থ পোদ্দার-উপাধিধারী কোন ধনশালী সুবর্ণ-বণিকের পুত্রের মৃত্যু হয়। ইনি সেই মৃত পুত্রের পুনর্জীবন দান করিয়া, তাহার পিতার নিকট হইতে প্রচুর ভূমি-সম্পত্ত্যাদি লাভ করত শ্রীবিগ্রহ-সেবার পারিপাট্যাদি করেন।

শ্রীপরমেশ্বরী দাসের বকুল-বৃক্ষ সৃজন ও মৃত শৃগালের প্রাণদান

ইনি ঐ স্থানে দুইটী দন্ত ধাবনের কাঠি প্রোথিত করিয়া দুইটী বকুল-বৃক্ষের সৃজন করেন। অদ্যাপি ঐ বৃক্ষদ্বয় বর্ত্তমান আছে। মহাত্মাদিগের মুখে শুনা যায় যে, একদিবস পরমেশ্বরী আকুনা মাহেশে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন,

এমন সময়ে কতকগুলি পাষণ্ডব্যক্তি একটি মৃত শৃগাল লইয়া, সেই সঙ্কীর্ত্তনের-স্থলে নিক্ষেপ করিল। তদ্দৃষ্টে করুণাময় পরমেশ্বরী দাস হাস্যপূর্ব্বক সেই শৃগালকে পুনর্জীবিত করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করান। পরমেশ্বরী দাসের বংশ গরল-গাছায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ভগবৎ-পার্ষদগণের অলৌকিক কার্য্যে সন্দেহের অবকাশ নাই

এখনকার নব্য-সম্প্রদায় পরমেশ্বরী দাসের অলৌকিক কার্য্যসকলের কথা শ্রবণ করিয়া হয়ত পরিহাস করিবেন। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, সিদ্ধপুরুষগণ ইচ্ছামাত্রেই অলৌকিক কার্য্যসকল করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী—(৬)

শ্রীশ্যামানন্দের যৌবনাবস্থাতেই বৈরাগ্যাবলম্বন ও দীক্ষা-গ্রহণ

শ্যামানন্দ উৎকল-প্রদেশে দণ্ডকেশ্বর গ্রামস্থিত করণ-বংশে চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিন জন্মপরিগ্রহ করেন (১)। তিনি বাল্য, পৌগণ্ড বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া, যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তেই গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নাম প্রদান করেন। দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত ভজন নিষ্ফল জানিয়া, তিনি প্রভুপার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন (২)।

শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে বৃন্দাবন-যাত্রা ও গোস্বামীবর্গের কৃপালাভ

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাদৌ যথাবিধি গুরুসেবা কর্ত্তব্য জানিয়া, তিনি কিছুদিন গুরুর সন্নিধানে থাকিয়া সেবা করণানন্তর গুরুর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাদি দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন (৩)। বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদদিগের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন (৪)।

শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর ব্যাপকভাবে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার

শ্যামানন্দের বৈরাগ্য-চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তম

---

(১) 'চৈত্র পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ।' (২) 'হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হৈলা।' (৩) 'চলিলেন বৃন্দাবন ইষ্ট-আজ্ঞা পাইয়া।' (৪) 'শ্রীদাস গোস্বামী অতি অনুগ্রহ কৈলা।'

প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া, বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থিতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া, অনেকানেক মূঢ়মতি পাষণ্ডগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এসকল কথা বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীতে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

হাড়ীর ঠাকুর (কাহিনী)

মুঙ্গেরে এক শোভন মন্দিরে 'নাথজী' বিগ্রহ নাম,
জাগ্রৎ দেব জানয়ে সকলে অতি অপরূপ ঠাম।
ভারে ভারে আসে পূজা উপচার কোথা হ'তে কেবা জানে,
মঠ প্রাঙ্গণ সদা মুখরিত জন সমাগম গানে।
হরিজন যারা শ্রীনাথে হেরিতে আছয়ে প্রবল মানা,
এই বারতাটি পুরজন যত সকলেরি আছে জানা।
মঠের পিছন প্রাঙ্গণ সদা ঝাড়ু দেয় ঝাড়ুদার,
সম্মুখে আসিয়া শ্রীনাথ বিগ্রহ দর্শনে মানা তার।
ব্যাকুল চিত্তে হরিজন হাড়ী হরিরে হেরিতে চায়,
রন্ধ্র একদা হ'ল প্রকটিত মন্দির প্রাচীর গায়।
প্রেমাশ্রুতে তিতিয়া হাড়ী শ্রীনাথে হেরয়ে এবে,
অন্তরে তার বাসনা বড় শ্রীনাথ-চরণ সেবে।
একদা প্রভাতে শ্রীনাথে হেরিতে পড়িল পূজারী চোখে,
রুষিয়া পূজারী হাড়ীখণ্ড এক হানিল হাড়ীর বুকে।
ক্রন্দন করি' কহে ঝাড়ুদার "কিবা অপরাধ মোর ?"
পূজারী কহিল "গোপনে শ্রীনাথে হেরিলে কেনরে চোর ?
দূর হও তুমি আসিওনা আর আসিলে ভাঙ্গিব মাথা,"
শ্রীনাথের নাম জপিয়া হাড়ী চ'লে গেল চাপি' ব্যথা।
পরদিন পুনঃ হাড়ী ঝাড়ুদার এল শ্রীনাথের বাড়ী,
করিল সে পণ না হেরিলে নাথে রহিবে সে অনাহারী।

এদিকে পূজারী মিস্ত্রী ডাকিয়া রন্ধ্র করিল বন্ধ,
শ্রীনাথে না হেরি' সেই ঝাড়ুদার কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ।
পূজারী সেদিন স্বপন দেখিয়া উঠিল দুঃখে জাগি',
নাথজী তাহারে করি' রক্তচক্ষু কহিলা ভীষণ রাগি';
"যে আঘাত আজ হানিলে হাড়ীরে বাজিল আমার বুকে,
দর্শন বঞ্চিত হাড়ীর দুঃখে আহার রুচেনা মুখে।"
এত শুনি সেই পূজারী ছুটিয়া হাড়ীরে ডাকিয়া আনে,
বহু অনুনয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল তাহার স্থানে।
সেই দিন হ'তে নাথজী ধরিলা 'হাড়ীর ঠাকুর' নাম,
হরিজন এবে পূজা নিয়ে আসে হেরে রূপ অভিরাম॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৫ পৃষ্ঠার পর)

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপরীত উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তিতে জীবনাতিপাত করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানকে দিতে হইবে, এই কথা কেহই স্বীকার করিবে না। শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁহার অর্জ্জিত ধনরাশি হইতে অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান করিয়াছিলেন। ভগবানের পক্ষ হইতে ভগবৎ-সেবক ভগবদ্ ভক্তই সমস্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং শাস্ত্রে সেইজন্য ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবার কথা পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। কিন্তু বর্ণাশ্রমের বাহিরে ম্লেচ্ছ-যবনাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন বা তাঁহাদের সেবার মধ্য দিয়াই ভগবান্ হাত পাতিয়া সমস্ত জিনিস গ্রহণ করেন,—একথা উচ্ছৃঙ্খলবাদী আধুনিক সভ্য-সমাজ আর গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাহারা এখন ভগবানকে দরিদ্ররূপে দর্শন করিতে শিখিয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদীর চরম অধঃপতন নিজে ভগবান্, সবাই ভগবান্ এবং শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র-ভগবান্ বা 'দরিদ্র-নারায়ণ'। তাহারা নিজে সর্ব্বস্ব খাইয়া ভগবান্ খাইতেছেন,— এই কথা প্রকাশ করিবার জন্য ভগবদ্ গীতার এই শ্লোক উদ্ধার করেন। যথা—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ (গীঃ ১৫।১৪)

[আমি জঠরানলরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন জীর্ণ করিয়া থাকি ।] সুতরাং তাহাদের পেটের ভিতর যখন ভগবান্ বসিয়া আছেন, তখন আর অন্যত্র ভগবানকে খাইতে দিবার কি দরকার ? বিশেষ করিয়া কাঠ-পাথরের ভগবানের খাইবার কি শক্তি আছে ? এইসমস্ত আসুরিক বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া বহু প্রাচীন মন্দিরের রাজসেবা-সকল ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া দিতেছে। এমন কি শুনা যায়, শ্রীধাম পুরী ক্ষেত্রেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার পরিপাটির অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। এবম্প্রকার নাস্তিক জগৎ ভগবানের হাতে সব সমর্পণ করিবে, ইহা বাতুলতা মাত্র ; অতএব শ্রীগৌরসুন্দর এই বিধিটিও বাহ্য বলিলেন।

তাহার পরের কথা—কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাস ; সে কথাও শ্রীরামানন্দ রায় উল্লেখ করিলেন। কিন্তু কলিকালের সন্ন্যাস—সে একটা বেশ-গ্রহণ মাত্র। ইহাতে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অনাশ্রিত কর্ম্মফল হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত লইয়া যে সন্ন্যাস গ্রহণ, তাহাতে ভোগের পিপাসা পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকায়, ইহাও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির উপায় নহে। আর কর্ম্মসন্ন্যাস এক ত' সকলের পক্ষে কলিকালে সম্ভব নহে ; দ্বিতীয়তঃ যদিও কাহারও সম্ভব হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা একটি কর্ম্মোন্নত জীবন হইলেও ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা মাত্র ; তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রেম লাভ হইতে পারে না। তাহার কারণ, ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা—বিরজা নদী ; সেখানে ত্রিগুণের প্রাবল্য লক্ষিত না হইলেও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য তথায় নাই। ভগবদ্ভক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার অধীনে সম্ভব হয়। 'মহাত্মনস্তু' দৈবী-প্রকৃতির আশ্রিত। মহামায়া হইতে উদ্ধার পাইয়াও যোগমায়ার আশ্রয় ব্যতীত বৈকুণ্ঠ সংবাদ পাওয়া অসম্ভব। শ্রীগৌরসুন্দর মুখ্যভাবে বৈকুণ্ঠ সংবাদ দিবার জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠ জগতের সর্ব্বোপরি যে গোলোক-বৃন্দাবন, সেই অসমোর্দ্ধ জগতের ভাবসমুদ্র শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যশিথিল অপ্রাকৃত সাহজিক ভগবৎ প্রেম দান করিবার জন্য আসিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধ বা অশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসিগণ সেই অসমোর্দ্ধ কথা কি বুঝিবে ? সেইসকল সন্ন্যাসীর কৃষ্ণতত্ত্ব-রস গ্রহণের যোগ্যতার অভাব বুঝিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ঐ প্রকার সন্ন্যাস-গ্রহণও বাহ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন শ্রীরামানন্দ রায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিলেন।

'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' হইলে ভগবদ্ভক্তির পথ দেখা যায় বটে, কিন্তু মাঝপথে নির্ব্বিশেষ সাযুজ্য মুক্তিই চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। ভগবদ্ভক্ত সাযুজ্য মুক্তিকে নরক-

তুল্য জ্ঞান করেন এবং ভগবান্ সারূপ্য, সালোক্যাদি তাঁহাদের দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেও, শুদ্ধভক্ত ভগবানের প্রেমসেবা ছাড়া কোনপ্রকার মুক্তি গ্রহণ করেন না। সুতরাং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে সেই শুদ্ধপ্রেম লাভ করিবার আশা নাই। ঐ প্রকার অস্মিতাদ্বারা নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্য বস্তুর বিশেষ উপলব্ধি হয় না বলিয়া উহাও বহির্ম্মুখিনী বৃত্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেয়—নিত্যশুদ্ধ জীবের নিত্যকালীন সেব্যবস্তু। উহা কাল্পনিক বিচার-প্রণোদিত কোন মনোধর্ম্ম নহে, আত্মার স্বরূপ-বৃত্তি; এবং তাহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সোজাসুজি দিবার জন্য 'করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ' বাক্যরূপে আসিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ রায় পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভক্তিপথের অপ্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্ম সকলের পক্ষে সম্ভব এবং আবালবৃদ্ধবনিতা, পণ্ডিত,নীচ, মূর্খ, যবন, কিরাত-হূনান্ধ্র, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, হিন্দু-মুসলমান, দেশী-বিদেশী যে যেখানে যত প্রকার মনুষ্য-সমাজ ও পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গাদি জীবজাতি আছে, সেই সকল জীবের জন্যই একমাত্র সার্ব্বজনীন বিধি 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি'র কথা অবতারণা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাহাই প্রথমে 'ইহ হয়' বলিয়া স্বীকার করিলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লাভ করিবার বিধি—ব্রহ্মা গোবৎস-হরণাদি করিবার পর যে কৃষ্ণ-স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধার করিলেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (ভাঃ১০।১৪।৩)

"হে ভগবন্, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখ-বিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে অবস্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেয় 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ'-বাক্যর উদ্দিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার ইহাই প্রথম ও শেষ কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়ের মুখারবিন্দ হইতে এই কথা শ্রবণ করা মাত্রই 'ইহ হয়, আগে কহ আর' বলিয়া এই পদ্ধতি স্বীকার করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যে-সমস্ত কথা আলোচনা করা হইয়াছে তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা, ভগবানে কর্ম্মার্পণ করার কথা বা নিষ্কাম

কর্ম্মযোগের কথা, সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসের কথা এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা। সমস্ত জগৎ এই কথাগুলিরই নানা প্রকার 'হের-ফের' করিয়া বহু কথারই আবিষ্কার করিয়াছে; কিন্তু সেই সমস্ত কথাই যে 'প্রেমা পুমর্থো মহান্' বা পঞ্চম পুরুষার্থ দিতে অসমর্থ, তাহা প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ-প্রেমা লাভ করিবার সবচেয়ে বড় শত্রু নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান—

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৯২)

যাহাদের হৃদয়ে মোক্ষবাঞ্ছা লুক্কায়িত, তাহারা যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বুঝিবার চেষ্টা না করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে এই মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রকৃষ্টরূপে নিরস্ত করা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি স্বয়ং ক্লেশঘ্নী এবং তাপত্রয়-উন্মূলনী। যাহারা ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মোক্ষ বাঞ্ছা করেন, তাহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'হরের্নাম-মন্ত্রে' দীক্ষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বৈজয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত ও ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। এইখানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার পরিচয়। যে চিত্ত শুদ্ধ করিবার জন্য বহু প্রকার যজ্ঞ, দান, তপস্যা করিতে হয়, তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় অপরাধশূন্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রথম ফল। আর যে জড়মুক্তির জন্য জ্ঞানি-সম্প্রদায় জন্ম-জন্মান্তর কৃচ্ছ্রসাধনা করিয়া থাকেন, সেই ত্রিতাপ বা ত্রিগুণময়ী জড়মুক্তি দ্বিতীয় ফল। জড়মুক্তির পর পরমশ্রেয় ভগবদ্ভক্তির বিকাশ এবং বিদ্যাবধূর জীবন, আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধন, আত্মার সর্ব্বতো মঙ্গলসাধন ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে আরও যে-সমস্ত ফল আছে, তাহার সন্ধান নির্ভেদ জ্ঞানানুসন্ধিৎসুর জানিবার উপায় নাই। সুতরাং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানচেষ্টা প্রথমেই ত্যাগ করা উচিত।)

এই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান কার্য্যটি একটি কৃত্রিম অপচেষ্টা মাত্র। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক মনুষ্যই ভগবানের অসমোর্দ্ধতা স্বীকার করে। কেহ বা নিম্নস্তরে তাঁহার শক্তিকে বহুমানন করে, কেহ বা উচ্চস্তরে ভগবানকেই সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করে। দুর্ভাগ্যক্রমে অসৎ কৃষ্ণাভক্ত মায়াবাদীর পাল্লায় পড়িয়া লোক ক্রমশঃ এই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হয়। মায়ার শেষ জাল এই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান-প্রয়াস। নিজ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে যাইয়া মনুষ্যজাতি এইভাবে 'মায়য়াপহৃতজ্ঞানঃ' হইয়া যায়। নচেৎ সাধারণভাবে সকলেই ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করে এবং তিনি যে অসমোর্দ্ধ, তাহা স্বীকার

করে। সুতরাং মায়াবাদীর সঙ্গ-বিবর্জ্জিত সাধারণ লোক সকলেই মহাপ্রভুর কথা শুনিবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু এমনই কলির প্রভাব যে, এই সর্ব্বনাশী মায়াবাদ বহু প্রকার জাল বিস্তার করিয়া নিরীহ সাধারণ লোককে আক্রমণ করিতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে—এইসকল নিরীহ ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণোপদেশ দিয়া মায়াবাদের হাত হইতে রক্ষা করা। অপসম্প্রদায় ভগবদ্বিদ্বেষিগণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে ভাগবত-সম্প্রদায়ের দৃঢ়তার সহিত প্রচার করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব, সাধুমুখে ভগবৎকীর্ত্তন শ্রবণ করা। শ্রবণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, দেশী-বিদেশী, স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেরই শ্রবণাধিকার আছে। ইহাতে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী কোন গুণেরই অপেক্ষা নাই। সাধুমুখ হইতে হরিকীর্ত্তন বা কৃষ্ণকীর্ত্তন সকলেই শ্রবণ করিতে পারেন। একমাত্র শ্রবণের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিত এবং কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উভয়েই ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধুমুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ এবং নম্রভাবে জীবন-যাপন সকলেই করিতে পারেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিলে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন; কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে কীর্ত্তন সমস্তই বুঝায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ভগবদ্গীতা সূর্য্যকে বলিয়াছিলেন, সূর্য্য মনুকে বলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেন এবং এবম্প্রকার শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায়ে ভগবদ্গীতা যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হইয়াছিলেন। পরম্পরা ব্যতীত ভগবদ্গীতার রহস্য ভেদ করিবার উপায় নাই। মায়াবাদীর 'কচকচানি' ভগবদ্গীতার রহস্যভেদ করিতে সক্ষম নহে। ভগবদ্ভক্ত যে-ভাবে ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন, তাহাই শ্রবণীয়। 'মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ'। ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুন মহাশয় হইতে পুনরায় পরম্পরা আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন ভগবানকে শাশ্বত পুরুষ, অজ, অব্যয়, পরংব্রহ্ম, পরমধাম, বিভু ইত্যাদি বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহার কথা অন্যান্য ঋষি, দেবর্ষি নারদ, ব্যাস, দেবল, অসিত প্রভৃতি বড় বড় মহাজনের কথার সঙ্গে মিল রহিল এবং ভগবানও তাঁহার অসমোর্দ্ধ ভগবদ্ ব্যক্তিত্বের কথা ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত করিলেন। এসকল সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া মায়াবাদীর ভাষ্য নির্ব্বিশেষ বাদ, অহংগ্রহোপাসনা ইত্যাদি শ্রবণ করিলে অন্ধতম নরকে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তের পক্ষে কৈবল্য-সুখ পর্য্যন্ত অন্ধতম নরক।

শ্রীমদ্ভাগবত—ভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তনাখ্য অমল

পুরাণ। তাহাও পরম্পরাসূত্রে শ্রবণ করা উচিত। 'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১)। ভক্ত-ভাগবত বিনা গ্রন্থ-ভাগবত কেহই ব্যাখ্যা করিতে পারে না, এবং ভক্ত-ভাগবত ভাগবত-ব্যাখ্যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না। সাধুশব্দেও ভক্ত-ভাগবত। যিনি অনন্যভাবে ভগবদ্ভজন করেন, তিনিই সাধু। তাঁহার মুখে ভগবানের বীর্য্যবতী কথা শ্রবণ করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিলেই অজিত ভগবান্ জিত হইয়া যান। সাধু-মুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী ভগবদ্ বাণী জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইলে নিজকে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সকল মনুষ্যেরই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার আছে। এবং ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত যে-কোন ব্যক্তির 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়' বিচারানুসারে কৃষ্ণানু-কীর্ত্তন করিবার অধিকার আছে। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এবং শৌচ এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হইতে হয়। ছল, চাতুরী, মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি, দুর্ব্বাসনা ইত্যাদি কার্য্য হইতে দূরে থাকিয়া ভজনবিজ্ঞ সাধুর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করত নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান-প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যাঁহারা জীবন যাপন করিবেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাবলে ভগবৎ প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ লাভের অধিকারী। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ'—বাক্যের সার্থকতাস্বরূপ করুণাবতারের মহাবদান্য-দান।

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

উপনিষদের উপাখ্যান

সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র (২)

পুরাকালে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্রহ্ম বা বিষ্ণু দেবহিতার্থ অসুরগণকে সেই যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিষ্ণুর শক্তির প্রভাবেই দেবগণ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন,—ইহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা বিষ্ণুকৃত সেই জয় নিজেদের বাহুবলে ও দক্ষতায় লাভ হইয়াছে মনে করিয়া আপনাদিগকে স্বয়ং বিজেতা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণু দেবতাদিগের ঐ অজ্ঞতা ও অহঙ্কার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের দাম্ভিকতা দূর করিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখেই ছদ্মবেশে এক অদ্ভুত যক্ষ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা সেই ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে সম্মুখে দেখিয়াও, সেই পূজ্য মহদদ্ভুত পুরুষকে জানিতে পারিলেন না।

তাঁহারা যক্ষের পরিচয় গ্রহণার্থ অগ্নিকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন,—"অগ্নে! আমাদের সম্মুখস্থ ঐ পূজনীয় পুরুষ কে, তুমি তাহা সবিশেষ জানিয়া আইস।" অগ্নি বরণীয় পুরুষের নিকটস্থ হইলে তিনি অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন,—"আমি অগ্নি, আমি প্রসিদ্ধ জাতবেদাঃ।"

বিষ্ণু বলিলেন,—"তোমার কি শক্তি আছে?" অগ্নি উত্তর করিলেন,—"বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সকলই আমি মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভস্মসাৎ করিতে পারি।" তখন বিষ্ণু অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"ইহা দগ্ধ কর।" অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি সেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—"এই পূজনীয় পুরুষ কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।"

তখন ঐ মহাপুরুষের পরিচয় লইবার জন্য দেবগণ-কর্ত্তৃক বায়ু তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলেন। বায়ু বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" বায়ু বলিলেন,—"আমি মাতরিশ্বা।"

বিষ্ণু বলিলেন,—"তোমার কি ক্ষমতা আছে?" তাঁহার সামর্থ্যের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বায়ু বলিলেন,—"এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই

আমি গ্রহণ করিতে অর্থাৎ উড়াইয়া দিতে পারি।" বিষ্ণু তখন পূর্ব্বোক্ত তৃণটি বায়ুর নিকট রাখিয়া তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। পবন তাঁহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও তৃণটিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে অর্থাৎ নড়াইতে পারিলেন না। বায়ু দেবগণ-সমীপে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন,—"আমি ঐ বরণীয় যক্ষ-পুরুষটীকে চিনিতে পারিলাম না।"

অতঃপর দেবগণ ইন্দ্রকে ঐ মহাপুরুষের পরিচয়-গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলে তিনি যক্ষের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেইস্থানে হিমালয়-দুহিতা উমাকে আবির্ভূতা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকট ঐ যক্ষ পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ মহাপুরুষটী কে?" উমাদেবী বলিলেন,—"ইনিই ব্রহ্ম, ইঁহার বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ।"

এই উপাখ্যান হইতে আমরা শিক্ষা পাই যে :—

(১) বিষ্ণুর শক্তি ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই; বিষ্ণুর শক্তিতেই অপরাপর দেবতাবৃন্দ সকলে শক্তিমান্। তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়াই জীবসকল গৌরবান্বিত। ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি প্রত্যাহৃত হইলে কাহারও কোন মূল্য থাকে না। 'কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' বিচার গ্রহণ করিয়া যখন আমরা ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করি ও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য, ধন-বল ও জন-বলের বাহাদুরী জাহির করিতে যাই, তখনই ভগবান্ আমাদের সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া সমুচিত শিক্ষা প্রদান করেন।

(২) 'তত্ত্ব-বস্তুর অস্বীকার' ও 'বস্তুকে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন' করার চেষ্টা—দুইই আসুরিক চিন্তাস্রোত। কংস ও রাবণ অসুরদ্বয় এই দুইটী মতবাদের প্রতীক। কংস শক্তিকে রাখিয়া বস্তু অর্থাৎ কৃষ্ণকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল; আর রাবণ তত্ত্ব-বস্তু রামচন্দ্রকে রাখিয়া তাঁহার শক্তি সীতাদেবীকে অপহরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া, নিজের ওজন না বুঝিতে পারিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, এইরূপ অহঙ্কার করিয়াছিল। কিন্তু পরিণামে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। জীব যখন ভগবানের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ম্ম-কুশলতার বহুমানন করে, তখন তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

(৩) যাহারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অতিমর্ত্ত্য শক্তিতে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা নিজেরাই আত্মসাৎ করিতে চাহে, গুরু-বৈষ্ণবগণ তাহাদের কার্য্য-দক্ষতা হরণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-

বিদ্বেষিগণের কার্য্য-দক্ষতা, মেধা, ধীশক্তি প্রভৃতি প্রাকৃত যোগ্যতার কোনও মূল্য নাই, বরং জগন্নাশ-কার্য্যেই নিয়োজিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ঐগুলি ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলে উহার প্রাকৃত মল বিদূরিত হইয়া জীবের অশেষ কল্যাণ লাভ হয়। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় অঞ্জলি দিয়া তাঁহাদের দাসানুদাস-জ্ঞানে ঐগুলি তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভগবানের প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার হইতে পারে। সমস্ত শক্তির মূল আধার—একমাত্র পরমেশ্বর। যাবতীয় কনক-কামিনী, পূজা-সম্মানাদি তাঁহারই প্রাপ্য।

(৪) আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই ক্ষমতা, দক্ষতা, বীরত্ব ও পৌরুষের একমাত্র মালিক—পরমব্রহ্ম। তিনি—পরিপূর্ণ-কাম। তিনি—"স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।" তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। শ্রুতি ও স্মৃতি সেই পরতত্ত্বকে 'পরম-মহেশ্বর', 'সর্ব্বলোক-মহেশ্বর', 'সর্ব্বকারণ-কারণ' বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বারাধ্য। শ্রুতি-কর্ত্তৃক সেই পরমেশ্বর 'তদ্বন' অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মার একমাত্র উপাস্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গয়া-যাত্রা ও কাজী-উদ্ধার

বর্ত্তমান স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব গয়াতে গিয়া স্মার্ত্ত-বিধানে তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের স্মার্ত্ত-স্মৃতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহাদের ভুল ধারণা। গৌরহরির গয়া-যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য শাস্ত্রে অন্যরূপ দেখা যায়। আমরা তাহার অন্তরনিহিত বিষয় উদ্ঘাটন করিব। 'এক কার্য্যে সাধেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।' ভগবান্ ও ভগবৎ-পার্ষদ আচার্য্যবর্গের প্রত্যেক কার্য্যের অভ্যন্তরে বহু শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহারা সংসার-সন্তপ্ত জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া আচার্য্যরূপে জগতে আসিয়া, কি-ভাবে এই সংসার-রূপ দুঃখ-জলধি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করা যায়, তাহা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন।—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

তাই আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর নিজে ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া, সংসার-সমুদ্রে পতিত জীবকুল কিভাবে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌরসুন্দরের পিতা জগন্নাথ মিশ্র অভিন্ন নন্দ-মহারাজ; তাঁহার পিণ্ডাদি দিয়া প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহাপ্রভুর আবশ্যক হওয়ায় গয়া গিয়াছিলেন, ইহা স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের ধারণা। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা আদৌ সত্য নহে। গয়াক্ষেত্র পাপভারে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া গৌরহরি তাঁহাকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থরাজের আহ্বানে তথায় গিয়াছিলেন। বিভিন্নপ্রকার পাপী পাপ করিয়া তীর্থে যাইয়া তাহা ক্ষালন করিয়া আসে। সুতরাং অতিপাপী, মহাপাপী প্রভৃতি নানাবিধ পাপী লোকের সংস্রবে তীর্থরাজ পাপভারে অতিষ্ঠ হইয়া ভগবানের শরনাপন্ন হন এবং ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কামনা করেন। ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং তীর্থীভূত হইয়া তীর্থকে পবিত্র করিবার জন্য তথায় গমন করিয়া থাকেন, নিজেরা পবিত্র হইবার জন্য নহে। তাঁহাদের পাদস্পর্শে তীর্থের সমস্ত পাপ-রাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ (ভাঃ ১।১৩।৮)

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন। শাক্ত, স্মার্ত্ত ও পাপিষ্ঠ লোকের জন্যই শাস্ত্র গয়া-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন; উহা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের জন্য নহে। গৌরাঙ্গদেব ঐপ্রকার পাপী লোকদিগের গয়ায় শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা আছে, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে গয়া-শ্রাদ্ধ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্। তাহার দীক্ষা-গ্রহণ কেবল লোক-শিক্ষার জন্যই বুঝিতে হইবে।

যাহারা সংসার-ক্ষেত্রে বাস করিয়া ভগবদ্-ভক্তির প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, নানাপ্রকার কর্ম্ম ও ভোগের আড়ম্বর করেন, এই নশ্বর দেহকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য অন্যায়ভাবে নিরীহ জীবকে হিংসা করিয়া উদ্বেগ দেন ও নানাপ্রকার কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, অকর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তের মালিন্য আনয়ন করেন, তাহারাই পাপভাগী হইয়া গয়ায় শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন—অন্যে নহে। 'মহদ্-অতিক্রম' একটি কঠিন অপরাধ। তাহাতে জীবের অতি নিম্ন তামসী যোনি ও অন্ধতামিশ্র নরকাদি লাভ হয়। ভাগবত বলেন,—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ (ভাঃ ১০।৪।৪৬)

আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ—এইসমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়। জীব তাহার নিজভোগে বাধাপ্রাপ্ত হইলে যথেচ্ছা আচরণে দ্বিধাবোধ করে না; তাহার ফলে যে পাপ ও অপরাধ হয়, তাহাতে মৃত্যুর পর তাহাদের কর্ম্মের ফলস্বরূপ পর্য্যায়ক্রমে অপরাধ অনুযায়ী ভূত, প্রেত, রাক্ষস, দৈত্যযোনি ও নরকাদি লাভ হইয়া থাকে। উহারা জীবিতাবস্থায় মনুষ্য-জাতির ক্ষতি-সাধন করে এবং মৃত্যুর পরও ভূত, প্রেত, পিশাচ ও ব্রহ্মদৈত্যাদি হইয়া সাধারণ জীবের ক্ষতি করিয়া থাকে। এইসব জীবের উদ্ধারের জন্য শাস্ত্রে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে—অন্যের জন্য নহে। কোনও অনার্য্য জাতি বা অনার্য্য সমাজের ধারণা, গয়ায় পিণ্ডদানের কাহারও কোন আবশ্যক নাই। এই শ্রেণীর লোকের শিক্ষার জন্যই মহাপ্রভু গয়ায় পিণ্ডদানের লীলা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণববৃন্দের গয়ায় প্রেতশ্রাদ্ধ, পিণ্ড বা কুশধারণাদি আবশ্যক হয় না। গৌরসুন্দর ঈশ্বর-পুরীপাদের নিকট দীক্ষাভিনয়ের পূর্ব্বেই ঐসব পিণ্ডাদির কার্য্য করিয়াছেন। ইহার দ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহারা বৈষ্ণব-গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের গয়া শ্রাদ্ধ, পিণ্ডাদির আবশ্যক হয় না। তবে কেবল গৃহস্থ-বৈষ্ণব-পক্ষে শ্রীবিষ্ণু-নিবেদিত প্রসাদ দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ ও তাঁহাদের প্রীতি-বিধানার্থ লৌকিক ক্রিয়াস্বরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য কেহ ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। ইহা স্মার্ত্তবিধির বিপরীত। স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় শ্রাদ্ধে কাচা দ্রব্যাদি ও অশুদ্ধ-দগ্ধ দ্রব্যাদি পিণ্ডাকারে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়া থাকেন; তাহাতে মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন হয় না, বরং তাঁহাকে ভূত, প্রেত প্রভৃতি জ্ঞান করা হয়। কারণ উক্ত প্রকার পিণ্ডাদি মনুষ্যের অখাদ্য বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিকপক্ষে ভূত-প্রেত ব্যতীত অন্য কেহ উহা হজম করিতে সমর্থ নহে। বৈষ্ণবদের পক্ষে ব্যবস্থা,—তাঁহারা যাবতীয় বিষ্ণুভোগ্য পবিত্র দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া শ্রীবাসুদেবের ভোগে লাগাইয়া তাঁহার প্রসাদ পিতৃ-পুরুষকে পিণ্ডস্বরূপে নিবেদন করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহলোক-পরিত্যক্ত ব্যক্তির ভগবৎ-প্রসাদ পাইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ হইয়া থাকে। ত্যাগী বৈষ্ণববৃন্দের শ্রাদ্ধাদির আবশ্যক হয় না। তাঁহাদের পিতৃ-পুরুষগণ আপনা হইতেই বৈকুণ্ঠ-গতিলাভ করিয়া

থাকেন। তাঁহাদের অধোগতির সম্ভাবনা নাই। যে কুলে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার প্রভাবে পূর্ব্ব-পুরুষগণ উদ্ধার লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়—

চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭-৯)

মহাপ্রভুর গয়া যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য,—শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য পুরীপাদের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ লীলার অভিনয় করা। বৈষ্ণব-গুরুর চরণ আশ্রয় ব্যতীত জীবের ভগবৎ-সান্নিধ্য বা পরাশান্তি লাভ হয় না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার এই গয়াযাত্রা লীলার অভিনয়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাই,—

প্রভু বলে, "গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটী-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি, এই চাহি দান॥"(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।৫০-৫৫)

তীর্থে গিয়া যদি ভগবদ্ভক্তের চরণ দর্শন করা না হয়, তাহা হইলে তীর্থ দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বৈষ্ণবের দর্শন মাত্র সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। তীর্থে পিণ্ড দিলে পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধার লাভ হয়। অথবা তীর্থে যাহার যাহার নাম করিয়া পিণ্ড দেওয়া যায়, সেই সেই উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু বৈষ্ণবের পাদপদ্ম দর্শন মাত্র কোটি কোটি পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তীর্থ ভগবদ্ভক্তের সমান নহে। ভক্ত তীর্থেরও পুণ্য ও মঙ্গলদায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর শাস্ত্রবিধি-সম্মত সমস্ত কার্য্যাদি সমাপনান্তে শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট বিদায় লইয়া নবদ্বীপ শুভাগমন করিলেন।

মহাপ্রভু গয়াতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপবাসী সকলের অন্তরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। ভক্ত ও সজ্জন সকলেই তীর্থবার্ত্তা শ্রবণ-মানসে প্রভুর গৃহে আগমন করিলেন। প্রভুর মুখে তাঁহার গয়াযাত্রা বিবরণ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন; দেখিলেন নিমাইর পূর্ব্বেকার মত চাপল্যাদি আর নাই; অত্যন্ত গম্ভীর হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলেন না। কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন এইভাবে মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া নানাপ্রকার ব্রজের উন্নতউজ্জ্বল রসের ভাব ও প্রলাপাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত নবদ্বীপে সাড়া পড়িয়া গেল। নিমাইপণ্ডিত গয়া হইতে ঈশ্বরপুরীর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীবাসপণ্ডিত, গদাধর প্রভু প্রভৃতি নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববৃন্দ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা গৌরসুন্দরকে লইয়া শ্রীবাসঅঙ্গনে দিবানিশি হরি-কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। শ্রীবাস-ভবন বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় আনন্দময় স্থান হইল। তাহা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপের যে-সব পাষণ্ডী, স্মার্ত্ত, শাক্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দল বৈষ্ণবকে নির্য্যাতন করিতেছিল, কেবল তাহাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহারা মনে করিয়াছিল,—নিমাইপণ্ডিত গয়া হইতে আসিয়া তাহাদের দলের একজন পাণ্ডা হইবেন ও বিষ্ণু বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া তাঁহাদের ভোগের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিবেন; কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিয়া তাহাদের বক্ষে বজ্রাঘাত হইল। তাহারা মাৎসর্য্য রিপুর বশীভূত হইয়া পূর্ব্ব-প্রকার উৎপাত ও অত্যাচার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় পরিশেষে মুসলমান চাঁদকাজীর নিকট বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে লাগিল; এবং যাহাতে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন বন্ধ করা যায়, তাহার ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। কাজীর লোক-জন আসিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিল।—

এত শুনি' তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল॥
আসি কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥

উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাঁসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
'নিমাই' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০৩ ২১৩)

পাষণ্ডীদের মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজায় ঢাক, ঢোল ও ঘণ্টা-বাদ্যাদি বেশ ভাল লাগিত। মড়ার মাথার খুলিতে মদ্য পান ও নানাপ্রকার অখাদ্য-কুখাদ্য, দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি পাপকার্য্যে সারারাত্রি জাগরণে বেশ রুচি ছিল। কিন্তু হরিকীর্ত্তন শুনিলে বক্ষে শেল বিদ্ধ হইত। তাই তাহারা কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছিল। মহাপ্রভু রাত্রিকালে মশাল জ্বালাইয়া স্বগণসহ, খোল-করতাল-সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে চাঁদকাজীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। কাজী মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করায়, তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। এইভাবে মহাপ্রভু গয়া হইতে আসিয়া কাজীকে উদ্ধার করিলেন। মুসলমান রাজাকাজী পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের পদানত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাষণ্ডীরা চিরকাল ভগবান্-ভক্তি-ভক্তের বিদ্বেষ করিয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

করুণাময় শ্রীগুরুদেব

(লেখক মঠ হইতে নিজদেশে পাকিস্তানে গিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান)

(গুরুদেব !) তব পাদপদ্ম ছেড়ে, এসেছি মায়ার ঘরে,
কি গতি হইবে আমার।
কভু ইহা নাহি ভাবি, মায়াতে পড়িয়া ডুবি,
(আজ) কি বুদ্ধি জাগিল আমার ॥১॥

এত দিন কেটে গেল, তব পদ না সেবিল,
তব বাক্যে না হ'ল বিশ্বাস।
এহেন সাধের জীবন, নাহি করি কভু স্মরণ,
আজি মনে পাই বড় ক্লেশ ॥২॥

তুমি হও অন্তর্যামী, বুঝিতে না পারি' আমি,
(তোমার) চরণে ক'রেছি অপরাধ।
তুমি এবে কৃপা ক'রে লহ তব নিজ ঘরে,
ঘুচাও মায়ার যত বাঁধ ॥৩॥

তব পদে নিযুক্ত করি', রাখ মোরে কেশে ধরি',
আর যেন নাহি পশে মায়া।
(গুরু) বৈষ্ণবের আকর্ষণ, হরে যেন মোর মন,
যায় যেন মায়া পলাইয়া ॥৪॥

মোর চিত্তে শান্তি নাই, দুঃখাগ্নিতে কষ্ট পাই,
এ' ব্যথা কাহাকে জানাই।
আমি ত অধম কাঙ্গাল, তুমি ত পরম দয়াল,
পতিত-তারণ নিতাই ॥৫॥

(নিতাই) অযাচিতে প্রেম যাচে, দীন হীন নাহি বাছে,
মোরে প্রভু কেন ভুলি' গেল ?
ফিরে যদি কভু চায়, হরি-ভক্তি তবে পায়,
নৈলে মায়া-[illegible]ায় বাঁধিল ॥৬॥

মায়া-বন্ধন ছাড়াইতে, পড়ে প্রভুর চরণেতে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে অধম।
গুরু-বৈষ্ণব-চরণে, চিরদিন নিবেদনে,
হই যেন ধূলি-কণার সম ॥৭॥

'সাধুসঙ্গে করি বাস', 'না হই মায়ার দাস,'
জাগিয়াছে এই ত কামনা—
শ্রীগুরু কৃপার বলে, ভবরোগ নাশি মূলে,
তবে সিদ্ধি আমার সাধনা ॥৮॥

এ বড় কঠিন ধর্ম্ম, না জানি ইহার মর্ম্ম,
কি বুঝিব ইহার আস্বাদ।
শাস্ত্রজ্ঞানে অজ্ঞ আমি, নাস্তিক ভাবাপন্ন কামী,
(আজি) সাধুসঙ্গ হ'ল মোর বাদ ॥৯॥

কুকার্য্যেতে যায় দিন, হ'য়ে চলে আয়ু ক্ষীণ,
হৃদয়ে না জাগে স্মরণ।
মায়ার তাড়নে ভাই, ভব-কূল নাহি পাই,
এ' দুঃখ জাগে সর্ব্বক্ষণ ॥১০॥

ওহে প্রভু দয়াময়, তুমি সর্ব্ব দেবময়,
তোমা ভুলি' কভু না রহিব।
তাই বলি এস ভাই, শ্রীহরি-কীর্ত্তন গাই,
কাহারও বাধা না মানিব ॥১১॥

শ্রীগুরু-চরণ সেবন, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির কারণ,
দাসের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব চরণে পড়ি', দিব তথা গড়াগড়ি,
হইবে সার্থক জীবন ॥১২॥

জড় অভিমান কবে, দম্ভ সব দূরে যাবে,
পদতলে এই ত প্রার্থন।
তোমার করুণা হ'লে, রাধা-কৃষ্ণ-সেবা মিলে,
তাই ভজি দৃঢ় করি' মন ॥১৩॥

এ জীবন চঞ্চল, নাহি সাধন বল,
তাহাতে এ ভবব্যাধি ভয়।
বৃথা দিন কেটে যায়, করি এবে হায় হায়,
গুরু বিনা নাহিক উপায় ॥১৪॥

—শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী

———

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
২৮শে বৈশাখ, ১৩৬২ ; ইং ১২।৫।৫৫

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী **৫ই আষাঢ় ১৩৬২**, ইং ২০শে জুন ১৯৫৫, সোমবার হইতে **১৪ই আষাঢ় ১৩৬২, ইং ২৯শে জুন ১৯৫৫,** বুধবার পর্য্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **৫ই আষাঢ়**, ২০শে জুন, সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, পরে গঙ্গা স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **৬ই আষাঢ়**, ২১শে জুন, মঙ্গলবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৩। **৭ই আষাঢ়**, ২২শে জুন, বুধবার হইতে **৯ই আষাঢ়**, ২৪শে জুন, শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৪। **১০ই আষাঢ়**, ২৫শে জুন, শনিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৫। **১১ই আষাঢ়**, ২৬শে জুন, রবিবার হইতে **১৩ই আষাঢ়**, ২৮শে জুন, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৬। **১৪ই আষাঢ়**, ২৯শে জুন, বুধবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**, পরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ**।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব

প্রস্তাবনা

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ,—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥"

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ব। মানব-জ্ঞান খণ্ডিত বা আংশিক; খণ্ড-জ্ঞানে অপূর্ণতা আছেই। খণ্ডজ্ঞান পূর্ণত্ব অবস্থাতেও অখণ্ড জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ-কার্য্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-জ্ঞানের সমষ্টিরও মূল্য কিছু নাই। মানব অভিজ্ঞতামূলে যে অনুমান-প্রমাণের আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাহা কখনও বিরজা অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে না। সূর্য্যের আলোতেই সূর্য্য দর্শন সম্ভবপর হয়। অন্য কোন আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে যাওয়া মূর্খতার অভিযান ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সেইপ্রকার অখণ্ড-জ্ঞানের আলোচনা—অখণ্ড-জ্ঞানের সাহায্যেই একমাত্র সম্ভবপর। ভগবান্ স্বীয় তত্ত্ব কৃপাপূর্ব্বক জানাইলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। ইহাই বেদ-সম্মত সিদ্ধান্ত। ভগবান্ স্বয়ং বা তাঁহার কোন দূতের দ্বারাই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জীবের নিকট প্রকাশ করেন। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিয়া সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা ব্যতীত, দুর্ব্বল জীব অন্য কোন প্রকারে সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যই পরতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্য কে?—এই বিচার আমরা করিতে পারি না। শাস্ত্র এবং তাঁহার অনুগৃহীত ভক্তগণ তাঁহাকে যেভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাঁহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিব। পূর্ব্ব মহাজনগণকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গেলে, আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের' লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অর্থাৎ—উপনিষদ্ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি চৈতন্যের অংশ-স্বরূপ। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার আশ্রয়-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ যিনি, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং চৈতন্য হইতে পরতত্ত্ব জগতে আর কেহ নাই।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত ও একজন মহাবিরক্ত ভক্ত। তাঁহার নিরপেক্ষতাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। নায়ক-পূজার পক্ষপাতী হইয়া অতিশয়োক্তি করার মানব তিনি নিশ্চয় ছিলেন না। মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি শাস্ত্র-সম্মত না হইলে তিনি কখনও ঐরূপ উক্তি করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন না।

চৈতন্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত

নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রুতি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র মুখ্য ও গৌণভাবে কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিয়াছেন। এস্থলে কয়েকটি শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া এই সম্বন্ধে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের দিগ্‌দর্শন করা গেল।—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

(মুণ্ডক ৩।৩)

অর্থাৎ—যখন হেমকান্তি-বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ জগৎ-কর্ত্তাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পরাবিদ্যা লাভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিমূলে পাপ-পুণ্যের ধারণা সম্যক্‌ভাবে বিধৌত হইয়া নির্ম্মলতা এবং সমতা লাভ করে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ—যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, যাঁহার অঙ্গকান্তি গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পারিষদ-পরিশোভিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ মানব সংকীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা যজন করেন।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮।১৩)

অর্থাৎ—গর্গঋষি নন্দ-মহারাজকে বলিলেন,—তোমার এই পুত্র সত্য, ত্রেতা এবং কলি এই তিন যুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিন বর্ণ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। অধুনা দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইত্থং নৃ-তির্য্যগৃষি-দেব-ঝষাবতারৈ
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ (ভাঃ ৭।৯।৩৮)

অর্থাৎ—শ্রীপ্রহ্লাদ কৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া বলিলেন,—হে মহাপুরুষ! আপনি এরূপভাবে নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোককে পালন করেন, জগতের শত্রুগণকে বিনাশ করেন এবং কলিযুগের উপযোগী নাম-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ছন্নভাবে (ভক্তভাবে ভগবত্তাকে আচ্ছাদিত করিয়া) প্রচার করিয়া থাকেন। এইজন্য আপনার নাম ত্রিযুগ। কেননা, কলির ছন্ন অবতারকে শাস্ত্র গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

আদি পুরাণের এই বাক্যমতে ভগবানের এই গুপ্ত বিগ্রহ নিত্য।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ—সেই মহাপুরুষ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গ-বিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, চন্দন এবং মাল্যে সুশোভিত, সন্ন্যাসী, সমগুণবিশিষ্ট ও নিষ্ঠা-শান্তি-মহাভাবপরায়ণ।

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপ-হতান্নরান্॥ (উপপুরাণ)

অর্থাৎ—হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপ-কলুষিত মানবগণকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

এইসমস্ত শাস্ত্রবাক্যই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভক্তভাবে আত্ম-গোপনকারী ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে শাস্ত্র ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট-ভাবে কিছু ব্যক্ত করিতে পারেন না। কিন্তু এরূপভাবে যতখানি ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতে মহাপ্রভুকে নিঃসন্দেহে অবতার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্যের একমাত্র প্রচার্য্যবিষয়ের আলোচনা করিলেই তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। নিরপেক্ষ বিচারে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস। এই মধুর রতিই পারকীয় রসে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিতগণের ইহাই অভিমত। পারকীয় রসের একমাত্র

বিষয়—কৃষ্ণ। শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণের ভজনই ভজন-রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম কথা। এই কথা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে জানাইয়াছেন। ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ সেই কথা জানাইতে পারেন না। সুতরাং মহাপ্রভুই পূর্ণ ভগবান্।

শ্রীচৈতন্যকে ভগবানের অবতার বলিয়া ধরিলে তাঁহার ভগবত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয় না। তিনি অবতার নন, অবতারী। রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি বিষ্ণু-অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ-কলারূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে বিরাজিত আছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ভাগবতের এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণই ভগবানের স্বয়ং রূপ, অবতারী-তত্ত্ব। শ্রীগৌর-তত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে পৃথক্ নন্। দুইই একতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। দুইটিই মধুর রসের বিষয়। মাধুর্য্য এবং ঔদার্য্য-হিসাবে মাধুর্য্য-রসের দুই প্রকার ভেদ-বৈচিত্র্য আছে। মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্যরূপে কৃষ্ণ-স্বরূপ এবং ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যরূপে গৌরস্বরূপ নিত্যপ্রকটিত আছেন। কৃষ্ণ মাধুর্য্য-রসময়-বিগ্রহ এবং গৌর ঔদার্য্যরসময় বিগ্রহ। শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবনে এই দুই বিগ্রহের সেবাপীঠের অনুভূতিও পৃথক্। নিত্যমুক্ত ভক্তগণের মধ্যে ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য-রসের আশ্রিত ভক্তগণ গৌরপীঠ শ্বেতদ্বীপে গৌর-সেবায় নিমগ্ন, আবার উভয় রসেরই আশ্রিত কোন কোন ভক্ত যুগপৎ দুই পীঠেই, উভয়ের সেবায় নিত্য নিযুক্ত আছেন।

বিভিন্ন ভক্ত শ্রীগৌর-বিগ্রহে রূপনিষ্ঠার বৈচিত্র্যভেদে তাঁহাকে বিভিন্নরূপে দেখিয়াছিলেন। শ্রীবাস চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে, মুরারিগুপ্ত রাম ও বরাহরূপে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম ষড়্ভুজরূপে (রাম, কৃষ্ণ ও গৌর—এই তিনের মিলিত বিগ্রহরূপে) এবং রামানন্দ 'রাধাকৃষ্ণ'-মিলিততনুরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তের এই সমস্ত বিভিন্ন দর্শনেও তাঁহার অবতারীত্ব প্রমাণিত হয়।

মহাপ্রভুর বিভিন্ন শ্রীনাম ঃ—তিনি শ্রীচৈতন্য, নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরহরি, গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরসুন্দর, গৌরচন্দ্র, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিমানন্দ, মহাপ্রভু প্রভৃতি নামে ভক্তসমাজে বিদিত আছেন।

শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ গোস্বামী ঠাকুরের
আসামী-ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ আসামবাসী
—শ্রীসনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক অনূদিত

যদু-বংশে একলব্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৮০ পৃষ্ঠার পর)

"শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীমান্ যদুবাবুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, তিনি কি অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝিতে বসিয়াছেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণব জগৎকে জানানো আবশ্যক। একটা গৃহান্ধ-কূপে পতিত ঘৃণিত জীব কলির প্রভাবে কতদূর ধৃষ্টতা করিতে পারে, তাহার আদর্শ শ্রীমান্ অবিদ্যার্ণব যদুবাবুর চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা নিজের বৈষ্ণব-জীবন সংরক্ষণ করিতে পারে না, তাহারাই পরছিদ্রান্বেষী হইয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। যদুবাবুর জঘন্য গৃহস্থ-জীবনের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাহার অসংযত জীবনের অসংযত লেখনী আমরা কিছুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ব্বে আমরা তাহার ক্রিয়া-কলাপ ও লেখনী-ভঙ্গী আমলে আনিবার যোগ্য নহে (beneath notice) মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা জানাই নাই। আমরা তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া উপযুক্ত সময়ে তিনি সংশোধিত হইবেন, আশায় নিস্তব্ধ ছিলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি গ্রাম্য ন্যায় আমার স্মরণ-পথে জাগিতেছে,—"বানরকে লাই দিলে মাথায় উঠে।" সুতরাং যদুবাবুর ন্যায় ভার্য্যাটিক গৃহমেধীকে প্রশ্রয় দিলে সত্যানুরাগী ব্যক্তিসকল অধঃপতিত হইয়া অসৎসঙ্গে ও সঙ্ঘে নিমজ্জিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের আদৃত সেবকগণের একান্ত অনুরোধে আমি যদুবাবুকে শিক্ষা দিবার জন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি।

যদুবাবু জানেন না,—"কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ" বাহির হইবে। আমরা তাহার প্রবন্ধের প্রতিছত্রের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি এবং তিনি যে সঙ্ঘে দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই সঙ্ঘের প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমালোচনা করিতে বাধ্য হইব। তিনি কি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত "চালনী ও সূচ" প্রবন্ধটী পড়েন নাই? চালনী তাহার নিজের ছিদ্রের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সূচের একটি মাত্র ছিদ্র দেখিয়া জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতেছিল। এই বাক্যের দ্বারা ন্যায়টী উত্থাপন করিলাম মাত্র। অবশ্য আমরা ছিদ্র-সমন্বিত

সূচ শ্রেণীভুক্ত নহি। শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ চিরদিনই বিজ্ঞ-বৈষ্ণব।

ঘর-পাগলা যদুবাবু তাহার নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনান্তে তাহার পরিচালিত বার্ত্তাবহে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া অপরাধ ক্ষালন করিবেন,—আমরা ইহাই আশা করি। তবে সাধারণ নীতি—"উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।" অর্থাৎ মূর্খকে উপদেশ দিলে ক্রোধে উৎক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু শান্তি ও শিক্ষা লাভ করে না। তিনি বি, এ পাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' শব্দদ্বয়ের অর্থ অনুভব করিয়াছেন কি? তাহার নিজ-জীবনে উহা কখনও প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন কি? বা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনেও উহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন কি? শ্রীল প্রভুপাদ চিরদিনই Onto-logy ও Morphology অর্থাৎ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও বাহ্য ব্যবহারের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রচুর শিক্ষা দিয়াছেন। যদুবাবু তাহার এক বিন্দুও আপনার জীবনে অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। প্রভুপাদ গৃহান্ধকূপে পতিত তাঁহার শিষ্য-ব্রুবগণকে উত্তোলন করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়া কত দুঃখ করিয়াছেন, যদুবাবু তাহা জানেন কি? যাহারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মায়া-মমতা হইতে বিন্দুমাত্রও পৃথক্ থাকিতে সমর্থ নহে, তাহারা বৈষ্ণবগণের ক্রিয়া-মুদ্রা কিরূপে জানিবে? কলির প্রভাবে পরোপদেশে পাণ্ডিত্যের ধারা আমরা কিছু দেখিতে পাই, কিন্তু পর-শাসনের ধারা প্রবাহিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজেরই শাসিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখানো না যায়॥"

আরও দেখিতে পাই,—"জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।" যদুবাবু কি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা কিছু আচরণ করিয়াছেন? তিনি কি তাঁহার নিজের জীবন সার্থক করিয়াছেন? তিনি কি একদিনের জন্যও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন? তিনি কি শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য এক কপর্দ্দকও কখনও দিতে পারিয়াছেন? তিনি এখনও কি কোন দূরদেশে যাইতে হইলে মঠের তহবিল হইতে পাথেয় খরচ লইয়া থাকেন? তিনি কি তাহার পুত্র-কন্যাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছেন? তাহারা কি তিলক-মালাদি ধারণ করিয়া থাকে? তাহারা সকলেই নিরামিষ আহার করে কি?

বৈষ্ণব-সদাচারের কোন্ অংশ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, জানাইলে বাধিত হইব। তাহাদের সঙ্গ-প্রভাবে যদুবাবুর বৈষ্ণব-সেবায় রুচি হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বৈষ্ণব চিনিয়াই উঠিতে পারিতেছেন না। তিনি যেন শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষে, ২য় সংখ্যার, ৭১-৭৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিজের ওজন বুঝিয়া প্রবন্ধাদি না লিখিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

সার কথায় ও অসার কথায় পার্থক্য আছে। শয়তানও তাহার নিজ-পক্ষ সমর্থনের জন্য মহাপুরুষের উক্তি বা শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকে। শয়তানের শাস্ত্র-প্রমাণের 'দাপটে ধর্ম্ম একরূপ দেশান্তরিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে'। আমরা তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত একটি একটি করিয়া লোক-চক্ষে দেখাইয়া দিব। পূর্ব্বে আমি বহু প্রবন্ধেই ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। আনুকরণিক ঘর-পাগলা সম্প্রদায় সন্ন্যাসের অভিনয় করিলেও তাহাতে গুরু-পাদপদ্মের বিচারে আস্থা-হীনতার প্রমাণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভক্তির বাহ্য লক্ষণ অন্তর্লক্ষণশূন্য হইলে তাহা 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত হয় অথবা তাহা আধ্যক্ষিকগণের অসৎ প্রচেষ্টার প্রক্রিয়া মাত্র। **অর্জ্জুনের** দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ভক্তির অন্তর্লক্ষণ ও **একলব্যের** দ্রোণাচার্য্যের প্রতি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে গিয়া যে বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পার্থক্য আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিব। সাধারণ বিচারে আমরা অর্জ্জুনের বৃত্তিকে Ontological aspect ও একলব্যের বৃত্তিকে Morphological aspect বলিয়া গণ্য করি।

অবিদ্যা-কূপমণ্ডূক যদুবাবু ভক্ত্যনুষ্ঠানের বাহ্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ Morphological aspectএ আকৃষ্ট হইয়াই উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ হইতে আমরা তাহার 'বিদ্যার্ণব' উপাধির কিছুমাত্রও লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। তজ্জন্য তাহাকে আমরা অবিদ্যা-কূপমণ্ডূক বলিয়াই জানিলাম। তিনি মনে করিয়াছেন,—একলব্যের ন্যায় মাটিয়া দ্রোণের পূজা করিয়াই প্রকৃত গুরুসেবার ফল লাভ করিবেন। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের প্রকৃত রূপ সাক্ষাদ্ভাবে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত মাটিয়া রূপেরই তপস্যা করিয়াছে। আমরা কোন মাটিয়া গুরু-পাদপদ্মের সেবক নহি বা ঐ প্রকার মাটিয়া গুরুর সেবা করিতেও কাহাকে উপদেশ করি না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ আদর্শ জীবনে এই প্রকার মাটিয়া গুরুর পূজা-পদ্ধতির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের ইহাই একটি প্রধানতম উদ্দেশ্য। অবিদ্যা-কূপ-

মণ্ডূক যদুবাবু ইহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ বজ্র-গম্ভীর-স্বরে সর্ব্বদাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"আমরা কেহ কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা চৈতন্য-বাণীর পিয়ন মাত্র।" 'বাণীর পিয়ন' বলিলে অবিদ্যা-কূপমণ্ডূকের মস্তিষ্কে কি ইহার অর্থ কিছু উপলব্ধ হয় না ? তিনি যে সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৪শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাটি উদ্ধার করিয়াছেন, সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনি বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অথবা জ্ঞান-খলের ন্যায় বুঝিয়াও কপটতাপূর্ব্বক স্বীয় দলপুষ্টির জন্য প্রবঞ্চনা মূলে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার মূল অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিজের মতের অনুকূল-প্রায় (?) অংশটুকু প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে একজন প্রধান আনুকরণিক, তাহা এখানেই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'অনুকরণ'কেই 'অনুসরণ' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা—কলির প্রধান শয়তানী। আমি এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শিক্ষাই নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, কে বা কাহারা নির্ভীকভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী অথবা শ্রীল প্রভুপাদের নিছক অপ্রিয়-সত্য বাণী প্রচার করিয়া গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন—

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৫ সালে জুন মাসে যখন দার্জ্জিলিং শৈলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রাজর্ষি কুমার রাও সাহেব শ্রীযুত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম-এ, প্রাজ্ঞ, বেদান্তভূষণ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত কথোপকথন-মুখে যে অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত বাণীর প্রবাহ চলিয়াছিল, তাহা সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকার ১৪শ বর্ষের ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবিদ্যা-কূপমণ্ডূক যদুবাবু তাহার দলের প্রশংসা করিতে গিয়া অতিশয় উক্তির অনুকূলে যে কথাটুকু পাইয়াছেন, সেইটুকুই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত না হইলে "শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাইবে না। আমি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম,—

(শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম-এ) "প্রাজ্ঞ—প্রভুপাদের কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে ও ভারতের বাহিরে পঞ্চাশটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পৃথিবীর কত লোক আপনার কথা গ্রহণ ক'চ্ছেন ?

প্রভুপাদ—পঞ্চাশটী মঠের পরিবর্ত্তে যদি আমি সত্যি সত্যি

৫০টি মানুষ পেতাম, তা' হ'লে আমি আমাকে বেশী লাভবান্ মনে ক'রতাম। আমি চাই, চেতনের মঠ। চৈতন্যমঠ প্রকাশের জন্যই এত মঠ স্থাপনের প্রয়োজন হ'য়েছে।

প্রাজ্ঞ—তা'ও তো আপনি পেয়েছেন। আপনার এক একজন শিষ্য ত' এক একজন দিক্‌পাল।

প্রভুপাদ—ইঁহারা ত' চেপে কথা ব'ল্‌ছেন। নির্ভীকভাবে শ্রীচৈতন্যের বাণী ঘোষণা ক'র্‌তে পার্‌ছেন কোথায়? শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্ত আত্ম-সমর্পণ না হ'লে সেই নির্ভীকতা আসে না। জগতের সকল লোক যদি সত্য-কথার বিরোধী হ'য়েও যায়, তথাপি শ্রীচৈতন্যের নিজ-দাসগণের পদরেণু দ্বারা মাথার মুকুট তৈরী ক'রে নির্ভীক-কণ্ঠে সত্য কথা ব'ল্‌তে হ'বে। সত্য কথা ব'ল্‌তে গেলে লোকপ্রিয়তা, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যাবে না। একথা বল্‌ছি না যে, দুনিয়ার লোককে চটিয়ে দিলেই সত্যকথা বলা হ'ল। যিনি সত্যের প্রচারক, তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্য প্রচার কর্‌বেন; তিনি যেন মনে না করেন, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করাই অর্থাৎ লোকের নিকট জড়-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিই—অপর ভাষায় সত্যকে আবরণ করাই তৃণাদপি সুনীচতা।"

যদুবাবু উক্ত প্রসঙ্গের যে অংশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের তুলনা করিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্-এ, প্রাজ্ঞ মহাশয়ের "শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে ও ভারতের বাহিরে পঞ্চাশটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'ল"—এই কথার প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"পঞ্চাশটী মঠের পরিবর্ত্তে যদি আমি সত্যি সত্যি পঞ্চাশটী মানুষ পেতাম, তা' হ'লে আমি আমাকে বেশী লাভবান্ মনে কর্‌তাম। আমি চাই চেতনের মঠ। চৈতন্যমঠ-প্রকাশের জন্যই এত মঠ স্থাপনের প্রয়োজন হ'য়েছে।"

যদুবাবুর উদ্ধৃত অংশে প্রাজ্ঞ মহোদয়ের প্রশ্নের মধ্যে "পৃথিবীর কত লোক আপনার কথা গ্রহণ ক'চ্ছেন?"—এই অংশ উল্লিখিত হয় নাই। তৎপরে ঐ প্রশ্নের উত্তর যদুবাবু উদ্ধার করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর শ্রবণ করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যদুবাবুর ভাল লাগে নাই বলিয়া সেই অংশ উদ্ধৃত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রাজ্ঞ মহাশয়ের অভিমত

প্রকাশের পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভাবী উদ্ভবের সূচনা করিয়া যে অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহাও যদুবাবু উদ্ধার করেন নাই। কারণ তিনি শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষাটুকু অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-স্বরূপে যদুবাবু যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদুবাবু অবিদ্যা-কূপমণ্ডূক বলিয়া, শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষার মূল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল বাহ্য স্থূল অংশ অর্থাৎ Morphological aspectই ধরিয়াছেন। আমি তাহাকে সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "বাণী ও বপু" প্রবন্ধটী পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে বলি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন,—আমার ৫০টি মঠ মঠ নহে, ইহা কাঠ-পাথরের মিস্ত্রীগণের আশ্রয়স্থল। শ্রীল প্রভুপাদ চাহেন,—চেতনের মঠ অর্থাৎ আদর্শ জীবন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—৫০টী মঠের পরিবর্ত্তে আমি ৫০ জন মানুষ পাইলেই বেশী লাভবান্ মনে করিতাম। এস্থলে কি কোন ভৌম-জগতের প্রাকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির কোন স্থান, গৃহ বা মঠকে লক্ষ্য করা হইতেছে? তিনি 'চৈতন্যমঠ' বলিতে বৈষ্ণবের ব্যক্তিত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ, প্রফেসর নিশিকান্ত সান্যালের রচিত ইংরাজী-ভাষায় লিখিত "Sri Krishna Chaitanya" গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন,—নিশিবাবু আমার লক্ষ লক্ষ টাকার মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদুবাবু কি একথা কোনদিনই শুনেন নাই?

যদুবাবুর ইচ্ছা, শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্নিহিত জগন্মঙ্গলকর ভগবৎ-কথার সর্ব্বতোভাবে সমাধি দিয়া হাত বজায় রাখিয়া কাঠ-পাথরগুলি রক্ষা করা হউক। আমাদের কাঠ-পাথর রক্ষা করিবার যত্ন অপেক্ষা শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচার রক্ষা করাকেই গুরুসেবা মনে হইয়াছে। যদুবাবুর মনোগত ভাব,—ইট, কাঠগুলি বজায় করিলেই গুরুসেবা করা হইল; তাঁহার বাণীর সেবা করিলে গুরুসেবা হয় না। কেহ যদি ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচার করেন, এমন কি ভারতের বাহিরে বহু দূরে পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কথা প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুসেবা হইবে না। যদুবাবুর ধারণা,—তাহার ন্যায় প্রাকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির চক্ষে যে সীমা-বিশিষ্ট 'মায়াপুর' গ্রাম পরিলক্ষিত হয় সেই গ্রামের বাড়ী, স্কুল, ঘর-দুয়ার, ডাক্তারখানা, ছাপাখানা প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ না হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা

হইবে না। আমরা এইরূপ চিন্তাস্রোতকে অবিদ্যা-কূপে পতিত নিত্যবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবাপরাধ-মূলক চিন্তাস্রোত বলিয়া মনে করি।

যদুবাবু যদি কাঠ-পাথরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা 'ভজন' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য,—এইরূপ ভজন পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির ছাড়িয়া দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলিকাতায় স্বতন্ত্র মঠ স্থাপন করা কি ভক্তির অনুকূল হইয়াছিল? যদুবাবুর বিচারে পৃথক্ মঠ করিলেই ত' অপরাধ! অথচ দক্ষিণ কলিকাতায় সেই অপরাধ-কুণ্ড আজও সংরক্ষিত হইতেছে এবং তাহাতে যদুবাবুর ন্যায় বহু অপরাধী জীব নিমজ্জিত হইতেছেন। সাধারণ বিচারে দক্ষিণদিক্ মৃত্যুর জন্যই সংরক্ষিত হয়। লোকে বলে,—যমের দক্ষিণ দুয়ার। গুরুভক্তির মৃত্যু ঘটাইতে হইলে কলির (কলিকাতার) দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ভক্ত ও ভক্তির বিনাশ সাধন করিবার জন্য দক্ষিণ-কলিকাতায় একটা আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এই আখড়া বা ক্যাম্পের চেষ্টায় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের ঐকান্তিক সেবকগণকে বিতাড়িত করিয়া তথায় ঘর-পাগলা সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকেই কি গুরুসেবা বলিতে হইবে?

দক্ষিণ কলিকাতা ক্যাম্প হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ৬৩ ভক্ত্যঙ্গের বাণী প্রকাশের ৬৪টী কেন্দ্র মধ্যে দশ আনা-ছয় আনা ভাগ করিয়া ॥৵০ আনা অংশ একটা অসুরের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। ইহা কি গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে? এই ॥৵০ আনা অংশে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ৪০।৪২ টী মঠ যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে কি যদুবাবু বলিবেন, সেখানেও শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইতেছে? ইহা তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন না। কারণ তিনি কোন একটী প্রবন্ধে অনন্তবাসুদেব ও সুন্দরানন্দের বিচারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি যদুবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমি বলিতে চাই,— নবীন তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের ।৵০ আনা সেবক এবং প্রবীণ তীর্থ মহারাজের ভ্রাতা অনন্ত-বাসুদেব শ্রীল প্রভুপাদের ॥৵০ আনা সেবক। দশ আনা, ছয় আনা আংশিক সেবকগণকে পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রানুসারে 'সেবক' বলা হয় না। কারণ আংশিক সত্য সত্য নহে। "Part truth is no truth." সুতরাং আমরাই শ্রীল প্রভুপাদের ষোল আনা সেবক, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

এখন আমার বক্তব্য,— শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরে থাকিলেই

গুরুসেবা হইবে, ইহা কখনও সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। ইহা অবিদ্যাগ্রস্ত কূপ-মণ্ডূকেরই বিচার। পুত্র দূরে থাকিয়া পিতার সেবার সামগ্রী সংগ্রহ করিলে কি পুত্রের পিতৃসেবা হইবে না? এস্থলে আমি বলি,—পিতার সহিত একগৃহে, একশয্যায় অবস্থান করিয়া মশক ও মৎকুণের ন্যায় পিতার রক্ত পান অপেক্ষা দূরে থাকিয়া পিতার মহিমা প্রচার — সর্ব্বতোভাবে উন্নত সেবা। উৎকুণ মস্তকের কেশগুচ্ছে অবস্থিত থাকিয়া মস্তকের রক্ত পান করিয়া থাকে; তজ্জন্য উৎকুণকে কেহ সেবক বলে না। শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দিরে অবস্থান করিয়া যাহারা মশক-মৎকুণের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্ষের শোণিত পান করে, তাহাদিগকে কি গুরুসেবক বলিতে হইবে? (ক্রমশঃ)

অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

গত ১১ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল, সোমবার—অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উক্ত তিথিবরা সমিতির প্রধান কেন্দ্র ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে বিশেষ সমারোহের সহিত উদযাপিত হইয়াছেন। অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতেই সত্যযুগের উৎপত্তি। সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। পরে ত্রেতা, দ্বাপরে ক্রমশঃ উক্ত ধর্ম্মের এক এক পাদ নষ্ট হইয়া বর্ত্তমান কলিতে একপাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আসুরিক চিন্তাস্রোত বা অধর্ম্ম যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বা নিজজনকে প্রেরণ করিয়া অসুরগণের বিনাশ-সাধন ও ভক্তসজ্জনগণকে রক্ষা করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিও তজ্জন্য গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া ভগবৎ-প্রেরণাক্রমে বর্ত্তমান নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে ভাসমান প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ও অপরাপর আসুরিক-বিচারের ধ্বংস-সাধন ও সমূলোৎপাটনের নিমিত্ত এই শুভ তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবানের সুদর্শনে সুরক্ষিত হইয়া ভগবদ্ভক্তগণ জগতে অকৈতব কৃষ্ণকথা তারঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহারা অসত্যের সহিত চিরদিনই অসহযোগ-আন্দোলন চালাইয়াছেন এবং কোনদিনই গোজামিলের প্রশ্রয় দিবেন না। জগতের নিকট অকৈতব কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কথা কীর্ত্তনই তাঁহারা জীবনের একমাত্র ব্রত-বলিয়া মনে করেন। অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগোৎপত্তি-দিবস-স্মরণে আমরা সেই বাস্তব-সত্য পরতত্ত্বের শরণাপন্ন হইতেছি,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং, সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

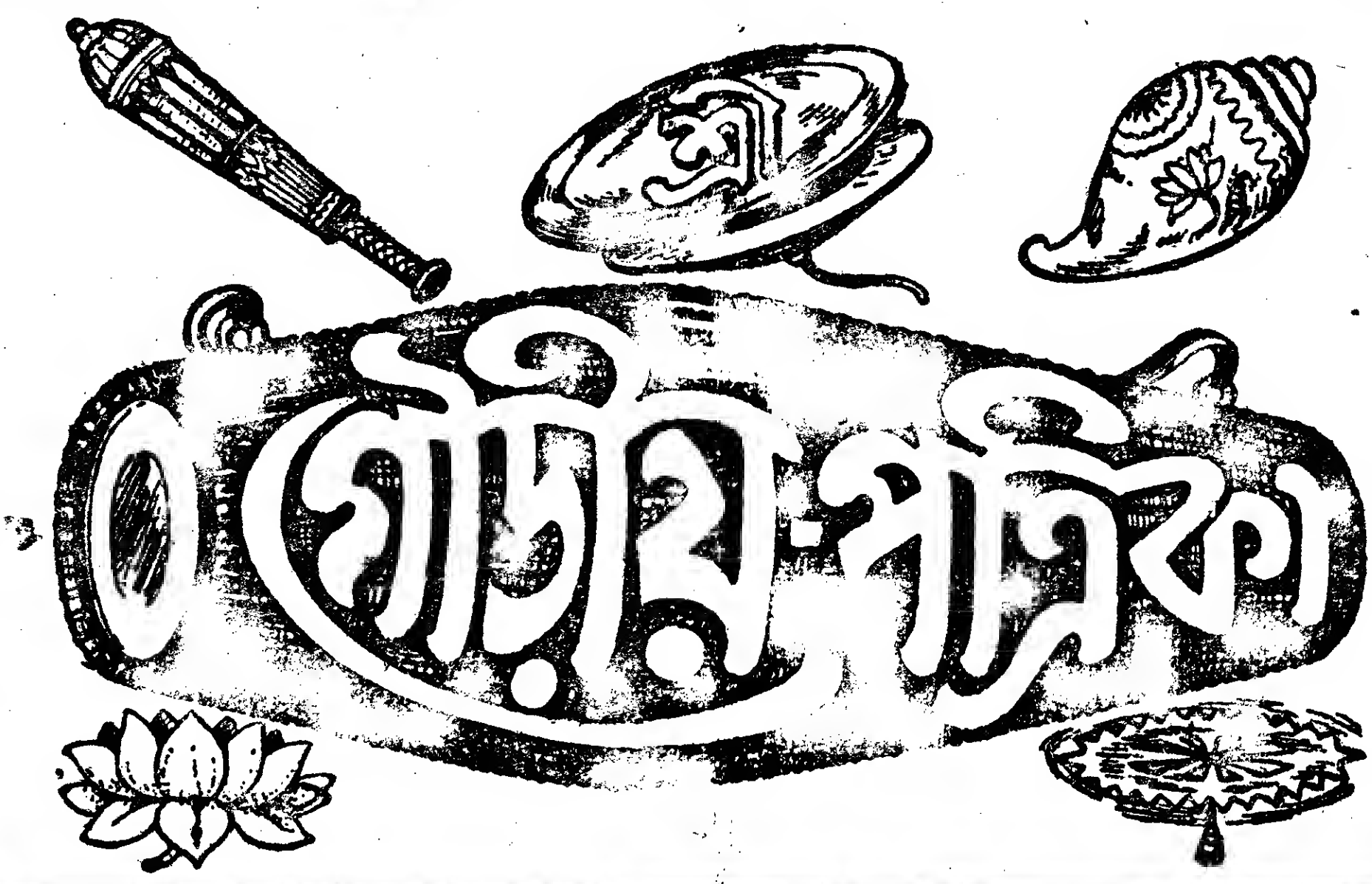

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৭ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১০ বামন, ৪৬৯ গৌরাব্দ | ৪র্থ সংখ্যা
বুধবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ ; ইং ১৫।৬।৫৫

শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভোরষ্টকম্

(শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্)

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

স্বরূপ ! ভবতো ভবত্বমিতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া
গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকিগাত্রমুল্লাসয়ন্।
রহস্যুপদিশন্নিজ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥১॥

স্বরূপ ! মম হৃদ্‌ব্রণং বত ! বিবেদ রূপঃ কথং
লিলেখ যদয়ং পঠ ত্বমপি তালপত্রেঽক্ষরম্ ।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥২॥

স্বরূপ ! পরকীয়-সৎপ্রবর-বস্তু-নাশেচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো নবেতীক্ষয়ন্ ।
সনাতমমুদিত্য বস্মিতমুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৩॥

স্বরূপ ! হরিনাম যজ্জগদঘোষয়ং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশকমিমং শিবানন্দজম্ ।
ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরৎ যং কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৪॥

স্বরূপ ! রসরীতিরম্বুজদৃশাং ব্রজে ভন্যতাং
ঘন-প্রণয়-মানজা শ্রুতিযুগং মমোৎকণ্ঠতে ।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ব্রুবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৫॥

স্বরূপ ! রস-মন্দিরং ভবসি মন্মুদামাস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্ত্তসে ।
ইতি স্বপরিরম্ভণৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৬॥

স্বরূপ ! কিমপীক্ষিতং ক্ব নু বিভো ! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো ! কথয় কিন্নু তন্নবযুবা বরাম্ভোধরঃ ।
ব্যধাৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৭॥

স্বরূপ ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণো হস-
ন্নপৈতি ন করগ্রহং বত ! দদাতি হা ! কিং সখে !
ইতি স্খলতি ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৮॥

স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
রহস্যতমমদ্ভুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্।
স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো
ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্ ॥৯॥

শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভোরষ্টকের বঙ্গানুবাদ

হে স্বরূপ ! 'এই রঘুনাথ তোমার অধিকারে থাকুক'—এইরূপ সহাস্য-মধুর-বাক্যে রঘুনাথ-দাসকে যিনি আহ্লাদিত ও পুলকিত-গাত্র করিয়াছিলেন এবং যিনি স্বয়ংই নির্জ্জনে নিজ প্রণয়-মহিমার গূঢ় প্রণালী তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ১ ॥

হে স্বরূপ ! রূপ কি-প্রকারে আমার মনোব্যথা অবগত হইল ? যেহেতু এই রূপ আমার মনোগত ভাব লিখিয়াছে, তুমিও তালপত্রে লিখিত ঐ শ্লোক পাঠ কর,— এই প্রকারে যিনি কখন প্রেম প্রকাশ, কখন বা আত্মগোপন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ২ ॥

হে স্বরূপ ! এখানে পরকীয়া নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুনাশে অভিলাষী কোন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি ?—এইরূপে যিনি, মহাবিস্মিত ও আহ্লাদভরে হাস্যযুক্ত, লজ্জায় অবনত-বদন শ্রীসনাতনকে সমস্ত প্রদর্শন করান, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করুন ॥ ৩ ॥

হে স্বরূপ ! আমি সমগ্র জগদ্বাসীকে হরিনাম উচ্চারণ করাইলাম, কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল হইল ? কারণ অবশেষে এই শিবানন্দ-পুত্রকে হরিনাম

উচ্চারণ করাইতে পরিলাম না;—এই বলিয়া যিনি আপন চরণ-লেহন করাইয়া সেই শিশুকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৪ ॥

হে স্বরূপ! ব্রজে কমলাক্ষীগণের গাঢ়-প্রণয় মান-জনিতা রস-পরিপাটী বর্ণনা কর, আমার কর্ণযুগল শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে। দেখ, এই প্রণয়-মর্য্যাদা লাভ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মী মানিনী হইয়াছেন; —এইরূপে যিনি স্বরূপ-সমীপে মর্ম্মোদঘাটন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৫ ॥

হে স্বরূপ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র এবং রস-মন্দির-স্বরূপ। তুমি এই শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করাতে এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকেও আমার শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে,—এই বলিয়া সাগ্রহে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে যিনি পুলকিত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৬ ॥

হে স্বরূপ! আমি কি দেখিলাম? স্বরূপ বলিলেন,—হে প্রভো! কখন দেখিলেন? প্রভু বলিলেন,—রাত্রিতে স্বপ্নযোগে। স্বরূপ বলিলেন,—প্রভো! কি-প্রকার সে? প্রভু বলিলেন,—নবীন-নীরদ-সদৃশ তরুণ যুবা। স্বরূপ বলিলেন,—তিনি কি করিতেছিলেন? আর কি তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে? প্রভু বলিলেন,—আর দর্শন পাওয়া যাইবে না। —এই বলিয়া যিনি শোকভরে অপূর্ব্ব দশাপ্রাপ্ত হয়েন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভু আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৭ ॥

হে স্বরূপ! আমার নয়ন-সম্মুখে কৃষ্ণ হাস্য করিয়া পলায়ন করিলেন, ধরা দিলেন না। হায় হায় সখে! কি উপায় হইবে?—এই বলিয়া যিনি সর্ব্বদা ভূ-পতিত হয়েন, ইতস্ততঃ ধাবিত হন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও বা ঘূর্ণিত হন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৮॥

যিনি এই অদ্ভুত রহস্যতম স্বরূপ-চরিতামৃত নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া স্বরূপের পরিকর রূপে গ্রহণ করিবেন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—সম

সমতা কাহাকে বলে ? শক্তিপরিণত নশ্বর বস্তুগুলি বিষম

দুইটি বস্তু এক প্রকারের হইলে তাহাদিগকে সম বলা হয়। দুইটী বস্তুর পার্থক্য থাকিলে তাহাদিগকে সম বলিবার পরিবর্ত্তে বিষম বলা হয়। কৃষ্ণেতর জড়ীয় প্রতীতিতে সংজ্ঞার ভেদ হইলে, রূপের ভেদ হইলে, গুণের ভেদ হইলে, এবং ক্রিয়ার ভেদ হইলে বস্তুগুলিকে সম বলা হয় না। সেজন্য জড় জগতে পরিদৃশ্যমান বস্তু বা জ্ঞানাধিকৃত বিষয়-সকল বিষম বা উচ্চাবচ গুণবিশিষ্ট। বিষম বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বরূপে বস্তুর একত্ব-নিবন্ধন সজ্জন পণ্ডিতগণ বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জড়ীয় বিষম বস্তুগুলিকেও সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তিজাত সমবস্তু জানেন। আবার বহিরঙ্গা শক্তিজাত প্রতীতি না থাকিলে, স্বরূপ-শক্তির সহ অভিন্ন প্রতীতি হইলে, তাদৃশ বিচিত্রতাকে অপ্রাকৃত সাম্য বা অন্বয় জ্ঞান করেন। তজ্জন্য অভেদবাদিগণ জড়ীয় ভেদের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে বিচিত্রতা শক্তি লোপ করাইয়া বস্তুর অদ্বয়তার ভূরি গুণানুবাদ করেন। সজ্জনগণ অভেদবাদী না হইলেও বস্তুর একত্ব-বিনাশী বিরোধ-বাদকে কোনদিনই আবাহন করেন না। সজ্জনগণ শক্তি-পরিণাম ধারণাই বিশ্বাস করেন। সুতরাং শক্তি-পরিণত নশ্বর বস্তুগুলি গুণদ্বারা পরিচিত ও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা পরস্পর বিষম বা বিভিন্ন।

বৈষ্ণবই একমাত্র সমদর্শী; কারণ তাঁহাদের বস্তুর স্বরূপগত সাম্যে বিরোধ নাই

প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে বস্তুসমূহে ভেদ-প্রতীতি প্রবল হইলেও সজ্জনগণ বিকারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের বস্তু-স্বরূপগত সাম্যে বিরোধ করেন না। বিচিত্রতা বা বিলাস জড়ের একমাত্র সম্পত্তি, ঐ প্রকার বিচিত্রতা বা বিলাস জড়াতীত নিত্য অপ্রাকৃত রাজ্যে থাকিতে পারে না, এরূপ মায়াবাদ কল্পনারূপ পক্ষপাত-দোষে সজ্জন কখনই কলুষিত হন না। যেকালে, নিত্যজগতে নিত্য শক্তি-বৈচিত্র্য নিশ্চয় আছে বলিয়া অপ্রাকৃত মহাজনগণ বলেন, তৎকালে সজ্জন বা সাধু তাঁহার সহিত বৈষম্য বা ভেদ স্থাপন করেন না। অপ্রাকৃত মহাজনের সহিত সজ্জনের সমতা আছে, সুতরাং বৈষ্ণবই একমাত্র সমদর্শী।

বিষয় ও আশ্রয়গত সত্তাভেদ-বিশিষ্ট হইয়াও শক্তি ও শক্তিমান্ এক বা সম

বিষমদর্শী মায়াবাদী বলেন, শক্তি-পরিণত জগৎ মিথ্যা। শক্তি-পরিণাম বা মায়া

শব্দে ভেদ নাই। ভগবানের স্বরূপ-শক্তি ও ভগবান্, পরস্পরের পরিচয়গত ভেদ মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানে পরিচয়গত পার্থক্য থাকিলেই বস্তুর দ্বৈতভাব উৎপন্ন করে; তখন সমদর্শনাভাব ধ্বংস হয়। সজ্জনগণ বলেন,—শক্তি শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেও বিষয় ও আশ্রয়গত সত্তাভেদ-বিশিষ্ট হইয়াও এক বা সম। শক্তিমান্ একবস্তু, তাঁহার নিত্য শক্তিসমূহে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত শক্তিভেদ আছে। বস্তু অভিন্ন হইলেও তিনি শক্তিমান্, নিঃশক্তিক নহেন; তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয়।

প্রাকৃত আসক্তিশূন্য সজ্জনের হরিসম্বন্ধী বস্তুজ্ঞানে জগতের সকলকেই ভগবৎসেবায় নিয়োগ

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জাত বস্তুগুলি, তাঁহার তটস্থ বহির্জগতে স্থিত জীবশক্তির বিচারে ভিন্ন প্রতীত হইলেও সেবোন্মুখ শুদ্ধ জীবের নিকট হরিসেবার সহায়; সুতরাং সজ্জনগণ তাহাকেও বিষম জ্ঞান করেন না। সেবোন্মুখ শুদ্ধজীব নিন্দা ও প্রতিষ্ঠায় সম, প্রসন্নাত্মা হইয়া অভাবজন্য শোকাভিভূত হন না। আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখ সজ্জন পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ করেন না। সজ্জন শীত, উষ্ণের তীব্রতা সহ্য করিয়া সমদর্শী। সজ্জনগণ বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও অবর চণ্ডালে সমদৃষ্টি-বিশিষ্ট, পরমপবিত্র ধেনুতে ও অস্পৃশ্য সারমেয়ে সমদর্শী; ক্ষুদ্রকায় সারমেয় সহ বৃহৎকায় কুঞ্জরে সমদর্শন তাঁহার ধর্ম্ম। শক্তির তারতম্য-বশতঃ বস্তুস্বরূপে বৈষম্য দর্শনের আবশ্যকতা থাকে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, কুক্কুর গাভীতে, গাভী হস্তীতে মায়িক ভেদ থাকিলেও সকলকেই স্বরূপতঃ হরিদাস জানেন। প্রাকৃত আসক্তি সাধুর উপর কার্য্য করে না। তিনি অনাসক্ত-ভাবে হরিসম্বন্ধী বস্তু জ্ঞানে ঐ সকল দ্রব্যে বৈষম্য অরোপ করেন না। সকলই তাঁহার কৃষ্ণ-সেবনের সহায় জানেন।

কৃষ্ণোন্মুখ জীবে দয়া ও হরি-বিরোধি-জনের দুঃসঙ্গ ত্যাগই সমদর্শন

মায়াদাস্য কিয়ৎ পরিমাণ বিস্মৃত হইয়া যে কালে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন তিনি হরিতে প্রেম, হরিদাসে বন্ধুতা, কৃষ্ণোন্মুখে দয়া এবং হরি-বিরোধী জনের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়াই সমদর্শী হন। এই মধ্যমাধিকারে তিনি কপটতা করিয়া তাঁহার সমদর্শন দেখাইতে গিয়া যদি বালিশে দয়ার পরিবর্ত্তে সমবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে সাধুর সমদর্শন বিচারে কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়; যদি কৃষ্ণদ্বেষি-জনে ভক্তজন সহ সম জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাহার বিমুখতা বৃদ্ধি হয়।

হরি-সেবানুকূল বস্তুকে বিষয়জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগী মুমুক্ষুর বিষম দর্শন

হরিসম্বন্ধী বস্তুগুলিকে যদি প্রপঞ্চজাত মনে করিয়া বৈষম্য আশ্রয়ে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাদৃশ মুমুক্ষা তাঁহার সমতাকে বিনাশ করিবে। সমতা-বিচারে অধিকার অতিক্রম করিলে কোন সুফল পাওয়া যায় না, পরন্তু ফল্গু-বৈরাগ্যরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাঁহার সমতার হানি করে।

সমদর্শী সাধু ব্রহ্ম-রুদ্রাদি আধিকারিক দেবগণসহ বিষ্ণুর সাম্যস্থাপন করিয়া নামাপরাধ-সঞ্চয় করেন না

সমতা-বিচারে অসাধুগণ যেরূপ ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ সহ বিষ্ণুর তুল্য কল্পনা করেন, সমদর্শী বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই অনুমোদন করেন না। প্রাকৃত জগতের অনিত্য কালোৎপন্ন উচ্চাবচ অবস্থাসমূহ কখনই নিত্যের সহ সম নহে, পরন্তু কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাময় সাধু, জড়ীয় বস্তুর প্রাকৃত সাম্য ছাড়িয়া তাহাতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং সমগ্র বস্তুকে নিজভোগ্য জানিবার প্রতিপক্ষে কৃষ্ণ-সেবোপকরণ অপ্রাকৃত বলিয়া জানেন।

বিজিত-ষড়্‌গুণ বৈষ্ণবগণের আচার-ব্যবহারে রিপুগত বৈষম্য নাই

কাম-ক্রোধাদি জড় জগতের নিত্য সহচরগণ বস্তুতে বৈষম্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ দর্শন না করিয়া নানাপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি করেন, কিন্তু পারমার্থিক সজ্জন কামকে কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধকে ভক্ত-দ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায়, মত্ততাকে হরিগুণ-গানে, মূঢ়তাকে ইষ্টলাভেতর প্রভৃতি চেষ্টায় নিয়োগ করেন। বিষমদর্শী হরি-বিমুখ এই সকল বৈষ্ণব-সমদর্শিতার বিরোধী মনে করিয়া নিজেরই সর্ব্বনাশ করেন। সজ্জনের রিপুজন্য বৈষম্য নাই, তিনি নিরন্তর সমতাযুক্ত। —জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীবনী-সংগ্রহ

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু—(৭)

বাদসাহের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াও শ্রীরূপের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে নিষ্ঠা

বর্ত্তমান বর্ষের ৭ই ভাদ্র, শনিবার* শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবোৎসব। ঐ দিবস শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-মধুপানোন্মত্ত বৈষ্ণবগণ বিরহ-মহোৎসব করিয়া

* লেখার বৎসরে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব দিবস ৭ই ভাদ্র শনিবার ছিল। —সম্পাদক

থাকেন। রূপগোস্বামী বাল্যকাল হইতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণানুরক্ত ছিলেন। তিনি রীতিমত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈষয়িক জ্ঞানও চমৎকার ছিল, সেইজন্য গৌড় বাদসাহ হুসেন সাহা তাঁহাকে প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ-পদে নিয়োজিত করেন। রূপ গৌড়েশ্বরের কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত থাকিলেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি রামকেলী গ্রামে স্বীয় ভবনের নিকট রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-নামক দুইটী জলাশয়-পরিশোভিত একটী কদম্ব-কানন নির্ম্মাণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তন্মধ্যে সাগ্রজের সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করিতেন।

রামকেলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-সহ শ্রীরূপের মিলন

রূপ যে-দিবস নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুর নাম কর্ণে শ্রবণ করেন, সেইদিন হইতেই মহাপ্রভুর দর্শন-লালসা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করে। সভক্ত-তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী চৈতন্যদেব রূপের অন্তর জানিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনকালীন রামকেলী-গ্রামে উপস্থিত হইয়া রূপকে দর্শন দেন। রূপ মহাপ্রভুর দর্শনে আপনাকে সফল-জীবন মনে করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিত্যমুক্ত কৃষ্ণভক্তগণকে মায়া কখনই আবদ্ধ করিতে পারে না।

প্রয়াগতীর্থে শ্রীরূপগোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রসতত্ত্ব উপদেশ এবং ব্রজস্থ লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশাদির আদেশ

অল্পদিন মধ্যেই রূপ বিষয়াদি সুখের মুখে শতমুখী অর্থাৎ ঝাঁটা মারিয়া মহাবৈরাগ্যের সহিত প্রয়াগ-তীর্থে গিয়া মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রূপকে যথোচিত কৃপাপূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিয়া রসতত্ত্ব উপদেশ প্রদানান্তর শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থসকল উদ্ধার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। রূপ মহাপ্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য করত ব্রজধাম গমন করিয়া, অন্যান্য ভক্তগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া, ব্রজস্থ লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার এবং শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রকাশ করেন। তৎপরে পাপ-তাপাচ্ছন্ন কলি-জীবের হিত-কামনায় মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বপূর্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘু-ভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি, লঘু ও বৃহৎ গণোদ্দেশ-দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্য-চন্দ্রিকা, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগদ্বাসীকে বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাদান

পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব রূপ-সনাতন দ্বারা দৈন্যতা, স্বরূপ দামোদরের দ্বারা

নিরপেক্ষতা, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা সহিষ্ণুতা ও রায় রামানন্দের দ্বারা জিতেন্দ্রিয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল॥
জিতেন্দ্রিয়, নিরপেক্ষ, সহিষ্ণুতা, দৈন্য।
এ' চারি অবধি ব্যক্ত কৈল শ্রীচৈতন্য॥ (ভক্তিরত্নাকর)

কোন কোন ভক্তের বাক্যে প্রকাশ আছে যে, মহাপ্রভু রূপের দ্বারা লীলাতত্ত্ব, সনাতনের দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা নামতত্ত্ব ও রায় রামানন্দের-দ্বারা প্রেমতত্ত্ব প্রচার করেন। যাহা হউক, ঐ সম্বন্ধে আমাদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, রসিকশেখর ও সহজিয়া প্রভৃতিরা মিথ্যা করিয়া ঐ মহাত্মাদিগকে স্বীয় স্বীয় মতের আচার্য্য বলিয়া প্রকাশ করায়, মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অধিকাংশ ভদ্রব্যক্তির অশ্রদ্ধা দেখা যায়।

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু—(৮)

আবাল্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরক্ত শ্রীসনাতনের গৌড়-বাদসাহের সচিব-পদে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার ও কাশীধামে মিলন

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বঙ্গদেশস্থ যশোরে, "ফতয়াবাদ" নামক গ্রামে কর্ণাট-দেশীয়, যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সনাতন বাল্য-কালাবধি বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট যথামত শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সনাতনের বৈষয়িক বুদ্ধিও অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এইজন্য গৌড়-বাদসাহ তাঁহাকে সচিবের কার্য্যে নিয়োজিত করেন। যে-সময় শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু বঙ্গদেশ পবিত্র করণাভিলাষে তথায় গমন করেন, সেই সময় হইতেই সনাতনের মনে বৈরাগ্যোদয় হয় এবং হৃদয়মধ্যে সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর চরণ চিন্তা করেন। মহাপ্রভু ভক্তের ইচ্ছা কতক্ষণ পূরণ না করিয়া থাকিবেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সনাতন কাশীধামে মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন।

বাউল-মতের খণ্ডন ; তাহারা অপসম্প্রদায়-মধ্যে পরিগণিত

মহাপ্রভুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়িগোঁপ ছিল। সেই দাড়িগোঁপই বাউল-বৈষ্ণবগণের গোঁপ-দাড়ি রাখিবার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু সনাতনকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়াছিলেন। অতএব বাউল-বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেইকালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে। তবে এখন সাধারণের অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

অসদাচারী দরবেশ, সাঁই, প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-বিরোধী

সনাতনকে 'ফকিরা' বলিয়া উল্লেখ করায় সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতিরা মুসলমানের ফকির-বেশ ধারণপূর্ব্বক তদ্বৎ আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে ও আপনাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা মুসলমানের ফকিরের বেশ ধারণ ও তাহাদের ন্যায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি ? তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইহার প্রমাণ গোঁসাই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন। কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গোঁপদাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। একারণ সাঁই, দরবেশ প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে একপ্রকার মহম্মদ-সম্প্রদায় বলিতে হইবে।

শ্রীরূপ-সনাতন-জীবগোস্বামী সম্বন্ধে ভ্রমাপনোদন ; শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ তাঁহাদের বংশাবলী

মূর্খতাবশতঃ কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, সনাতন-রূপ-জীবগোস্বামী মুসলমান। আমরা সেইসকল ব্যক্তির ভ্রমাপনোদনের জন্য ঐ গোস্বামিপাদদিগের পূর্ব্ববংশাবলী আপাততঃ "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"শ্রীজীব গোস্বামীর সপ্তপুরুষ-প্রচার।
প্রথম হইতে নাম কহি তা সবার॥
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ॥
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ দেব ইন্দ্রসম।
চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশ সর্ব্বোত্তম॥
মহীপতি-পূজিত দেবজ্ঞ লক্ষ্মীবান্।
পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান॥

রূপেশ্বর, হরিহর নামে পুত্রদ্বয়।
বহুগুণ সর্ব্বত্র বিদিত অতিশয় ॥
শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর।
শাস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর ॥
বিভাগ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার।
শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি হইল পিতার ॥
কতদিন পরে লোক সংঘট্ট করিয়া।
লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হরিয়া ॥
রাজ্য গেল, রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে।
অষ্ট অশ্বে যুক্ত আইলা পৌস্ত্যদেশেতে ॥
শ্রীশিখরেশ্বর সখ্য তাতে সুখ পাই।
রূপেশ্বর দেব বাস করিল তথাই ॥
শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম।
পরম সুন্দর সর্ব্বগুণে অনুপম ॥
পদ্মনাভ দেব সে শিখর-ভূমি হৈতে।
আইলেন গঙ্গাতীরে বাস-স্পৃহা চিতে ॥
নবহট্ট-গ্রামে বাস কৈলা মহাশয়।
'নৈহাটী' নাম যার সর্ব্বলোকে কয় ॥
তথা পদ্মনাভদেব মহাহর্ষ-চিতে।
শ্রীপুরুষোত্তম-মূর্ত্তি পূজয়ে যত্নেতে ॥
করি যজ্ঞ, উৎসব পরমানন্দ হৈল।
অষ্টাদশ-কন্যা পঞ্চপুত্র জন্মাইল ॥
শ্রীপুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ।
মুরারি, মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চজন ॥
পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দ।
সর্ব্বাংশে প্রবীণ সর্ব্বোত্তম গুণবৃন্দ ॥
শ্রীমুকুন্দদেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল-প্রদীপ্ত পরম শ্রদ্ধাচার ॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ ॥
জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন 'নবহট্ট'গ্রাম সেইক্ষণে ॥
নিজগণসহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
'বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ' গ্রামেতে বাস কৈলা ॥
যশোরে 'ফতয়াবাদ' নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয় ॥
কুমারদেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ ॥
রূপ, সনাতন, শ্রীবল্লভ—এই ত্রয়।
স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চ্চিত অতিশয় ॥"

বাদসাহের প্রধান কর্ম্মচারী-রূপে অবস্থান-কালে শ্রীরূপ-সনাতনের নাম-করণ

শ্রীবল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী প্রভু। এইত আমরা রূপ-সনাতনের পূর্ব্ব-বংশাবলী কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু রূপ-সনাতনের পূর্ব্বে অপর কোন নাম ছিল বোধ হইতেছে, কেননা যখন সনাতন ও রূপ গৌড়েশ্বর হুসেন্‌সাহের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন হুসেনসাহ স্বীয় ম্লেচ্ছ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, সনাতনের নাম 'দবীরখাস' এবং রূপের নাম রূপ 'সাকরমল্লিক' রাখিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দবীরখাসের নাম 'সনাতন' ও রূপ সাকরমল্লিকের 'রূপ' নাম প্রদান করেন। এখন এসম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া মূল বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীসনাতনকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ, শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ও ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়নাদির উপদেশ

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতনকে সম্পূর্ণ শক্তিসঞ্চার করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার জন্য কাশী হইতে তথায় প্রেরণ করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে প্রেমানন্দে বৃন্দাবন গমন-পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা শ্রীরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ উদ্ধার, শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও মহাপ্রভুর আদিষ্ট ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদ্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। পাঠক! যে সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ সম্পূর্ণ ঋণী হইয়া আছেন, সেইসকল গোস্বামিপাদগণের জীবন-চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আমরা আপাততঃ আপনাদিগের সন্তোষ-বিধান করিব।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

জটিল সমস্যা

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

অভিজ্ঞ-জনের কথা না শুনিয়া যে-সকল ব্যক্তি সার্ব্বজনীন মঙ্গলের পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের এই কফ-পিত্ত-বায়ু-সম্বলিত হাড়-মাংসের থলীবিশেষ জড়শরীরে আত্মবুদ্ধি হয়। জড়শরীরকে আত্মবুদ্ধি করিলেই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধিত স্ত্রী-পুত্র, দেহ-গেহ এবং দেহের জন্মভূমি স্বদেশ-প্রেম জাগরিত হয়। স্বদেশ-প্রেম জাগরিত হইলে লোকের দেহাত্ম-বুদ্ধি অধিকতর প্রসারিত হইয়া মাটিতে পূজ্যবুদ্ধি উদিত হয়। এই মাটিতে পূজ্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন-লোকগুলি দোলো হইয়া একযোগে পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

'দেহাত্ম-বুদ্ধি' হইতে যে দেশাত্মবুদ্ধি উত্থিত হয়, এবং তদ্দ্বারা জগতের লোকের যে কি অসুবিধা হয়, তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি। পৃথিবীস্থ দোলো লোকের মধ্যে এখন, 'রাশিয়া দোলো' এবং 'আমেরিকা দোলো' এই দুইটি দোলোই খুব পরাক্রান্ত মেটেবুদ্ধির লোক। এই দুইটি দোলো লোকের মধ্যে আজ প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ বহুপ্রকার স্নায়ুযুদ্ধ

বা 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' চলিতেছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে পরস্পর যুদ্ধ করিবে এই আশায় গোলা-বারুদের পরিণাম-স্বরূপ 'গরম যুদ্ধ' আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আণবিক খোরাক প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার জন্য উভয়েই খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এইপ্রকার আণবিক আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্করণের জন্য পরস্পরের যে শক্তি ক্ষয় হইতেছে, তাহাই স্নায়ুযুদ্ধ বলিয়া জগতে প্রচারিত। এই দুই দলের গরম যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই দেশাত্মবুদ্ধির চরমাবস্থা যে ধ্বংস, তাহার পরিচয় আমরা কিছু কিছু পাইতেছি।

গরম যুদ্ধ কিভাবে করিতে হইবে, তাহার এখন 'রিহারর্ষাল' বা আখড়াই চলিতেছে। রাশিয়া ও আমেরিকা তাহাদের আণবিক আগ্নেয়াস্ত্রগুলির ধ্বংস-শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বা সমুদ্রে এই সকল আণবিক আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিস্ফোরণ করিতেছে। ইতোমধ্যে পৃথিবীর মধ্যে প্রায় ৬৬টী আণবিক বিস্ফোরণ সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমেরিকা একাই প্রায় ৫১টী বিস্ফোরণ করিয়াছে। রাশিয়া করিয়াছেন ১২টী এবং ইংরাজ করিয়াছেন ৩টী বিস্ফোরণ। এইসকল বিস্ফোরণের ফলে জগতের যে অহিত বা অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা ভগবদ্গীতায় এই প্রকার অহিত ও অমঙ্গলের কথাও উল্লেখ দেখিতে পাই,—

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর-সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ (গীঃ ১৬।৮-৯)

আসুরিক প্রবৃত্তির লোকগুলি দেহাত্ম-বুদ্ধিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যকে অবহেলা করিয়া তাহাতে মেটো অল্পবুদ্ধির পরিচয়-স্বরূপ যে-সকল উগ্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং তাহাতে জগতের যে সমূহ অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। প্রোফেসর জোসেফ রোবাণ্ট নামক জনৈক অভিজ্ঞ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগতের লোককে এইভাবে সাবধান করিতেছেন, যথা—'It is no longer a question of two nations or groups of nations devastating each other, but of all the future generations who will for ever pay through disease, mal-formation and mental disability for our folly." অর্থাৎ, দোলো লোকের এইভাবে রেষারেষি এখন আর মাত্র দুইটি জাতির মধ্যে

বা দুইটি সঙ্ঘের মধ্যে আবদ্ধ নহে। এই রেষারেষির ফলে ভবিষ্যতে সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে রোগ-শোকাদির প্রায়শ্চিত্তরূপ যে আত্মবলিদান দিতে হইবে, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। আণবিক বিস্ফোরণের ফল-স্বরূপ সমস্ত পৃথিবীর লোক দগ্ধ হইয়া বহুপ্রকার রোগে ত' নিশ্চয়ই আক্রান্ত হইবে, উপরন্তু তাহারা সকলে খর্ব্বাকার বামন হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মস্তিষ্ক প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং উপস্থিত আমরা যে আণবিক অস্ত্রের বাহাদুরি দেখাইব, তাহার ফল ভোগ করিবে—আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীগণ।

এই আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ এবং আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ প্রায় একরকম। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক এই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ পাই, যথা—

"ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্ব্বতো দিশম্"। অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক প্রধাবিত হইয়া প্রাণভয়ে "অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ"—অদূরদর্শী ব্রাহ্মণ-পুত্র (ব্রাহ্মণ নহে) অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রকেই আপনার উদ্ধারের উপায় মনে করিয়া উহা প্রয়োগ করিলেন, যদিও তিনি সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রত্যাহার-মন্ত্র জানিতেন না। ফলে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের অগ্নিতেজ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া দারুণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। আণবিক বিস্ফোরণের ফলস্বরূপ যেমন radition বৃদ্ধি করিয়া দেয়, সেইভাবে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাও সমস্ত পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি হইয়া যায়। হঠাৎ তাপবৃদ্ধি-জনিত চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিমিদং স্বিৎ কুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহম্।
সর্ব্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্॥" (ভাঃ ১।৭।২৬)

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! এইরূপ অসহ্য তাপবৃদ্ধি হঠাৎ কিভাবে হইল? এই তাপের তেজ সর্ব্বতোব্যাপী হইয়াছে এবং পরমদারুণ-রূপ ধারণ করিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন—

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্।
নৈবাযৌ বেদ সংহারং প্রাণবাধ উপস্থিতে॥
ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞোঽস্যস্ত্রতেজসা॥ (ভাঃ ১।৭।২৭-২৮)

এই অগ্নিতেজ যাহা অনুভূত হইতেছে, তাহা দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ জন্য হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝ। সেই দ্রোণপুত্র এই ব্রহ্মাস্ত্র সংহার করিতে না জানিয়াও তাহা প্রয়োগ করিয়াছে। নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার

জন্য সে এই অপকার্য্য করিয়াছে। অতএব সেই ব্রহ্মবন্ধু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র কিন্তু ব্রাহ্মণ নহে) এই অদূরদর্শিতার কার্য্য করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কৌশলের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তুমি সেই প্রকার অকুশল অস্ত্রজ্ঞ নও। অতএব যেভাবে এই অস্ত্র জয় করিতে হয়, তাহা তুমি জান। তুমি ইহার যথোচিত ব্যবস্থা কর। এই ব্রহ্মাস্ত্রকে তুমি ক্ষুণ্ণ করিয়া দাও। তুমি ইহা অপেক্ষা উন্নত ব্রহ্মাস্ত্র-তেজের দ্বারা এই তেজকে নষ্ট কর। এইভাবে সেই নিম্নাধিকারীর ব্রহ্মাস্ত্রকে হনন করিয়া তুমি তোমার ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ প্রত্যাহার কর।

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
স্পৃষ্ট্বাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সন্দধে ॥
সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসম্বৃতে।
আবৃত্য রোদসী খঞ্চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ ॥
দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীল্লোঁকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সাম্বর্ত্তকমমংসত ॥ (ভাঃ ১।৭।২৯-৩১)

"ফাল্গুনী অর্জ্জুন তখন ভগবানের সেই কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে জল দ্বারা আচমন করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করিবার পর দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বৃহৎ অগ্নিবৎ বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত পৃথিবী ও আকাশকে তেজময় করিয়া তুলিল। এরূপ তেজময় হইল যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালীন সঙ্কর্ষণ-মুখোদ্গীর্ণ অগ্নি সূর্য্যকে তেজময় করিয়া থাকে। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই প্রলয়ঙ্কর অগ্নিতেজ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এতদ্দ্বারা সমস্ত ত্রিলোক এবং প্রজাগণ ব্যথিত হইতেছে; অতএব তিনি সেই অগ্নিতেজ হইতে দহ্যমান্ প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য লোকহিতার্থ এবং ভগবান্ বাসুদেবের ইচ্ছানুযায়ী উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ সম্যক্‌রূপে পরিহার করিলেন।

উক্ত শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, আধুনিক আণবিক অস্ত্রসমূহ প্রস্তুত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যে অর্থ ও শক্তি-ক্ষয় করিতেছেন, তাহা না করিয়া তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ভারতের বীরগণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে জানিতেন এবং কেবল প্রয়োগ করিতে জানিতেন না, পরন্তু তাহা সমাহার করিতেও জানিতেন। অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্রহ্মবন্ধু দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রয়োগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিন্দনীয় হইয়াছিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ নিন্দনীয় হয় নাই। তিনি উন্নত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দ্রোণ-

পুত্রের অনুন্নত ব্রহ্মাস্ত্রের খণ্ডন করিয়াই শান্ত হন নাই, পরন্তু উভয় অস্ত্রের তেজ যখন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসের উপক্রম করিয়াছিল, তখন তিনি উভয় অস্ত্রের তেজ অপহরণ করিয়া দহ্যমান প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবদ্ আদেশ পালন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের পর যিনি তাহা সমাহার করিতে জানিতেন না, তিনি কখনই উহা প্রয়োগ করিতেন না। ভারতের মহাবীরগণ 'এঁচড়ে-পাকা' ছিলেন না। কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ না করিয়া তাহা ব্যবহার করিলে, বালকের হস্তে ধারাল শাণিত অস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান দ্বারা আণবিক বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা সেই বিস্ফোরণ-কার্য্য নিবারণ করিবার ক্ষমতা এখনও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ফলে ছয়ষট্টি (৬৬) আণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা পৃথিবীতে যে অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে, সে বিষয়ে আসুরিক সভ্যতার মালিকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

আণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে-সমস্ত ভয়াবহ কাণ্ড হইতে পারে, সে-বিষয়ে ডাক্তার কার্টষ্টার্ণ-নামক জৈব-বিজ্ঞানাচার্য্য ক্যালীফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বলিয়াছেন,—'Since almost every one in the world already has radio-active strontium in bone and teeth, and radio-active iodine in the thyroid gland, their activity might increase through illness and cause generative charges which might be transmitted to posterity'. অর্থাৎ রঞ্জনরশ্মি দ্বারা প্রভাবিত ষ্ট্রনসিয়াম রসায়ন এখনি সমস্ত পৃথিবীর লোকের হাড়ে এবং দাঁতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এবং রঞ্জন-রশ্মি-প্রভাবিত আইওডিন থাইরয়েড্ নালীতে বৃদ্ধি পাইয়া ভবিষ্যতে মনুষ্যজাতির বংশানুক্রমে জননেন্দ্রিয়ে ব্যাঘাত ঘটাইবে।

আমেরিকা জলের মধ্যে আণবিক বিস্ফোরণ করিয়া কোটী কোটী জলজাত মৎস্য এবং অন্যান্য জীব ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং স্থলে যখন প্রয়োগ হইবে, তখন কত কোটী কোটী মনুষ্যজাতি ধ্বংস হইবে, তাহাই ভাবিয়া সকলে আকুল হইয়াছেন এবং আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীন নেতাগণ উহাদের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া অহিংস নীতি (?) অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন যে, তাহারা কখনই ধ্বংসমূলক আণবিক শক্তি ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা আণবিক শক্তি ব্যবহার করিবেন না,—একথা না বলিয়া ভারতবাসী যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন বা মহাবীর অর্জ্জুনের

পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বলিতে পারিতেন যে, তাহারা অন্যান্য জাতির আণবিক অস্ত্র-প্রয়োগ ধ্বংস করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিবেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইতাম। অবশ্য ভারত তাঁহার নীতি রক্ষা করিয়া আণবিক শক্তির ক্রিয়া নষ্ট করিবার যোগ্যতা নিশ্চয়ই অর্জ্জন করিবেন—যদি তাঁহারা অর্জ্জুনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে পারেন।

ভারতবাসী এখন তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন বা বিজ্ঞজন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের কথা তাচ্ছিল্য করিয়া পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে "ভৌম ঈজ্যধীঃ" বা মাটিয়া-বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। এই মাটিয়া বুদ্ধিবিশিষ্ট ভারতবাসী বুঝেন না যে, তাঁহাদের মাটির পরিমাণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আজিকার ভারত এবং ৫০০০ পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতের পরিমাণ অনেক তফাৎ। ৫০০০ হাজার বৎসরের ভারত বলিতে গেলে প্রায় সমস্ত পৃথিবী; কিন্তু এখনকার ভারত বলিতে গেলে একটি ক্ষুদ্রতম স্থল খণ্ড মাত্র। মাটিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসী ভারতের কল্যাণ এবং কৃষ্টির প্রসার করিতে ইচ্ছা করিলে পাশ্চাত্য দেশের অনু-করণ না করিয়া, তাঁহাদের দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি-ভাবে ভারতের অনুসরণ করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদেরই পদঙ্কানুসরণ করিতে পারেন। তদ্দ্বারা ভারতবাসীর প্রভূত মঙ্গল লাভ হইবে। পাশ্চাত্য-দেশের জড়বিজ্ঞান-প্রগতি, আর ভারতবর্ষের তাহা অনুকরণ-প্রবৃত্তি—এই দুইটি জিনিসের সামঞ্জস্য হয় না। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশে যে জড়বিজ্ঞান সাফল্য-লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে লাভ করিয়াছে। ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরও কোটি কোটি টাকার রাসায়ণিক দ্রব্যসম্ভার, কল-কব্জা এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধসমূহ ভারতে আমদানী এখনও হইতেছে। আমাদের ঔষধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় বুঝা যায় যে, কোন ঔষধের দোকানে শতকরা নব্বইভাগ ঔষধই বিদেশীয় এবং তাহাদের দামও অত্যধিক। কিন্তু প্রগতির যুগে ভারত সেই সেই জড়বিজ্ঞানে দক্ষতা দেখাইতে পারে নাই বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছে। কেবল ঔষধের বিষয় কেন, জড়সভ্যতার যেদিকেই ফিরিয়া দেখি, মনে হয়, ভারতবাসী অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় আচার্য্য এবং শাস্ত্রী প্রত্যেক বৎসরে উৎপন্ন হইলেও তাঁহাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, বিদেশীয় আচার্য্যগণের সহিত পাল্লা দিতে পারেন। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে। আমাদের

ভারতীয় শিক্ষায় সকলকে শিক্ষিত করিতে পারিলে সমগ্র পৃথিবীই সর্ব্ববিষয়ে ভারতের অধীন হইবে।

আমরা শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট একটি কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি যখন বিলাতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পক্ষ হইতে লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে লেডী ওয়েলিংডন (লর্ড-ওয়েলিংডন ভারতের ভাইসরয় ছিলেন) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভারতের লোক তাঁহাদিগকে কি শিখাইবার জন্য আসিয়াছেন। এবং তিনি আরও গর্ব্বিত-ভাবে বলিয়াছিলেন,—"আপনাদের ভারতবাসী আমাদের দেশে (লণ্ডনে) আসে এবং আমরা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া নানারকম উপাধি দিয়া পাঠাইয়া দিলে, তাহারা ভারতবর্ষে দু' পয়সা রোজগার করিয়া খায়। সুতরাং ভারতবাসী আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারেন—যাহার জন্য আপনারা কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন?"

শ্রীল তীর্থ মহারাজ লেডী ওয়েলিংডনের কথার জবাব দিয়াছিলেন এই বলিয়া—"আমরা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি ভারতের মৌলিক কথা লইয়া। আমরা পূর্ব্ব-আচার্য্যগণের কথা বহন করিয়া আনিয়াছি এবং সেই কথা আপনারা শুনিলে নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন। যে কথা আমাদের ভারতবাসীগণ আপনাদের নিকট শিখিয়া যান বা যে বিদ্যার বলে সেখানে যাইয়া 'বিলাত-ফেরত বিদ্বান্' বলিয়া পরিচিত হন, আমরা সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য আসি নাই।"

পরে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের কথা শুনিয়া ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, যেমন—মারকুইস অব্ জেট্ল্যাণ্ড, লর্ড ওয়েলিংডন, সার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজবেণ্ড প্রভৃতি বহুলোক আকৃষ্ট হন এবং গৌড়ীয় মিশনের বিশিষ্ট সভ্যরূপে কার্য্য করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ (তখন পণ্ডিত এ, বি; গোস্বামী) বিলাতে প্রচারকালীন যখন "World Federation of Faith" সভাতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া সকলকে সেই মন্ত্র সমস্বরে উচ্চারণ করাইয়াছিলেন, তখন সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজবেণ্ড 'Splendid, Splendid' এই কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রায়ই হরিকথা-প্রসঙ্গে বলিতেন যে, সমস্ত বিবদমান শক্তিগুলি একমাত্র মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের কথায় শান্ত হইবে।

বিবদমান জগৎ মায়িক বৈশিষ্ট্য, আর সেবাময় জগৎ চিদ্-বৈশিষ্ট্য। বিবদমান জগতে যে মায়িক বৈশিষ্ট্য, তাহা কোনদিনই মায়িক চেষ্টাদ্বারা সমতা লাভ করিবে না। হিংসা, অহিংসা দুইটি জিনিসই পাশাপাশি চিরদিনই থাকিবে। যাঁহারা হিংসাকে বাদ দিয়া অহিংসা নীতিকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মায়িক চেষ্টাদ্বারা মোহিত। আবার যাহাদের অহিংসাকে বাদ দিয়া কেবল হিংসাময় জগৎ বজায় রাখিবার চেষ্টা, উহাও তাহাদের আর একপ্রকার মায়িক চেষ্টা। কিন্তু যাঁহারা হিংসা ও অহিংসা ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা সেবাময় চিদ্বিশিষ্ট জগতে অবস্থান করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবানের কথায় মহাবীর অর্জ্জুন যে ক্ষাত্র-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জগতের চক্ষে হিংসাময় হইলেও, মনোধর্ম্ম-কল্পিত অহিংসা বা ব্রাহ্মণ-নীতি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের কথা। ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহার বাণী এবং তিনি একই বস্তু। ভগবান্ যেমন নিত্য-সত্য, পূর্ণ এবং পবিত্র, তাঁহার বাণীও সেইপ্রকার নিত্য-সত্য, পূর্ণ এবং পবিত্র। অতএব তিনি যে হিংসার কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, তাহা অর্জ্জুনের নিজ মনঃকল্পিত অহিংসা-নীতি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। সুতরাং ভগবদ্ আজ্ঞা পালন করাই জগতের অচিৎ বৈশিষ্ট্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা অচিদ্বৈশিষ্ট্য; কিন্তু অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে নিরাকরণ করিবার জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ভগবানের আজ্ঞায় যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা সেবাময় চিদ্বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ভারতবাসীই ইচ্ছা করিলে অচিদ্বৈশিষ্ট্যের আণবিক বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা শ্রীভগবানের আজ্ঞায় উন্নতধরণের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের ন্যায় জগৎকে রক্ষা করিতে পারেন। সেই চিদ্বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মাস্ত্র কি, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। কলিহত সমস্ত জগতের জীব কি উন্নত ধরণের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অচিদ্বৈশিষ্ট্যের ব্রহ্মাস্ত্র বা 'এটম্ বম্' নিরাকরণ করিতে পারে, তাহা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীল গৌরসুন্দরের বাণীর মধ্যে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'কৃষ্ণপ্রেম'রূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ। যথা—

"অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥
অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি ॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৩৬-৪১)

শ্রীভগবানের কথায় যেমন মহাবীর অর্জ্জুন ব্রহ্মবন্ধু অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে সংহার করিয়া প্রজাগণকে সুখী করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সমস্ত জগতে শ্রীচৈতন্যধারায় হরিকীর্ত্তন করিয়া এই আণবিক ব্রহ্মাস্ত্র হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করুন্। আমরা দন্তে তৃণ লইয়া এবং সকলের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, শত শত কাকুতি-মিনতির দ্বারা সমস্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভৃত্যকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত কৃষ্ণপ্রেম-ফল লইয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করুন্। আমরা এইকথা কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বলিতেছি না। যাঁহারা গৌরসুন্দরের প্রেমফল বিতরণ না করিয়া শ্রীল রূপগোস্বামীর কাপড় পরাকে (?) অনুকরণ করিয়া নির্জ্জন ভজনে ব্যস্ত, তাঁহাদেরও যেমন দুর্দ্দশা, সেইপ্রকার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া বা পৃথক্‌ভাবে মঠ নির্ম্মাণের অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া যাঁহারা জাত-গোঁসাইয়ের সহিত পাল্লা দিতেছেন, তাঁহাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা। উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দজী 'ভিক্ষুক আইন' করিবার জন্য খুবই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। সুতরাং সাধু সাবধান, সাধু সাবধান !! শ্রীল গৌরসুন্দরের কথা জগতে বিতরণ না করিয়া কূপমণ্ডূকের মত যাহারা নিজ নিজ পেটোয়া লোক লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহাদের অশোভন জীবন শ্রীগৌরসুন্দর আর বেশীদিন সহ্য করিবেন না। এখন হইতে সাধু সাবধান ! পুনরায় কহি, সাধু সাবধান !! সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হউন্। কলিহত জীব অপরাধ করিবেই এবং করিয়াই থাকে। সেইজন্য গৌরসুন্দর তাহাদের সরলতার প্রতি

দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে নাকচ করিয়া দেন না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—"It is better late than never." একেবারে গৌরসুন্দরের কথা অমান্য করা অপেক্ষা একটু দেরীতেও মান্য করা ভাল। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ,—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শরণাগত বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই একত্র মিলিত হউন্। হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্যগণ অনেক সুবিধা করিয়া রাখিয়াছেন। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গৌর-সুন্দরের বাণী সমস্ত জগতে প্রচার করা হউক্। মিশনারী কার্য্য চালাইতে হইলে বহু লোকের এবং বহু অর্থের আবশ্যক। ইহা কোন বাহাদুর ব্যক্তির একার ক্ষমতা নহে। স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নিজকে 'একা' দুর্ব্বল (?) মনে করিয়া বলিয়াছেন,—

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥"

সুতরাং আমরা সমস্ত পীর সাহেবদের অনুরোধ করি যে, একাই 'পীর-বাবুর্চ্চি-ভিস্তিধর' হইয়া কোন কাজ হইবে না। জটিল সমস্যা আরও জটিলতর হইয়া যাইবে। —শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরা হইতে হিন্দী-ভাষায় "শ্রীভাগবত পত্রিকা" ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, ৫ই জুন ১৯৫৫, রবিবার দিবসে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান্ রাষ্ট্র-ভাষায় যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইলে বিশেষ লাভবান্ হইবেন। বার্ষিক ভিক্ষা —৪৲ টাকা মাত্র।

"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সম্পাদক, 'শ্রীভাগবত পত্রিকা', শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা) উঃ প্রঃ"—এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। এই পত্রিকা উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দী শিক্ষার্থীর পক্ষেও বিশেষ আদরণীয়। —সম্পাদক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগুরুদেবের চরণে

দীনার কাতর প্রার্থনা

জয় জয় জয় প্রভু করুণার সিন্ধু।
অধমে তারিতে তোমা সম নাই বন্ধু ॥১॥
তিলমাত্র ভক্তি নাই আমার অন্তরে।
কৃপা-বারি বরিষণ কর আমা' পরে ॥২॥
অধম, পাপিষ্ঠা আমি অতীব দুর্জ্জন।
একাগ্রতা নাহি মোর অস্থির জীবন ॥৩॥
ভক্তিহীনে কণামাত্র ভক্তি কর দান।
যাহা হ'তে এ পামর পাবে পরিত্রাণ ॥৪॥
সদয় হইয়া মোরে করহ উদ্ধার।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর ॥৫॥
ক্ষম অপরাধ সব করি এ মিনতি।
তব পদে রহু মোর সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ॥৬॥
কি আর কহিব তব গুণের কাহিনী।
অফুরন্ত গুণপূর্ণ যেন গুণখনি ॥৭॥
অশেষ অপার তুমি গুণের আধার।
তাহা হ'তে বিন্দু মাত্র চাহি বর্ণিবার ॥৮॥
সরলতা হয় তব গুণের প্রধান।
স্নেহ দিয়া জয় কর সকলের প্রাণ ॥৯॥
সিদ্ধান্ত-বিরোধ কৈলে ক্ষমা পাওয়া দায়।
ন্যায় দণ্ড ধ'রে আছ শাসিতে সবায় ॥১০॥
তব কৃপা-কণা লাভ করে যেই ব্যক্তি।
সংসারের প্রতি তার না থাকে আসক্তি ॥১১॥
সংসার ছাড়িয়া সেই আসে তব কাছে।
তোমা সম হৃদ্-জয়ী আর কেবা আছে ॥১২॥

সত্য ধর্ম্ম প্রচারিছ সুকঠোর ভাবে।
তব মত না মানিলে সব ধ্বংসে যাবে ॥১৩॥
তোষামোদে বশ তুমি হও নাকো প্রভু।
রাজৈশ্বর্য্যে প্রলোভিত না হ'য়েছ কভু ॥১৪॥
দীনেরে ধনীর কাছে না করিয়া ম্লান।
উভয়ে দিয়েছ সদা সমান সম্মান ॥১৫॥
কেবল ভক্তির রাজ্য যে ক'রেছে জয়।
তা'র প্রতি সদা তুমি থাক গো সদয় ॥১৬॥
আমি তো অধম পড়ে' এ ভব-সংসারে।
কবে উদ্ধারিবে প্রভু এ হেন পামরে ॥১৭॥
ধন্য আজি বসুন্ধরা, ধন্য তব গুণে।
ধন্য মোদের মানব-জনম তোমার বাণী শুনে' ॥১৮॥
আর কি বলিব ভাষা নাহিক অন্তরে।
এই বলি' তব পদে নমি বারে বারে ॥১৯॥

দীনা সেবিকা—আভারাণী

যুগধর্ম্ম

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-কৃত প্রীতি-সন্দর্ভ-পাঠে আমরা জানিতে পারি,—সুখই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। এজন্য সকলেই সুখ চায়। কিন্তু আমরা সুখ-লাভের উপায় জানি না বলিয়া প্রকৃত সুখ পাই না। এই প্রকৃত সুখ কি করিয়া লাভ হইবে? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন,—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই সুখ। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে সুখ থাকিতে পারে না। এখন প্রশ্ন,—ধর্ম্মের মূল বা উৎপত্তি-স্থান কোথায়? এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে জগদ্গুরু শ্রীনারদ গোস্বামী বলিতেছেন—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ (ভাঃ ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্ম্মের মূল বা উৎপত্তি-স্থান। সেই শ্রীহরির সেবার দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন হয় অর্থাৎ জীব সুখী হইয়া থাকে।

ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন —ধর্ম্মস্য মূলং কারণং প্রমাণঞ্চ হি নিশ্চিতং ভগবানেব যতঃ সর্ব্ববেদেতি। তদ্ভক্ত্যা বিনা ধর্ম্মা নৈব সিদ্ধ্যন্তীতি ভাবঃ। ভক্তিরহিতো ধর্ম্মস্ত্বগ্রাহ্য এব। তেন "শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূল-মিদং স্মৃতম্॥" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ, "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং। আচারশ্চাপি সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" ইতি মনূক্তেরপি সকাশাৎ ধর্ম্মমূলং হি ভগবানিতি নারদোক্তিরেব শ্রেয়সী। যদুক্তং নারসিংহে,— "সনকাদয়ো নিবৃত্ত্যাখ্যে তে চ ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ। প্রবৃত্ত্যাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্ত্যৈকং নারদং মুনিম্॥" ইতি নারদস্যৈব তেভ্য উভয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সর্ব্বধর্ম্ম-সারবিজ্ঞত্বঞ্চ ধ্বনিতম্।

শ্রীহরিই ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান বা জন্মদাতা বলিয়া যেখানে হরি, সেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই সুখ। এ' তিনটি এক সঙ্গেই থাকিবে। একটীকে বাদ দিয়া আর একটি থাকিতে পারে না। সুতরাং যেখানে ভগবান্ বা ভগবৎ-সম্পর্ক বা ভগবৎসন্তোষ-বিধান নাই, সেখানে প্রকৃত ধর্ম্মও নাই, মঙ্গল বা সুখও নাই। তাই পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন —

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ (ভাঃ ২।৪।১৭)

তপস্বী, দানী, যশস্বী, যোগী, বেদজ্ঞ এবং সদাচার-পরায়ণ কেহই সুভদ্রশ্রবা শ্রীহরির পাদপদ্মে স্ব-স্ব কর্ম্ম সমর্পণ না করিয়া অর্থাৎ তৎসম্পর্ক-রহিত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না—সুখী হইতে পারেন না।

জগদ্গুরু শ্রীনারদের উক্তিতেও আমরা পাই—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (ভাঃ ১।৫।১২)

কর্ম্ম-বাসনাশূন্য নির্ম্মল জ্ঞানও যদি অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ হরিভক্তি-রহিত হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গল দান করিতে সমর্থ হয় না। হরিভক্তি-রহিত জ্ঞানেরই যখন এই অবস্থা, তখন নিষ্কাম কর্ম্ম বা সকাম কর্ম্ম যে ভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পিত না হইলে মঙ্গল দান করিতেই পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব যাঁহাকে বাদ দিলে ধর্ম্ম, মঙ্গল বা সুখ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, সেই নিত্যানন্দময় শ্রীহরির আরাধনাই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে কি? শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র ভগবদারাধনাই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্ঠা দিশতি ভবদারাধন-বিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭ ধৃত মুনিবাক্য)

মাতৃস্বরূপা শ্রুতি শ্রীভগবানের আরাধনাই উপদেশ করিতেছেন। স্মৃতি ভগিনীস্বরূপা হইয়া তাহাই উপদেশ করেন; ভ্রাতৃস্বরূপ পুরাণাদি শাস্ত্রও শ্রুতি-মাতার অনুগত হইয়া সেই কথাই বলিতেছেন। অতএব মুরহর শ্রীহরিই সকলের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়-স্থল।

সকলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরির সেবা ব্যতীত যে কেহই অন্য উপায়ে নিত্যসুখ বা চিরশান্তি লাভ করিতে বা মৃত্যু জয় করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥
(ভাঃ ১০।৮৭।২৭ ভাবার্থ-দীপিকা)

বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যাই করুন, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া দেহত্যাগই করুন, বহু তীর্থ ভ্রমণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, তথাপি হরি-সেবা ব্যতীত কেহই সংসার-দুঃখ বা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

অনিত্যধর্ম্মে অর্থাৎ পুণ্যে ক্ষণিক সুখ, আর নিত্যধর্ম্মে—পরমধর্ম্মে নিত্যসুখ বা পরম-সুখ লাভ হয়। আমরা সকলে নিত্যসুখ অর্থাৎ অফুরন্ত সুখের ভিখারী। অতএব নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মই আমাদের আচরণীয়। নিত্যানন্দময় পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনাই যে পরমধর্ম্ম, এ সম্বন্ধে মহাভারতে যুধিষ্ঠির-ভীষ্মসংবাদে আমরা জানিতে পারি—পিতামহ ভীষ্মের নিকট হইতে সমস্ত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ? (স্বর্গারোহণ পর্ব্ব)

অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে পরমধর্ম্ম কি? তদুত্তরে শ্রীভীষ্মদেব বলিতেছেন—

এষ মে সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽধিকতমো মতঃ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চন্নরঃ সদা॥

তমেব চার্চ্চয়ন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্।
ধ্যায়ন্স্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥ (স্বর্গারোহণ পর্ব্ব)

অর্থাৎ কায়-মনোবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির পূজা-ধ্যান ও গুণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্তিই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।২।৬)

নিষ্কামা ভগবদ্ভক্তিই মানবের পরম ধর্ম্ম। এই ভগবদ্ভক্তিরূপ পরম-ধর্ম্মের দ্বারাই জীব নিত্যসুখ লাভ করিতে পারে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ। (ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ, তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম।

জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পরম-করুণাময় শ্রীভগবান্ স্বভক্তিরূপ পরম-ধর্ম্ম প্রত্যেক যুগে একটী করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

সত্যযুগের ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম শ্রীহরির পূজা ও কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন। অতএব অন্যান্য যুগে তত্তদ্‌যুগধর্ম্ম পালনের দ্বারা যে নিত্যসুখরূপ পরম ফল লাভ হইত, কলিযুগে যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইবে।

কলিযুগের ধর্ম্ম—হরিনাম-সংকীর্ত্তন। সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা যুগবাসী প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম। বর্ণী, আশ্রমী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, খ্রীষ্টান্, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অভক্ত, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব সকলেরই ধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ (ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে মহারাজ-চক্রবর্ত্তিবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে? তত্রাহ—নামানুকীর্ত্তনম্। সর্ব্বেষু ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণানি ত্রীণি মুখ্যানি। তেষু ত্রিষ্বপি মধ্যে কীর্ত্তনম্। কীর্ত্তনেঽপি নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সম্বন্ধিনি তস্মিন্ নাম-কীর্ত্তনম্, তত্রাপি অনুকীর্ত্তনং স্বভক্ত্যনুরূপ নাম-কীর্ত্তনং নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনং বা শ্রেষ্ঠং। নির্ণীতং পূর্ব্বাচার্য্যৈরপি, ন কেবলং ময়ৈবাধুনা নির্ণীয়তে। তেনাত্র প্রমাণং ন প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশম্?—অকুতোভয়ম্; কাল-দেশ-পাত্রোপকরণাদি-শুদ্ধ্যশুদ্ধিগত-ভয়াভাবস্য কা বার্ত্তা, ভগবৎসেবাদিকমসহমানা ম্লেচ্ছা অপি যত্র নৈব বিপ্রতিপদ্যন্তে। কিঞ্চ, সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমধিকং শ্রেয় ইত্যাহ—নির্ব্বিদ্যমানানা-মেকান্তভক্তানাং ইচ্ছতাং স্বর্গ-মোক্ষাদি-কামিনাং যোগিনামাত্মা-রামাণাঞ্চ এতদেব নির্ণীতম্।

সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় কোন্‌টী মুখ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নামানুকীর্ত্তন মুখ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'শ্রবণ', 'কীর্ত্তন', ও 'স্মরণ'—এ তিনটী প্রধান। এ তিনটীর মধ্যে 'কীর্ত্তন' প্রধান। **নাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বন্ধীয় কীর্ত্তনের মধ্যে নাম-কীর্ত্তন প্রধান। তাহার মধ্যে পুনঃ 'অনু'-কীর্ত্তন অর্থাৎ স্বভক্ত্যনুরূপকীর্ত্তন বা নিরন্তর (অনুক্ষণ) কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।** শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—হে পরীক্ষিৎ! এই ভগবন্নামানুকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আমিই নির্ণয় করিতেছি না; পূর্ব্বাচার্য্যগণই ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। এ নামানুকীর্ত্তনের পথ অকুতোভয়। ইহাতে ভয় বা হতাশার কিছু নাই। এই পথে কাল, দেশ, পাত্র ও উপকরণাদির শুদ্ধ্যশুদ্ধি জন্য ভয় ত নাইই, এমন কি ভগবৎসেবাদি অসহনশীল ম্লেচ্ছগণও এ-পথ আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিলাভ করে। কর্ম্মী (ধর্ম্মার্থ কাম-কামী বা স্বর্গকামী, ভোগী), জ্ঞানী (মুক্তিকামী বা ত্যাগী), যোগী (অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী) বা শুদ্ধভক্ত সকলেরই অনুক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তনই করণীয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

গলিল না হিয়া পুত্রের শোকে

শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভু সনে উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি,
মহাপ্রেমে ভরা সবার হৃদয় অন্য কিছু নাহি শুনি।
নামেতে বিভোর শ্রীবাস ঠাকুর, ঘরেতে গৃহিণী কাঁদে,
—বৈদ্যে বলেছে পুত্রের তাঁর আশা নাই কোন মতে।
তবু খোঁজ নাই বিষম অসুখে ছেলেটি কেমন আছে,
ধন্য পিতার কঠিন সে প্রাণ—নাই মায়া হিয়া মাঝে।
একদিন শেষে শুনিলেন তিনি পুত্র গিয়েছে মারা,
তবু তাঁর প্রাণ এত নির্ম্মম ভুলেও দিলো না সাড়া।
মুখে নাম নিয়ে চান শব পানে, ভাঙ্গিল না তবু ঘোর,
গলিল না হিয়া পুত্রের শোকে, ঝরিল না আঁখি-লোর।
মিছা সংসার, কেউ কারো নয়—দু'দিনের দেখা শোনা,
কর্ম্মের ফলে জীবকুল সদা করে হেথা আনাগোনা।
মহাপ্রভু তবে তথায় আসিয়া কহেন শবটি ডাকি,'—
"দু'দিন থাকিতে কোথা যাবে বাছা, আর কি নাহিক বাকি?
বাবা-মা'র বুকে দুঃখ হানিয়া কোথায় চলিয়া যাও,
কেন এ অকালে চলিলে বৎস, জীবন ফিরিয়া লও।"
হেন বাণী শুনি' মৃতদেহে তার সঞ্চার হইল প্রাণ,
কহিল,—"চলেছি তব আজ্ঞায়, মরিয়া পেয়েছি ত্রাণ!
কেউ নয় মোর পিতা-মাতা এই, মোর পিতা-মাতা তুমি,
তব প্রশ্নের কারণ না জানি ওগো বিভু গুণখনি।"
মহাপ্রভু কহে,—"চলে যাও তুমি শ্রীধামে নিত্য লোকে,"
নেহারি ঘটনা বিস্মিত সবে, হিয়া ভরে মহা পুলকে।
সেই মহাপ্রভু উদার-মূর্ত্তি প্রেমসিন্ধু গোরা-পদে,
নমি' বারবার কহি, ওগো প্রভু, দাস্য দাও মম চিতে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল (পাণ্ডুয়া)

পণ্ডিত কে ?

'লেখা-পড়া করে যেই ।
গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই ॥'

গাড়ী-ঘোড়ায় উঠিবার জন্য যে-ব্যক্তি বিদ্যা অভ্যাস করে, সেইরূপ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা যায় না ।

'লেখা-পড়া করে যেই ।
গাড়ী ঘোড়া ছাড়ে সেই ॥'

পুনঃ গাড়ী-ঘোড়া ত্যাগ করিবার জন্য যে ব্যক্তি বিদ্যা অভ্যাস করে, সেইরূপ ত্যাগীকেও পণ্ডিত বলা যায় না। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতগণের লক্ষ্য-ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ । এই কারণে ইঁহারা 'বুভুক্ষু' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণের লক্ষ্য—ঐহিক, পারত্রিক ভোগ ত্যাগ । ইঁহারা 'মুমুক্ষু' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। সাধারণ ভাষায় এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্ম্মী এবং জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত । যোগীকেও উক্ত শ্রেণী হইতে পৃথক্ ধরিতে হইবে না। ইহাদের বিচার-ধারার মধ্যে পাণ্ডিত্যের অতি অস্ফুট বিকাশ মাত্র দেখা যায়। উহাদের বিচার গুণময় জগতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকায় উহাকে চরম আলোচনা বলিয়া ধরা যায় না ।

"বিদ্যা ভাগবতাবধি"। শ্রীমদ্ভাগতই বিদ্যার অবধি—তাহাতে নির্গুণ কৃষ্ণ-ভক্তির আলোচনাই লক্ষিত হয়। তজ্জন্য ভক্তিতেই বিদ্যা অবধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৪।১৪)

অর্থাৎ, কর্ম্মীর বিচারে জড় ব্রহ্মাণ্ডগত উচ্চতর মানবগণের আলোচনা ও জ্ঞানীর বিচারে জড় বিপরীত মানবের আলোচনা প্রচুর পরিমাণে করা হইলেও, জড়াতীত নির্গুণ কৃষ্ণ-লোকের কথার আলোচনা একমাত্র ভক্তিরই বিষয়। 'ত্রৈগুণ্যো বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন'—বলিয়া কৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে নির্গুণ কৃষ্ণ-ভক্তির আলোচনাই করিতে বলিয়াছেন।

ভক্ত কর্ম্মীর ন্যায় ভোগীও নন, এবং জ্ঞানীর ন্যায় ত্যাগীও নন—

"আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।
তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

ভক্ত বিষয়ে ভগবানকে এবং ভগবানে বিষয় দেখেন এবং বিষয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। ভক্তের কনক ভোগের উপকরণ নহে—কৃষ্ণ-সেবারই উপকরণ। শ্রীপ্রহ্লাদ, জনকরাজ, অম্বরীষ প্রভৃতির রাজ-সিংহাসন ও অর্জ্জুন-ভীষ্মের শরাসন কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ। কিন্তু ব্রহ্মার নন্দন মহাতপা দুর্ব্বাসার তপোরাশি ও বৃন্দাবনের যাজ্ঞিক বিপ্রগণের পুণ্যরাশি কৃষ্ণের উপেক্ষার বস্তু।

"তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৫)

সুতরাং কৃষ্ণভক্তই একমাত্র বিদ্বান্ ও একমাত্র পণ্ডিত। অন্য কাহাকেও প্রকৃত পণ্ডিত বলা যায় না।

অনর্থোপগমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥ (ভাঃ ১।৭।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে শ্রীব্যাসদেবকে বিদ্বান্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব অনভিজ্ঞ লোকের পরম মঙ্গল সাধনের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত নামে পারমহংসী সংহিতাখানি রচনা করিয়াছেন। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার্য্য বিষয়।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ (ভাঃ ২।৮।৪)

পুরুষকার পন্থা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে ভগবৎ-কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রোতার চিত্তপ্রাঙ্গণে শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হন; তখনই তিনি পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন।

এই পণ্ডিতের লক্ষণ প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'—পণ্ডিতগণ সমদর্শী। ভক্তের 'সমদর্শিতা'-গুণকে কিছু প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ গীতার শেষ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীঃ ১৮।৫৪)

অর্থাৎ, জীব স্বরূপ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে শোক বা আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হন না, এবং তিনি ক্রমে ক্রমে নির্গুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন। 'ব্রহ্মভূতঃ' অথবা 'সমদর্শিনঃ' পদগুলির অর্থ—মানুষ-গরু, তরু-লতা প্রভৃতি রূপে অবস্থিত অনন্ত-কোটি জীবগণের পৃথক্ অবস্থানের বিলোপ সাধন করিয়া সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্যাদি লোপ করিয়া এক নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম-প্রতীতি লাভ করা

নহে। 'সোঽহং' বাক্যের অপ্রকৃত-ভাব কেবলাদ্বৈতবাদিগণের একটি এক-দেশিক কাল্পনিক পরিকল্পনা মাত্র। জীব ব্রহ্মের শক্তির পরিণতি ; সুতরাং ব্রহ্ম নিঃশক্তিক নহেন। ব্রহ্ম জ্ঞাতা এবং জীবকে জ্ঞেয় স্বরূপ জানিতে হইবে। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ' বিচারে জীব ও ব্রহ্ম একই এবং জীব অণুচৈতন্য-স্বরূপ। চিৎ-বৈচিত্র্য হিসাবে জীবে ব্রহ্মের অবস্থান অবশ্য স্বীকার্য্য। 'জীব-চিৎ' 'ব্রহ্ম-চিৎ'এর অনুগত। এই ব্রহ্মানুগত্যই শুদ্ধ জীবের স্বরূপগত বৃত্তি। শরীরাদিতে ব্রহ্ম বা আমি বুদ্ধিই বদ্ধজীবের অজ্ঞানতা। ব্রহ্মের আনুগত্যে অবস্থিতি করাকেই 'ব্রহ্মভূতঃ' অবস্থা বলে। জীব-চৈতন্যে একটি নিত্যসিদ্ধ সেবা বর্ত্তমান আছে। স্বরূপ-অবস্থায় এই সেবার বিকাশ এবং বিরূপ অবস্থায় এই সেবার অপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ (গীঃ ৩।২৭)

জড়া প্রকৃতি বা মায়াদ্বারা আবদ্ধ জীবের একটি পৃথক্ অহঙ্কারের উদয় হয়। তখন জীব প্রয়োজক কর্ত্তারূপে শ্রীভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, এবং আমিই সমস্ত করিতেছি বা করিয়া থাকি বলিয়া অভিমান করে। কর্ম্মফল-ভোগী জীবের এই অবস্থায় সেবা নাই—প্রভুত্ব বা ভোগই আছে। আনুগত্য ধর্ম্মের পুনঃ আলোচনার দ্বারাই লুপ্ত-স্বরূপের পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও মতে এই স্বভাব পাইবার সম্ভাবনা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মুক্তি বলিতে স্বরূপে অবস্থিতি। সুতরাং শাস্ত্র বলেন—'মুক্তির্হিত্বাঽন্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'। জীবের ইহা অপেক্ষা অন্যথা এক মিথ্যা অহঙ্কার উদিত হইলে তাহাকেই বদ্ধদশা বলা হয়। মুক্তি সম্বন্ধে আসামের তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থেও পাওয়া যায়—

'কৃষ্ণকে সে মাত্র, ভজে যিটো জনে,
অব্যভিচারী ভকতি।
তিনি গুণ অতি- ক্রমি ব্রহ্মরূপ,
পায়ে সিটো মহামতি ॥' (নামঘোষা)

এই 'ব্রহ্মরূপ' পদটি গীতার 'ব্রহ্মভূতঃ' পদের অনুরূপ। ইহার অর্থ—'সেবক ব্রহ্মরূপ'। জীব সেবক-ব্রহ্মরূপে প্রভু-ব্রহ্মের অনুগত হন।

'ভক্তির প্রভাবে জানি নীজ স্বরূপক।
তাতে স্থিত হুয়া সেবা করয় কৃষ্ণক ॥' (ভক্তিরত্নাবলী)

মুক্ত অবস্থায় দ্বৈত-দর্শন তিরোহিত হইলে এই সেবার কথা উঠিতেই পারে না। সেইজন্য ভাগবতী মুক্তি ভগবৎপার্ষদত্ব লক্ষণ-বিশিষ্ট। যথা—

'মোহোর চরণ, ভজে যিটো জন,
মোহোর স্বরূপ পাই।
হৈয়া পারিষদ, থাকৈ বৈকুণ্ঠত,
তার জন্ম মৃত্যু নাই॥' (শ্রীকৃষ্ণগীতা)

'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি'। জীবগণ পশু-পক্ষী, দেব-দানব, বৃক্ষ-লতাদি যে কোনও রূপেই এই জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহাদের সকলেই স্বরূপে গোলোকে অবস্থিত আছেন। শ্যামলী, ধবলী গাভী, ময়ূরাদি পক্ষী, তমালাদি বৃক্ষ-লতা, গোবর্দ্ধন গিরি, কালিন্দী যমুনানদী প্রভৃতি গোলোকগত বৃন্দাবনে গোলোকবিহারী হরির লীলার উপকরণরূপে বিরাজ করিতেছেন। চিৎ-বৈচিত্র্য জড়-বৈচিত্র্যের অনুরূপ হইলেও, জড়-দর্শনের হেয়তা তাহাতে নাই। স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ-বৈচিত্র্যের সহিত নিত্য বর্ত্তমান পরতত্ত্বের দর্শনই সমদর্শিতা। মহাভাগবতের এই অদ্বয়-জ্ঞানাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৪)
বন দেখি' মনে হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী। (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৫৫-৫৬)

মহাভাগবত যাহাকে দেখেন, তাহাতেই ইষ্টদেব অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমস্ত বস্তুতেই কৃষ্ণদর্শন এবং কৃষ্ণে সমস্ত বস্তু দর্শন হইয়া থাকে। কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহের কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কার্ষ্ণভাবে দর্শনই প্রকৃত কৃষ্ণ-দর্শন। নদীকে কৃষ্ণরূপে দেখা সম-দর্শন নয়, কৃষ্ণসেবার উপকরণ কালিন্দীরূপে দেখাই সম-দর্শন। অদ্বয়জ্ঞানে অদ্বৈতবাদীদের ন্যায় দ্বৈত দর্শন সমূলে তিরোহিত না হইয়া তাহা অতি আশ্চর্য্য-রূপেই অবস্থান করিয়া থাকে। কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ বা বিষ্ণু, বৈষ্ণবের দর্শনই প্রকৃত অদ্বয়জ্ঞান। 'অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'—ইহাই বৈষ্ণব দর্শন, ইহাই শ্রীশ্রীচৈতন্যের দর্শন, ইহাই সম-দর্শন, ইহাই প্রকৃত পাণ্ডিত্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের পত্র *

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

27, Mansatala Ist. Bye Lane,
Dassnagar (Howrah)
11. 4. 55.

বৈষ্ণবে হি গুণাঃ সর্ব্বে দোষো নাস্ত্যত্র কোঽপি বৈ।
সদ্গুণঃ কোঽপি নান্যত্র তং বিনাঽতঃ কমাশ্রয়ে॥

পূজনীয় মহারাজ,

আপনার কৃপাপত্রী বহুদিন পরে শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম। সাউরী ওয়ালাদের বিষম বিপর্য্যয়-বার্ত্তা পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম।

পঞ্চম বর্ষের শ্রীপত্রিকা পাইবার পর আপনার 'মায়াবাদের জন্ম' কথা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহ পাইলাম। বক্তৃতামুখেও আপনি ঐসব কথা প্রচার করিতেছেন, অতি উত্তম হইতেছে। মায়াবাদ খণ্ডনের আপনি যে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সারস্বতগণের মধ্যে বিশেষ আদরণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনাকে যদি এইসব সাওরী-টাওরী ব্যাপারে মনোযোগ দিতে না হয়, তাহা হইলে আপনার কাছে আরও অধিক প্রচার-সৌষ্ঠব আশা করিতে পারি।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ শ্রীবাস পণ্ডিতের খড়দহে বিগ্রহ স্থাপনের উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য কি, তাহা যদি জানা থাকে ও এই বিগ্রহের বর্ণনা সম্বন্ধে কোন্ কোন্

---

* এই পত্রখানি "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ" আচার্য্যদেবের নামে চুঁচুড়ার ঠিকানায় প্রেরিত হয়। উহা মথুরায় তাঁহার নিকট পাঠাইলে, তিনি উহা ফেরত পাঠাইতে বিলম্ব করায় পত্রখানি ছাপিতে অনেক দেরী হইল। এই পত্রখানিতে বিদ্যারত্ন প্রভুর পাণ্ডিত্য ও দৈন্যমুখে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ বৈষ্ণবগণেরই জ্ঞাতব্য-হেতু প্রকাশিত হইল। —সম্পাদক

গ্রন্থে কোন্ কোন্ স্থলে উল্লেখ আছে, তাহা জানাইলে কৃতার্থ হইব। এই শ্রীবিগ্রহই কি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পূজিত হইতেছেন ?

ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া প্রচার-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করুন। আমি একপ্রকার আছি। ইতি—

সদা নতোঽস্মি কাঙ্গালো দণ্ডবদ্ বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিষু।
বৈষ্ণবদাস-দাস্যেপ্সুর্দাসো হরিপদো হ্যহম্॥

পুনশ্চ :—অনুগ্রহপূর্ব্বক 'প্রেম-প্রদীপ', 'প্রবন্ধাবলী', 'Sri Chaitanya Mahaprabhu' ও 'সহজিয়া-দলন' গ্রন্থ-চতুষ্টয় আমার নামে পাঠাইতে আদেশ করিলে বিশেষ কৃতার্থ হইব।

রথযাত্রা-মহোৎসবের আয়োজন

৫ই আষাঢ় হইতে ১৪ই আষাঢ় পর্য্যন্ত

চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

বিরাট্ রথযাত্রা মহোৎসব।

সকলে যোগদান করুন।

যদু-বংশে একলব্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর)

আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠায় জানাইয়াছি,—"আমরা এই প্রবন্ধ আংশিক প্রকাশ না করিয়া সম্পূর্ণই প্রকাশ করিব এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিব, কাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।" সুতরাং আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় "ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি"

প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতেছি। প্রবন্ধটী অতি বৃহৎ, স্থানাভাববশতঃ ইহার প্রথম অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। অবশিষ্টাংশ আগামী ৫ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া সমাপ্ত করিব। এই প্রবন্ধে বহু শিক্ষার বিষয় আছে। পাঠক-পাঠিকাগণ প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিবেন।—

ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি?

'হরিভজন' ছাড়িয়া দিলেই 'ঠকা'-'জিতা'র 'খতিয়ান' খুলিয়া বসিতে হয়—আমারও তাহাই হইয়াছে। যিনি সত্য সত্য অকপটে হরিভজন করেন, তাঁহার কিন্তু 'খতিয়ান' অন্য রকমের—তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে বিচার করেন, তাঁহার প্রত্যেক সেবাকার্য্যে **হরি-গুরু-বৈষ্ণবের** কতটা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতেছে; তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না হইলে যেন তাঁহার প্রাণ-পতঙ্গ ধারণই বৃথা; তাঁহার এইরূপ অবিচ্ছিন্ন অকপট চিত্তবৃত্তি—লোক-দেখান বা 'ঢেঁটরা' পিটাইয়া সাধারণে উহার বিজ্ঞাপন-প্রচারের চিত্তবৃত্তি নহে।

আমি যে 'খতিয়ান' প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে আমি কৃষ্ণের (?) নিকট হইতে কতটা 'আমদানী' করিতে পারিতেছি, আমার ইন্দ্রিয়-সত্তার কতটা 'জমা'র (?) ঘর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারই হিসাব নিকাশ করিয়া থাকি। গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া—গুরুর প্রিয়-সেবকাভিমানের পতাকা উঠাইয়া—হরিভজনকারীর মুখোস পরিয়া—গুরুর অনুক্ষণ সঙ্গকারী ও বিশ্রম্ভসেবকের লোক-চোখ্-ঝলসান রঙ্ গায়ে মাখিয়া আমি আমার 'খতিয়ানে'র পাতায় হিসাব-নিকাশ লিখিতে থাকি—"আমি যে হরিভজন করিতে আসিলাম, তাহাতে আমার কতগুলি নূতন নূতন দেশ দেখা হইল—কতগুলি চিড়িয়াখানা আমি দেখিতে পারিলাম—কতগুলি সহর দেখিলাম, রাজধানী দেখিলাম, প্রাসাদ দেখিলাম, নূতন নূতন রাস্তা-ঘাট, পাহাড়-পর্ব্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম,—কতগুলি কল-কারখানা দেখিলাম—কতগুলি নূতন নূতন দ্রব্য রসনায় আস্বাদন করিতে পারিলাম—কতটা সম্মান পাইলাম—মুখস্থ 'বুলি' বলিয়া কতটা 'বাহাবা' কুড়াইলাম, কতগুলি রাজা-মহারাজা-বড়লোকের প্রাসাদে ও অট্টালিকায় বাস করিতে পারিলাম—কতটা তাঁহাদের অন্দরমহলের অসূর্য্যম্পশ্যাগণের দর্শন ও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্যলাভ করিলাম—রাজা-মহারাজার মত শয়নগৃহ, ভোজন-গৃহ, বহির্দ্দেশ-গমনের স্থান—যাহা আমি আমার বিদ্যা, ধন, শক্তি, পূর্ব্বপুরুষ-গণের আভিজাত্য প্রভৃতি কোন বস্তুর বিনিময়ের দ্বারাই আমার সমগ্র জীবনে

স্পর্শ দূরে থাকুক্, চোখে দেখিবারও সুযোগ পাইতাম না, সেই সকল দেবভোগ্য দ্রব্যের কতটা স্পর্শানুভূতি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিতে পারিলাম ?”

বিদ্যা-বুদ্ধির অপটুতার কারণেই হউক্ বা অন্য অসামর্থ্য-জন্যই হউক, যদি আমার গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর-গমনের সুযোগ না হয়, বা ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ঘৃতাহুতি কোন প্রকারে কম হয়, তবে আমার ঠকা-জিতার হিসাবনিকাশ তখন হইতে থাকে। আমি তখন ভাবি—আমি কম চতুর হইয়া কি ‘আক্কেল-সেলামি’ই না পাইলাম—একটুকু চতুর হইতে পারিলে সেবা-ছলনার ‘বহুরূপী’ সাজিয়া কত দেশ-দেশান্তর দেখিতে পারিতাম, কতভাবে আখেরের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতাম! সুতরাং এখন হইতে কোন আদর্শ চতুরের অনুকরণে চতুরতা আয়ত্ত করিতে হইবে। কারণ ‘চতুর’ হওয়াটাই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—“যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।” যদি চতুর হইতে না পারিলাম—আখেরের বন্দোবস্তের সহিত নিজের বুঝ্‌টি সোয়াষোল আনা বুঝিয়া লইতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার হরিভজন হইল কৈ ? ‘কাকের মত অতি চতুর হইতেছি,—এইটীই যা ভয়!’

আমি গুরুর সঙ্গী, গুরুর সেবক কতক্ষণ ?—যতক্ষণ ‘ঠকা-জিতা’র ‘নিক্তি’ ঠিক আছে। আখেরের বন্দোবস্ত নেপথ্যের নিভৃত ও নিঃশব্দ অবগুণ্ঠনে ষোলকলায় পূর্ণ রাখিয়া—আমার ‘ফাজিল’ (উদ্বৃত্ত) সময়টুকুর উপর শুভঙ্করী কষিয়া যখন দেখিতে পাই,—বিনা ব্যয়ে, বিনা খাই-খরচে, অনেক সময় বিনা গাড়ী-ভাড়ায়, বিনা বাড়ী-ভাড়ায় ন্যূনাধিক আমার ইন্দ্রিয়ের জমার দিকে আনা যায় তখন এরূপ সুযোগে সেবকের প্রতিষ্ঠাটুকু ছাড়ে কে ?

এই ‘ঠকা-জিতা’র শুভঙ্করীতে কতকগুলি লোক খুব ‘তুখড়’—গণিতাচার্য্য শুভঙ্কর বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকেও হার মানাইয়া দিতে পারিতেন; আবার কতকগুলি লোক আমারই মত গো-গর্দ্দভ। অঙ্ক কষিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাই বলিয়াই মনে করি, আফিসের সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা-পরিশ্রমের পরে সন্ধ্যার সময় অঞ্চলধৃক্ হইয়া বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের বায়ু-সেবন ও বিশ্রামানুকূল নানাপ্রকার দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহ বা খোস গল্প করিবার জন্য আমার হরিভজনের পোষাকী পতাকা ‘মালার-ঝোলা’টী নাচাইতে নাচাইতে হরিকথা শুনিবার বাহ্য আবরণের মধ্যে—‘অপ্রাকৃত’ ও ‘অধোক্ষজ’-শব্দের আনুকরণিক মৌখিকতার রক্ষা-কবচের মধ্যে যদি আরামাবাসের সকল সুযোগটী আমার ইন্দ্রিয়ের জমার ঘরে পরিপূরণ করিতে পারিলাম, তবেই ত’ আমার ‘জিৎ’ হইল!

যাহারা 'ঠকা-জিতা'র অঙ্কে কুশল, তাঁহারা কিন্তু আমাকে 'গোখর', 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া আমার উপর টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, 'আমি কি বোকা'! একটি নির্দ্দিষ্ট হাড়মাসের কামিনী-মূর্ত্তির পায়ে আত্মবিক্রয় করার দরুণ, আমি কত ভাল ভাল দেশ, বড় বড় লোক, বড় বড় কল-কারখানার দর্শন, মুক্ত পাখীর মত মুক্ত জীবন-যাপন, মুক্ত বায়ু সেবন, বিনা খরচে দেশ-ভ্রমণ, নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা, সম্মান, অর্থ ও প্রকৃতি-দর্শন, সম্ভাষণ, কিছুই লাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জানি না, কে যেন চকিতের মত আমার কানে কানে বলিয়া দিয়াছেন— গো-গর্দ্দভ, তোমার বোকামীর মত, অতি চতুরেরাও শুভঙ্করীতে ভুল করিয়াছে। তুমি বোকা হইয়া ঠকিয়াছ, তাহারা অনেক চতুর হইয়া 'জিতিয়াছি' মনে করিয়া ঠকিয়াছে। তোমরা উভয়েই "১" ছাড়িয়া 'ঠকা-জিতা'র প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছ। যদি একের—অদ্বয়জ্ঞানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অকপট হইতে, তবে সেই অজিতকেও জয় করিয়া সর্ব্বজয়ী হইতে পারিতে।

আমার 'ঠকা-জিতা'র খতিয়ানটী এত বিস্তৃত যে, তাহা একটি মাত্র প্রবন্ধে সমাবেশ করা অসম্ভব।

অনেক সময় ভাবি, আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া হরিসেবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া কি ঠকাটাই না ঠকিয়াছি! কখনও ভাবি, 'সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্'—এই শুক্র-নীতির বিদ্রূপকারী মায়াবী বৈষ্ণবগণের কথায় পড়িয়া যাবতীয় 'আখেরের বন্দোবস্তে'র প্রতি উদাসীন হওয়ায় আমি ভীষণ ঠকিয়াছি; কখনও বা মনে করি, আমি হঠাৎ ঝোঁকে পড়িয়া বানপ্রস্থের বেষ কাষায়-বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া যারপরনাই ঠকিয়াছি; সাদা পোষাকে থাকিলে "পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে তত বেগ পাইতে হইত না! কখনও ভাবি, আমি ব্রহ্মচারীর কাষায় বেষ পরিয়া ঠকিয়াছি; সাদা বেষ থাকিলে সমাবর্ত্তন করিবার কালে বেশী 'হৈ' 'চৈ' হইত না। আবার কখনও মনে করি, —সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারীর সকল সুবিধা, সুযোগ ও সম্মান, এমন কি, তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যদি তাঁহাদের মত বেষ ও কৃচ্ছ্রতা স্বীকার না করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে আমার মত 'চতুর', 'জয়ী' কে?

[illegible] এ-সকল 'ঠকা-জিতা'র তৌলদণ্ডের পরিমাপ কি? আমি দেখি, —[illegible]-পুত্র হইতে পৃথক্ থাকিয়া, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের পোষাকে পরিহিত

হইয়াও যতটা অধিক আদর-আপ্যায়ন না পাই, তদপেক্ষা অনেকগুণে অধিক আদর-যত্ন স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন! আমি লক্ষ্য করি, এত নির্ম্মম ত্যাগকরা সত্ত্বেও মাত্র আমার নিজের ভাগ্যেও আমার কৃত বাহাদুরীর উপযুক্ত প্রশংসা ও তজ্জন্য যথোচিত আদর-সম্মান-লাভ ঘটে না, আর স্ত্রী-পুত্রাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-পারম্পর্য্যে কিরূপ সমাদৃত ও সযত্নে পরিচর্য্যাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন! আমি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াও প্রতিষ্ঠা পাই না; আর কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত সংরক্ষণ করিয়াও আমা-অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আদর-যত্ন পাইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে আমার কানে জল প্রবেশ করে—কুল-ক্রমাগত অনুর্ব্বর মস্তিষ্কটীও তখন উর্ব্বরতা-শক্তি লাভ করে—তখন আমি চিন্তা করি—'আমি করিয়াছি কি?' আমি ত' ভাল কাজ করি নাই। আমিও ত' এরূপ সবদিক্ বজায় রাখিয়া—আখেরের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সাধুদিগের আদর-যত্ন পাইতে পারিতাম! আমি কৃষ্ণকে আমার কতটা পরিচর্য্যায় লাগাইতে পারিলাম! কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের ভাণ্ডার হইতে আমার সেবায়—আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে—আমার প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনে যতটা অধিক জমা হইল, সেই পরিমাণে আমি জিতিলাম, আর যে-পরিমাণ তাহা কম হইল, সেই পরিমাণে আমি হারিলাম—ইহাই আমার 'হারা-জিতা'র মাপ-কাঠি।

আমি মনে করি—লক্ষ্য করি—অনুধাবন করি—আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাবর্ত্তন করিবার সময়ই যত চীৎকার, আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সাদা কাপড় পরিলেই যত আপত্তি, আমি গৃহে গেলেই যত শাস্ত্র-নিষেধ, আমি পড়া-শুনা করিলেই যত অসুবিধার আশঙ্কা, আমি চাকুরী বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে গেলেই যত সহস্রকণ্ঠে প্রতিবাদ—সকলের জন্য ত' সেরূপ নহে! আবার অন্য সময় বিনা বাধায় সমাবর্ত্তন করিতে পারিয়া—গৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়া, আখেরের বন্দোবস্ত করিতে পারিয়া অপিচ বাহ্যে আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্যে সাধু-গুরু-বর্গের দ্বারা বঞ্চনাময় আনুকূল্য লাভ করিয়া আমি মনে করি,—"আমিই জিতিয়াছি; আমার অধিকার—উন্নতাধিকার, আমি অধিকতর গুরু-বৈষ্ণবের স্নেহভাজন।" কেননা, আমি যাহাই করি, তাহাতে বিশেষ কোন তীব্র প্রতিবাদ নাই। আমি ঐ উভয় অবস্থায়—উভয় বিচারেই কিন্তু 'হারা-জিতা'র ভুল বিচার করিয়াছি। এদিকে কৃষ্ণের নিকট হইতে আমার প্রেয়ঃ পরিবর্দ্ধনের ইন্ধন আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ আমি বঞ্চিত, আর একদিকে আমার দুর্দ্দৈব-ফলে গুরু-বৈষ্ণবের বঞ্চনাকে স্নেহ বা 'আমার উন্নতা-

ধিকার' মনে করিয়া আমি ততোধিক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যাহাকে আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের প্রগাঢ় স্নেহ মনে করিয়াছি, তাহা তত প্রগাঢ়তর বঞ্চনা। ইহার স্বরূপ গুরু-বৈষ্ণবের অবঞ্চনাময়ী কথা-কষ্টিপাথরে প্রতিফলিত। শ্রীগুরুদেব ইহাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন যে, কৃষ্ণ কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে ধাবিত হন না, ইহাই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব; যাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ করে—আমার প্রেয়ঃ সাধন করে—আমার প্রেয়ের আনুকূল্য-বিধান করে, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে,—'কৃষ্ণ-মায়া'; তাহা কৃষ্ণ-দর্শনের যবনিকা। সাধু সাবধান! গুরু-বৈষ্ণবের স্নেহ-ভ্রমে যেন বঞ্চনাকে বরণ না করি। গুরুদেব বা বৈষ্ণব আমার জন্য যে চাকুরীটী (?) করেন, আমার বহির্ম্মুখ প্রেয়ের জন্য যে কোনও প্রকার সুপারিশ বা উদ্যমের আভাসও প্রদর্শন করেন, তাহা আমার প্রতি তাঁহার 'স্নেহ' নহে—ইহা তাঁহার অত্যন্ত অধিক বঞ্চনা, তাঁহার স্বরূপকে—তাঁহার ভজনপথকে আমার নিকট অত্যন্ত ঘনীভূত আবরণে আবৃত রাখিবার চেষ্টা -ইহা আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত নির্ম্মম দণ্ড। আমার উপর হইতে আমার নিত্য নিয়ামক যখন শাসন-দণ্ড উঠাইয়া লইলেন বা সাক্ষাদ্ভাবে সেই শাসনদণ্ডের প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন কিংবা আমার উপর পক্ষপাতিত্বের বাহ্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ-দানের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেবা গ্রহণ করিবার অবসর দিলেন, তখন আমার ভাগ্য অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত। এ বঞ্চনার ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার প্রকৃত অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারি-স্বরূপ দর্শন করা তখন আমার পক্ষে সুদুষ্কর।

এরূপ 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশ করিয়া আমি যখন দেখি যে, আমি হরিভজন করিতে আসিয়া কোন কোন ব্যাপারে ঠকিয়াছি, তখন গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে সুদে-আসলে সেই ঠকার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হই। আমি গৃহ-সুখ ছাড়িয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি—ভার্য্যা ও পুত্রাদির সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত পরিচর্য্যা হইতে বিরত হইয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি—অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব বর্জ্জন করিয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি, ঐ সকল মূলধন উচ্চতম হারের চক্রবৃদ্ধি সুদ-সমেত ততোঽধিক পরিমাণে আদায় করিয়া জয়ী হইতে চাই! তখন গুরুসেবক-গণকে আমার পরিত্যক্ত ভোগ্য পদার্থের স্থানে আনয়ন করিয়া আমি আমার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহি; তখন বহু পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যোষিৎসেবা করিবার ফলে যোষিতের নিকট হইতে যে দুঃখমিশ্রিত পরিচর্য্যাটুকু

পাইতাম, তৎপরিবর্ত্তে বহু সম্ভ্রান্ত বা সরল প্রাণ আশ্রিতের (?) দ্বারা বিনা পরিশ্রমে—বিনা আয়াসে অনাবিল ভূরিসেবা লাভ করিবার চেষ্টা করি! অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব অন্যভাবে অধিকতর প্রবলপরাক্রমে পরিচালনা করিবার জন্য কৌশল আবিষ্কার করি! কখনও মনে করি, 'কামিনী' পরিত্যাগ করিয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি, তাহার সমস্ত সুদ সহ ক্ষতিপূরণ উহারই অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী কনক ও প্রতিষ্ঠাদ্বারা সাধন করিব! যখন দেখি, 'কনক' পরিত্যাগ করিয়া ঠকিয়াছি, তখন 'কামিনী'র দ্বারা কনকের ক্ষতিপূরণ সাধন করিবার চেষ্টায় থাকি! কখনও বা 'কৃষ্ণের কনক' আমার উদ্বৃত্ত ধনকোষের খতিয়ানের জমার ঘর বৃদ্ধি করিয়া আমার 'আখেরের বন্দোবস্তে'র সাধক হয়, কখনও বা কৃষ্ণের কনকে অবৈধভাবে আমার হস্ত প্রসারিত হয়। "ঠকা-জিতা"র খতিয়ান খুলিলেই এইরূপ কত কি উৎপাত উপস্থিত হয়। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা—ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সহচর; একটির অভাব আর একটির দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ একটি বন্ধু আর একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনে।

"ঠকা-জিতা"র সমস্যা আমাকে যেন কংসের কৃষ্ণচিন্তার মত পাইয়া বসিয়াছে। এখন আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার চিন্তা নাই—হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ নাই, সেগুলি সকলই পচা সংবাদ (stale news) এর মত একঘেয়ে অথবা মুখস্থ গদ-মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যে মুখোসটী আছে, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যে বাহ্য অভিনয়টুকু আছে, তাহাও "আমার দাঁড়ে ছোলা"র জন্য—আমি যেখানে যেখানে ঠকিয়াছি, সে-সকল স্থানের ক্ষতিপূরণ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য। আমার এখন হরিকথা-শ্রবণাভিনয়—গুরুদেবকে, বৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিয়া অন্তরালে অন্যকার্য্য সাধনের জন্য; আমার কীর্ত্তন—শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের শ্রবণানুশাসিত কীর্ত্তন বা আত্মোপকার ও পরোপকার চেষ্টা নহে; তাহা আমার 'কনক', 'কামিনী,' 'প্রতিষ্ঠা'-সংগ্রহের পুষ্পবাণ, আমার সেই কীর্ত্তনাভিনয়—কেবল আমার কণ্ঠস্বরের, আমার পল্লবগ্রাহিতার, আমার চৌদ্দপোয়ার রূপ-গৌরবের 'বাহাবা' কুড়াইবার যন্ত্রবিশেষ। (ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীপত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যার ১১৮ পৃষ্ঠায় "যদুবংশে একলব্য" প্রবন্ধের ২১ পঙ্‌ক্তিতে 'হাত বজায়' স্থলে 'ঠাট বজায়' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | বাসুদেব, ১২ শ্রীধর, ৪৬৯ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৬২ ; ইং ১৭।৭।৫৫ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

মধুর-মৃদুল-চিত্তঃ প্রেমমাত্রৈকবিত্তঃ
স্বজন-রচিত-বেষঃ প্রাপ্তশোভা-বিশেষঃ।
বিবিধ-মণিময়ালঙ্কারবান্ সর্ব্বকালং
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ॥ ১॥

নিরুপম-গুণ-রূপঃ সর্ব্বমাধুর্য্য-ভূপঃ
শ্রিত-তনুরুচি-দাস্যঃ কোটিচন্দ্র-স্তুতাস্যঃ।

অমৃতবিজয়ি-হাস্যঃ প্রোচ্ছলচ্চিল্লিলাস্যঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ২ ॥

ধৃত-নব-পরভাগঃ সব্যহস্ত-স্থিতাগঃ
প্রকটিত-নিজকক্ষঃ প্রাপ্তলাবণ্য-লক্ষঃ ।
কৃত-নিজজন-রক্ষঃ প্রেম-বিস্তার-দক্ষঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমবলদনুরাগ-স্বপ্রিয়াপাঙ্গভাগ-
ধ্বনিত-রসবিলাস-জ্ঞানবিজ্ঞাপি-হাসঃ ।
স্মৃত-রতিপতি-যাগঃ প্রীতি-হংসী-তড়াগঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৪ ॥

মধুরিমভরমগ্নে ভাত্যসব্যেঽবলগ্নে
ত্রিবলি-রলসবত্ত্বাৎ যস্য পুষ্টামতত্ত্বাৎ।
ইতরত ইহ তস্যা মাররেখেব রস্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৫ ॥

বহতি বলিতহর্ষং বাহয়ংশ্চানুবর্ষং
ভজতি চ সগণং স্বং ভাজয়ন্ যোঽর্পয়ন্ স্বম্ ।
গিরি-মুকুটমণিং শ্রীদামবন্মিত্রতা-শ্রীঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৬ ॥

অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-
স্তদমল-হৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্ ।
প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিদিনমধুনাপি প্রেক্ষ্যতে সর্ব্বদাপি
প্রণয়-সুরস-চর্য্যা যস্য বর্য্যা সপর্য্যা ।
গণয়তু কতি ভোগান্ কঃ কৃতী তৎপ্রয়োগান্
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৮ ॥

গিরিধর-বরদেবস্যাষ্টকেনেমমেব
স্মরতি নিশি দিনে বা যো গৃহে বা বনে বা।
অকুটিল-হৃদয়স্য প্রেম-দণ্ডেন তস্য
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোপাল-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার চিত্ত মধুর ও কোমল, প্রেমই যাঁহার একমাত্র ধন, জননী প্রভৃতি স্বজনগণ যাঁহার বেষ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যিনি বিলক্ষণ শোভা প্রাপ্ত হন, যিনি বিবিধ মণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোপাল-দেব আমার হৃদয়ে চিরকাল স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ১ ॥

যাঁহার রূপ ও গুণের তুলনা নাই, যিনি সর্ব্বমাধুর্য্যের নৃপতি, সকলেই যাঁহার অঙ্গকান্তির দাসত্ব করে, যাঁহার হাস্যে অমৃতও ধিক্কৃত হয়, যাঁহার বদনকমল কোটি কোটি চন্দ্র-কর্ত্তৃক স্তুত, যাঁহার ভ্রূনৃত্য সর্ব্বতঃ উচ্ছ্বলিত, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ২ ॥

যিনি কোন অপূর্ব্ব গুণোৎকর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার বামহস্তে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি নিজ পার্শ্বদেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও শত-সহস্রভাবে লাবণ্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন, স্বজন-রক্ষক ও প্রেমবিস্তার-দক্ষ সেই শ্রীল-গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ৩ ॥

উত্তরোত্তর-বর্দ্ধনশীল অনুরাগবতী ব্রজাঙ্গনাগণের অপাঙ্গ-চালনায় যাঁহার রস-বিলাস-বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞান-জনিত হাস্য সূচিত হইয়া থাকে এবং যিনি অনঙ্গ-যজ্ঞ স্মরণ করিয়া থাকেন, প্রীতিরূপী হংসীর তড়াগ-স্বরূপ সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৪ ॥

যাঁহার মাধুর্য্যময় দক্ষিণ-কটিদেশে আলস্য-হেতু ত্রিবলি লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সেই ত্রিবলির বিপরীত দিকে কন্দর্পরেখার ন্যায় মনোহর রেখা লক্ষিত হয়, সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ৫ ॥

যিনি ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি নিবারণের জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এবং বর্ষায় অভিভূত স্বজনদিগকে অন্ন-পানাদি প্রদান করিয়া যথোচিত স্থানে অর্থাৎ ঐ শ্রীগোবর্দ্ধনের নিম্নদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করায়

শ্রীদামের ন্যায় শ্রীগিরিরাজের সহিত মিত্রতার শোভা-সম্পাদনকারী সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৬ ॥

সেই শ্রীগোপালদেব স্বীয় শক্তি প্রকটনদ্বারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভক্তি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অতুলনীয় অনুরাগ এবং তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় হইতে উদ্গত প্রেমসেবা আমাতে প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ৭ ॥

ভক্তগণ প্রতিদিন এখনও সর্ব্বদা যাঁহার প্রণয়-রসের আচরণময়ী শ্রেষ্ঠ আরাধনা দেখিয়া থাকেন, যাঁহার অনুষ্ঠান ও উপভোগ কোন পণ্ডিতই সংখ্যা করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৮ ॥

যিনি গৃহে বা বনে অবস্থান করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে দেবোত্তম গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টকদ্বারা তাঁহাকেই স্মরণ করেন, সেই সরল-প্রাণ ভক্তজনের হৃদয়ে শ্রীগোপালদেব প্রেম-প্রদানপূর্ব্বক বিরাজ করুন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—নির্দ্দোষ (৫)

মানবগণের কাম-ক্রোধাদি দ্বাদশটী দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য

শ্রীমহাভারতে সনৎসুজাত বলিয়াছেন :—

ক্রোধকামৌ লোভমোহৌ বিধিৎসা কৃপাসূয়ে মানশোকৌ স্পৃহা চ।
ঈর্ষা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষা বর্জ্জ্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্ ॥

মানবগণের এই বারটী দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দ্বাদশ-প্রকার দোষের তালিকা

১। ক্রোধ—ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য আক্রোশ ও তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ। ২। কাম—স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা। ৩। লোভ—ধন-ব্যয়-কাতরতা। ৪। মোহ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বুদ্ধিহীনতা। ৫। বিধিৎসা—উত্তরোত্তর লভ্যাংশ পাইয়াও পিপাসার অতৃপ্তি। ৬। অকৃপা—নির্দ্দয়তা। ৭। অসূয়া—পর-গুণসমূহে দোষ দর্শন। ৮। মান—আপনাতে পূজ্য বুদ্ধি। ৯। শোক—স্বার্থনাশে মনস্তাপ। ১০। স্পৃহা—ভোগ্যবর্গে আদর। ১১। ঈর্ষা—পরশ্রী-কাতরতা। ১২। জুগুপ্সা—পরনিন্দা। এই দ্বাদশপ্রকার দোষের যে-কোন একটী মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। দ্বাদশটীর একত্র সমাবেশে

মনুষ্যের যে কি ভীষণ পরিণাম হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সজ্জনগণ মানবের এই দ্বাদশ প্রকার কোন দোষকেই আবাহন করেন না।)

মহাভারতে আরও বত্রিশ প্রকার দোষের উল্লেখ; সজ্জন উক্ত দোষসমূহ ও মায়াবাদীর কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যাদি দোষ-পরিমুক্ত

পূর্ব্ব-কথিত বারটী দোষ ব্যতীত অদান্ত পুরুষের আরও আঠার প্রকার দোষ আছে। মত্ত-জনের আঠার প্রকার দোষ ও ছয় প্রকার ত্যাগ-রাহিত্য একত্রে চব্বিশ প্রকার দোষ এবং প্রমাদের আট প্রকার দোষ সনৎসুজাত বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত। মায়াবাদী হরিপাদপদ্মে অপরাধী এবং কৃষ্ণসেবা-বিমুখগণের অগ্রণী। তাহার দোষসমূহও সজ্জনকে স্পর্শ করে না।

দৈন্যের স্বরূপোপলব্ধি না হওয়ায় ভগবদ্বিদ্বেষি-সহজিয়ার সঙ্গ-বর্জ্জনকারী সজ্জন-চরিত্রে মিছাভক্তের দোষারোপ-চেষ্টা

নির্ব্বোধ মিছাভক্ত আপনাকে ভক্তাভিমান না করিয়া নানা প্রকার দোষে পতিত হয়। তন্মধ্যে দৈন্যের স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া সুনির্ম্মল সজ্জন-চরিত্রে দৈন্যাভাব ছিদ্র দর্শন করিয়া সজ্জনের চরণে অপরাধী হয়। কনিষ্ঠ ভাগবতের তাদৃশ চেষ্টা তাহার অধিকারে উন্নতির ব্যাঘাত করে।) শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের ভগবদ্ বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র উক্তিসমূহ শুনিয়া তাহাতে দৈন্যের অভাব দৃষ্টি করে। সহজিয়াদিগের পাপ-চরিত্রের বর্জ্জন-প্রয়াসীকে বা নদীয়া-নাগরী-দিগের বিষয়াশ্রয়গত-বোধরাহিত্য প্রদর্শনকারীকে দৈন্যরহিত মনে করিলে নিজের ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইবে না। কোমল-শ্রদ্ধদিগের বিচার অসম্যক্ ও একদেশ-দৃষ্টিময়। তাহারা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষীকে শত্রু জ্ঞান করে এবং শুভানুধ্যায়ীগণের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া নিজ দৈন্য সমূলে উৎপাটন করে।

সজ্জন 'তৃণাদপি সুনীচ' দৈন্যের স্বরূপাভিজ্ঞ, অতএব নির্দ্দোষ

সজ্জন দৈন্যের স্বরূপ বুঝিয়া নির্ব্বোধগণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের যত্ন করেন না। যেহেতু তিনি নির্দ্দোষ। শ্রীদামোদর-স্বরূপ মিষ্ট কথায় কোমল-বাক্যে বঙ্গদেশীয় মায়াবাদীকে উৎসাহ দিবার পরিবর্ত্তে কপট দৈন্য পরিহারপূর্ব্বক তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভভট্টের মঙ্গলের জন্য, শ্রীকালাকৃষ্ণদাসকে ভট্টথারীদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' এই মহাসত্য-শিক্ষক কিছু দোষ করেন নাই, পক্ষান্তরে কোমল-

শ্রদ্ধ অনভিজ্ঞ শুদ্ধবৈষ্ণবে 'তৃণাদপি সুনীচ' স্বভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণবের দীনতার অভাব আছে জানিলে তাঁহার কোমলশ্রদ্ধে দোষ স্পর্শ করিবে। সজ্জনকে নির্দ্দোষ জানিলে তাঁহার সত্য সত্য অমানী ধর্ম্ম ও দৈন্য উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য হইলে বালিশগণের দোষ অপসারিত হইয়া সজ্জনের ন্যায় নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীবনী-সংগ্রহ

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু* (৯)

শ্রীজীবগোস্বামীর বংশ-পরিচয়

শ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। শ্রীজীব গোস্বামী ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞ-জগদ্গুরু নামক বিপ্রকুল-তিলকের বংশপ্রদীপ-স্বরূপ বাকুলা-চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারদেবের বহু সন্তানের মধ্যে শ্রীরূপ, সনাতন ও বল্লভ—এই তিনটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রাণস্বরূপ। শ্রীজীব গোস্বামী বল্লভের একমাত্র পুত্র।

---

* কোন কোন ব্যক্তি এই সকল মহাত্মাগণকে 'প্রভু' বলিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদদ্বৈত ব্যতীত আর কেহ প্রভু-শব্দবাচ্য নন। সত্য বটে, কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্য ও ভজনানন্দী বৈষ্ণবদিগকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদেরও কোন দোষ নাই। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিন স্বরূপকে যাঁহারা অভেদ বলিয়া ভক্তি করেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবতা অনুকরণীয়। কোন কোন আচার্য্য-বংশে প্রভু, ঠাকুর, গোস্বামী প্রভৃতি যে উপাধি চলিয়া আসিতেছে, সে-সকল উপাধি কোন শাস্ত্র-সম্মত নয়, কেবল ভক্তগণের প্রদত্ত উপাধি মাত্র। এইসকল বিষয়ে কেবল মাল্য-চন্দন-সভায় বিতর্ক হইতে পারে, অন্যত্র নয়। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা এ সকল কথার বিতর্ক উত্থাপন করেন না। স্বার্থপর বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় ও নিরর্থক বিবাদকারী ব্যক্তিরাই এইসকল কথার আন্দোলন করেন। ফল এই হয় যে, যথার্থ ভক্তির অবমাননা করিয়া অধঃপতিত হইতে থাকেন। বৈষ্ণবমাত্রেই আমাদের প্রভু।

আবাল্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী শ্রীজীবের রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-সহ গোপনে মিলন

শ্রীজীব গোস্বামী বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অনুরাগী। অতি শিশুকালে তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট রামকেলি-গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। যে-সময় কলিজন-নিস্তারক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব রূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য রামকেলি গ্রামে গমন করেন, তৎকালে শিশুবুদ্ধি জীবগোস্বামী গোপনে গোপনে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন—এরূপ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাঁহার পিতা, শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত প্রয়াগে প্রভুপাদপদ্ম দর্শন করত গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় তিনি অপ্রকট হন। সেই সময় হইতে শ্রীজীব গোস্বামী নিরন্তর চন্দ্রদ্বীপে বাস করিতেন।

শ্রীজীবের বৈরাগ্যোদয় ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন যাত্রা

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অপ্রকট হইলে জীবগোস্বামীর বৈরাগ্যোদয় হয়। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। অল্পবয়সেই তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কারাদি-

---

যেথানে ভক্তি, সেথানেই প্রভুতা। বংশ-মর্য্যাদা ভক্তিতত্ত্বের অঙ্গ নয়। কোন সময়ে একব্যক্তি আমাদিগকে এরূপ বলেন যে, শ্রীশ্রীসীতানাথের পুত্র অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আর কেহ 'গোস্বামী'পদবাচ্য নন, যেহেতু স্বয়ং সীতানাথ তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে গৌরবিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে একব্যক্তি বলেন যে, শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ঔরসজাত সন্তান না থাকায় কাহাকেও নিত্যানন্দ-সন্তান বলা যায় না ও খড়দহের গোস্বামীদিগকে 'প্রভু' বলা উচিত নয়। আবার শুনিতেছি যে, বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদিগকেও 'প্রভু' বলিতে নাই, যেহেতু তাঁহারা জাহ্নবী-মাতার শিষ্যমাত্র। এইরূপ কুতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমরা সকল বৈষ্ণবকেই কৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া পূজা করি। আবশ্যকমত আচার্য্য-বংশের যথাযোগ্য মর্য্যাদা করি। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইলে বংশ-মর্য্যাদা কোনক্রমেই দিতে পারি না। খ্রীষ্টান বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি ব্রাহ্মণ-বংশ-মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য হয়? তদ্রূপ প্রভু-সন্তান যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে আর বংশ-মর্য্যাদার আশা করিতে পারেন না। আমাদের প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অদ্বৈতের (শ্রৌত) বংশান্বয় ও শক্তি-সঞ্চারান্বয় সকলেই আমাদের প্রভু ও আচার্য্য। কেহ মন্ত্রগুরু, কেহ বা শিক্ষাগুরু। —সজ্জনতোষণী-সম্পাদক

শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করত শ্রীনবদ্বীপে তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন-মানসে গমন করেন। তথায় বৈষ্ণব-প্রাণনায়ক প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিতে অনুমতি দেন। বিলম্ব না করিয়া শ্রীজীব বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন

সর্ব্ব-বৈষ্ণবপূজ্য শ্রীমহাদেবের মোক্ষসাধক ধামস্বরূপ বারাণসী নগরে উপস্থিত হইয়া জীব গোস্বামীর শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া বাচস্পতির নিকট ন্যায়-দর্শন ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই জীবগোস্বামী কাশীধাম-মধ্যে ন্যায় ও বেদান্ত-শাস্ত্রদ্বয়ে প্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর মথুরামণ্ডলে যাত্রা ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে অবস্থান

অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া জীব একবারেই মথুরামণ্ডলে যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতনের চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন। জীবগোস্বামী রূপের নিকট সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিনের মধ্যে তত্ত্বশাস্ত্রে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী একমাত্র আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইলেন। তদবধি শ্রীজীবগোস্বামী বৃন্দাবন-ধাম পরিত্যাগ করেন নাই। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে শ্রীজীবগোস্বামী নিম্নলিখিত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন :—

শ্রীজীবকৃত গ্রন্থসমূহের নাম

১। হরিনামামৃত-ব্যাকরণ
২। সূত্রমালা
৩। ধাতু-সংগ্রহ
৪। কৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা
৫। গোপাল-বিরুদাবলী
৬। রসামৃত-শেষ
৭। শ্রীমাধব-মহোৎসব
৮। সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ
৯। ভাবার্থসূচক চম্পূ
১০। গোপাল-তাপনীর টীকা
১১। ব্রহ্মসংহিতার টীকা
১২। রসামৃত টীকা
১৩। উজ্জ্বলনীলমণির টীকা
১৪। যোগসার স্তবটীকা
১৫। গায়ত্রী-ভাষ্য
১৬। কৃষ্ণপদ-চিহ্ন
১৭। রাধিকা-কর-পদচিহ্ন
১৮। শ্রীগোপাল-চম্পূ
১৯। ক্রমসন্দর্ভ নামক ভাগবত-টীকা
২০। তত্ত্বসন্দর্ভ
২১। ভগবৎ-সন্দর্ভ
২২। ভক্তি-সন্দর্ভ
২৩। পরমাত্ম-সন্দর্ভ
২৪। কৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ২৫। প্রীতি-সন্দর্ভ

বৈষ্ণব-তোষণী-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ রচনা ও দীর্ঘজীবী হইয়া শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীধামের শোভাবর্দ্ধন

শ্রীজীব গোস্বামীর কোন কোন গ্রন্থে শাক উল্লিখিত আছে। 'বৈষ্ণবতোষণী' শ্রীসনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকাব্দায় রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীব ঐ গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ ১৫০৪ শকাব্দায় লিখিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী দীর্ঘজীবী হইয়া শ্রীধামের শোভা অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই শ্রীজীবকে দর্শন ও তাঁহার নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধি এ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীজীবগোস্বামী-কর্ত্তৃক শ্রীবল্লভকৃত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থের সংশোধন

বেদান্ত-দর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ নিজকৃত তত্ত্বদীপ গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে জীবগোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করত তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করান। বল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শমতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন। বল্লভাচার্য্য-বিরচিত তত্ত্বদীপ গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক আমরা উদ্ধার করিলাম।—

প্রপঞ্চো ভগবৎকার্য্যস্তদ্রূপো মায়য়াঽভবৎ।
তচ্ছক্ত্যাঽবিদ্যয়া তস্য জীব সংসার উচ্যতে॥
সংসারস্য লয়ো মুক্তৌ প্রপঞ্চস্য ন কর্হিচিৎ।
কৃষ্ণস্যাত্মরতৌ ত্বস্য লয়ঃ সর্ব্বসুখাবহঃ॥

অন্যত্র চ—

তদিচ্ছামাত্রতস্মাদ্ব্রহ্ম ভূতাংশ-চেতনাঃ।
সৃষ্টাদৌ নির্গতাঃ সর্ব্বে নিরাকারাস্তদিচ্ছয়া॥
বিস্ফূলিঙ্গা ইবাঽগেস্তু সদংশো ন জড়া অপি।
আনন্দাংশ-স্বরূপেণ সর্ব্বান্তর্যামি-রূপিণঃ॥

শ্রীজীব-কৃত ষট্‌সন্দর্ভ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের কৌস্তুভ-রত্নবিশেষ

যাঁহারা তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব, তাঁহারা অনায়াসে এই শ্লোক কয়েকটীর অর্থ বিচার-পূর্ব্বক শ্রীজীবের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আমরা বিবেচনা করি যে,

জীবগোস্বামী শ্রীরামানুজের তুল্য পণ্ডিত ও বেদান্তজ্ঞ পুরুষ। জীবের ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ জগতে একটী রত্ন-বিশেষ। ষট্‌সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।

শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু (১০)

এবৎসর ১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার * শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবোৎসব। ঐ দিবস বৈষ্ণবগণ বিরহ-মহোৎসব করিয়া থাকেন।

শ্রীগোপালভট্টের বাল্য-জীবন; শ্রীমন্মহা প্রভু-সহ দাক্ষিণাত্যে মিলন ও তৎকর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চার

গোপালভট্ট দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বেঙ্কটভট্ট। গোপালভট্ট বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় খুল্লতাত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট যথানিয়মে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যৎকালে শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য গমন করেন, সেই সময় গোপালভট্টের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। গোপালভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃপাময় মহাপ্রভু গোপালভট্টকে বিশেষ কৃপাপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করেন।

শ্রীগোপালভট্টের বৃন্দাবন-যাত্রা; ভক্তিস্মৃতি-প্রণয়ন ও শ্রীশ্রীরাধরমণের সেবা প্রকাশ

সেই শক্তিগুণে গোপালভট্ট গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করত শ্রীমদ্রূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া, বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি-স্মৃতি প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এবং শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন। গোপালভট্টের জীবনী বৈষ্ণবমণ্ডলীর অবিদিত নাই। অতএব আমরা এই স্থলেই ভট্ট-জীবনী বর্ণনে লেখনীকে বিরাম প্রদান করিলাম।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

---

* লেখার বৎসরে শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব দিবস—১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ছিল। —শ্রীগৌঃ পঃ সঃ

কাশীর যতি উদ্ধার

একদিন গৌরহরি পঞ্চনদে স্নান করি'
যান বিন্দু-মাধব দরশনে,
অগণিত নরনারী সঙ্গে চলে ভীড় করি'
হরিবোল্ বলে তাঁর সনে।
প্রবেশি' মন্দির-দ্বারে নেহারি' মাধব সুন্দরে
হ'ন প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা,
হেমদণ্ড বাহু তুলি' বাহ্য জ্ঞান সব ভুলি'
নৃত্য করেন হ'য়ে আত্মহারা।
কাশীতে করিতেন বাস প্রকাশানন্দ যতিরাজ
শুনি' প্রভুর আগমন ধ্বনি,
গোপীনাথ ঘরে যাই' সঙ্গে শিষ্যবর্গ লই'
হেরিলেন প্রভুর লাবনি।
দেখি' মনোহর মূর্ত্তি অভিনব ব্রহ্মজ্যোতি
যতি-প্রাণ হ'ল বিগলিত,
তথাপি শিষ্যাদি সনে সাধুজী ব্যাকুল মনে
বিচার করিতে হ'ল চিত।
অন্তর্যামী মহাপ্রভু— যিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ বিভু
প্রকাশানন্দে উদ্ধারিতে চায়,
বিচারি' প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণ-পদ্ম
ধরিলেন আত্মহারা প্রায়।
কহিলেন করযোড়ে "হে বিধাতঃ, ক্ষম মোরে
জগতের গুরু তুমি পূজ্য,
আমি তব শিষ্যের শিষ্য অতি দীন হীন তুচ্ছ
হ'ল মোর অদ্বৈত অসহ্য।"
প্রকাশানন্দের যত শিষ্য ছিল অগণিত
আর যতি পণ্ডিত চূড়ামণি,
কহেন, "ঈশ্বর তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী
মোরা দাস এই মনে গণি।"
অবিরাম নাম-গানে ভ'রে গেল কাশীধামে
কাশী পরিণত হ'ল নদীয়ায়,
বদান্যের শিরোমণি উদ্ধারিল যতি জ্ঞানী
কাশীবাসী-জনে প্রেমেতে মাতায়। —শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান-(২)

নানা দেবতার্চ্চন পরমার্থপ্রদ নহে

শ্রীপত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যার ২৭০পৃষ্ঠায় পূজার প্রকারভেদ, অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রকৃতি মানবের পূজা সাত্ত্বিকী, রজোগুণীর পূজা রাজসিক ও তমোগুণীর পূজা তামসিক নামে অভিহিত হয় এবং তাহার ফল ও পরিণাম শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রজোগুণীর রাজসিক পূজায় যে বলিদান-প্রথা আছে, তাহার শাস্ত্রীয় নিষেধ, অবৈধত্ব ও নিদারুণ পরিণাম পর পর কয়েকটি সংখ্যাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তামসিক পূজার পরিণাম যে নরকাদি দুঃখ, তাহাও গীতা-বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন জনগণের সাত্ত্বিকী পূজাও দুরদৃষ্টির অভাবে পরমার্থপ্রদ না হইয়া যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ দুঃখাস্পদ হইয়া থাকে, তাহা শাস্ত্র-বাক্যাদির দ্বারা প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইব।

ভগবৎ-সৃষ্ট মায়ামুগ্ধ জীবান্যতম মানবগণ জাগতিক বিবিধ সুখাভিলাষী হইয়া, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি বহু দেবদেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক সেই সেই দেবতা হইতে আরোগ্য, ধন, পুত্র ও কলত্রাদি প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ইন্দ্র-চন্দ্রাদি, শিব-দুর্গাদি ও শনৈশ্চর-মনসাদি সকল দেবতার সহিত ভগবান বিষ্ণুর সমতা জ্ঞান করে। অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপের যেরূপ মুক্তি দানাদি বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যান্য সকল দেবতারই তাহা রহিয়াছে—এইরূপ বলিয়া থাকে। মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া তাহারা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই যে একমাত্র ঈশ্বর, অপর সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার আদেশে আধিকারিক দেবতারূপে বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকেন মাত্র; ঐসকল কার্য্যে দেবতাদের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, ইহা তাহারা ধারণাও করিতে পারে না। সুতরাং "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" (গীঃ ৭।২৯) এই বাক্য-প্রতিপাদিত ভগবানের সর্ব্বাত্মকতা জানিতে না পারিয়াই ঐরূপ মোহাচ্ছন্ন বাক্য প্রয়োগ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পাষণ্ডীমধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ (বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবতার সহিত ভগবৎ-স্বরূপকে (শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণাদিকে) তুল্য বা সমান জ্ঞান করে বা দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অন্য দেবতা হইতে ভগবদ্-বৈশিষ্ট্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪টী শ্লোকে অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার-ঋক্-সাম-যজুরেব চ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ (গীঃ ৯।১৬-১৯)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! আমি বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি, আমি স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চযজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি, আমি ওষধি-জাত অন্ন বা রোগ-নিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদি-সাধক ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই হোম অর্থাৎ এই সমস্তই আমি। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, (কর্ম্মফলের বিধান-কর্ত্তা), পিতামহ, বেদ্য (জানিবার বিষয়), পবিত্র (প্রায়শ্চিত্ত-রূপ শোধক), ওঙ্কার (প্রণব), বাক্ (ঋগ্বেদ), সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ—সমস্তই আমি। আমিই গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু (পরিচালক), সাক্ষী (শুভাশুভ কর্ম্মদ্রষ্টা), নিবাস (ভোগের স্থান), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ (মঙ্গল-কারী), প্রভব (সৃষ্টিকর্ত্তা), প্রলয় (নাশক), স্থান (আধার), নিধান (লয়ের স্থান), বীজ (কারণ), তথাপি অব্যয় (বিনাশহীন অর্থাৎ ধান্যাদি বীজের ন্যায় নাশশীল নহি)। হে অর্জ্জুন! আমিই আদিত্যরূপে থাকিয়া গ্রীষ্মকালে তাপ দেই, বৃষ্টির সময় বর্ষণ করাই, কখনও বা বর্ষণ নিয়মিত করি, আমিই অমৃত (জীবন), মৃত্যু (নাশ), সৎ (স্থূল দৃশ্যবস্তু), অসৎ (সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু),—এই সমস্তই আমি।

মানবের অধঃপতনের কারণ

ভগবানের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ তাঁহার এই সর্ব্বাত্মকত্ব মায়ামুগ্ধ মানবগণ না জানিয়া কিরূপ অধঃপতিত হয়, তাহাও নিজে জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ (গীঃ ৯।১১-১২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! আমার দৈবী মায়ায় মুগ্ধ মানবগণ ক্ষুদ্র আশায় প্রভূতায়াসসাধ্য কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া আমার সকল ভূত-মহেশ্বরত্বরূপ পরমতত্ত্ব অর্থাৎ আমার সর্ব্বাত্মকত্ব জানিতে পারে না। সেজন্য ঐসকল মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।' অর্থাৎ আমার দেহ শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাহা মনুষ্যাকারে প্রকট হইয়া থাকে—তাহারা এই তত্ত্ব অবগত না হইয়া সাধারণ মানব-দেহধারী তাহাদের মত আমাকে প্রাকৃত মনে করে। তাহারা **মোঘাশা**—অর্থাৎ আমা অপেক্ষা অন্য দেবতাগণ তাহাদের অভিপ্সিত ফল শীঘ্র দান করেন—এইরূপ নিষ্ফল আশাবিশিষ্ট হয়। সেজন্য আমার প্রতি বিমুখ হওয়ায় **মোঘকর্ম্মা**—অর্থাৎ বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রমাদিদ্বারা বহু আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞাদি এবং নানাদেবতার্চ্চনাদি কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সেই কর্ম্মগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। **মোঘজ্ঞান**—অর্থাৎ তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়ায় ব্যর্থ হয়। সুতরাং তাহারা **বিচেতা**—বিক্ষিপ্তচিত্ত। এইসকল কারণে তাহারা **রাক্ষসী**—তমো-গুণময়ী হিংসাদি-বহুলা ও **আসুরী**- রাজসী অর্থাৎ কাম-দর্পাদিপূর্ণা, **মোহিনী**—বুদ্ধিনাশকারিণী, **প্রকৃতি**—স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

কর্ম্মই জীবের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ-দ্বার

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—অতিশীঘ্র ফললাভের আশায় এইরূপ অবজ্ঞা-কারী অন্যদেবোপাসকগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আদর করে না। সুতরাং ঐ সকল ভক্তগণ আমার ভজন না করা হেতু নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অনিবার্য্য। যথা—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতাপাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীঃ ৯।২০-২১)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসমূহ-দ্বারা আমাকর্ত্তৃক নিযুক্ত আধিকারিক দেবতা ইন্দ্র-শিবাদিরূপে আমাকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া যজ্ঞের অবশেষ সোমরস বা প্রসাদ-চরণামৃতাদি পান করিয়া থাকে। তাহাতে পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক কামনা করে এবং দেহান্তে পুণ্যের ফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোকে গমন করত তথায় দিব্য ভোগসকল লাভ করে। তদনন্তর তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোকের সুখ উপভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা

পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে। আবার এইরূপে বেদ-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—যদি আপনি ব্যতিরেকে অন্য বস্তু নাই, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসকগণও ত' আপনার ভক্ত হইতেছে। তবে তাহারা কেন সংসারে গতাগতি লাভ করেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (গীঃ ৯।২৩-২৪)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও আমার উপাসনা করে সত্য, কিন্তু উহা অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া অর্থাৎ "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"—'একই পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র' এইরূপ পারমার্থিক দর্শন অথবা 'আমিই দাস' এইরূপ সেব্য-সেবকরূপ, পৃথক্ ভাবনাই মোক্ষের দ্বার, তাহা উক্ত স্বতন্ত্র-দেবোপাসকগণের নাই বলিয়াই উহাদের উপাসনা অবিধি-পূর্ব্বক) কৃত হয়, তজ্জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! সমস্ত যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, প্রভু অর্থাৎ স্বামী, অতএব যজ্ঞফলদাতাও আমিই। অন্য দেবতা স্বতন্ত্র-ভাবে যজ্ঞফল প্রদান করিতে পারেন না, আমিই সেই সেই দেবতারূপে স্বর্গাদি-প্রার্থিত ফলমাত্র দান করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত অপর কিছুই দেই না। এইরূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে যথাবৎ না জানা হেতুই তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্যামী-রূপে দেখিয়া যজন ও অর্চ্চনাদি করেন, তাঁহারা পুনরায় সংসার-ক্লেশ লাভ করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই স্ব-কর্ত্তৃত্বরূপ তাৎপর্য্য স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন।—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ (গীঃ ৭।২০-২২)

বহির্ম্মুখ জনগণ নিজেদের অভিলষিত সেই সেই কামনাদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া সেই সেই নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। সেই সেই ভক্ত যে যে দেবতারূপ আমার অপর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের অন্তর্যামিরূপে সেই সেই দেবতা-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেই। এইসকল জনগণ দৃঢ়-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেইসমস্ত দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্যামিরূপী আমি সেইসকল দেবতারূপে তাহাদিগের প্রার্থিত ফল দান করিয়া থাকি।

ভগবদ্ভজনকারীর বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্বে "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" (গীঃ ৯।১১-১২) ইত্যাদি ২টি শ্লোকে মূঢ়গণ মোহিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি লাভ করিয়া তাহারা 'শ্রীভগবান্‌কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে' বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে দৈবী প্রকৃতি (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) জনগণ যে অনন্যভাবে ও সাক্ষাৎরূপে তাঁহার ভজন করেন, তাহা জানাইয়াছেন। যথা—

মহাত্মনস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ (গীঃ ৯।১৩)

হে পার্থ! ভোগৈশ্বর্য্য-কামনাশূন্য মহাত্মগণ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়াছেন জানিবে; সুতরাং তাঁহাদের চিত্ত আমা ব্যতীত অন্য কোথাও সংলগ্ন নহে। তাঁহারা আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া মদেকচিত্ত হইয়া আমারই ভজন করেন। মহাত্মগণের অনন্যভক্তির পরিণামও ভগবান্ স্বয়ং জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯।২২)

অর্থাৎ—অনন্যভাবে যে-সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেইসকল মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগ-ক্ষেম বহন করি। যোগ অর্থাৎ ধনাদি-লাভ ও ক্ষেম—তাহার রক্ষা এবং মোক্ষ-দানাদি সমস্তই, তাহারা প্রার্থনা না করিলেও, আমি ব্যবস্থা করি। গীতার টীকাকার অর্জ্জুন-মিশ্রই এই ভগবদ্বাক্যের প্রমাণ-স্থল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

যুগধর্ম্ম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ', 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—এই বেদান্তসূত্রদ্বয়ও পুনঃ পুনঃ হরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহাতেই নিত্যসুখ লাভ হইবে, জানাইয়াছেন। যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে যে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৪)

ধর্ম্মই যখন শান্তিলাভের উপায় এবং যুগধর্ম্মই যখন একমাত্র ধর্ম্ম, তখন যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন বাদ দিয়া যুগবাসীর শান্তি হওয়া সম্ভব কি? এইজন্যই বলিতেছি, যাহারা প্রকৃত সুখ চান, কলিকালে হরিনাম ব্যতীত তাহাদের অন্য গতি নাই। যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব' কার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২-২৫)

এই হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই লোক সংসার হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারে। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—ইদানীং কলেঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি যুগেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। দোষাণাং নিধেরপি কলেরেকো

মহান্ গুণোঽস্তি। যথা এক এব রাজা অসংখ্যানপি দস্যূন্ হন্তি তথৈবৈক এব গুণঃ সর্ব্বানপি উক্তলক্ষণান্ দোষান্ হন্তি। স এব কস্তত্রাহ—কীর্ত্তনাদেবেতি। নাত্র ধ্যানাদেরপেক্ষা। যদ্বা কীর্ত্তনাদেব কিমুত কীর্ত্তনসহিত-ধ্যানাদিভ্যঃ। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টপুরুষার্থং প্রেমানং।

কলিযুগ দোষের সমুদ্র হইলেও তাহার একটী মহা গুণ আছে বলিয়া কলিযুগ সমস্তযুগ হইতে শ্রেষ্ঠ। সেই গুণটী কি? কেবল হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিযুগবাসী জনগণ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিতে পারে। কীর্ত্তনে স্মরণাদির কোন অপেক্ষা নাই। কেবল কীর্ত্তনের দ্বারাই সব লাভ হইবে। স্মরণ সহিত কীর্ত্তন করিলে ত কথাই নাই। এইটীই কলিকালের মহাগুণ। এখন প্রশ্ন, অসংখ্য দোষের মধ্যে একটী গুণ কি করিবে? তদুত্তর এই যে, যেরূপ একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা অসংখ্য দস্যুকে বিনাশ করে, এক চন্দ্র যেরূপ সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে, তদ্রূপ একটি গুণই কলিযুগবাসীর সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন—অশেষ দোষদুষ্ট কুমতি-পরায়ণ কলির জীব কিরূপে কীর্ত্তনের আদর করিবে? ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—"কংসাদের্নারদাদর ইব"। অর্থাৎ কংস প্রভৃতি রাজগণ মহাদুষ্ট হইয়াও যেরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদকে আদর করিতেন, সেইরূপ কলিকালে লোক কুমতিপরায়ণ হইলেও হরিকীর্ত্তনের আদর করিবে।

কেহ যদি বলেন—ডাকার মত ত ডাকা চাই? ইহার উত্তর এই যে—প্রথমেই ডাকার মত ডাকা হয় না। লেখার মত লেখা, পড়ার মত পড়া, হাঁটার মত হাঁটা একদিনে সম্ভব নয়। যেরূপ লিখিতে লিখিতেই লেখা হয়, পড়িতে পড়িতেই পড়া হয়, হাঁটিতে হাঁটিতেই হাঁটা হয়; সেইরূপ নাম করিতে করিতেই নামে রুচি হইবে, ডাকার মত ডাকা হইবে। উপরিউক্ত শ্লোকেও এই কথাই আছে—'কীর্ত্তনাদেব'।

এই যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই যে যাবতীয় পুরুষার্থ লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

সারগ্রাহী সজ্জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ, কলিযুগে

কেবল হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সমুদায় স্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ও প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

নিজ ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়াও কলিকালে যুগধর্ম্ম হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত যে জীবের প্রকৃত শান্তি হইতে পারে না, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তও আমরা দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৃহে থাকা কালে যখন অধ্যাপনার্থ পূর্ব্ববঙ্গে শুভ-বিজয় করেন, তখন এই ঘটনাটী ঘটে—

হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী নাম মিশ্র তপন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেনজন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যারে॥
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্রি দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রিশেষে।
সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥
নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগত কারণ॥
বেদ-গোপ্য এসকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্মজন্মান্তরে॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা॥
'অহোভাগ্য' মানি' পুনঃচেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্য-গণ-সহিত পরম মনোহর॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে॥
বিপ্র বলে-"আমি অতি দীন হীন জন।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপাকরি' সব তত্ত্ব কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥"
প্রভু বলে,"বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার॥
চারি যুগে চারিধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি-তলে।
স্ব-ধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ ধামে চলে॥
কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিনে নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহিপারে দিতে॥

শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ। কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
যেই জন কৃষ্ণ ভজে তার মহাভাগ্য ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল ।
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১৬-১৪৬)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্যত্রও ভক্তগণকে এই কথাই উপদেশ দিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে **সর্ব্বক্ষণ বল** ইথে বিধি নাহি আর ॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৭৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উক্তিতে যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

হর্ষে প্রভু কহেন—শুনস্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন-কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)
নাম-সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্। (শিক্ষাষ্টক-১)

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন ।
চিত্ত শুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৮-১৪)

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক-২)

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি,সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৬-১৯)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক-৩)

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন ।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২১-২৬)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উক্তিতে আমরা পাইলাম—শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম এবং এই হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই যুগধর্ম্ম সাধিত হয় এবং নিত্যশান্তি বা পরাশান্তি পাওয়া যায় । হরিনাম-কীর্ত্তন রূপ যুগধর্ম্মকে বাদ দিয়া আর যাহাই করি না কেন,

তাহাতে প্রকৃত শান্তি অফুরন্ত সুখ বা নিত্য-আনন্দ লাভ হইবে না। অতএব যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত যে কলিকালে আমাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রশ্ন—যখন হরিনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম্ম, এবং যুগধর্ম্ম ব্যতীত সুখ হইতে পারে না, তখন যাঁহাদের গৃহে বা মঠে শ্রীবিষ্ণুপূজা আছে, তাঁহারা কি করিবেন? ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"যদন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা"। অর্থাৎ, যদি কলিযুগে অন্যভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেই তাহা করিতে হইবে। নচেৎ তাহা সম্যক্ ফলপ্রদ হইবে না। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ভক্ত্যঙ্গসম্রাট্ শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই প্রধান। হরিনাম-কীর্ত্তন কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বা সাধন নহে, তাহা ভক্তি ও ভগবান্ যুগপৎ। হরিনামই সাধন, হরিনামই সাধ্য। হরিনামই উপাসনা, হরিনামই উপাস্য। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ বলিয়াছেন, "চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাম-সংকীর্ত্তন'।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০,৭৯)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্রবলিয়াছেন—"নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত পৃথিবীতে থাকাকালে আমাদের আর অন্য কোন সাধন-ভজন নাই।'

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩০।৪৪ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—"ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ, তৎকারুণ্যে চ তৎসংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ।" শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই

শ্রীহরির কৃপা হইবে এবং শ্রীহরির কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। সুতরাং শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়, ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

যাঁহারা নিত্যানন্দময় শ্রীহরির চরণকমল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন—চির-শান্তি কামনা করেন,—তাঁহাদের সকলেরই শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ ইহার দ্বারা যাবতীয় সুখ লাভ হইবে। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—'নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দভুবন মাঝে'। 'হে মহাত্মগণ! হরিনামব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। হরিনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। হরিনামাশ্রয়ই ভগবচ্চরণাশ্রয়। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশ্রয় গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। অতএব আপনারা হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বন-পূর্ব্বক এই দুস্তর সমুদ্র পার হউন।'

——শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

উপনিষদের উপাখ্যান

প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন (৩)

লোকগুরু প্রজাপতি ব্রহ্মা একসময়ে বলিয়াছিলেন,—"আত্মা পাপ-পুণ্য, জরা-মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা-পিপাসা ও সংকল্প-বিকল্পের অতীত বস্তু। যিনি শাস্ত্র ও গুরু-বাক্যানুসারে এই আত্মার অনুসন্ধান করেন, তিনিই আত্মাকে অনুভব করিতে পারেন এবং জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য্য তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে।" ব্রহ্মার এই উপদেশ-বাণী লোক-পরম্পরায় দেবতা ও অসুরগণের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম্য বস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিব।"

দেবতাগণের পক্ষ হইতে **ইন্দ্র** ও অসুরগণের পক্ষ হইতে **বিরোচন** সেই আত্ম-বিদ্যা জানিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা পরস্পর বন্ধু-ভাবাপন্ন না হইয়া, বিদ্যালাভ-বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া সমিধ্-হস্তে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর কাল 'ব্রহ্মচর্য্য-'

অবলম্বন-পূর্ব্বক গুরুগৃহে প্রজাপতির নিকট বাস করিলেন। উক্ত সময় অতীত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন,—"আপনি একসময়ে বলিয়াছিলেন, পাপ-পুণ্যাতীত, বিজয়, বিমৃত্যু ও সত্যসঙ্কল্প আত্মাকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমগ্র ঐশ্বর্য্য করতলগত হয়। সেই অমর আত্মাকে জানিবার জন্য আমরা দুইজন আপনার নিকট বাস করিতেছি।"

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"বিষয় বাসনাহীন মহাযোগিগণ নয়ন-মধ্যে যে-পুরুষকে দর্শন করেন, তিনিই সেই আত্মা। তিনিই অভয় ও অমৃত-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু।" ইন্দ্র ও বিরোচন ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবন্! জল ও দর্পণে প্রতিফলিত আমাদের যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, উহার মধ্যে কোন্‌টী আত্মা?" ব্রহ্মা বলিলেন,—"সমুদয় বস্তুতেই সেই আত্মা পরিদৃষ্ট হন। তোমরা জলপূর্ণ পাত্রে স্ব-স্ব আত্মাকে দেখিয়া, তাহার বিষয়ে যাহা বুঝিবে না, তাহা আমাকে জানাইবে।" তাঁহারা উভয়ে জলপূর্ণ পাত্রে নিজ-নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে "কি দেখিতেছ" জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন,—হে ভগবন্! আমরা লোম ও নখ-সমন্বিত সমগ্র আত্মার প্রতিরূপটীকে দর্শন করিলাম। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা তোমাদের কেশ-নখাদি ছেদনপূর্ব্বক সুন্দর বসন ভূষণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় জলপূর্ণ পাত্রে তোমাদিগকে দর্শন কর।" তাঁহারা সেইরূপ করিলে ব্রহ্মা "কি দেখিতেছ" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন উত্তর করিলেন,—"হে ভগবন্! আমরা যেমন সুন্দর বসন-ভূষণে বিভূষিত ও পরিষ্কৃত, জলের মধ্যেও তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতেছি।"

ব্রহ্মা বুঝিলেন,—ইঁহারা এখনও আমার বক্তব্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। হয়ত ভবিষ্যতে ইঁহাদের হৃদয়ে এই তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি ইন্দ্র ও বিরোচনকে বলিলেন,—"জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত ঐ যে ছায়া-পুরুষ, ইনিই আত্মা; ইনিই অভয় ও অমৃত এবং ইনিই ব্রহ্ম।" অনন্তর ইন্দ্র ও বিরোচন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের উভয়কে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে ভাবিলেন,—ইঁহারা আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই, আত্মাকে অবগত না হইয়াই চলিয়া যাইতেছেন। দেবতাই হউক, বা অসুরই হউক, যাহারাই ইঁহাদের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে ভ্রমাত্মক বিচার গ্রহণ করিবে, তাহারাই বিপথগামী হইয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে।

প্রেয়ঃপন্থী অসুররাজ বিরোচন শরীরকেই 'আত্মা' জ্ঞান করিয়া দেহের সুখই সাধ্য বলিয়া দেহাত্মবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি শান্ত-হৃদয়ে অসুরগণের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন,—"এই দেহই আত্মা। পৃথিবীতে দেহেরই পূজা ও সেবা করিবে। দেহের সেবা ও পরিচর্য্যা দ্বারাই ইহলোক ও পরলোক লাভ হইবে।" বিরোচনের দেহাত্মবাদ-রূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এই কু-মতবাদ প্রচারিত হওয়ায় অসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া "গন্ধ-মাল্যাদি ও বসন-অলঙ্কার দ্বারা দেহকে সজ্জিত করিলে মৃতব্যক্তি পরলোকে সুখী হয়" এইরূপ বিচার করে।

ইন্দ্রও স্বর্গে ফিরিবার পথে ব্রহ্মার উপদেশ-বিষয়ে বারবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। "ছায়াপুরুষ বা দেহই আত্মা"—এরূপ বিচার ভ্রমাত্মক মনে করিয়া তিনি ব্রহ্মার নিকট সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন,—"হে ইন্দ্র! তোমারা উভয়ে আত্মতত্ত্ব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলে; কি ইচ্ছা করিয়া তুমি পুনরায় ফিরিয়া আসিলে?" ইন্দ্র বলিলেন,—"ভগবন্, এই শরীর যেরূপ ভাবে ভূষিত হইবে, প্রতিবিম্বও তদনুরূপ দেখাইবে। দেহ বিকলাঙ্গ হইলে ছায়াও তদ্রূপ হইবে। আবার দেহ বিনষ্ট হইলে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হয়; অতএব প্রতিবিম্ব বা ছায়াকে জানিয়া আমার কি ফল হইবে?" তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—"ছায়া-পুরুষ আত্মা নহে, ইহাই আমার উপদেশের তাৎপর্য্য। তুমি যখন স্বীয় বুদ্ধির দোষে তাহা বুঝিতে পার নাই, তখন আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনপূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান কর।" ইন্দ্র ঐরূপ ব্রত গ্রহণ করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে উপদেশ করিলেন,—"স্বপ্ন-পুরুষই আত্মা। তিনি অশোক, অভয়, অমৃত-স্বরূপ; তিনিই ব্রহ্ম।"

ইন্দ্র শান্ত-হৃদয়ে ব্রহ্মার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে স্থির করিলেন,—কোন পুরুষ জাগ্রত-অবস্থায় অন্ধ থাকিয়া স্বপ্নাবস্থায় চক্ষুষ্মান্ দর্শন করিলে, সেইরূপ ছায়া বা প্রতিবিম্ব-দর্শন কখনই সত্য নহে। অতএব মিথ্যা সুখ-দুঃখাদি-অভিভূত স্বপ্ন-পুরুষ কখনও আত্মা হইতে পারে না। এইরূপ সন্দেহ লইয়া ইন্দ্র পুনরায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা পূর্ব্ববৎ বাত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট বাস করিতে বলিলেন। তদনুরূপ আদেশ পালন করিলে ব্রহ্মা বলিলেন,—"সুষুপ্তি-কালে ক্ষোভশূন্য যে আত্মা প্রকাশিত হন, তিনিই অমৃতস্বরূপ অভয় প্রদাতা আত্মা বা ব্রহ্ম।" এবারও স্বর্গে ফিরিবার

কালে ইন্দ্রের পূর্ব্বের ন্যায় সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—সুষুপ্তি কালের আত্মা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় 'ইহাই আমি' জানিতে পারেন না, অথচ আত্মা সংস্বরূপ অবিনশ্বর।"

ইন্দ্র এইবার ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে আরও পাঁচ বৎসর তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া শ্রবণ করিতে বলিলেন। এইরূপে ১০১ বৎসর-কাল ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে চরম-উপদেশ করিলেন,—"এই শরীর মর্ত্ত্য এবং মৃত্যুগ্রস্ত। আত্মাই প্রকৃতপ্রস্তাবে 'শরীরী'। পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ-শরীরই সেই আত্মার আবরণদ্বয়। স্বরূপ-প্রাপ্ত শুদ্ধ জীবাত্মা যাহা কিছু দর্শন-শ্রবণাদি করেন, সমস্তই আনন্দময়। তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি নিত্যযুক্ত হইয়া চিদ্ধামে ক্রীড়া-আনন্দাদিতে অবস্থান করেন।"

উপরিবর্ণিত আখ্যায়িকা হইতে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা পাই :—

১। ব্রহ্মার ন্যায় লোক-পিতামহ জগদ্গুরুর নিকট আসিয়াও অন্যাভিলাষ থাকিলে হৃদয়ে আচার্য্য বা সদ্গুরুর উপদেশ উপলব্ধির বিষয় হয় না।

২। যাঁহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি দ্বারা আচার্য্যের শরণাগত হন, তাঁহারাই তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ ধারণালাভে সমর্থ। ভগবজ্জ্ঞান লাভেচ্ছু মানবক শ্রদ্ধারূপ সমিধ্ হস্তে বেদজ্ঞ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্য-সমীপে আত্মসমর্পণ করিলে ভগবৎ-তত্ত্বলাভের অধিকারী হন। যিনি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানে ও আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তি বিধান করেন, গুরু ও ভগবৎ-কৃপায় নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তৎকর্ত্তৃক অনুভূত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র অসহিষ্ণু না হইয়া প্রণিপাতাদি দ্বারা বাস্তব আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত শিষ্যই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

৩। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের তত্ত্ব না জানাইলে জীব আরোহ-পন্থায় উহা কখনও জানিতে পারে না। "ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত যাহারে। সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥" তর্ক, মেধা, পাণ্ডিত্য কোনটীই তত্ত্ববস্তুকে পাইবার উপায় নহে। সেবোন্মুখ বৃত্তিদ্বারাই ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়।

৪। যাহারা পারমার্থিক বিষয়ে কোনরূপ গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, নিজেরাই শাস্ত্র পড়িয়া জানিয়া ও বুঝিয়া লইব—এইরূপ মনোভাব বা মতবাদ পোষণ করেন, পক্ষান্তরে একলব্যের গুরুভক্তিরই (?) বহুনানন করিয়া

থাকেন, তাহারা কি আর্থিক, পারমার্থিক সকল বিষয়েই অকৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র বলেন,—"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"

যাহারা শাস্ত্র পড়িয়া ব্যবহারিক-পারমার্থিক সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা আচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইয়া সদসৎ-বিবেকরহিত-অবস্থায় নিজেদের চেষ্টার দ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে গিয়া প্রায়সঃই বিপথে চালিত হন। তাহারা শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম হইয়া হরিভক্তি-লাভের নব্যপন্থা বা বৈশিষ্ট্য-স্থাপন (?) করিতে যাইয়া জগতে উৎপাত সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া 'বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো' ন্যায় অবলম্বন করত তাহারা মূল বস্তুকেই ছাটিয়া বাদ দিয়া বসেন। নিখিল শাস্ত্রের পরস্পর আপাতবিরোধী সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে না পারিয়া অবশেষে নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাতকারী হওয়ায় শাস্ত্রবাক্যও উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইহারা কখনই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না; শান্তিলাভ বা উত্তমগতি প্রাপ্তিও ইহাদের সুদূর-পরাহত। তাই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ব্যতীত কোনটীই সিদ্ধ নহে বলিয়া ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন,—আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে, গুরুদেবকে কখনও অবজ্ঞা বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিবে না যেহেতু তিনি সর্ব্বদেবময়। যেস্থলে পারমার্থিক গুরুর সাক্ষাদাদেশ-উপদেশের অভাব, সেস্থলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্র-বিধানমতে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে কোন পাপ বা অপরাধের সম্ভাবনা নাই।

৫। অসুররাজ বিরোচন ব্রহ্মার উপদেশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া গুরুর দোহাই দিয়া তাঁহারই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতকে গুরু ও শাস্ত্রের মত বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। ফলে বহু অসুর তাহার মতের গ্রাহক হইয়াছিল, এবং এখনও হইতেছে। অধিকাংশ সুবিধাবাদী লোকই যখন অসত্য বা অধর্ম্মের পথ গ্রহণ করে, তখন উহাই ঠিক—ইহা আসুরিক বিচার। অসত্য বা অধর্ম্মের সহিত বাস্তব-সত্য বা সদ্ধর্ম্মের চিরদিনই অসহযোগিতা। একটী—অন্ধতমিশ্র নরক, অপরটী—নির্ম্মল ভাস্কর। তাই বাস্তবসত্য কখনই গণমত বা গণভোটের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। গণমত ও বাস্তব-সত্য পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ।

আধ্যক্ষিক অসুরগণ স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রাকৃত স্থূল-দেহের প্রতি আসক্তি, নশ্বর হাড়-মাংসের থলির উপকার বা জীবে দয়া (?) করিয়া বিগত প্রাণ দেহের সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত। তাহারা খাওয়া-পরা ব্যতীত জগতে

আর কোন কৃত্য আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না। তাহাদের যাহা কিছু সমস্তই দেহ ও দেহসম্বন্ধী তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে কেন্দ্র করিয়া। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অত্যন্ত কর্ম্মজড় ও স্মার্ত্ত-শ্রেণীভুক্ত। তাই শাস্ত্র তাহাদিগকে "স্থূলে পশ্যতি বর্ব্বরাঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শী চার্ব্বাক্ এই মতের পোষক। দ্বিতীয় প্রকার—সূক্ষ্মবাসনাযুক্ত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান-তৎপর অদ্বৈতপন্থী বা মায়াবাদী। ইহারা সোজাসুজি ভোগ না চাহিয়া ঘুরাইয়া স্থূলভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ভোগ আদায় বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। ইহারা নিজেরাই ব্রহ্ম (?) হইয়া যাইতে চাহেন! এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা জগতের নিয়ামক ভগবানকে 'টুঠোরাম' করিতে পারিলেই ইহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সমস্তটাই নিজেদের ভোগ-দখলে আসে। গীতাও ইহাদের ঈঙ্গিত দিয়াছেন—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কাম-হেতুকম্॥ (গীঃ ১৬।৮)

৬। অনেকের ধারণা,—সাধন না করিয়াই সিদ্ধিলাভ হইবে। বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে থাকিয়াও যদি শিষ্যের কোন ভজনোন্নতি না হইল, তবে গুরুর যোগ্যতা বিষয়ে তাহারা সন্দিহান্ হইয়া পড়েন। শিষ্যের প্রাক্তন বা অন্যাভিলাষাদি থাকায় ঐকান্তিকতার অভাবে যে তাহার সাধন-ভজন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা না বুঝিয়া সদ্গুরুর কোন ক্ষমতা নাই এইরূপ উক্তি করেন। একই চুম্বক-কর্ত্তৃক ২টি লৌহের মধ্যে একটি আকৃষ্ট হইতেছে, অপরটী হইতেছে না,—ইহার নিশ্চয়ই কারণ আছে। কারণ—একজন নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত, অপরজন ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণহেতু মল বা মরিচা-যুক্ত অন্যাভিলাষী। একজন সেবক, অপরজন—সেবকব্রুব। গঙ্গাতীরে আম্র ও নিম্ববৃক্ষ থাকিয়া একই গঙ্গার জল পান করিলেও আম্রবৃক্ষ সুমিষ্ট ফলদ্বারা সকলকে তৃপ্ত করে, আর নিম্ববৃক্ষ তিক্ত ফল প্রসব করিয়া তাহার চিরন্তন অভদ্র স্বভাবের পরিচয় দেয়। গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা বিতরণে কোনও কার্পণ্য নাই। আধারের যোগ্যতানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভ হয়। একই গুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া একজন কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ হইতে পারেন, অপরজন ভক্তি-সিদ্ধান্তকে বিনাশ করিয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীচরণে

প্রার্থনা

নমো নমঃ শচীসুত, সঙ্গে ভাই অবধূত, আর যত পার্ষদের গণ।
সবার চরণ-ধূলি, মস্তকে লইনু তুলি, সকলেরে করি পরণাম ॥১॥
গৌরপ্রেষ্ঠ মহাজন, মোর গুরুদেব হন, তাঁর পদে অসংখ্য প্রণাম।
তাঁহারই ভক্ত যত, পৃথিবীতে শত শত, বন্দি মুঁই সবার চরণ ॥ ২ ॥
আশীষ্ করগো সবে, অবশ্য পারিব তবে, গুরু-আজ্ঞা করিতে পালন।
বৈষ্ণবের শক্তি পেলে, অবশ্য পারিব হেলে, মায়া-গিরি করিতে লঙ্ঘন ॥৩॥
নমো নমঃ গৌরহরি, যুগে যুগে অবতরি', সাধুগণে করিয়া রক্ষণ।
দুষ্টের দমন করি', তাহাদেরও কৃপা করি', কর তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥ ৪ ॥
কলিহত জীব তারিতে, এলে তুমি অবনীতে, নবদ্বীপে হইলে প্রকাশ।
শ্রীগঙ্গা-বেষ্টিত ধাম, মায়াপুর যাঁর নাম, যেথা সর্ব্ব ভক্তগণাবাস ॥৫॥
জীবের দুর্দ্দশা হেরি', এলে তুমি দয়া করি', ধরিলে গো সন্ন্যাসীর বেশ।
এমন দয়াল প্রভু, কে আর দেখেছে কভু, জীব লাগি সহে বহু ক্লেশ ॥৬॥
জগাই মাধাই করি, কত যে পাতকী নারী, উদ্ধারিলে তুমি করুণায়।
পতিতার শিরোমণি, আমি যে পাপের খনি, তাই বুঝি না রাখিলে পায় !!৭॥
কত শত পাপী আর, তুলনা নহিক তার, চণ্ডালদি না মানিলে তুমি।
তবে কেন এপাপীরে, বারেক না চাহ ফিরে, পড়িয়া রহিনু বাকী আমি ॥৮॥
জীবের দুঃখেতে দুঃখী, করিতে তাদের সুখী, আসিয়াছ এ মরত ভূমি।
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে বিলায়েছ তুমি ॥৯॥
দীন হীন যত ছিল, তব কৃপা পেয়ে গেল, নামহট্টে দিলে অধিকার।
কত পাপ করেছিনু, তবকৃপা না পাইনু, ধিক্ মোর এ জনম ছার ॥১০॥
অন্তর্যামী তুমি হরি, কি তোমা জানাতে পারি, আমিত অবলা নারী হই।
তুমিত জগৎপিতা, জান মোর মনোব্যথা, তবু মোরে দয়া হ'ল কই ?১১॥
তুমি না করিলে দয়া, কে আর করিবে দয়া, এ অত্যন্তা পাতকী দেখিয়া।
পাতকীর দুঃখ হেরি, তোমাবিনে গৌরহরি, আরকেবা উঠিবে কাঁদিয়া ?১২॥

ওগো প্রভু গৌরহরি, তোমার চরণে ধরি, সদা মুই এই ভিক্ষা চাই।
আমিত পাতকী অতি, কৃপাকর মোর প্রতি, শ্রীচরণে যেন ঠাঁই পাই ॥১৩॥
এজগতে উট যত, কাঁটা খায় অবিরত, রুধিরের ধারা বহে মুখে।
তবুও নাছাড়ে তা'রা, হইয়া যে আত্মহারা, তাহাকেই খায় অতি সুখে ॥১৪॥
আমিও তাদের মত, কাঁটা সম দুঃখ কত, অবিরত সহিতেছি হায়!
মায়ার কবলে পড়ি', ভুলিনু তোমারে হরি, এখন কি হবে উপায় !!১৫॥
তাই বলি গৌরহরি, তোমার চরণে পড়ি, কৃপা কর তুমি এইবার।
মায়ার কবল হ'তে, মুক্ত কর কোনমতে, তুমি ছাড়া গতি নাহি আর ॥১৬॥
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে মরিতেছি দগ্ধ হয়ে, অতি দুঃখে কাঁদে মোর হিয়া।
তব শ্রীচরণ দিয়া, শান্ত কর দগ্ধ হিয়া, অনুপম সুধা বরষিয়া ॥ ১৭॥
আমার মায়ার ডোর, ছিন্ন কর এইবার, কা'র শক্তি আছে তোমা'বিনে?
তুমি মোরে কৃপাক'রে, শ্রীগুরুর রূপ ধরে', শুদ্ধভক্তি শিখাও আপনে ॥১৮॥
পতিতপাবন নাম ধর, নামের সার্থকতা কর, ত্রাণ কর এ পাতকী-জনে।
তুমি মোরে কৃপাকরি, সেবাশিক্ষা দাও হরি, বেন্ধে রাখ ওরাঙ্গা চরণে ॥১৯॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণে, সেবা করি' কায়-মনে, সদা মোর এই হয় মনে।
কেমনে করিব সেবা, শিখাইয়া দিবে কেবা, মোর মত অতি মূঢ়জনে ॥২০॥
তোমার করুণা হ'লে, গুরু-কৃপা পাব বলে, এই মোর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
তোমার চরণে ধরি, সতত প্রার্থনা করি, তুমি গৌর পুরাও মম আশ ॥২১॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি-স্তুতি, মোরে তুমি কৃপা কর প্রভু।
তবপদে এমিনতি, থাকে যেন পদে মতি, শ্রীচরণে না ঠেলিও কভু ॥২২॥

নিত্যসেবাভিলাষিণী—**অভাগিনী উষা**
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

যদু-বংশে একলব্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৬০ পৃষ্ঠার পর)

তোতাপাখার মত কেবল কণ্ঠযন্ত্রমধ্যে ধারকরা কথা আবৃত্তি করিয়া আমি বলি—"দেহ কিছু না, মন কিছু না"; কিন্তু কহুরূপিণী মায়ার ভ্রুভঙ্গীবাণে যখনই বিদ্ধ হই, তখনই কার্য্যতঃ সেই বোলটীও থাকে না—তখন দেহই সারাৎসার,

মনই পরাৎপরতত্ত্ব হইয়া পড়ে—তখন বাউলগণের দেহতত্ত্ব রস আস্বাদনের জন্য রাতুল হইয়া পড়ি! চাঁদবাউলের গীত আর তখন মনে থাকে না; মন-বাউল যাহা চায়, তাহাতেই ঝাপাইয়া পড়ি। এই ত' আমার ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশের দৌড়!

আবার যখন দেখি, গুরু-বৈষ্ণবগণের সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমার 'ঠকা-জিতার' হিসাব-নিকাশটী পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তখন আমি বৈষ্ণব-দুর্গের বাহিরে সরিয়া গিয়া অবৈষ্ণব-দুর্গের মধ্যে আখেরের বন্দোবস্তের হাটপত্তন করি। বৈষ্ণব-দুর্গের মধ্য হইতে যে-সকল অস্ত্র গোপনে সরাইতে পারিয়াছিলাম, এখন সেইগুলিই আমার আখেরের দিনের অবলম্বন হয়। আচার্য্যের সহিত কপটতা করায় অস্ত্রগুলির প্রয়োগ-সম্বন্ধে আচার্য্য আমাকে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যথার্থ অস্ত্রকৌশল শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং এখন ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-গুলি আমার উপরই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে হনন করে। আমি আচার্য্যের সাক্ষাৎ অকপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দূরে সরিয়া একলব্যের অনুকরণে যে 'গুরুনিষ্ঠা', 'গুরুভক্তি' প্রভৃতির নামে গুরুদ্রোহিতাচরণ বা আমার প্রতি গুরুর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার অভিসন্ধিতে গুরু-বিমুখ-সমাজের চোখ ঝলসাইয়া দেই, তাহাতে আমি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা নিহত হই। আমি 'ঠকা-জিতা'র 'বুঝ' করিতে গিয়া অপ্রাকৃত কল্যাণকল্পতরু শ্রীজগদ্‌গুরুর কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মান্তিকে—গুরুগৃহে বাস করিতে না পারিয়া সেই একলব্যেরই আদর্শে গুরুবৈষ্ণবের সহিত পাল্লা দিবার জন্য আমার নিরয়প্রাপক গৃহে কখনও 'আশ্রম', কখনও 'সমিতি', কখনও 'মন্দির', কখনও 'মঠ' কত কি খুলিয়া বসি; কখনও প্রচারক সাজি, প্রচারকের বেশে 'প্রতারক' হইয়া অর্থ সংগ্রহ করি, কখনও সেবাদাসীর সেবামুগ্ধ হইয়া ধাম-সেবার নামে গ্রাম্য-সেবা করি, কখনও বা অবৈধ অনুকরণ করিয়া জয়পুর হইতে বিগ্রহ আনদানী করি, কল্পনা করিয়া বিগ্রহের নাম রাখি, মহোৎসব করি, প্রকৃতিসম্ভাষণের সুবর্ণসুযোগ আবিষ্কারের জন্য পত্র ছাপাইয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। সকল কার্য্যই আমার অনুকরণ—গুরু-বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা। আচার্য্যের কীর্ত্তিত অনুকরণ ও অনুসরণের উপদেশগুলি আমার 'ঠকা-জিতা'র উত্তেজনার প্রবল বন্যায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঠিক নাই। এখন গুরুদেবের সহিত—বৈষ্ণবগণের সহিত আমার ইন্দ্রিয়-রুচিকর সকল ব্যাপারে পাল্লা দেওয়াই

আমার গুরু-গৃহ-বাসকালীন যাবতীয় ক্ষতিপূরণের একমাত্র অস্ত্র হইয়াছে। অবৈধ আনুকরণিক বা পাল্লাদার হইতে গিয়া বিশ্বশ্রবা-পুত্রের উপবীত দণ্ড, বুলি, ঝুলি—যাহা কিছু অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছি তাহাতে "রাবণের বিষ্ঠা" হইয়া পড়িতেছি। 'ঠকা-জিতা'র মেরুদণ্ডস্বরূপ প্রতিষ্ঠা-শৌকরী-বিষ্ঠা আমাকে কনক-কামিনীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া অবশেষে 'রাবণের বিষ্ঠা'য় পরিণত করিতেছে!

'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক কষিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই যে, আমার মনঃকল্পিত রায় রামানন্দের আদর্শের (?) অনুকরণেই লাভের ভাগ অধিক, তাহাতে 'যুক্ত বৈরাগ্যে'র নামে সকল রসাস্বাদনই হয়, তখন আর শ্রীরূপ-সনাতনের "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন"—এই ফল্গু-বৈরাগ্যের (?) আদর্শ গ্রহণ করিয়া ঠকিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়নে"র 'রূপকথা' এখন পয়ারী পুঁথির টাকুরদাদাদের ঝুলির মধ্যে থাকাই ভাল—আজকালকার নবীনযুগে সে-সকল কথা চলে না। আবার অন্য প্রণালীতে "ঠকা-জিতা"র অঙ্ক কষিতে গিয়া দেখি, শ্রীরূপ-সনাতনের এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন, 'শুষ্ক চানা রুটী ভক্ষণে'র সহিত পাল্লা দেওয়া ত' মন্দ নহে, —শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার পায়খানায় প্রবেশ (?) বা মড়ার পরিত্যক্ত কাপড় (?) পরিধান কিংবা অপক্ক তণ্ডুল-ভক্ষণের (?) সহিত পাল্লা দিলেও ত' আমার লভ্যাংশ অধিক থাকে—অনেক প্রতিষ্ঠা, গোপনে অনেক কামিনী, কনক সংগ্রহ করা যায়, তখন 'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক-কষার ফল আমাকে শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতির প্রতি একটি মুখ-ভঙ্গীকারী মর্কট করিয়া তোলে!

আমরা কেবল খাটিয়া দেই, আর যাঁ'রা 'সেয়ানা', তাঁ'রা যত অভিনন্দনের অগ্রভাগ আত্মসাৎ করেন! ইহা দেখিয়া দেখিয়া আমার আর 'উৎসাহ' থাকে না। 'উৎসাহ' থাকিবেই বা কেন? যে-জন্য উৎসাহ, তাহারই অভাব হইলে উৎসাহ কিরূপে থাকিবে? আমার উৎসাহ ও উদ্যম ছিল—আমার "ঠকা-জিতা"র মূলধন লইয়া। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ—আমার সুখ-সুবিধা-প্রতিষ্ঠাই যদি এত কম হইল, তবে আর উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? যদি প্রকৃত আত্ম-বস্তুর সেবায় উৎসাহী হইতাম, তাহা হইলে ত' অজস্র প্রতিবন্ধকে—বাধা-বিপত্তিতে মহীশূরের প্রতিহত-স্রোতা কাবেরী হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণরাজসাগরের ন্যায় আমার উৎসাহ-উৎস-বেগ আরও সহস্র অশ্ব-শক্তিতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইত।

আমি ত' আমার ইন্দ্রিয়ের লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়াই প্রমত্ত থাকিলাম—অন্যমনস্ক রহিলাম—অভূতপূর্ব্ব অমন্দোদয়-দয়াবতার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের কথা শুনিলাম কৈ? বুঝিলাম কৈ? তাঁহার গতিবিধি, অনুধাবন ও অনুসরণ করিলাম কৈ? আমি তাঁহার কীর্ত্তিত পথের ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছি, আর উহাকেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ মনে করিয়া রাখিয়াছি। আমার হরিসেবার্থ চেতনের আত্মবৃত্তির প্রগতি কোথায়? হৃদয় একঘেয়ে, রুদ্ধ, পচা, দুর্গন্ধ পানাপুকুরের মত শত শত অনর্থের বীজাণু-পরিপূর্ণ—আমি আচার্য্যের কোন কথাই বুঝি নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে এক পা'ও প্রদান করি নাই—তাঁহার মন্দিরের দ্বারেও আসিতে পারি নাই; আমি 'ঠকা-জিতা'র অর্থনীতি লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া তিনি আমার নিকট একজন মস্ত বঞ্চক সাজিয়াছেন—পরমার্থনীতি হইতে আমি সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছি, একথা ইঙ্গিতে আচার্য্য খুলিয়া বলিলেও আমি ঠকা-জিতার গুটীই কাঁচা-পাকা করিতেছি।

ধারকরা কথায় কতক্ষণ 'দম' রাখা যায়?—ধার করা বুলিতে কতক্ষণ নিজের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য রাখা যায়?—ধার-করা কথায় কি কখনও আচরণ ও উপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়? শ্রৌত উপলব্ধির কথাই এক, আর ধার-করা বুলিই এক শ্রৌত উপলব্ধির বাণীর মধ্যে জড়ীয় ভাষা, ছন্দ, সাহিত্য, ব্যাকরণের রূপসী মূর্ত্তি না থাকিলেও তাহা সঞ্জীবনী শক্তিতে লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারে—জীবনহীনকে 'জীবন'দান করিতে পারে—রুদ্ধচিত্ত-সরোবরে চৈতন্যসেবার স্রোত-সহস্রধারা প্রবাহিত করিতে পারে, লোককে নিজ-আচরণের অমোঘ-শক্তিসঞ্চারে আচরণশীল করাইতে পারে। যেখানে 'আচরণ' ও 'বাণী' পৃথক্ নহে, সেখানে আচরণই—বাণী, বাণীই আচরণরূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেবা-গঙ্গোত্রী প্রকাশ করিয়াছে।

'আচরণ' নাই, কেবল বাক্যবাগীশতা, 'প্রাণ' নাই, কেবল অঙ্গভঙ্গী, আত্ম-বৃত্তির কোন উন্মেষ নাই, কেবল দেহ ও মনের ব্যায়াম-প্রদর্শন-দ্বারা কখনও কি আত্মোপকার বা পরোপকার হইতে পারে? ঐ সকলের দ্বারা কেবল নিজে ঠকা যায় ও অপরকে ঠকান যায়। তাহা কখনই আচার্য্যের প্রদর্শিত পথ বা শিক্ষা নহে।

ইন্দ্রিয়ের 'ঠকা-জিতা' লইয়াই আমি ব্যস্ত থাকিলাম, কিন্তু প্রকৃত লাভের জন্য ব্যাকুল হইলাম কৈ? কৃষ্ণান্বেষণ, কৃষ্ণপ্রীতি অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে মাঝপথে আমার বিবিধ ভোগান্বেষণ; আমার ইন্দ্রিয়-প্রীতি অনুসন্ধানের বহুরূপীকে

দেখিয়াই সকল কথা অন্তরাত্মায় ভুলিয়া গেলাম—বাহিরে কেবল বুলি ও অভিনয়-দোরস্ত রাখিলাম। অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে গিয়া নিজের ছিদ্রের উপরে যবনিকা টানিলাম, ধারকরা বদহজমী বিচারের দ্বারা অপরের দোষ-গুণ বিচার করিতে গিয়া আত্মবিচারের মুখ আচ্ছাদন করিলাম। ধ্রুব কাচমণি অন্বেষণ করিতে আসিয়া চিন্তামণির খোঁজ পাওয়ায় কাচমণি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্তামণিরই চিরগ্রাহক হইয়াছিলেন, আর অধ্রুব আমি চিন্তামণির অন্বেষণের অভিনয় করিয়াও—চিন্তামণির খনির রাজকীয় পথের খোঁজ পাইয়াও কাচমণির মোহে আসল বস্তু হারাইলাম। আনুকরণিক বুলি-মাত্রে চাখড়ি-গোলা ও দুধ, শ্যামাঘাস ও ধান, সোণা ও ক্যামিকেলের দৃষ্টান্ত বলিতে বলিতে নিজেই দুধ ফেলিয়া চাখড়ির গ্রাহক হইলাম, ধান ছাড়িয়া শ্যামঘাসকে বরণ করিলাম, সোণা ফেলিয়া ক্যামিকেলকে আঁচলে বাঁধিলাম। এই ত' আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশের ফলাফল।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বঞ্চিত দলের অপেক্ষা আমাকে অধিক 'চতুর' সাজাইতে গিয়া আমি ঐ সকল বঞ্চিতগণ অপেক্ষাও অধিকতর বঞ্চিত হইলাম। আত্মরক্ষার কবচগুলিকেই আত্মহত্যার অস্ত্র করিয়া ফেলিলাম! সর্ব্বোচ্চতম আদর্শের কথা শ্রবণের অভিনয় করিয়া সর্ব্বনিম্নতম—এমন কি, দুর্নৈতিক, বিগর্হিত আদর্শকে আমার বরণীয় বিষয় বলিয়া স্থির করিলাম! কৃষ্ণ ছাড়িয়া—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অকপট অনুসরণ ছাড়িয়া নিজের 'হারা-জিতা'র হিসাব করিতে গেলে এইরূপই হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের সহিত পাল্লা দিয়া (আনুকরণিক হইয়া) নিজের লভ্যাংশ খুঁজিলে কৃষ্ণমায়া জীবকে ঐরূপ উপযুক্ত পুরস্কারই প্রদান করে—বিষ্ণুমায়া জীবকে প্রাকৃত বাউল করিয়া দেয়; আমিও তাহাই হইয়াছি—আমি আজ ইন্দ্রিয়ের হার-জিতের বাউল হইয়াছি। কখনও মনে করিতেছি, যখন হরিভজনের ছলনা করিতে আসিয়াছি, তখন আমার সমগ্র জীবনে আমার ব্যক্তিগত সমগ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় যে-সকল ভোগ পাইতাম না, তাহা যদি কৃষ্ণের সেবার্থ সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিগণের বিরাট্ ও প্রবল চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করাইয়া আমার ভোগ-ভাণ্ডারে জমা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই ত' বাজি জিতিলাম! কৃষ্ণের প্রাপ্য; কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা, উপায়নগুলি যদি কৃষ্ণের সেবার ছলনায়—গুরু-পূজার ছলনায়—গুরু-কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশের অভিনয় দেখাইয়া মেকী পূজকের শালগ্রামের পৈতা-চুরির ন্যায় আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই লাভের নিক্তিটী আমার দিকে

ভারি থাকিল। ঠকা-জিতার সমস্যা-সমাধান করিতে গিয়া সর্ব্বদাই ভাবি—কেন শ্রীগুরুদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ সকল সেবক আমার সুখ-সুবিধা লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন না? এদিকে আমি অন্তরে সেবা-গ্রহণের বিরাট্ প্রবৃত্তি লইয়া বাহ্যে ভোগস্পৃহা-হীনতা বা উদাসীনতার অভিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করিতে থাকি, আর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্যান্য সকল কৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ আমার সুখ-সুবিধার মালমসলার সরবরাহ ও উহার অনুসন্ধানার্থই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকুন। যখন দেখি, তাঁহারা আমার সুখ-সুবিধার প্রতি তত মনোযোগী হইলেন না—তাঁহারা আমার দিকে তাকাইলেন না, তখন আমি অন্তরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে লক্ষ শ্লোকের মহাভারত (?) রচনা করিয়া—"বুক ফাটে ত' মুখ ফাটে না" এই ভীষণ যন্ত্রণাময়ী অবস্থায় পতিত হইয়া নিজের বুঝ বুঝিবার জন্য—নিজের লাভের তৌলদণ্ডটী লইয়া সরিয়া পড়ি। দূর ছাই! তোমরা যখন আমার ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ইন্ধনই যোগাইলে না, তখন তোমাদের দলে কে থাকে?—আমার আখেরের বন্দোবস্ত আমি নিজেই করিয়া লইব। আমার দাঁড়ে ছোলার জন্যই ত' তোমাদের দলে ঢুকিয়াছিলাম—তোমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; যদি তাহাই না হইল, তখন আমার ভোগের ঘর ছাড়ি কেন?

আমি জানি, গুরুবৈষ্ণব আমার নিকট কোন্ কোন্ জায়গায় 'ঠেকা' আছেন। কাজেই সেই সকল জায়গায় আমাকে তাঁহাদের তোষামোদ করিতেই হইবে—সেই সময় আমিও আমার লভ্যাংশ আদায় করিয়া লইতে পারিব—আমি যত কিছুই অন্যায় করি না কেন, দায়ে পড়িলে তাঁহাদিগকে আমার পায়ে ধরিতেই হইবে। বঞ্চনার যূপকাষ্ঠে গলা পাতিতে চাহিলে এইরূপই বুদ্ধি হয়। ধন্য মায়াদেবি! তোমার বিশ্ববিস্তারিণী বঞ্চনা-বিদ্যা! অকৈতব হরিভজন এত গুহ্যতম সম্পুট-মধ্যে সংরক্ষিত বলিয়াই বুঝি তাঁহার এত মূল্য—কোটি মুক্ত-মধ্যে তাই কৃষ্ণভক্ত সুদুর্লভ।

আমি আমার ইন্দ্রিয়ের হার-জিতের অঙ্ক কষিতে গিয়া আমার দুর্দ্দশার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছি। আমার কি ভ্রম! মনে করিয়াছি, কৃষ্ণসেবায় আমার লাভ নাই—আমার সঞ্চয় নাই—কৃষ্ণেরই লাভ। কেবল ইন্দ্রিয়-সেবায়ই আমার লাভ! মুখে কিন্তু ঠিক আছি, কৃত্রিম মুদ্রায় বাহির-দোরস্ত আছি, কিন্তু কার্য্য-কালে আমার ঐরূপ চিত্তবৃত্তির কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নাই।

আমি মনে করিয়াছি,—সম্ভোগময় চিন্তাস্রোত-পরিপোষণেই লাভ, কিন্তু

গৌরজনগণের চিন্তাস্রোত—"জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণানুসন্ধানে নিরন্তর অতৃপ্তিময়ী চিত্তবৃত্তিই পরম মঙ্গল-লাভের পথ।" আমি কর্ম্মবুদ্ধিতে অর্থাৎ অন্তরে ফল-কামনা লইয়া শরীর ও মনকে নিরোগ করি বলিয়াই যেন হরিসেবা-ছলনার চুক্তি-কাজ করিবার পর ধরাকে সরা-জ্ঞান করি, গুরুসেবক-গণকে আমার পরিচর্য্যার উপকরণ বিচার করি, তাঁহাদের উপর হুকুম চালাই, আমার সেবায় একটুকু ত্রুটী হইলে আর রক্ষা থাকে না! তখন আর আমাকে পায় কে? সকলে সভয়ে সকল উপকরণ লইয়া অমার সেবায় নিযুক্ত হউক্—, আমি অন্তরে এই ভাব পোষণ করি। "আমার উপর বীজন-যন্ত্র প্রবাহিত হউক্—আমার পদ-সেবায় পরের হস্ত প্রসারিত হউক্—আমার ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রস্তুত হউক্"—এই সকল বহু প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা আগ্নেয়গিরির মত আমার অন্তরকে অধিকার করে। তখন যদি কেহ কোন প্রকার হরিসেবার বা হরি-কীর্ত্তনের অবসর উপস্থিত করেন, তখন আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠি—এত খাটুনির পর আবার হরিকথা! যাও পারিব না—আর বকর বকর করিতে পারি না—আমার ক্রোধাগ্নির নিকট তখন আমার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সেবকগণ ক্ষুদ্র সলভপ্রায় হইয়া সভয়ে অবস্থান করে। আহা! আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ হইতে আমার এই চিত্তবৃত্তি কত তফাৎ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়া লাভ-লোকসানের পরিমাপ করিয়াছি কি?

আমি আমার মক্কেলের তোষামোদে—পরিচর্য্যায়—আদর-আপ্যায়নে যতটা ব্যস্ত, অপরের কোন ব্যক্তির জন্য অনেক সময় মতলব করিয়াই যেন ততটা উদাসীন। ইহার কারণ কি? এখানেও কি আমার লাভ-লোকসানের জমা-খরচ? আমি বুঝিয়া রাখিয়াছি এবং সেরূপভাবেই আমার প্রকৃতি গঠিত হইয়া পড়িয়াছে যে, যদি আমি আমার মক্কেলের জন্য সময় ও শক্তিপ্রদান করি, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে যে রসদ পাওয়া যাইবে, উহার লভ্যাংশ আমার—তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু অপরের কোনও ব্যক্তির জন্য সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিলে অপরে আমার পরিশ্রমের দ্বারা ফলপ্রাপ্তি-কালে প্রতিষ্ঠার ভাগরূপ লভ্যাংশটী পাইলে আমার তাহাতে লোকসান ব্যতীত লাভ কিছুই নাই! অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের সেবায় সকলেরই সমান স্বার্থ—কৃষ্ণই সকল ফলের প্রাপক—শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় আমার ব্যক্তিগত ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া আমার এইরূপ যে সহস্র সহস্র চিত্তবৃত্তি হইয়াছে তাহাকে 'সেবা' বলিব, না অত্যন্ত কপটতাপূর্ণ 'কর্ম্মফলভোগ-

বাদ' বলিব ? এই জন্যই সে-দিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার সকল কার্য্যই—সকল চেষ্টাই 'কর্ম্ম' হইয়া পড়িতেছে ; আমি শ্রীগুরুদেবের কোনও কথাই শুনি নাই—বুঝি নাই—শ্রীগুরুদেবের পথ দিয়াই যাই নাই—কেবল আমার ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া ইন্দ্রিয়কে 'গুরু' করিয়া চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম,—আমি ত' একযুগ যাবৎ নানা প্রকার অভিনয় করিতেছি ; সত্য সত্য ভাবিয়াছি কি,—'আমি ঠকিলাম, না জিতিলাম' ?

—(সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, ১০ম খণ্ড, ৪৭ সংখ্যা, ৭৩৯-৭৪৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীচরণামৃত

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদজল ও শ্রীশালগ্রাম-শিলারূপী শ্রীহরির স্নানজল—এই উভয় অমৃতস্বরূপ বলিয়া শ্রীচরণামৃত নামে কথিত হইয়াছে। শ্রীচরণামৃত সর্ব্বদা সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত পানপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করাই বিধি। মানব শ্রীচরণোদক-পানে পবিত্র হইয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিলে কোটি ব্রহ্ম-হত্যার পাপও নষ্ট হয়। আবার এই চরণামৃত ভূতলে পতিত হইলে অষ্টগুণ পাপ হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—হে অম্বরীষ! শ্রীহরির চরণামৃত যাঁহার উদরে অবস্থিত থাকে, তুমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিও।

শ্রীশালগ্রাম-শিলার স্নানজল প্রতিদিন পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে আর সহস্র কোটি-তীর্থে অবগাহন করিবার প্রয়োজন কি ? কারণ গঙ্গা, গোদাবরী ; রেবা এবং অন্যান্য মুক্তিদাত্রী নদীসমূহ সমস্ত তীর্থের সহিত এই শ্রীচরণামৃতে বাস করেন। যথা—

গঙ্গা গোদাবরী রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাস্তু যাঃ।
নিবসন্তি সতীর্থাস্তাঃ শালগ্রামশিলা-জলে ॥
কোটিতীর্থ-সহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
তীর্থং যদি ভবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলোদ্ভবম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

যিনি প্রত্যহ শ্রীশালগ্রাম-চরণামৃত পান করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত পান সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ। শ্রীগঙ্গা—শ্রীহরির চরণোদক। সরস্বতীর জল তিন দিনে, নর্ম্মদার জল সাত-দিনে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং যমুনা জল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। ইঁহাদিগকে

দর্শন, ইঁহাদিগেতে স্নান ও ইঁহাদের কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা পবিত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকালে শ্রীহরি পাদোদক স্মরণ মাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনম্ ॥
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নানদর্শনকীর্ত্তনৈঃ।
পুনাতি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

প্রতিদিন কোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চন করিলে যে ফল হয়, শ্রীচরণামৃত পান করিলে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। অপবিত্রই হউক, দুরাচারই হউক অথবা মহাপাতকীই হউক, বিষ্ণু-চরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া থাকে। কোটি পাতকযুক্ত ব্যক্তিরও মৃত্যুকালে মস্তকে, মুখে ও দেহে যদি বিষ্ণু-চরণামৃত স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে যমালয়ে গমন করে না। যাহারা কখনও দান, হোম, বেদপাঠ বা দেব-পূজাদি করে নাই, তাহারাও বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া উত্তমগতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা, শিব, কেশব—সকলেই প্রসন্ন হন। যিনি শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। চিরদিন আচার-রহিত ব্যক্তিকেও অন্তকালে শ্রীচরণামৃত পান করাইলে সেও পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীচরণামৃত পানের দ্বারা অপেয়-পায়ী, অভোজ্যভোজী, অগম্যাগামী ও সর্ব্বদা পাপ-স্বভাব ব্যক্তিও আশু বন্দনীয় হইয়া থাকে। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও সংসার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচরণামৃত মঙ্গলস্বরূপ, সুখদায়ক, দুঃখ-নিবারক, আশুফলপ্রদ, সর্ব্ব-পাপনাশক, দুঃস্বপ্ননাশক, সর্ব্বোপদ্রব-শান্তিকর ও সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। যথা—

সদ্যঃ ফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্ ॥
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
সর্ব্বোপদ্রবহন্তারং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্ ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল প্রকার উৎপাতের শান্তি হয়। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু এই শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য জানেন। তাই তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। মহাপাপী ও শতশত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও শ্রীচরণামৃত পান করিলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে। মহাপাপীও শ্রীচরণামৃত পানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণ তাহাকে কিছুই করিতে পারে না।

সে যমদূতগণকে অগ্রাহ্য করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত পান করাই পরম ধর্ম্ম, ইহাই পরম তপস্যা। যিনি শ্রীচরণামৃত পান করেন, তিনি সকল তীর্থে স্নান করেন ও বিষ্ণুর অতি প্রিয় হইয়া থাকেন। শ্রীচরণামৃত অকাল মৃত্যু, সকল ব্যাধি ও সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করে। শ্রীচরণামৃত পানের দ্বারা ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তিও লাভ হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—লুব্ধক নামক ব্যাধ শ্রীহরির চরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক মুনিকে বলিয়াছিলেন,—হে মুনে! আপনি যে আমার উপর চরণামৃত নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তসমুদ্রের জলও ত্রিতাপাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, কিন্তু অল্পমাত্র শ্রীচরণামৃত দ্বারা এই সংসারাগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। এই চরণামৃত অমূল্য, ইহার সহিত অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে পারিলেও শ্রীচরণামৃতের অনন্ত মহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

শ্রীহরিচরণামৃত যদ্রূপ, ভক্তচরণামৃতও সেইরূপ। ভক্ত-চরণামৃতও সর্ব্বতীর্থ-স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার অশুভবিনাশক ও পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্ত-চরণামৃতের মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্॥
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানব॥ (স্কন্দপুরাণ)

যাঁহাদের পদরেণুতে জাহ্নবী, নর্ম্মদা ও যমুনা জল লাভ হয়, যাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথামৃত পানের দ্বারা সজ্জনগণ অসংখ্য তীর্থে স্নান না করিয়াও পবিত্র হইয়া থাকেন, সেই ভক্তগণের চরণামৃতের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করিব? শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৬।১৯) বলেন—

একনদী—তোমার অমৃতকথাময়ী।
আর নদী—পদ-নীর বহে গঙ্গ দুই॥
তিন লোক পাপ হরে দোঁহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি॥
শ্রুতিযোগে স্নান করে এক তীর্থজলে।
অঙ্গসঙ্গে আর তীর্থে স্নান পান করে॥
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান-পান।
মহাভাগবত হয় বিমল গেয়ান॥ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

ভক্ত-পদজল হরিভজনের প্রধান সহায়ক। ইহা শ্রদ্ধার সহিত সেবন

করিলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয়।) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০-৬২)

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের পরম পবিত্র চরণামৃত পান করিয়া আচমন করিতে নাই। এসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচমতি সংমোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥ (গরুড়পুরাণ)

যে শ্রীহরির ও তদ্ভক্তের চরণামৃত পানান্তে অজ্ঞানবশে আচমন করে, সে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ৫ই আষাঢ় ১৩৬২, ইং ২০শে জুন ১৯৫৫ সোমবার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন প্রাতে সংকীর্ত্তনাদি, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও অপরাহ্ন ৫ঘটিকা হইতে সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ রাখাল চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ পরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ৫ই আষাঢ় হইতে ১৪ই আষাঢ় পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহামহোৎসব বিরাট্-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৫ই আষাঢ় শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন, ৬ই আষাঢ় শ্রীশ্রীরথযাত্রা, ১০ই আষাঢ় শ্রীহেরাপঞ্চমী ও ১৪ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা মহোৎসব নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে সাড়ম্বরে পালিত হয়। সাধারণ মহোৎসব-দিবসে রাত্র ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত অজস্র লোককে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা-যত্নে ও অক্লান্ত সেবা-পরিশ্রমে উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই সময়ে শ্রীল আচার্য্যদেব মথুরায় মঠ-প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় উৎসবে যোগদান করিতে না পারায়, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশ-নির্দ্দেশ ও শ্রীমুখনিঃসৃত-বাণী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। — প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৪ হৃষীকেশ, ৪৬৯ গৌরাব্দ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
বুধবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৬২ ; ইং ১৭।৮।৫৫

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

মৃদুতলারুণ্য-জিত-রুচির-দরদ-প্রভং
কুলিশ-কঞ্জারি-দর-কলস-ঝষ-চিহ্নিতম্।
হৃদি মমাধায় নিজ-চরণ-সরসী-রুহং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্॥১॥

মুখর-মঞ্জির-নখ-শিশির-কিরণাবলী-
বিমল-মালাভিরনুপদমুদিত-কান্তিভিঃ।

শ্রবণ-নেত্র-শ্বসন-পথ-সুখদ ! নাথ ! হে
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥২॥

মণিময়োষ্ণীষ-দর-কুটিলিমণি লোচনো-
চ্চলন-চাতুর্য্য-চিত-লবণিমণি গণ্ডয়োঃ ।
কনক-তাটঙ্ক-রুচি-মধুরিমণি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৩॥

অধর-শোণিম্নি দর-হসিত-সিতিমার্চ্চিতে
বিজিত-মাণিক্য-রদ-কিরণগণ-মণ্ডিতে ।
নিহিতবংশীক ! জন-দুরবগম-লীল ! হে
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৪॥

পদক-হারালি-পদকটক-নটকিঙ্কিণী-
বলয়-তাটঙ্কমুখ-নিখিল-মণিভূষণৈঃ ।
কলিতনব্যাভ ! নিজ-রুচিত-তনু-ভূষিতৈ-
র্মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৫॥

উড়ুপকোটী-কদন-বদন-রুচি-পল্লবৈ-
র্মদনকোটী-মথন-নখর-কর-কন্দলৈঃ ।
দ্যুতরুকোটী-সদন-সদয়-নয়নেক্ষণৈ-
র্মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৬॥

কৃতনরাকার ! ভবমুখ-বিবুধ-সেবিত !
দ্যুতি-সুধা-সার ! পুরু-করুণ ! কমপি ক্ষিতৌ ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত-সনাতনং
মদনগেপোল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৭॥

তরণিজা-তীর-ভুবি তরণি-কর-বারক-
প্রিয়ক-যণ্ডস্থ-মণিসদন-মহিত-স্থিত ! ।
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদ-রমিত ! রাধয়া
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৮॥

মদন[illegible]াল ! তব সরসমিদমষ্টকং
[illegible]তি যঃ সায়মতিসরল-মতিরাশু তম্।
স্ব-চরণাম্ভোজ-রতি-রস-তরসি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৯॥

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

হে মদনগোপাল ! আপনার সুকোমল চরণতলের অরুণ-বর্ণদ্বারা অতি মনোরম হিঙ্গুলপ্রভা তিরস্কৃত ; আপনি শঙ্খ, চক্র, বজ্র, পদ্ম, কলস ও মৎস্য প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত সেই নিজ চরণকমল আমার হৃদয়ে সংস্থাপন-পূর্ব্বক আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥১॥

হে নাথ ! আপনি স্বীয় চরণযুগলের সুমধুর শব্দযুক্ত নূপুরদ্বারা ভক্তগণের কর্ণদ্বয়ের ও নখচন্দ্রাবলীর দ্বারা নেত্রদ্বয়ের এবং চরণপর্য্যন্ত দোলায়মান মনোহর বনমালার সুগন্ধের দ্বারা নাসিকার পরমসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। হে মদন-গোপাল ! আপনি আমাকে এই সকল সুখ প্রদান করিয়া নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥২॥

হে মদনগোপাল ! আপনার ঈষৎ বক্রযুক্ত মণিময় উষ্ণীষে, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত নয়ন-যুগলের মনোহর ভঙ্গিমায় এবং কনক-বিনির্ম্মিত কর্ণভূষণের কিরণছটায় মাধুর্য্য-মণ্ডিত গণ্ডদ্বয়ে আমার চিত্ত নিমগ্ন করত আপনি নিজ সদনে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৩॥

হে প্রভো ! আপনি ঈষৎ হাস্যান্বিত বদনের শুভ্রবর্ণ শোভিত ও মাণিক্য-বিজয়ী দন্তনিকরের কিরণনিচয়ে বিভূষিত রক্তিমাধরে বংশী ধারণ করিয়া থাকেন, এবং আপনার লীলা জনসাধারণের দুর্জ্ঞেয়। হে মদনগোপাল ! আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৪॥

হে মদনগোপাল ! আপনি কণ্ঠভূষণ, হারশ্রেণী, পদবলয়, কটিভূষণ, করবলয় ও কর্ণালঙ্কার প্রভৃতি নিখিল মণিময় আভরণে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন। এই সকল উজ্জ্বল স্বীয় দেহাভরণে বিভূষিত আপনি আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৫॥

হে মদনগোপাল ! আপনার মুখচন্দ্রের রুচি-বিস্তারে কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত ও নখরূপ কর-নবাঙ্কুরে কোটিমদন মথিত হয়, এবং কৃপার্দ্র নয়ন-যুগলের ঈক্ষণ কোটি-কল্পতরুর আলয়-স্বরূপ। আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৬॥

হে নরদেহধারিন্ ! হে মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ-সেবিত ! হে দ্যুতিসুধাসার ! হে ভক্তাভীষ্টপুরক ! যাহা চির-নিত্য এরূপ কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রেমসমূহকে পৃথিবীতে প্রকটন করত হে মদনগোপাল ! আপনি আমাকে নিজ সমীপে রক্ষা করুন ॥৭॥

হে প্রভো ! আপনি শ্রীযমুনা-তীরবর্ত্তী দিবাকরের আতপ-নিবারক কদম্বতরুর মূলস্থিত মণিময় ভবনের শোভা বর্দ্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং ললিতা-সহ শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত হইতেছেন। হে মদনগোপাল ! আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৮॥

হে মদনগোপাল ! যিনি অকপট হৃদয়ে ভবদীয় এই মধুর অষ্টক সন্ধ্যাকালে পাঠ করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে স্বীয় চরণকমলের প্রেমরস-প্রবাহে নিমজ্জিত করত হে মদনগোপাল ! আপনি আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৯॥

সজ্জন—বদান্য (৬)

শ্রীগৌরসুন্দর—অনর্পিতচর-কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ও মহাবদান্য

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল আদর্শ, চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহা বিতরণ করিতেও মুক্তহস্ত। যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরস-মাধুরী অযোগ্য-জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা ভজন-পারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচীদুলাল বদান্য-শিরোমণি বলিয়া দুর্ব্বল, প্রাকৃত-মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমদুর্ল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত।

ভগবৎ-সেবোন্মুখ জীবের প্রতি শ্রীগৌরহরির উপদেশ

বদ্ধ-জীবকে অসচ্চরিত্র কপট শিক্ষকের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-সেবোন্মুখ, সমস্ত জড়াভিনিবেশ-ত্যক্ত,

মলিন জড়ীয় জঞ্জাল-সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোনপ্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অমলাসন হইতে অনন্তকালের জন্য বিতাড়িত হইবেন।

শ্রীগৌর-তত্ত্ব, শ্রীরাধা-তত্ত্ব ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

আরাধ্য-বস্তুই গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই সকল ঈশ্বরের, জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তিনি অনাদি, তিনি সকলের আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়; শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তদ্রূপ-বৈভব-সমূহে প্রাভব প্রকাশ বাসুদেব প্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়-বিগ্রহ। মূলাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতী প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন।

আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে শ্রীগৌরলীলা ও বিষয়-ভাবাঙ্গীকারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব

পরমেশ্বর মহামাধুরীর একমাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ রাধিকার নিজ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণেতর স্বতন্ত্রাধিষ্ঠানে নিত্য লীলা-বিলাস করিতেছেন। আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্য লীলা নাই। সেই মধুর-রসদাতা বদান্য হইয়া শ্রীরূপের নিকট "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥" বলিয়া নিত্য ভজনীয় আছেন।

স্বয়ং মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরহরি-কর্ত্তৃক গৌর-নাগরী-মতবাদ নিরসন

তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্য সুমিষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন বদান্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয়-জাতীয় ভজনে বা গৌরলীলায় গোপনে কপটতাযুক্ত ব্যভিচার নাই,—এই পরম সত্য

মহাবদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌর-নাগরীর সহ ব্যভিচারী নহেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥
প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি-জনের মন॥
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
তবে শ্রীবাস তার (ছোট হরিদাসের) বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি 'হাসি' প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥
অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
যোষিৎসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর।
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

শ্রীরূপ গোস্বামী-কর্ত্তৃক সহজিয়া, গৌরনাগরী প্রভৃতি মিছাভক্তের ভ্রমাপনোদন

যে সকল ব্যক্তি গৌরভজনের নামে সহজিয়া, বাউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রূঢ়-ভাষায় তাঁহাদের ন্যায় জড়ীয় জানিয়া গালি দিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ গৌরনাগরীগণ বদান্য,—একথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই একমাত্র বদান্য, তাহাও বুঝিবে। বদান্য শ্রীরূপ গোস্বামী, নির্ব্বোধ নব্য-মতাবলম্বী ভাবী বালকগণের ও দলপতিগণের জন্যই রসশাস্ত্র লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়গত রস সুষ্ঠু ভাবে জানাইয়াছেন। সেজন্য অবদান্য গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছাভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যে লীলা আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই, সেই মিছা নাগরী-ভাব, মিছা কল্পনা করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যক কি? মিছাভক্ত সাজিয়া সুনির্ম্মল পবিত্র চরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং

তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্‌যুক্তি বা মহাজন পথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণ-বিমুখিনী স্বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্যই মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন না।

গৌরনাগরী-দলের উৎপত্তির কারণ ও তাহাতে শুদ্ধ গৌরভক্তগণের কর্ত্তব্য

পাপ করিলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই,—একথা মহাবদান্য গৌরসুন্দর বলেন না। যিনি শুদ্ধভক্ত, তিনি হরিসেবা-বিমুখ নিজ ফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয়ও দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দর গোপনে ভোগ-তাৎপর্য্যপর নদীয়া-নাগরী সহ ব্যভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকা নাগরীর সহিত গৌরপার্ষদ হরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা মীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নাগরী নহেন। "অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌরঃ" শ্লোকের কুব্যাখ্যা-বলে গৌরনাগরী নামক গৌর-বিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্য জগদ্‌গুরু না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। 'কৃষ্ণলীলা ব্যভিচারময়,' এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌর-নাগরীগণকে বিপথগামী করিয়া গৌরবিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্য শুদ্ধ গৌরভক্ত, মিছা গৌরভক্তগণকে রাই-কানুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড় ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌরনাগরী দলের হৃদ্‌গত কাম বিনাশ করিবেন। এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধ গৌরভক্ত-সজ্জনকে বদান্য বলিয়া সকলেই জানিবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীবনী-সংগ্রহ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামী প্রভু (১১)

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থান

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রাম। সেই কারণেই ঝামটপুর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ

ছিলেন। ইহা তৎকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' টীকা পাঠে সুন্দররূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহিয়া থাকে যে, কুমারহট্ট অর্থাৎ হালিসহরের সংশ্লিষ্ট কাঁচড়াপাড়া গ্রামে কবিরাজের জন্মস্থান। তাঁহাদের এইকথা নিশ্চয় বলিয়া কোনমতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না; কারণ চরিতামৃতের ভাষা দেখিলেই স্পষ্ট জ্ঞান হইবে যে, কবিরাজ রাঢ়-দেশস্থ ব্যক্তি। সে যাহাই হউক, ঐ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও তাঁহার অবদান

কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরম-ভক্ত ছিলেন। এ-বাক্য স্বপ্রমাণ করিতে আমাদের চেষ্টা করার কোন আবশ্যক করে না। কবিরাজের গ্রন্থাবলীই তাহার সুন্দর প্রমাণ। অপার-মহিমা কবিরাজের দয়া দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন জনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া, কি সুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় যদি কবিরাজ ঐ প্রকার করুণা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে দর্শনাদি শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য মনুষ্যগণ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন বৈষ্ণব-মত জানিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের গতি যে কি হইত, তাহাও বলা যায় না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-জগৎ চির-ঋণী

ধন্য কবিরাজ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত-মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার গুণ আমরা একমুখে কত গান করিব। এই বৈষ্ণব-জগৎ তোমার গুণ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন। কবিরাজ! তোমার সিদ্ধবাক্য স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড তোমার চরণাশ্রয় না করিতে চাহে? তুমি চরিতামৃতে বলিয়াছ যে, "যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ" ইত্যাদি—তোমার এই সিদ্ধবাক্য-গুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।

— জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দেব[illegible]র পূজা ও বলিদান (২)

(পূর্ব্ব-[illegible]ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

অর্জ্জুন-মিশ্রের ইতিবৃত্ত

অর্জ্জুনমিশ্র না[illegible] নৈ[illegible] ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার একজন টীকাকার। [illegible] প্রত্যহ প্রাতর্ভজন-কার্য্য সমাপনান্তে বেলা এক প্রহরাবধি শ্রীগী[illegible]তা [illegible]ল খ[illegible]তেন। তৎপর ভিক্ষায় ব[illegible]হির হইয়া যাহা পাইতেন, তাহাই পত্নীর হাতে দিতেন। তিনি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদান্ন স্বামীকে ভোজন করাইয়া অবশেষ সন্তুষ্টচিত্তে নিজে আহার করিতেন। দরিদ্রতা-[illegible]ন ব[illegible]জনের মধ্যে একখানা বস্ত্রই বাহিরে লইবার উপযুক্ত ছিল। [illegible]বার স[illegible] সেইখানি পরিয়া যাইতেন, ব্রাহ্মণী ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া ঘ[illegible]কিতে[illegible]। স্বা[illegible]ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণী সেই বস্ত্র পরিয়া বা[illegible]রে যা[illegible] [illegible]হকর্ম্মাদি সমাধা করিতেন। এইরূপ কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও, উহা ভগবৎ-প্রদত্ত মনে করিয়া তাঁহারা উভয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। 'গৃহদেবতা শ্রীগোপীনাথ অনুগ্রহ করিয়া যাহা ভিক্ষায় দেন, তাহাই তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সেই মহাপ্রসাদ পাইতেছি'—এই আনন্দে [illegible] উভয়ে ভরপুর থাকিতেন। জাগতিক দুঃখ-কষ্টে তাঁহারা লেশমাত্রও বিচলিত হইতেন না।

এইরূপ অবস্থায় গীতার টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়া "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং ...নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ (গীঃ ৯।২২)" শ্লোকের টীকা লিখিবার সময় তাঁহার মনে একটি বিষম সমস্যার উদয় হয়। যিনি স্বয়ং ভগবান্, জগতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনি কি যোগ-ক্ষেম নিজে বহন করেন? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যদি ইহা সত্যই হয়, তবে অনন্যভাবে আমি তাঁহারই মুখাপেক্ষী হইয়া এইরূপ দারিদ্র্য-দুঃখগর্ভে নিপতিত রহিয়াছি কেন? সুতরাং উহা তাঁহার স্বমুখ-কথিত বাক্য নহে; প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ সন্দিহান হইয়া গ্রন্থের "**যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**" এই অংশটি লালকালীর তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়া সেই দিনের মত গ্রন্থ বন্ধ রাখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

এদিকে ভক্তের মনে ভগবদ্বাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ তাহা নিরসনার্থ নিজে কৃষ্ণবর্ণ এক বালক-বেষে প্রচুর চাউল, ডাল, তরকারী, তৈল-ঘৃতাদি প্রভৃতি উপকরণ-সমেত দুইটী পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া নিজে স্কন্ধে

বহন করত মিশ্রের বহির্দরজায় আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। মিশ্রপত্নী ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত বলিয়া লজ্জাবশতঃ প্রথমে কোন সাড়া দেন নাই। পুনঃ পুনঃ দরজায় আঘাত করাতে অগত্যা আস্তে-ব্যস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বালকবেষী কৃষ্ণ দ্রব্য-সম্ভার-সমেত গৃহ-প্রাঙ্গণে উঠিলে ব্রাহ্মণী বহির্দরজা বন্ধ করিয়া লজ্জায় অধোমুখে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, এই সিধাটী ঠাকুর (মিশ্র মহাশয়) আমাকে দিয়া পাঠাইয়াছেন। এগুলি ঘরে লইয়া যান।" ব্রাহ্মণী এতক্ষণ লজ্জায় কোনদিকে তাকান নাই; সিধার কথা শুনিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন,—প্রকাণ্ড দুইটী পাত্র নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী ঘর হইতে বাহির হইয়া সেইসকল দ্রব্য ঘরে তুলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ সিধাপত্র তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। উৎসাহে ও আনন্দে তিনি দ্রব্যগুলি ঘরে লইয়া যাইবার কালে বারবার বালকটির দিকে তাকাইতে-ছিলেন।

বালকের পদদেশ ও মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণী ভাবিতেছেন,—আহা! কি সুঠাম বালক; কাল রং যে এত উজ্জ্বল হয়, তাহা কখনও দেখি নাই। এইরূপ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বালকের বক্ষের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণী দেখিলেন,—বালকটির বক্ষে তিনটী সদ্যদত্ত আঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। তাহা হইতে যেন রক্তপাতের উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! কোন্ নির্ম্মম ব্যক্তি তোমার বক্ষে এইরূপ নখাঘাত করিল? এরূপ সুকোমল অঙ্গে আঘাত করিতে পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়। বালকবেষী কৃষ্ণ বলিলেন,—মা! আমার সিধা লইয়া আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় মিশ্রঠাকুর নিজেই আমার বক্ষ চিরিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! তিনিই তোমার বুক চিরিয়া দিয়াছেন? আচ্ছা, বাড়ী আসুন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কিরূপে পাষাণ-হৃদয় হইয়া তিনি তোমার কোমলাঙ্গে আঘাত করিলেন? বাবা! তুমি দুঃখ করিও না, একটু অপেক্ষা কর, এখনি আমি রান্না করিতেছি তুমি ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া যাইবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সমস্ত দ্রব্যগুলি ঘরে উঠাইয়া রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। এদিকে বালকবেষী কৃষ্ণ যে উদ্দেশ্যে এই দ্রব্যাদি নিজে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আসিয়া হাতে হাতে আমার বাক্যের সত্যতার প্রমাণ

পাইবে, আর কখনও মদ্বাক্যে সন্দিহান্ হইবে না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সারাদিন ঘুরিয়াও সেদিন ভিক্ষাদি কিছুই পান নাই। নিরাশ-মনে "ঠাকুর বুঝি আজ কিছুই লিখেন নাই" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে করাঘাত করায় ব্রাহ্মণী দরজা খুলিয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ পত্নীকে রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত দেখিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণী! তুমি রান্নার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, আমি আজ ভিক্ষায় কিছুই পাই নাই; কি রান্না করিবে? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—কেন? এই যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুমি একটী বালককে দিয়া প্রকাণ্ড সিধা পাঠাইয়া দিলে? তাহা ত আমরা দুইজনে বোধ হয় ছয় মাসেও খাইয়া শেষ করিতে পারিব না, কি রান্না হইবে, বলিতেছ কি? যাক্, তুমি যে এত পাষাণ-হৃদয়, তাহা আমি জানিতাম না। এই সুন্দর বালকটির কোমলাঙ্গে কিরূপে তিন-তিনটী নখাঘাত করিলে? তোমার কি একটুও দয়া-মায়া নাই?

মিশ্র এতক্ষণ পত্নীর কথা শুনিয়াই যাইতেছেন। কোন ধারণাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।—যেহেতু তিনি উহার কিছুই করেন নাই। পত্নীকে বলিলেন,—তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝিতেছি না। আমি ত এইরূপ কিছুই করি নাই? তবে তুমি এ-সব কি বলিতেছ? তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে গৃহস্থিত সকল দ্রব্য-সম্ভার দেখাইলেন। এবং বাহিরে ছেলেটীকে দেখাইয়া বুকচিরা কার্য্যটীও সপ্রমাণ করিবেন ভাবিয়া উভয়ে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেলেটি সেখানে নাই। ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন,—তাইত, ছেলেটী যে এখানেই বসিয়াছিল। দরজা বন্ধ, এ অবস্থায় কিরূপে চলিয়া গেল? মিশ্র মহাশয় ব্রাহ্মণীর এইসব কথা শুনিয়া ও সিধার বস্তু দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন,—এতবড় সিধা একটী বালক কখনও লইয়া আসিতে পারে না এবং আমিও উহা পাঠাই নাই বা তাহার বুক চিরিয়াও দেই নাই। তবে এ-সব কি হইল? হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—তাইত, আমি যে ভগবানের বাক্যে সন্দিহান হইয়াছিলাম, তাহা কি সপ্রমাণ করিতে তিনি নিজেই সমস্ত বহন করিয়া আনিলেন? এবং "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত এই বাণীকে তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই কি তাঁহার বুক চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে?

ব্রাহ্মণ তখন হাত-পা ধুইয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া গীতা-গ্রন্থখানি খুলিয়া

দেখেন,—যে অংশটী [illegible]-কালির তিনটী [illegible] কা[illegible]য়া দিয়া[illegible]ন, সে কালির [illegible] নাই। ব্রাহ্মণ তখন হ[illegible] ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—ওহে ব্রা[illegible]! তুমিই ধন্যতমা, যেহেতু তুমি ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইলে। এই সিধা লইয়া ঠাকুর গোপীনাথ নিজেই আসিয়াছিলেন। আমি এইরূপ সিধা কোথায় পাইব? ঠাকুরের কথায় অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহার বাণী যে তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার বুক চিরা হইয়াছে। আমি হতভাগ্য ও সন্দিহান-চিত্ত, তাই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত। আজ ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া আমাকে সন্দেহ-সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার বাক্যে আর যেন কখনও আমার এরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়। ব্রাহ্মণ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গোপীনাথের ভোগ দিয়া সেই মহাপ্রসাদান্ন পরম প্রীতির সহিত ভোজন করিলেন এবং গীতার টীকাকার্য্য ক্রমে ক্রমে সমাপন করিলেন।

শ্রীভগবানে "সর্ব্বেশ্বরত্ব" বুদ্ধিই শ্রেয়ঃসাধক

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি, "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি, "ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ" ইত্যাদি, "যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" ইত্যাদি, "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃত-জ্ঞানাঃ" ইত্যাদি গীতার শ্লোক পর্য্যালোচনায় দেখা যাইতেছে, সাময়িক স্বর্গাদি সুখলাভ-জন্য পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ইন্দ্রাদি-দেবতার যজ্ঞাদি দ্বারা ভজন-কার্য্যটীও শ্রদ্ধার সহিত এবং সর্ব্বাঙ্গের সহিত সুসম্পন্ন হইলে পর, ভগবৎ কৃপাতেই তাহার ফল—ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদি মাত্র লাভ হয়। প্রার্থনাতিরিক্ত বস্তু বা পারমার্থিক কোনও ফল লাভ হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনে যে প্রার্থনাতিরিক্ত ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্" শ্লোকে ভগবান্ নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ভারতবর্ষ জন্ম-প্রশংসা-কীর্ত্তনে দেবগণও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন,—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা,-মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

(ভাঃ ৫।১৯।২৬)

অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত ভক্তগণ যদি সকাম হইয়া আরোগ্য, রাজ্যৈশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্রাদি-লাভেচ্ছাযুক্ত মনেও ভজন করেন, তথাপি ভগবান্ তাঁহার সেই প্রার্থিত বস্তু অপর্য্যাপ্তরূপে নিশ্চয়ই দান করিয়া থাকেন; যেহেতু তিনি সর্ব্বার্থপ্রদ। প্রার্থিত বস্তুর ভোগদ্বারা ক্ষয়ে পুনরায়

যাহাতে আবার প্রার্থনার অবকাশ না থাকে, সেরূপ প্রচুর পরিমাণেই তাহা দান করেন। ভগবানের সর্ব্বোপরি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজ-ভক্তের প্রার্থিত ধনাদি দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না; বস্তু-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন ভক্তের অপ্রার্থিত সমস্ত ইচ্ছার আচ্ছাদক বা সর্ব্বকাম-নিবর্ত্তক স্ব-চরণপদ্মও তাঁহাকে দান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন,—

"আমি—বিজ্ঞ, এই মুর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৯)

ভগবানের ভগবত্তার পরিচয়

অনেকস্থলে দেখা যায়, ভগবান্ নিজ ঐকান্তিক ভক্তগণকে বিষতুল্য বিষয় একেবারে না দিয়া শুধু ভজনানন্দেই তাহাকে ভরপূর রাখেন। ভগবানের পরম ভক্ত শ্রীবিদুর মহাশয়ই তাহার প্রমাণ। তিনি ভিক্ষার দ্বারা নিত্য জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও নিজে ধনাদি প্রার্থনা করেন নাই। ভগবানও তাহাকে তাহা দেন নাই। ভগবানের এই যে কোন ভক্তকে রাজ্যাদি দান, আবার কোন ভক্তকে দারিদ্র্য-দুঃখমধ্যে রাখা—উভয়ই তাঁহার কৃপা নামে অভিহিত। এবং ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ"—তিনি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন এবং দিয়াও ফিরাইয়া লইতে পারেন।

এই ভগবদ্-ভজন-বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্তস্থল রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুবই রহিয়াছেন। তিনি শুধু রাজ্য-কামনায় ভগবদ্ ভজন করিয়াছিলেন; ভগবান্ তাহাকে রাজ্য ও শ্রীচরণপদ্মরূপ ধ্রুবলোকে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধ্রুবের বাক্য হইতেই তাহার কৃতার্থতা ও ভগবদ্ভজনের বৈশিষ্ট্য—এই দুইটী বিষয়ের সকল প্রশ্নেরই সমাধান হইয়া যায়। যথা—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

(হঃ সুঃ ৭।২৮)

ধ্রুব কহিলেন,—হে প্রভো! আমি রাজ্য-সুখাভিলাষী হইয়া আপনার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কারণ তদতিরিক্ত অপর কোনও সুখ আছে বলিয়াই আমি জানিতাম না। আমি ঘোর বিষয়ী ও কামী হইয়া আপনার

ভজনে রত হইলেও শ্রীনারদের মত সদ্‌গুরুর কৃপায় দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের দুষ্প্রাপ্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে দীনদয়ার্দ্র প্রভো! আজ কাচ সংগ্রহ করিতে যাইয়াও আমি দিব্যরত্ন-স্বরূপ আপনাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বস্তু-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন আমার তুচ্ছ জাগতিক বিষয়-কামনারূপ ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। অতএব, হে দয়াময়! সম্প্রতি আমি আর কোন বরই প্রার্থনা করিব না। আপনার শ্রীচরণ-সেবাই আমার একমাত্র কাম্য জানিবেন।

ভগবৎ-সেবাই শুদ্ধভক্তের একমাত্র প্রার্থনীয়

গত সংখ্যার ১৭৬ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত অনন্যভাবে ভগবদ্-ভজনের এই যে যোগ-ক্ষেম লাভরূপ ফল, শুদ্ধভক্ত-ভূমিকায় আরূঢ় বিবেকী ভক্তগণ কিন্তু উহার হেয়ত্ব-বোধে ভগবৎ-প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করিতে চান না। প্রথমতঃ ধ্রুব সে-স্তরে আরোহণ করেন নাই, এইরূপ অভিনয় করিয়াই রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলেন। নারদের ন্যায় সদ্‌গুরুর কৃপার ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয়ে বিশুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবারূপ শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়াছিলেন। পরে ভগবানের অনুরোধে বা আদেশে তাঁহার প্রীতির জন্য যোগ-ক্ষেমরূপ রাজ্যসুখ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। নির্ব্বিচারে ভগবদাদেশ পালন করাই ভক্তের একমাত্র কর্ত্তব্য। সুতরাং ধ্রুব তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবদাদেশ পালনরূপ সেবা করিয়াছিলেন।

কঠোপনিষদে যোগ-ক্ষেম সম্বন্ধে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। যথা—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত,-স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥
(কঠ ১।২।২)

এ-জগতে 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ' নামে দুইটী বস্তুই মানুষের আশ্রয়নীয় রহিয়াছে। বুদ্ধিমান্ জনগণ উভয়ের পরিণাম সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ 'শ্রেয়ঃ' বস্তুটী মুক্তির কারণ এবং 'প্রেয়ঃ' বস্তুটী বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। সুতরাং তাঁহারা প্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন। বিবেকহীন মন্দবুদ্ধি জনগণ পুনরায় শ্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া যোগ-ক্ষেমরূপ 'প্রেয়ঃ' বস্তুকে বরণ করেন।

এই পরম কল্যাণদায়ক শ্রেয়োলাভের চেষ্টাই যে সকলের করণীয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর এই সুদুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করা হইয়াছে। এই মানব-জন্ম অনিত্য হইলেও সম্যক্ পরমার্থ-প্রদানকারী। বিষয়-ভোগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যথেষ্টই হইয়াছে ও পরে হইবে; সেইজন্য ধীরবুদ্ধি জনগণ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এবং মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত পরম-কল্যাণ লাভের নিমিত্তই চেষ্টা করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব প্রাচীন কবিতা]

অপূর্ব্ব অদ্ভুত তত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্।
আনন্দ-স্বরূপ যাঁ'র অনন্ত আখ্যান ॥
অনুভবানন্দ-মাত্র হৃদয়ে প্রকাশ।
বেদ সব বলে যাঁরে অক্ষয় আকাশ ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের স্বরূপ কারণ।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা যাঁ'র শক্তি আবরণ ॥
যাঁ'র মায়াশক্তি-বশে জড় সৃষ্টি হয়।
যাঁ'র জীবশক্তি হয় জীবের নিলয় ॥
চিচ্ছক্তি বিলাস যাঁ'র বৈকুণ্ঠে সৃজন।
সেই ত' অদ্বয়-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
জীবের আত্মায় আছে দহর-সুন্দর।
ব্রজধাম বলি তা'র হয় নামান্তর ॥
তথা জীব ব্রজরাজ নন্দ নাম ধরি।
বাৎসল্য-আনন্দে সদা সেবেন শ্রীহরি ॥
চারিবিধ রস জীব তথা ভোগ করে।
মধুর রসেতে শেষে সেবে প্রাণেশ্বরে ॥

মধুর রসেতে কৃষ্ণে মাধুর্য্য-প্রধান।
ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তা'র নাহিক বিধান ॥
ব্রজবাসী নাহি মানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য।
ঐকান্তিকী প্রেমে দেখে মাধুর্য্যের ধুর্য্য ॥
কৃষ্ণরূপ আহা যা'র পশিল নয়নে।
তৃষ্ণা তা'র নাহি থাকে আর অন্য জনে ॥
সুস্নিগ্ধ শ্যামল রূপ নবঘন কান্তি।
জীবের তাপিত মনে বরষিছে শান্তি ॥
আকর্ষণী বংশী-নাদ পশিয়া শ্রবণে।
মাতায় জীবের মন আসব সিঞ্চনে ॥
যে শুনিল সেই নাদ হইল পাগল।
ছাড়িল সংসার-চিন্তা হইয়া বিকল ॥
ত্রিকালে ত্রিভঙ্গী শ্যাম অপূর্ব্ব দর্শন।
জীব লাগি গোপ-বেশ জীবের জীবন ॥
শিখিপুচ্ছ নিত্যানন্দ-শিরে শোভা করে।
এমন দর্শন কা'র মন নাহি হরে ॥

প্রিয়তম কৃষ্ণরূপ মধুর ভাণ্ডার।
যার এক কণে মত্ত করিছে সংসার ॥
মধু হৈতে মধু সেই তাহা হইতে মিষ্ট।
তাহা হৈতে অতি মধু, তাহারো বরিষ্ঠ ॥
বৃন্দাবন-কাননে কৃষ্ণ করে বংশীরব।
উন্মত্ত হইয়া উঠে বিধি-বধূ সব ॥
গোপী ধর্ম্ম গৃহ-ধর্ম্মে পতিরূপে বরি।
আছিল নিশ্চিন্ত জীব গোপী বেশ ধরি।
কৃষ্ণবাঁশী কানে পশি' করিল পাগল।
গৃহ হ'তে চিত্ত তবে হইল চঞ্চল ॥
আর কে সামান্য পতি চিত্ত রাখি পারে।
কৃষ্ণবংশী বৃন্দাবনে আকর্ষিল যা'রে ॥
এইরূপ জীব ল'য়ে গুণ লীলার।
সনাতন ব্রজলীলা করে নিরন্তর ॥
প্রেমরস-বিশারদ মাতাইয়া নরে।
প্রেমের উচ্চতা সদা বিতরণ করে ॥
আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের বিনোদ-রঞ্জন।
জীবের মঙ্গল-হেতু জান সাধু জন ॥
ব্রহ্ম-পরমাত্মা-কৃষ্ণ তত্ত্বে এক হয়।
তবু কৃষ্ণ জীব-পতি জানহ নিশ্চয় ॥
লীলারূপী ব্রহ্ম হয় কৃষ্ণের প্রকৃতি।
কৃষ্ণলীলা বিনা জীবে না ছাড়ে সংস্কৃতি ॥
অতএব কৃষ্ণ হয় জীবের জীবন।
কৃষ্ণ বিনা জীব নাহি ভজে অন্য জন ॥
কৃষ্ণে জীব, জীবে কৃষ্ণ দেখ নিত্যকাল।
আর যত চিন্তা সব জীবের জঞ্জাল ॥
জীব সে কৃষ্ণের সখা, অপরাধ-ক্রমে।
বহির্ম্মুখ হ'য়ে জড়ে কত রূপে ভ্রমে ॥
কৃষ্ণ তবু জীবে ছাড়ি' রহিতে না পারে।
যথা জীব যায়, তথা আপনে বিস্তারে ॥

জীবের বিচার-ভূমি মথুরা নগরী।
নাস্তিকতা কংস তথা আছে দণ্ড ধরি' ॥
দেবক-নন্দিনী মন ভগিনী তাহার।
শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে পরিণয় যা'র ॥
সেই দুই হ'তে কৃষ্ণ হইবে প্রকাশ।
এইরূপ বাক্যে কংস করিয়া বিশ্বাস ॥
উভয়ে রাখিল [illegible] কারাগারে।
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে বিদিত সংসারে ॥
অজন্মা হইয়া কৃষ্ণ দেবকী-জঠরে।
জীবের কল্যাণ লাগি' দিব্য দেহ ধরে ॥
প্রসূত হইলে কৃষ্ণ পিতা মহাশয়।
আত্মভূমি ব্রজধামে রাখিল তনয় ॥
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ আনন্দ-নিলয়ে।
তাঁ'রে মারিবারে কংস প্রেরে সৈন্যচয়ে ॥
মায়ারূপী পূতনা, বিতণ্ডা তৃণাবর্ত্ত।
ধূর্ত্ততা-স্বরূপ বক প্রভৃতি অনর্থ ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-সন্নিধানে পাপ নাহি রয়।
নাস্তিকতা-সৈন্য সব শীঘ্র হয় ক্ষয় ॥
বিশ্বাস মন্দির সেই নন্দের নিলয়।
কতদিন লীলা তথা করে দয়াময় ॥
বিশ্বাসের পক্কাবস্থা উদয় যখন।
কৈশোর বয়সে পুনঃ মথুরা গমন ॥
কংস নাশ শুদ্ধসত্ত্ব মনের বন্ধন।
অবলীলাক্রমে কৃষ্ণ করেন ছেদন ॥
কর্ম্মকাণ্ড জরাসন্ধ নাস্তিক-শ্বশুর।
বহুসৈন্য ল'য়ে ঘেরে বিচারের পুর ॥
যথা কৃষ্ণ তথা নাহি বিপক্ষের বল।
সপ্তদশ বার জরা হয়ত বিফল ॥
কর্ম্মকাণ্ড, জড়ভাব বদ্ধজীব সনে।
থাকিবে বদ্ধতা নাশ পর্য্যন্ত ভুবনে ॥

দুষ্টকাল কালনামা যবনের ছলে।
যদুকুল লয় কৃষ্ণ সমুদ্রের কূলে।
বেদবিধিময় পুরী দ্বারকা বিস্তারি।
রাখেন আশ্রিতজনে তথায় মুরারি॥
এইরূপ নিত্যলীলা মনুষ্যের মনে।
করেন হৃদয়নাথ সদাই ভুবনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে জীবগণ।
সকলেই এই লীলা দেখে অনুক্ষণ॥
নামান্তরে রূপান্তরে এ লীলা বর্ণন।
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে করে সর্ব্বজন॥
অতএব অন্য কাণ্ড ছাড়ি অন্য আশা।
ভজ কৃষ্ণ, বিষয়ের ঘুচিবে পিপাসা॥
যে ব্রজের ভাস-মাত্র এখন দর্শন।
সেই নিত্য-ধাম তব হইবে ভবন॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বল ভাই চৈতন্য-কৃপায়।
দীন কেদারনাথ এই কৃষ্ণ-গীত গায়॥

পুরী—১৫ই জুলাই, ১৮৭১।

শ্রীগুরুদেব কি তত্ত্ব ?

যিনি দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন, সেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই শ্রীগুরুদেব। পাঠশালার গুরু, জন্মদাতা গুরু, ইংরেজি শিক্ষার গুরু—ইঁহারা সকলেই আংশিক গুরু।) যিনি দিব্য-চক্ষু দান করেন, পূর্ণবস্তু শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অপার করুণার কথা জানাইয়া মঙ্গলময় শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত করত দুঃখীকে সুখী করেন,) ভীতকে নির্ভীক করেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে নিশ্চিন্ত করেন, বিষয়ীকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন, সেই পরমকরুণ মহাজনই জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমাদের গুরু। জগতের প্রত্যেক বস্তু যাঁহার সেব্যের সেবোপকরণ, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মেই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হন।) শ্রীহরি শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে জীবকে উপদেশ দিয়া রক্ষা করেন। করুণার অবতার ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন—)

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-১২৩)

আমরা যাঁহার অযাচিত কৃপায় গুরুতত্ত্ব শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি এবং যাঁহার কৃপা ও শিক্ষা সম্বল করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতেছি, সেই পরমকরুণাময় জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্‌বে না। সাধু-সকল—পণ্ডিত-সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা' না করেন, তবে শিষ্য-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

"মহান্ত-গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জান্‌লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বেন, যা'র গুরু ও ভগবানে অভিন্ন-বুদ্ধি আছে। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

"সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তা'র পা' চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবা'নের হাতও তাঁ'র দেহই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা কর্‌ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত এক দেহ—'সেব্য-ভগবান্' আর 'সেবক ভগবান্'—বিষয়-ভগবান্ আর আশ্রয়-ভগবান্। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্, আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য ভগবানের প্রিয় আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠেও আমরা জানিতে পারি—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২২)

শিক্ষা-গুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ (ভাঃ ১১।২৯।৬)

অর্থাৎ, উদ্ধব কৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে প্রভো! তুমি কৃপাপূর্ব্বক দুষ্পার সংসারনিমগ্ন দুঃখী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ করিয়া তাহাদিগকে নিত্যানন্দপূর্ণ বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য বাহিরে (আচার্য্যরূপে) ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আছ। পণ্ডিতসকল ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুঃপ্রাপ্ত হইয়াও তোমার এতাদৃশ কৃপার কথা চিন্তা ও কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হন না।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষা-গুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥ (চৈঃ চঃ)

মহাভাগ্যবান্ জীবই কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" যিনি ভগবানের নিকট অকপট আর্ত্তির সহিত কৃপা ভিক্ষা করেন, করুণাময় শ্রীহরি তাঁহাকে দুই-রূপে কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপার প্রথম পরিচয়—সদ্‌গুরু-লাভ। ভগবান্ জ্ঞানদাতা গুরুরূপে উপদেশ প্রদান করেন এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থানপূর্ব্বক তাহা অনুমোদন করিয়া সেই উপদেশ হৃদয়ে গ্রহণ ও পালন করিবার শক্তি দেন। ইহাই তাঁহার অন্যরূপে কৃপা। কুটিল-চিত্ত ব্যক্তি অন্তর্য্যামীর সাড়া বা কৃপা লাভ করিতে পারে না। সরল নিষ্কপট সজ্জনগণই অন্তর্য্যামীর এই কৃপা লাভ করিয়া সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনের সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হন। নিষ্কপট ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থী কৃপা পাইবেই—ইহাই আশা।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শিবজীকে বলিয়াছেন—'যে মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।'

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৮১ তম অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীতে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ সুদামা-বিপ্রকে বলিতেছেন—

জ্ঞানদাতা গুরুরূপে—আমি ভগবান্।

* * * *

উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি'।
গুরু-উপদেশে লোক যায় ভব তরি'॥
গুরুকে সাক্ষাৎ হেন ঈশ্বর করি' মানে।
সেই সে আমার প্রিয় সর্ব্বতত্ত্ব জানে॥ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বস্তু বা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়াই—মায়াতীত অধোক্ষজ বস্তু বলিয়াই তাঁহাকে ভগবৎপাদ, ভগবচ্চরণ, ওঁ বিষ্ণুপাদ ও প্রভুপাদ বলা হয়। গৌরবার্থেই পাদ বা চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু—স্বপ্রকাশ বস্তু। এইজন্য কর্ম্মিগণেরও নিজ-গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, এইকথা শ্রীমদ্ভাগবতের 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্ম-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে আমি অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবে। (মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহার দোষ দর্শন করিবে না।)

কর্ম্মিগণেরই যখন কর্ম্মিগুরুর প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য, তখন যিনি কৃপা-পূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন এবং কোটিচন্দ্র সুশীতল নিত্যসুখময় শ্রীভগবৎপাদপদ্মে জীবকে পৌঁছাইয়া দেন, সেই প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুকে যে ভগবদ্বুদ্ধি করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিতেছেন—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ (ভাঃ ৭।১৫।২৬)

ভগবজ্জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। এই আচার্য্যরূপী প্রত্যক্ষ ভগবানকে যে ব্যক্তি মরণশীল মানব বুদ্ধি করে, সেই দুর্ভাগার ভূয়সী সেবা,

ভগবন্মন্ত্রাদি জপ, হরিকথা শ্রবণ-মনন এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি সমস্তই হস্তি-স্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।

ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্যামপি ভক্তৌ **গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতীত্যাহ,**—যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভগবতীতি **ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যেতি ভাবঃ,** যদ্বা উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি **দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং—ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণ-মননাদিকঞ্চ ব্যর্থমিত্যর্থঃ।**

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। আমার নিত্য উপাস্য ভগবান্ গুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ বিদ্যমান। এই প্রত্যক্ষ ভগবান্—সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভগবান্ **গুরুকে ভগবদংশ বুদ্ধি করাও উচিত নয়।** আর সেই ঈশ্বর-বস্তু গুরুতে যদি মনুষ্যবুদ্ধিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসে, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা কোথায় ?

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকং যং মন্যতে নরম্॥ (ভাঃ ৭।১৫।২৭)

টীকা—ননু গুরোঃ পিতৃপুত্রাদয়ঃ প্রতিবেশিনঃ চ তং নরমেব মন্যন্তে ? কথমেক এবায়ং শিষ্যস্তং পরমেশ্বরং মন্যতামত আহ,—এষ ইতি। ভগবান্ যদুনন্দনো রঘুনন্দনো বা বৈ নিশ্চিতমেব প্রধান পুরুষয়োরীশ্বরঃ। যং লোক তদবতারকালোৎপন্নো জনঃ নরং মন্যতে তেন কিং স নরো ভবতি ? অপিতু পরমেশ্বর এবেত্যেবং গুরুরপীতি ভাবঃ।

যদি কেহ মনে করে, গুরুদেবের পিতা-পুত্রাদি প্রতিবেশিগণ আমার গুরুকে যখন মনুষ্যবুদ্ধি করে, তখন আমি একাকী কি করিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বর মনে করিব ? তদুত্তর এই যে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্র যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তাৎকালিক কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে মনুষ্য মনে করিত বলিয়া তাঁহারা কি পরমেশ্বর নহে ? সেইরূপ শ্রীগুরুদেবও সাক্ষাৎ ভগবান্।

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্, যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥ (বামনকল্পে ব্রহ্ম-বাক্য)
বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু-স্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ, সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

ভগবজ্জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে যিনি বিষ্ণুতুল্য মনে করিয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বাস্তবিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই বাস্তবিক বৈষ্ণব বা শিষ্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আছে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥ (মনুস্মৃতি)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্বুদ্ধি সমস্ত মঙ্গলের নিদান। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ ভগবান্ নহেন, তাঁহাতে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিতে হইবে—এরূপ নহে; পরন্তু তিনি বস্তুতঃ ভগবানই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ (গুর্ব্বষ্টক ৭)

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং সাধুগণ যাঁহাকে সেইরূপই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি ভগবানের একান্ত প্রিয়তম, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ—ইহাই বৈশিষ্ট্য। চণকের দ্বিদলের ন্যায় আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক, আর বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক। আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। একটীকে বাদ দিয়া অপরটীর পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যেমন আলো ও সূর্য্য এবং পূর্ণিমা ও পূর্ণচন্দ্র, সেইরূপ গুরু ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হইলেন সূর্য্য, আর আলো হইলেন গুরু। আলো বাদ দিয়া যেমন সূর্য্যের সূর্য্যত্ব এবং সূর্য্যকে বাদ দিয়া আলোর আলোত্ব স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ গুরুকে বাদ দিয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব এবং কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরুর গুরুত্ব অগ্রাহ্য। আলোর সাহায্যেই যেমন সূর্য্য দর্শন সম্ভব, আলো-স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই সেইরূপ ভগবদ্দর্শন সহজ-লভ্য।

শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, আর শ্রীগুরুদেব-শক্তি—স্বরূপ-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ—গোপীনাথ আর শ্রীগুরুদেব—গোপী। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব, আর শ্রীগুরুদেব শক্তিতত্ত্ব। শক্তি

ও শক্তিমান্ পরস্পর অভিন্ন। তাই শাস্ত্র বলেন—'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও ভগবানের পরম ভক্ত—ভক্তরাজ, সেবক-বিগ্রহ। তিনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি—ভগবৎ কৃপার মূর্ত্ত-বিগ্রহ।

আমরা শুনিয়াছি, শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দের অবতার বা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পদ্মাবতী-নন্দন বা জাহ্নবা-জীবন নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের মনোভীষ্ট প্রচার করা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কার্য্য—আচার্য্যের কার্য্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জগন্মঙ্গলকর এই প্রচার কার্য্য শ্রীগুরুদেব করেন বলিয়া তাঁহাকে নিত্যানন্দ বলা হয়। তিনি নিত্য আনন্দময় মূর্ত্তি বলিয়াও তাঁহাকে নিত্যানন্দ এবং আনন্দময় কৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণানন্দও বলা হয়। জাহ্নবাজীবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে শ্রীগুরুনিত্যানন্দের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তত্ত্বতঃ বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-বিগ্রহের লীলা করেন, আর শ্রীগুরুদেব তত্ত্বতঃ আশ্রয়-বিগ্রহই এবং তিনি আশ্রয়েরই লীলাকারী।

শ্রীগুরুদেব দয়ার সাগর ও শিষ্য-বৎসল। নিষ্কপটে—(নিষ্কামভাবে) তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলে তিনি কৃপা করিয়া স্নিগ্ধ (স্নেহশীল) শিষ্যকে নিজের স্বরূপ দয়া করিয়া জানান। সুতরাং চিন্তা বা হতাশার কিছু নাই। স্নেহ-সেবাই তাঁহার কৃপালাভের উপায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই—

স্নেহসেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায়।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৩৯)

গুরু-গোবিন্দ স্নেহের কাঙ্গাল। তাঁহারা স্নেহ করেন ও স্নেহ চান। এইজন্য স্নেহই শ্রীগুরু-গোবিন্দ সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ।

শ্রীহরিনাম যেরূপ ভগবান্ ও ভক্তি, উপাস্য ও উপাসনা যুগপৎ, গুরুদেবও সেইরূপ যুগপৎ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত। তবে তিনি ভোক্তা নহেন। তিনি সেবক-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত। অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনরূপ কৃত্য নাই। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বা স্ব-সুখবাঞ্ছা তাঁহাকে কখন স্পর্শ করিতেও পারে না। শ্রীগুরুদবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসেবক, সেবক-সম্রাট। তিনি কৃষ্ণযোষিৎ বা কৃষ্ণকান্তা। তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ Enjoyer Absolute অর্থাৎ ভোক্তা-ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব Enjoyed Absolute অর্থাৎ ভোগ্য-ভগবান্। সম্ভোক্তা ভগবান্—কৃষ্ণ, আর সম্ভোগ্য ভগবান্ লক্ষ্মী বা গুরুদেব। শ্রীগুরুদেব

ভগবানের প্রিয়তম সেবক। তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ভগবানের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। তিনি শ্রীরাধার নিজ-জন—মধুর-রসাচার্য্য। তিনি কৃষ্ণময়। তিনি সমদর্শী, অদোষদর্শী ও সেবা-বিলাসী। তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেমময়—সচ্চিদানন্দময়। তিনি শ্রীরূপাভিন্ন-বিগ্রহ। তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ-শ্রীতে বা সেবাসৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। তাঁহার প্রেমসেবায় শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত ও চির-ঋণী। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণবন্ধু। তিনিও কৃষ্ণের প্রাণবন্ধু। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণিমা-স্বরূপ বা জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণ-সূর্য্যের জ্যোতি বা আলোস্বরূপ। যেমন পূর্ণিমাতেই পূর্ণচন্দ্রের উদয়, সেইরূপ গুরুকৃপাতেই ভগবচ্চন্দ্রোদয় সম্ভব। বিভিন্ন রসের ভক্তগণ গুরুকে বিভিন্নভাবে অনুভব করেন। দাস্যরসের ভক্তগণ গুরুকে দাস্য-রসরসিক, সখ্যরসের ভক্তগণ গুরুকে সখ্যরসের আশ্রয় বা ভগবদ্বন্ধু, বাৎসল্য-রসাশ্রিত ভক্তগণ গুরুকে বাৎসল্য রসের আশ্রয়বিগ্রহ এবং মধুর বা উজ্জ্বল-রসের ভক্তগণ গুরুকে মধুর-রসাচার্য্য শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর প্রিয়সখী—ব্রজগোপী বলিয়া অনুভব করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার সখীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধার দাসীত্বকে বহুমানন করিলেও, প্রিয়-শিষ্য নিজাভীষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীরাধার প্রিয় বন্ধু বলিয়াই জানেন। সাধক ও সিদ্ধের গুরুদর্শনে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সব কথা প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়, গুরুমুখে শ্রবণীয়।

ভগবদ্ভজনে বা ভগবদ্দর্শনে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ও গুরু-কৃপাই মূল। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভক্তি আরম্ভই হয় না, যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয় বিচারে নিজশক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণা-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম"। গুরুই শিষ্যের জীবন, গুরুই শিষ্যের প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র। সেইজন্য গুরুকৃপৈক-সম্বল আমরা আজ শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন আমাদের নিত্য রক্ষাকর্ত্তা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

———

প্রার্থনা

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ শুন মম নিবেদন
মুঞি ছার পামর দুর্জ্জন।
অশেষ করম ফলে পড়ি ভবার্ণব জলে
কিসে মোর হবে পরিত্রাণ ॥

প্রাক্তন বায়ুর বেগে মোরে ডারি কর্ম্মভোগে
তনু-মন তাপেতে জারণ।
ঘিরিয়াছে অমঙ্গল না হেরিনু সুমঙ্গল
নাহি এবে উদ্ধার কারণ ॥

কাম ক্রোধ নক্র যত মোরে করি কবলিত
অনুক্ষণ করে আক্রমণ।
গ্রসিবারে চাহে সবে নিষ্ঠুর নিদয় রবে
নিরাশ্রয় আমার জীবন ॥

এ হেন বিপদে মোরে কেবা উদ্ধারিতে পারে
গতিহীন আমি দীন জন।
বৈষ্ণবের কৃপা বিনে নাহি কিছু দেখি আনে
কৃপা কর বৈষ্ণবের গণ ॥

সবে মিলি কৃপা করি' দেহ মোরে পদ-তরি
সুকাঙ্গাল আমি হীনবল।
তরাইতে ভবসিন্ধু আর নাহি কেহ বন্ধু
এ দাসের এইত সম্বল ॥

—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী
বড়দিয়া (যশোহর)

শ্রীমদ্ভাগবত

'শ্রীমদ্ভাগত' বলিতে 'গ্রন্থ-ভাগবত' ও 'ভক্ত-ভাগবত' উভয়কেই বুঝায়। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে এই দুই ভাগবতের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়। এই দুই ভাগবতের সঙ্গদ্বারা ভক্তি বা প্রেম লাভ হইয়া থাকে। শ্রীহরি গ্রন্থ-ভাগবত-রূপে এবং জীবন্ত শাস্ত্র—শাস্ত্রোপদেষ্টা ভক্ত-ভাগবত গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত হয় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তি-রস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তি-রস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হন বশ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাঁহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা'--জীবের হয় জ্ঞান॥

গ্রন্থ-ভাগবত বা শাস্ত্ররূপী শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত শব্দব্রহ্ম-মূর্ত্তি। শ্রীহরি মৎস্যকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন মৎস্য নহেন, বরাহকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন বরাহ নহেন, কূর্ম্মকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন কূর্ম্ম নহেন, মনুষ্যকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন মনুষ্য নহেন এবং শিলাকুলে আসিয়াছেন বলিয়া শালগ্রাম যেমন শিলা নহেন, পরন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্; সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শব্দকুলে আসিয়াছেন বলিয়া শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম—ভগবদবতার—সাক্ষাদ্ ভগবান্। তাঁহার সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্ব-ধামে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত জীব-মঙ্গলার্থ জগতে আবির্ভূত হন। ইহা নিত্যবস্তু—সনাতন বস্তু—বিষ্ণুবস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতের

দ্বাদশটী স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটী অঙ্গ-স্বরূপ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত অমৃতসাগর, বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল, সর্ব্বশাস্ত্রের সার, বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ও মহাভারতের তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য বস্তু। এইজন্য জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত বোধগম্য হয় না। ইহা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য। শ্রীমদ্ভাগবত অধোক্ষজ বস্তু এবং অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী বা গ্রন্থ-সম্রাট্। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১)
আদ্য মধ্য অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
ভাগবত শাস্ত্রে সেই ভক্তিতত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেন রূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা' সভার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩)
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তি সার॥

চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১)

শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় শাস্ত্র-সাগরের অমৃত, বেদের মুখ্য অত্যুৎকৃষ্ট ফল, অখিল সিদ্ধান্ত-রত্নের আকর, মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী এবং ভক্ত প্রভৃতি সকলের হিতোপদেষ্টা, সর্ব্বদুঃখহারী এবং (দিব্য চক্ষু বা দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা) শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণের প্রাণ ও আশ্রয়, কলিযুগের অন্ধকার-বিনাশে ভগবজ্জ্ঞানালোক-দাতা অমলপুরাণ-ভাস্কর এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ।

শ্রীমদ্ভাগবত এক অত্যদ্ভুত গ্রন্থ। ইঁহার ন্যায় গ্রন্থ জগতে আর নাই। বহুভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। হরিকথাময় শ্রীমদ্ভাগবতে যাহার রুচি হয় না, তাহার হরি-ভক্তি হইতে পারে না। তাহার মঙ্গলের আশা নাই। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনমাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবতকে জীবন-সর্ব্বস্ব করা উচিত। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"যদি সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই যদি রাখা হয়, তাহা হইলেও জীব-জগতের কোন ক্ষতি হইবে না।"

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ। বেদ-শাস্ত্র হইতে ইঁহার পরম মহত্ত্ব শাস্ত্রে শুনা যায়। ভগবান্ শ্রীহরি প্রথমে এই শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট চতুঃশ্লোকীরূপে কীর্ত্তন করেন। ইহাতে নির্ম্মৎসর বা নিষ্কাম সাধুগণের অকৈতব পরমধর্ম্মের—ভক্তিধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত জীবের ত্রিতাপ নাশ করেন, দুঃখী-জীবকে সুখী করেন এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ নিষ্কপটে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের দ্বারাই অনায়াসে ভগবানকে লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ বা বিচার করিলে সংসার হইতে মুক্তি এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ হইবেই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা ॥ (ভাঃ ১।৭।৭)

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত বেদ-বেদান্তের সার এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত—পুরাণ-চক্রবর্ত্তী। যতদিন এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য না হয়, ততদিন অন্যান্য শাস্ত্র সাধু-সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহাদের আর অন্য শাস্ত্রে রুচি হয় না। নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা-যমুনা শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ শাস্ত্রসমূহ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোত্তম। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীগরুড়পুরাণ বলিতেছেন—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম-সূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেও আমরা পাই—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ।
'সত্যং' 'পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥
চারিবেদ উপনিষদ্ যতকিছু কয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
সেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত-শ্লোকে উপনিষৎ কহে 'এক' মত॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
অতএব 'ভাগবত' সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্॥
রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

(ভাঃ ১২।১৩।১২, ১৪—১৬)

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিল বেদ এবং অখিল বেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র উদিত হইয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহা নারদকে, নারদ শ্রীব্যাসদেবকে এবং শ্রীব্যাসদেব শ্রীশুকদেবকে বলেন। শ্রীশুকদেব এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় শ্রীসূতগোস্বামী ইহা শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।

শ্রীব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবার পর ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রণয়ন করেন। এই সকল সম্পাদন করিয়াও যখন তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা হইল না, তখন তিনি বিষণ্ণচিত্তে একদিন বদরিকাশ্রমে চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময় তদীয় গুরু শ্রীনারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে নিজের অপ্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ কহিলেন—হে মহর্ষে! আপনি শ্রীহরির পরম পবিত্র লীলার-কথা আজ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করেন নাই। ভগবৎ কথা কীর্ত্তন ব্যতীত ধর্ম্মাদিদ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ হয় না। আপনি ঐ সব গ্রন্থাদিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গকে যেরূপ প্রাধান্য দিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ভগবানের যশ-কথা সেইরূপ মুখ্যভাবে নিশ্চয়ই কীর্ত্তন করেন নাই। ইহাতে ভগবানের সন্তোষ না হওয়ায় আপনারও চিত্ত প্রসন্ন হয় নাই। অতএব আপনি ভগবানের বিবিধ লীলা-কথাময় শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করুন। তাহা হইলেই আপনার চিত্তে প্রসন্নতা আসিবে। শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেব সমাধিস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত ভগবানের সুখবিধান ও জগতের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণলীলা-কথা-বহুল শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিলেন।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের **প্রথম অধিবেশন** শ্রীব্যাসদেবের **শম্যাপ্রাসাশ্রমে** হইয়াছিল। সেখানে শ্রোতা—শ্রীশুকদেব ও বক্তা—শ্রীব্যাসদেব। গঙ্গাতীরবর্ত্তী **শুকরতলে** অসংখ্য মহর্ষিগণ-পরিবৃত সভায় শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের **দ্বিতীয় অধিবেশন**। পরীক্ষিৎ

মহারাজ যখন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেছিলেন সেই সময় সেই সভায় রোমহর্ষণ-পুত্র শ্রীসূতগোস্বামী থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুই গোমতী তীরে **নৈমিষারণ্যে** শৌনকাদি ষষ্ঠিসহস্র ঋষিগণের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের **তৃতীয় অধিবেশন।**

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শোক, মোহ ও ভয় নাশ করিয়া জীবকে নিত্য পরম শান্তি দান করেন। কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত জীবের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ করেন এবং জীবকে ভগবৎ পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশত্ত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যলং
পর্ণান্যষ্টদশেষ্টদোঽতিসুলভো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি॥

শ্রীমদ্ভাগবত কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। সজ্জন ভক্তহৃদয়েই ইহার প্রকাশ। প্রণব ইহার অঙ্কুর। দ্বাদশ-স্কন্ধ দ্বাদশটী স্কন্ধ-স্বরূপ। ভক্তি ইহার আলবাল। ৩৩৫টী অধ্যায় এই ভগবত-কল্পবৃক্ষের শাখাস্বরূপ। অষ্টাদশসহস্র শ্লোক পত্র-তুল্য। এই শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু অতি সহজে জীবগণের অভীষ্ট-প্রদাতারূপে সর্ব্বোপরি বিরাজিত আছেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জন মাত্রেরই প্রত্যহ ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ভক্তিশাস্ত্রসমূহের মধ্যে আবার বিশেষভাবে প্রত্যহ (ভাগবত) শ্রবণ করা উচিত এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেও আবার দশমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা অধিকার অনুসারে সর্ব্বদা শ্রবণ করা বিধেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—"যাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রকে প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ভক্তিযুক্তচিত্তে বৈষ্ণবের হস্তে ভাগবত-শাস্ত্র সমর্পণ করিলে বিষ্ণুধামে বসতির সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ভাগবতের অর্দ্ধশ্লোক অথবা শ্লোকের একপাদ মাত্র গৃহে বিরাজিত থাকাও মঙ্গল; তথাপি শতশত অন্য শাস্ত্র রাখার আবশ্যক নাই। যে ব্রাহ্মণের গৃহে ভাগবত-শাস্ত্র বিরাজিত থাকে না, সে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যেখানে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত বিরাজ করে, স্বয়ং শ্রীহরি ভক্তগণ সহ তথায় গমন করেন। যেখানে ভাগবত শাস্ত্র

বিদ্যমান থাকেন, সেখানে অখিল তীর্থই বিরাজিত থাকেন। নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলে প্রতিবর্ষে কাপিলাগাভী দানের ফল লাভ হয়। প্রত্যহ ভক্তি-যুক্ত হইয়া ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ বা পাদমাত্র অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ করিলেও সহস্র গো-দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হয়। যেখানে বিষ্ণুভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। এই পুণ্যময় ভারত-ভূমিতে জন্ম লাভ করিয়া যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না করে, তাহারা আত্মঘাতী। যাঁহারা সতত ভাগবত শাস্ত্রের সেবা করেন, তাঁহারা পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণগণের বিদ্যালাভ, নৃপতিগণের শত্রুজয়, বৈশ্যগণের ধন লাভ এবং শূদ্রগণের স্বাস্থ্যলাভ হয়। ভাগবত শ্রবণ করিলে সাধারণ নর-নারীগণেরও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। অতএব এমন অল্পবুদ্ধি কে আছেন যিনি, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা না করিবেন? অনেক জন্মের সুকৃতির ফলেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য হয় এবং তৎফলে হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

"শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবান্ অভিন্ন বিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। অল্পবুদ্ধি জন-গণের মঙ্গলার্থে শ্রীব্যাসদেব এই অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। মোক্ষাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়াও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা রসাস্বাদনে একান্ত লোলুপ তাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র সেব্য। যাহারা দুঃখকর সংসার হইতে মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতই যত্নের সহিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা বিষয়সুখ কামনা করেন, তাঁহাদেরও শ্রুতিসুখকর এই শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রবণীয়। যত্নের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে ধন, পুত্র, পত্নী, রথ, অশ্ব, যশ ও প্রাসাদ প্রভৃতি যাবতীয় বাঞ্ছনীয় বস্তু লাভ হয়। শ্রবণকারী ইহলোকে যাবতীয় বিষয় উপভোগ করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা শরীর ও ধনের দ্বারা ভাগবতকীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারীর সেবা করেন, তাঁহারাও শ্রীভগবানের কৃপায় ভাগবত-সেবার ফল লাভ করেন।"

এখন স্কন্দপুরাণ ভাগবত-শ্রবণকারীর ভেদ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—

"শ্রোতা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট-ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে চাতক, হংস, শুক ও মীন জাতীয় শ্রোতা শ্রেষ্ঠ এবং বৃক, ভুরুণ্ড, বৃষ ও উষ্ট্রাদি জাতীয় শ্রোতা নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। চাতক যেরূপ অখিল জল পরিত্যাগ করিয়া মেঘের জলের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ যাঁহারা নিখিল বিষয়-

বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভাগবত-শাস্ত্র-শ্রবণে ব্রতী—তাঁহারাই **চাতক-জাতীয় শ্রোতা** বলিয়া কথিত হন। হংস যেমন একত্র মিলিত জল ও দুগ্ধ হইতে সারাংশ দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ যাঁহারা বিবিধ কথা শ্রবণ করিয়াও তন্মধ্য হইতে সার মাত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে **হংসজাতীয় শ্রোতা** বলা হয়। শুকপক্ষীর ন্যায় যাঁহারা মিতভাষী, যাঁহাকে দেখিলে পাঠক ও শ্রোতৃগণ আনন্দিত হন এবং শ্রবণ করিয়া যাঁহারা অন্যান্য শ্রোতৃগণকে অবিকল কীর্ত্তন করিয়া আনন্দিত করেন, তাঁহারা **শুক জাতীয় শ্রোতা**। ক্ষীরসমুদ্রের মীন যেমন স্নিগ্ধ, কদাচিৎ শব্দ (আস্ফালন) করে না এবং অনিমিষলোচনে আস্বাদন করিতে করিতে রস গ্রহণ করে, তদ্রূপ ভাগবত শ্রবণকালে যাঁহারা কদাচিৎ কথা বলেন না, এবং অকপটে একান্তমনে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দানুভব করেন, তাঁহারা **মীন জাতীয় শ্রোতা**।

বংশী-ধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্ট-চিত্ত মৃগগণকে বৃক যেরূপ পীড়িত করে, তদ্রূপ যে অজ্ঞ শ্রোতা রোদন দ্বারা রসিক শ্রোতৃগণকে ব্যথিত করে, তাহাকে **বৃকজাতীয় শ্রোতা কহে**। যাহারা হিমালয়বাসী ভূরুণ্ড নামক পক্ষিগণের ন্যায় অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু নিজে কোন সাধু আচরণ করে না, তাহাকে **ভূরুণ্ড জাতীয় শ্রোতা** বলা হয়। বৃষ যেমন বিচার না করিয়া স্বাদু ও অস্বাদু দ্রাক্ষা ও সর্ষপ উভয়ই ভক্ষণ করে, তদ্রূপ যে অল্পবুদ্ধি শ্রোতা সার অসার বিচার না করিয়া উভয়ই গ্রহণ করে, সে **বৃষ জাতীয় শ্রোতা**। উষ্ট্র যেরূপ আম্র পরিত্যাগ করিয়া নিম্ব ভক্ষণ করে, তদ্রূপ যে শ্রোতা পরম মধুর ভগবৎ-কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্তুতে অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহাকে **উষ্ট্র জাতীয় শ্রোতা কহে**।

যে শ্রোতা শ্রবণ-সময়ে বিধিবৎ প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি ও নম্র হইয়া সম্মুখে উপবেশন করত একান্ত মনে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন এবং শিষ্ট, বিশ্বাসবান্, চিন্তাপরায়ণ, প্রশ্নে অনুরক্ত ও শুচি, তিনিই উত্তম শ্রোতা বলিয়া অভিহিত হন। সেই উত্তম শ্রোতাই কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের প্রিয় হইয়া থাকেন।”)

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণও বলিতেছেন—“যতদিন জীবের শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সৌভাগ্য না হয়, ততদিন সে এই দুঃখকর সংসারে পরিভ্রমণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, মুক্তি করতলগত হয় এবং ভগবানকে অতি সহজে লাভ করা যায়। সর্ব্বকামপ্রদ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অন্য বহু শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ অথবা

পাদমাত্র লিখিত হইয়া যে ব্যক্তির গৃহে বিরাজ করে, ভক্তগণসহ শ্রীহরি নিরন্তর তদীয় ভবনে অধিষ্ঠিত থাকেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার ফল শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ষোড়শাংশের একাংশও হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সহিত সহস্র সহস্র তীর্থভ্রমণেরও তুলনা হয় না। শব্দাবতার এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ করিলে যাবতীয় পাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং কামক্রোধাদি অনর্থসমূহ নষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণই ভগবানকে লাভ করিবার অব্যর্থ উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা পরম দুর্লভ। কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে ইহা শ্রবণের সৌভাগ্য হয়। যাঁহারা মৃত্যুকালে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার সুযোগ পা'ন, তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। যাহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য পায় না, তাহাদের জীবন বৃথা।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ' শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হইতে পরম মহত্ত্ব॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-ভক্ত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতই যে অমল প্রমাণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমাদরণীয় ও সকলের একমাত্র গ্রহণীয় তাহা নিম্নশ্লোকের দ্বারা জানাইয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীনামের ঝুলি

"নাম" "নাম" করি সবাই নাম ত' সোজা নয়,
নামের বলে দেখ্‌বি হরি ভূমণ্ডলময় ;
নামেতে যে কর্‌বে পাগল,
মন প্রাণ হ'বে বিহ্বল,
বাহ্য-দৃষ্টি থাক্‌বে নাকো উঠ্‌বে প্রেমের ঢেউ।
আনন্দেতে মাত্‌বে প্রাণ র'বে না আর কেউ ॥ ১ ॥
সুধামাখা এই হরিনাম এনেছে গৌরহরি,
পাপী-তাপী সবাই তোরা আয়রে ত্বরা করি' ;
ক'র্‌লে এবার অবহেলা,
চ'লে যাবে নামের ভেলা,
মর্‌বি ডুবে মাঝখানেতে থাক্‌বে না যে আশা।
মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দিয়ে আয়রে ছাড়ি' বাসা ॥ ২ ॥
চ'লে যখন যেতেই হ'বে দু'দিন পরে ভাই,
মিছে কেন "আমার" "আমার" করিস্‌ বল্‌না তাই ;
ভুলে গিয়ে সকল বাঁধন,
কর্‌রে কৃষ্ণনাম সাধন,
নিষ্ঠাসনে ক'র্‌লে নাম হ'বে প্রেমোদয়।
তখন হরি নেবেন কোলে জান সুনিশ্চয় ॥ ৩ ॥
নামাপরাধ শূন্য হ'য়ে কর্‌ "নাম" সবাই,
আস্‌বে নেমে "নামে" "নামে" সেই দয়াল কানাই ;
ব'লেছে যে স্বয়ং হরি,
উদ্ধারিতে নর-নারী,
থাকিস্‌ মারে মায়ার ঘোরে পেয়ে জনম সেরা।
দেখ্‌না ভেবে কেউ কারো নয়, বল্‌না "গোরা" "গোরা" ॥৪॥
সাধুসঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে কাটিয়ে দে না কাল,
মিল্‌বে গুরু কল্পতরু ঘুচিবে জঞ্জাল ;

সব অভিমান বিসর্জ্জিয়ে,
আয়রে জীবন-নদী বেয়ে,
ডাক্‌ছে তোদের গৌর-নিতাই,—"পারে যাবি আয়।
সময় ব'য়ে যায় রে, ওরে সময় ব'য়ে যায়" ॥ ৫ ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
—শ্রীমণিমোহন দত্ত (বি.এ, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-পরিদর্শক), চুঁচুড়া

ভাগবত-জীবন

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতৃদেব অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি সাধুমার্গ সম্বন্ধে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা— তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাম্ সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ (ভাঃ ৭।৫।৪)

অর্থাৎ "হে অসুরবর্য্য পিতৃদেব! আমি সেই পন্থাকেই সাধু মনে করি যাহাতে, দেহধারিগণ (জনসাধারণ), সংসার-জ্বালায় সদাসর্ব্বদা সমুদ্বিগ্নচিত্ত অবস্থার আগারস্বরূপ এবং আত্মঘাত করিবার আবাস-স্বরূপ গৃহ-অন্ধকূপ ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে।"

মনুষ্য-জীবন অত্যন্ত দুর্লভ জীবন—একথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই দুর্লভ জীবন পাওয়া যায় এবং এই জীবনে শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার একমাত্র সুযোগ। কোটি কোটি জন্মের যে ভুল অর্থাৎ "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥" —তাহা এই জীবনেই সংশোধন করিতে পারি। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'; কিন্তু সে যখন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হয় অর্থাৎ মিথ্যা ভোক্তা হইবার অভিমান করে, তখন তাহার কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার সেবা আরম্ভ হয়। এই সেবাও কৃষ্ণের ব্যতিরেক সেবা মাত্র; সুতরাং জীব ভোক্তা অভিমান করিলেও তাহার স্বরূপের নিত্য-কৃষ্ণদাসত্ব-ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া জীব মনে করে 'আমি একজন মস্তবড় ভোক্তা, আমি স্বাধীন, আমি কাহারও চাকর নহি, আমিই 'ভগবান্ ইত্যাদি;

কিন্তু আসলে সে মায়ার রচিত বহু প্রকার রমণীয় বৈভবের সেবা করিয়া উত্তরোত্তর কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া কোন অন্ধতম নরকে চলিয়া যায়, তাহার ঠিক নাই। ভোক্তাভিমানে জীব কি চায়? সে চায়—উত্তম স্ত্রী, উত্তম খাদ্যদ্রব্য, উত্তম যান-বাহন, উত্তম আবাস, উত্তম আসন, উত্তম বসন, প্রসাধন, আরও যত প্রকার কল্পনার মধ্যে আসিতে পারে, সেগুলি সব। সে যাহা চায়, সেইগুলিই মায়াশক্তির অষ্ট প্রকার ভূতাদি উপাদান, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি আটটি তত্ত্ব বহু প্রকারে অদল-বদল করিয়া এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র-প্রসূত ১০টি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি সব একত্রিত করিয়া একটি সুন্দর প্রহেলিকাময় ভূতের বাড়ী। ইহার মধ্যে ভোক্তাভিমানী জীব প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকার ভৌতিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া সেইসকল মায়ার ২৪ তত্ত্বের সেবা করিতে থাকে মাত্র।

মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির প্রভাবে সে বুঝিতে পারে না যে, সে তখনও ব্যতিরেকভাবেই কৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণ করিতেছে; কারণ মায়ার এই সব বৈভবের কারণও ভগবদ্ বিভূতি, সেগুলি সবই ভগবানেরই শক্তি-পরিণাম মাত্র—ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তি। অব্যক্ত মূর্ত্তির সেবা জীবের কেবলমাত্র ক্লেশদায়ক, তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" (গীঃ ১২।৫)

মধ্যে মধ্যে জীব ক্লেশ অনুভব করিয়া তাহা হইতে যে কাল্পনিক মুক্তিচেষ্টায় কার্য্য করে, তাহাও মায়ার বৈভব এবং সেইটিও ক্লেশদায়ক। অব্যক্তের সেবা করিতে করিতে জীব যৎপরোনাস্তি কষ্ট পায় এবং সাধু-গুরুর কৃপায় যদি সে মায়াপিশাচী ছাড়াইবার ঔষধ পায়, তবেই তাহার মঙ্গল হয়। তখন মায়ার সেবার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আবার কৃষ্ণসেবার অধিকার জন্মে, এবং যে পরিমাণে তাহার কৃষ্ণসেবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে তাহার আনন্দময় জীবনের আস্বাদন হয়। ক্রমশঃ তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়, মায়ার নেশা কাটিয়া যায় এবং সাধুগুরুর কৃপায় তাহার দৈনন্দিন কার্য্যগুলি বিধিভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া লইলে, এই জীবনেই সে কৃষ্ণধামে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয়।

কৃষ্ণধামে যাইবার যে বিদ্যা, সেটি সকল বিদ্যার রাজা। গীতায় সেই বিদ্যাকে রাজগুহ্য, রাজবিদ্যা, পবিত্র এবং প্রত্যক্ষাবগম ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মায়িক বা জড় বিদ্যাগুলি মায়ার সেবা করিবার বিবিধ উপায় মাত্র।

জীবিকা উপার্জ্জন করিবার জন্য লোকে কেহ ব্যবসা-বিদ্যা, কেহ চিকিৎসা-বিদ্যা কেহ আইনবিদ্যা, কেহ স্থপতিবিদ্যা, কেহ রসায়নবিদ্যা, কেহ পদার্থবিদ্যা, শেষ পর্য্যন্ত 'আমি ভগবান্ হইব' বা 'অবতার হইব' প্রভৃতি মত অবলম্বন করে। এই-সব বিদ্যাই অবিদ্যা মাত্র। কারণ ঐসকল বিদ্যার দ্বারা মায়ার সেবাবৃদ্ধি ছাড়া অর্থাৎ ক্লেশলাভ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। জীবনে একটিমাত্র বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইলে যত কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়া যে এম্.এ, পি-এইচ্.ডি পদ প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার দেহ শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই সব অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আবার যদি মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, তখন আবার পরিশ্রম করিয়া ঐ বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু মনুষ্যজন্ম যদি কোনপ্রকারে ভাগ্যচ্যুত হয়, এবং তাহারই সম্ভাবনা বেশী, তবে সে বিদ্যাই মাটী। মূর্খলোক কিন্তু এই সব কথা কিছুই বুঝে না। মায়ার দাসত্ব করিতে করিতে তাহার এতই মাথা খারাপ হইয়া যায় যে, তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এইসব কথা প্রবেশই করিতে চাহে না। সেই সকল মায়াদুষ্ট দুষ্কৃতিমান্ ব্যক্তিগণ মনে করে 'এইত বেশ আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার কর্‌ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, মিটিং কর্‌ছি, প্ল্যান কর্‌ছি, সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছি, ভগবানের বাবা হ'য়ে গেছি, আবার কি চাই? বোকা বৈষ্ণবগুলির মত মর্‌বার পর কি হবে, সেই ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করে লাভ কি?'—ইত্যাদি। কিন্তু হতভাগারা বুঝিতে পারিতেছে না যে মরিবার পরও জীবন আছে।

জীব নিত্য বস্তু; তাহার মরণ নাই, তাহার জন্ম নাই, তাহার ভূত,ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নাই; সে শাশ্বত নিত্য বস্তু, তাহার একটি শরীর নষ্ট হইলে সে আবার একটি শরীর প্রাপ্ত হয়—যতদিন না সে মুক্তি পায়। যেমন লোকে একখানি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য একখানি বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার এক দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে। পারমার্থিক রাজ্যের এই সব 'অ-আ-ক-খ'-কথা আমরা গীতাতে বহুবার পাঠ করিয়াছি; কিন্তু আমি কি কোন একদিন গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি, যে আমার মরণের পর কি-শরীর লাভ হইবে? আমি মরণের পর যে শরীর লাভ করিব, তাহা কি মানুষের শরীর হইবে, না শূকরের শরীর হইবে? একপ্রকার সুবিধাবাদী লোক মনগড়া সিদ্ধান্ত করে যে, একবার মানুষ হইলে পর মানুষের শরীরই লাভ হয়। মানুষের শরীর হইলে ত' বেশ ভাল করিয়া চপ্, কাট্‌লেট্, মদ্য-মাংস খাওয়া চলিবে। কিন্তু অন্য কথাও ত আছে, সুতরাং যদি মানুষের বদলে শূকরের শরীর লাভ হয়, তাহা হইলে ত ঐ চপ্-কাট্‌লেট

খাইবার পর যে সার অংশ ফস্‌ফরাস সংযুক্ত হইয়া বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত হইবে, শূকর শরীরে তাহাই খাদ্য হইবে। বাস্তবিক এই রকম একটা দায়িত্ব গ্রহণ করা কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য? মরণের পর জীবন আছে—ইহার প্রমাণ সমস্ত বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র এবং ইতিহাসে প্রজ্জ্বলিত ভাষায় লিখিত আছে। কিন্তু মরণের পর জীবন নাই ইহার প্রমাণ—একমাত্র চার্ব্বাক মুনি বা তাঁহার অনুগমনকারী নাস্তিকগণ। নাস্তিকতার প্রমাণ কেবল বাক্‌চাতুর্য্য এবং বোকালোক ঠকান, কিন্তু বেদ-বেদান্তের প্রমাণ, গীতা-ভাগবতের প্রমাণ চিরদিন বড় বড় রাজর্ষি, দেবর্ষি,মহর্ষি বা তদনুগ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বৈষ্ণব সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। ভোট-রঙ্গ করিয়া কি শ্রুতির অকাট্য প্রমাণ ত্যাগ করিয়া মূর্খ বোকা লোকের অনুমান-সর্ব্বস্ব প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে? সকল প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। এ বিচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বহুবার করিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আবার বিচার করিতে পারা যাইবে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাঁহারা, তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বভূতের হিতৈষী ঋষিগণের প্রমাণিত বাক্য গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিবেন। জীবের জীবন অনিত্য নহে—তাহা নিত্য, এবং যে হেতু সে নিত্য, তাহার নিত্য-সুখেরও সন্ধান ঐ শ্রুতিপ্রমাণে পাওয়া যাইবে। নাস্তিকের কথায় জীবন ভাসাইয়া না দিয়া ঋষিগণের বা মহাজনগণের আদর্শই আমাদের গ্রহণীয়। তাহা যদি না করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইব।

নরদেহরূপ নৌকায় চড়িয়া, সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপ নাবিক ও কর্ণধারের সাহায্য পাইয়া এবং ভগবদ্ভজনরূপ অনুকূল বায়ুর সহযোগ পাইয়াও আমরা যদি জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ সংসার-সাগর পার হইতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আত্মঘাতী হইব। সমস্ত বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবত, পুরাণাদি-প্রমাণে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, পরম ব্রহ্ম একমাত্র ভগবানই তাঁহার স্বাংশ, বিভিন্নাংশ, অংশ, কণা, প্রকাশ, স্বরূপ-শক্তি, মায়া-শক্তি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে নিজকে বহুভাবে বিস্তার করিয়া বিলাস করিতেছেন। মায়িক ভোগবিলাসের মধ্যে যেমন তাপ এবং বিচ্ছিন্নতা বর্ত্তমান থাকে, অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের চিদ্বিলাসের মধ্যে সেই প্রকার তাপকারী নিরানন্দ নাই। নিছক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে হইলে ভগবানের সেই চিদ্বিলাস আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহ জগতে যেমন কোন ধনীলোক নিজকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার দ্বারা অন্তরঙ্গ বিভাগ করিয়া, ভৃত্য, যান-বাহনাদি, গৃহ, উদ্যান, ভোজন, আচ্ছাদন প্রভৃতি বিস্তার করিয়া নিজ শক্তি ও নিজ অংশদ্বারা ভোগবিলাস করে, ঠিক সেই রকমেই যিনি

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সমস্ত জগতের মহেশ্বর ভগবান্, তিনিও নিজকে ঐ ভাবে বিস্তার করিয়া নিত্যকাল ভোগবিলাস করিতেছেন। ধনী লোকের বাড়ীর ভিতর বা অন্তরঙ্গের ভিতর প্রবেশ না করিতে পারিয়া কেবল বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া যেমন এক প্রকার লোক ঐ ধনীলোক সম্বন্ধে সবজান্তা হইয়া বসিয়া থাকে, সেই প্রকার ভগবানেরও নিত্যলীলা, অন্তরঙ্গ-শক্তির বিলাস-চাতুর্য্য না বুঝিতে পারিয়া বাহিরের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তার জ্যোতি বা চাকচিক্য দেখিয়াই এক প্রকার অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিজ বুদ্ধিবশে পরতত্ত্ব যতটা জানিতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ফলে সেই চিদ্বিলাসের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ না করিয়া আবার এই মায়িক ভগ্ন-পরিচ্ছিন্ন-তাপকারী বিলাসের মধ্যে আসিতে বাধ্য হয়। (ক্রমশঃ) —শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, এবার উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীধন্যাতিধন্য ব্রহ্মচারী শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রতি বৎসরেই এই চতুষ্পাঠী হইতে বিদ্যার্থিগণ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

২৫শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার—জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উষঃকাল হইতে কীর্ত্তন-পাঠ আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" গ্রন্থ সকাল হইতে রাত্র ১১ টা পর্য্যন্ত পারায়ণ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। শ্রীমন্দির, জগমোহন, তোরণদ্বার ইত্যাদি মঙ্গলঘট ও বিচিত্র পুষ্প-মাল্য-পতাকায় সুশোভিত হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের বিশেষ পূজা ও অর্চ্চনের পর বিবিধ ভোগ-সামগ্রী নিবেদিত হয়। পর দিবস ২৬শে শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীশ্রীনন্দোৎসবে আহূত ও অনাহূত শত শত ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

চুঁচুড়ায় প্রচার

২৪শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট, বুধবার—প্রাদেশিক সরকারের ঘোষণানুযায়ী স্থানীয় পুলিশ লাইনে জন্মাষ্টমীউৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তদুপলক্ষে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীউদ্ধারণ-গৌড়ীয় মঠের সেবক-বৃন্দ-সহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পুলিশ লাইনের সুবৃহৎ মণ্ডপে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করেন। পরে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে স্বামিজী-কর্ত্তৃক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। দেশের জনসাধারণের মতিগতি ধর্ম্ম-কর্ম্মে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। —প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয় পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৫ হৃষীকেশ, ৪৬৯ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬২ ; ইং ১৭।৯।৫৫ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

জাম্বূনদোষ্ণীষ-বিরাজি-মুক্তা-
মালা-মণি-দ্যোতি-শিখণ্ডকস্য।
ভঙ্গ্যা নৃণাং লোলুপয়ন্ দৃশঃ শ্রী-
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু॥ ১॥

কপোলয়োঃ কুণ্ডল-লাস্য-হাস্য-
চ্ছবি-চ্ছটা চুম্বিতয়োর্যুগেন।

সংমোহয়ন্ সংভজতাং ধিয়ঃ শ্রী-
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥

স্ব-প্রেয়সী-লোচন-কোণ-শীধু-
প্রাপ্ত্যৈ পুরোবর্ত্তি-জনেক্ষণেন ।
ভাবং কমপ্যুদ্গময়ন্ বুধানাং
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৩ ॥

বামপ্রগণ্ডার্পিত-গণ্ডভাস্বৎ-
তাটঙ্ক-লোলক-কান্তিসিক্তৈঃ ।
ভ্রূবল্গনৈরুন্মদয়ন্ কুলস্ত্রী-
র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৪ ॥

দূরে স্থিতাস্তা মুরলী-নিনাদৈঃ
স্ব-সৌরভৈর্মুদ্রিত-কর্ণপালীঃ ।
মাসারুধো হৃদ্গত এব কর্ষন্
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৫ ॥

নবীন-লাবণ্য-ভরৈঃ ক্ষিতৌ শ্রী-
রূপানুরাগাম্বু-নিধি-প্রকাশৈঃ ।
সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্ব্বন্
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৬ ॥

কল্পদ্রুমাধো মণি-মন্দিরান্তঃ-
শ্রীযোগপীঠাম্বুরুহাস্যয়া স্বং ।
উপাসয়ংস্তন্ত্রবিদোঽপি মন্ত্রৈ-
র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

মহাভিষেকক্ষণ-সর্ব্ববাসোঽ-
লঙ্কৃত্যমঙ্গীকরণোচ্ছলন্ত্যা ।
সর্ব্বাঙ্গ-ভাসাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৮ ॥

গোবিন্দ-দেবাষ্টকমেতদুচ্চৈঃ
পঠেত্তদীয়াঙ্ঘ্রি-নিবিষ্টধীর্যঃ।
তং মজ্জয়ন্নেব কৃপাপ্রবাহৈ-
র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি, জম্বূ-নদী-জাত-সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত কিরীট সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করেন, এবং উহাতে যে-সকল শোভমানা মুক্তামালা রহিয়াছে তন্মধ্যস্থ মণিনিচয়ের ছটায় রঞ্জিত ময়ূরপুচ্ছ সমূহের ভঙ্গিতে সকল লোকের নয়ন লুব্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

যিনি, কুণ্ডলযুগলের নৃত্য ও হাস্য-শোভার ছটায় চুম্বিত (পৃষ্ট) গণ্ডদ্বয়ের দ্বারা ভজন-পরায়ণ স্বীয় ভক্তগণের মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

যিনি, স্বীয় প্রিয়তমাগণের কটাক্ষ-মধু প্রাপ্তির নিমিত্ত (অপরের দর্শনাশঙ্কায়) অগ্রবর্ত্তী লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে রস-তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তগণের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সঞ্চার করেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

যিনি, বাম বাহুমূলে নিজের গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া আছেন, এবং তাহাতে দীপ্তিশালী কর্ণাভরণ ও নাসিকাগ্রের আভরণের কান্তিযুক্ত ভ্রূভঙ্গিতে কুলরমণী-দিগকে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

যিনি, মুরলীধ্বনি শ্রবণে প্রেম-বৈকল্যের আশঙ্কায় দূরে অবস্থানকারিণী আচ্ছাদিত-কর্ণপ্রদেশ গোপীগণকে মুরলীধ্বনীতে, এবং কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ গ্রহণে প্রেমমুগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাসারোধকারিণী ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীয় অঙ্গসৌরভে তাঁহাদের হৃদয়গত হইয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

যিনি, এই পৃথিবীতে শ্রীরূপগোস্বামীর অনুরাগ-সাগরে প্রকাশিত নিজের সেই সকল নূতন কান্তিসমূহের দ্বারা ভক্তদিগকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

যিনি, কল্পদ্রুমের নিম্নপ্রদেশে মণিময় মন্দিরের অভ্যন্তরে যোগপীঠস্থ কমলোপরি অবস্থান দ্বারা আগমশাস্ত্রজ্ঞ ভক্তগণকেও স্বীয়মন্ত্রে নিজেরই উপাসনা করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

যিনি, মহাভিষেক সময়ে বস্ত্রাদি, উত্তরীয়-উষ্ণীষাদি আভরণসমূহের পরিত্যাগহেতু ইতস্তত প্রসারিত নিজের সমস্ত অঙ্গ-কান্তিতে ত্রিভুবনকে আকুল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দ-দেবের চরণ-যুগলে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া এই শ্রীগোবিন্দ-দেবের অষ্টক উচ্চস্বরে নিত্য পাঠ করেন, শ্রীগোবিন্দ-দেব তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপাপ্রবাহে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—মৃদু

বিষয়ীর হৃদয় তর্ক-কঠিন, মৃদু নহে

বিষয়ী বিষয় সেবায় কঠিন হৃদয়। বিষয়ের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্তের আদৌ কোমলতা নাই। বিষয়ের ক্লেশগুলির তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞান বা মূর্খতা তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানাপ্রকার কঠোর অভিজ্ঞানব্রতে পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করেন। নানাপ্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া ঔদ্ধত্য শিক্ষা করিয়া কোমলতা বর্জ্জিত হন। তর্ক বিতর্ক শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানাস্থান বিচার না করিয়া তার্কিককেশরী হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যের ব্যবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময় ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অনুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরিপরায়ণগণের হৃদয় সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃদু।

ভগবান্ মৃদুত্বের উৎস, তাঁহারই গুণ-চেষ্টার প্রাবল্যহেতু সজ্জনও মৃদু

ভগবান্ বিষয়ীর নিকট বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। বিচারকের নিকট হঠকারী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরিমা সুকোমল হৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয়। ভগবানের পরম মনোজ্ঞ কমনীয়তা প্রভাবে তাঁহার নিজাশ্রিত তদীয়গণে মৃদুত্বের উৎস সর্ব্বদাই

বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের সাধন প্রণালীতে অনর্থ নিবৃত্ত অবস্থায় ভাবের সমাগমে জড়বিষয়ে ক্ষান্ত বলিয়া একটী অবস্থা লক্ষিত হয়। ভগবদ্ বিষয়িনী রুচি দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বদাই আর্দ্র। অনর্থমুক্ত সজ্জন শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মময়। ভগবদ্ বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়াবলম্বনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে সুষ্ঠুভাবে উদিত। বিষয়াশ্রয় পরস্পরের উদ্দীপনীয় ভাবসমূহে চিত্ত আপ্লুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ায় হৃদয় মৃদুভাববিশিষ্ট।

অষ্টসাত্ত্বিকাদি ভাবও মৃদুত্বের পরিচায়ক

সেই মৃদুভাবের অববোধক চিত্তের ভাবপ্রকাশকারী অনুষ্ঠানসমূহ তাহার কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। সজ্জনের কপটতা রহিত গান ও নৃত্যাদিতে অপূর্ব্ব কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাবদ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সত্ত্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবের প্রকাশ করায়। কোন কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্র ভাবের অভাব নাই।

অসৎসঙ্গত্যাগকালে সজ্জনের কঠোরতাও মৃদুতা

সজ্জন নিত্যকাল মৃদু। সাধন কালে হরিবিরোধিভাব সমূহের দুঃসঙ্গ ত্যাগ বাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তাহা কঠিনহৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সেকালেও তিনি মৃদুভাব বর্জ্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্ব্বকাল মৃদু স্বভাব আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসদ্ব্যবহাররূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থিত নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সজ্জন ব্যতীত অন্যে কখনই মৃদু হইতে পারে না। অসদ্ব্যক্তি কোনকালে মৃদু নহে।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য

রঘুনাথের বাসস্থান ও বাল্যকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধা

মহানগরী কলিকাতার উত্তরাংশে বরাহনগর নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রামে রঘুনাথ নামক একজন ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-

গ্রন্থে শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়া তিনি "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই উপদেশ-ক্রমে কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য যত্নবান্ ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের চূড়ামণি, তাহা ১।১।২ শ্লোকে ব্যক্ত

বহু ভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে এরূপ কথিত আছে যে, নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রাপ্য যে সম্পূর্ণ শঠতাশূন্য পরম-ধর্ম্ম, তাহা এই ভাগবতেই আছে। তাপত্রয়ের বিধ্বংসকারী পরম মঙ্গলপ্রদ বাস্তব-বস্তু এই ভাগবতে জানা যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীনারায়ণ-কৃত। শ্রীমদ্ভাগবত থাকিলে আর অন্য শাস্ত্রে প্রয়োজন কি? এই ভাগবত শ্রবণ করিতে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহার হৃদয়ে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অবিলম্বে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন।

ভাগবতাচার্য্য ও দেবানন্দপণ্ডিত সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু

বরাহনগর-নিবাসী সেই পরম ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ-কুমার বাল্যকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যে শুদ্ধ-ভক্তগণের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন-না, তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য' নাম দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' বলিয়া পদ দেন, তিনি কিরূপ পণ্ডিত, তাহা সহজে জানা যায়। যে-সময় মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় বিরাজমান, সে-সময়ে বিদ্যানগরে দেবানন্দ-নামে সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ একটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। নবদ্বীপের সকলেই তাঁহার ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে বিদ্যানগরে যাইতেন। এমত কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তি-প্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শ্রীভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অর্থ পরে জানিয়া আমার মহাপ্রভুকে ভাগবত-ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান

যে মহাপ্রভু নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যায় দোষারোপ করেন এবং

অন্যান্য বহু দেশের পণ্ডিতগণকে ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য শিক্ষা দেন, তিনিই রঘুনাথের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান করেন। ইহাতে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হয় যে, "বিদ্যা ভাগবতাবধি" এই মতানুসারে ভাগবতাচার্য্যের তুল্য তাত্ত্বিক পণ্ডিত সে-সময়ে আর ছিল না।

শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রতি মহাপ্রভুর যে অপার কৃপা হয়, তাহা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

হেনমতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি'।
আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে।
মহা-ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বোল বোল বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয় সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হইয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড়ি পড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস॥
এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলে,—ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥

এতেক তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা হরি হরি-ধ্বনি॥

শান্তিপুর, কুমারহট্ট, পানিহাটী ও বরাহনগর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রা

রামকেলি-গ্রামে শ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা করিয়া শ্রীমহাপ্রভু গঙ্গাতীরে শ্রীপাট শান্তিপুরে আসিয়া কয়েকদিন ছিলেন। তথায় শচীদেবী আসিয়া কয়েকদিন রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভোজন করান। ফাল্গুন শুক্লা দ্বাদশী শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর আরাধনা তিথি। সেই দিবসের মহোৎসবের কয়েকদিন পরেই প্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাটীতে কয়েকদিন থাকেন। পরে পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাটীতে কয়েকদিন থাকিয়া ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষে প্রভু শ্রীবরাহনগরে উপস্থিত হন। তথায় পরম-ভাগবত ভাগবতাচার্য্যের বাটীতে প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েক ভক্তের সহিত কয়েকদিন থাকিয়া প্রভু নীলাচল যাত্রা করেন।

শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রভুপ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃত

শ্রীভাগবতাচার্য্য যে প্রভুর একান্ত ভক্ত, তাহা সহজেই জানা যায়। চরিতামৃতে প্রভুগণ-গণনায় এইরূপ আদি দশমে লেখা আছে,—

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস॥

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা-গণনায় চরিতামৃতে আদি ১২শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥

শ্রীভাগবতাচার্য্য সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে,—

মালতী চন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা বরাঙ্গদা।
রত্নাবলী চ কমলা গুণচূড়া সুকেশিনী॥
কর্পূর-মঞ্জরী শ্যাম-মঞ্জরী শ্বেত-মঞ্জরী।
বিলাস-মঞ্জরী কামলেখা চ মৌন-মঞ্জরী॥
গন্ধোন্মাদা রসোন্মাদা চন্দ্রিকা কলভাষিণী।
গোপালী হরিণী কালী কালাক্ষী নিত্য-মঞ্জরী॥

কলকণ্ঠী কুরঙ্গাক্ষী চন্দ্রিকা চন্দ্র-শেখরা।
যা যাঃ স্বযোগ্যসেবায়াং নিযুক্তাঃ সন্তি রাধয়া॥
গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং ধৃত-পুরুষ-বিগ্রহাঃ।
খেলন্তি স্ম স্বভাবানুসারাত্তাঃ ক্রমশো যথা॥
শুভানন্দো দ্বিজো ব্রহ্মচারী শ্রীধর-নামকঃ।
পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণ-স্তবাবলী॥
রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্গৌরাঙ্গানন্য-সেবকঃ।
কংসারি-সেনঃ সেনঃ শ্রীজগন্নাথো মহাশয়ঃ॥
সুবুদ্ধিমিশ্রঃ শ্রীহর্ষো রঘুমিশ্রো দ্বিজোত্তমঃ।
রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ॥
যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ।
নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী'॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্ত-বল্লভঃ।
সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ॥

শ্রীভাগবতাচার্য্যই শ্যামমঞ্জরী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনে পাদ্যাদি দানের পরিবর্ত্তে তদগ্রে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠরূপ সিদ্ধসেবা

কৃষ্ণগণ ও গৌরগণ বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, শ্রীরাধিকার শ্যামমঞ্জরী নামা সখী গৌরাবতারে ভাগবতাচার্য্য। কৃষ্ণলীলায় শ্যাম-মঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কৃষ্ণগান অর্থাৎ শ্যাম-লীলা শ্রবণ করাইতেন। তিনিই গৌর-লীলায় ভাগবতাচার্য্য হইয়া গৌরাঙ্গকে শ্রীভাগবত শ্রবণ করাইয়া নিজ সেবা সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধা তাঁহাকে ঐ সেবা দান করেন। গৌরলীলায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাকে স্বীয় শাখায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের যথাযোগ্য সেবা দান করিয়াছিলেন। সেবার লক্ষণ এই যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে বরাহনগরে তাঁহার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন পাদ্য-জলাদি-দান সেবা অবলম্বন না করিয়া ভাগবতাচার্য্য স্বীয় সিদ্ধসেবা যে ভাগবতপাঠ, তাহাই করিতে লাগিলেন। সখীদিগের রাধা-দত্ত সেবাই কর্ত্তব্য, ইহাই এই লীলায় প্রদর্শিত হইল।

বরাহনগর—শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময় কুঞ্জ, ইহা ব্রজাভিন্ন গৌরমণ্ডলের অন্তর্গত

হে কলিকাতা মহানগরী-নিবাসী ভাই সকল! তোমরা ধন্য। তোমরা

যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশ বলিলেও হয়—বরাহনগর গ্রাম। যেখানে গৌরলীলা, সেস্থান সাক্ষৎ শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অন্তরঙ্গ ভাগবতাচার্য্যের সেবা-ভূমি পরম আদরের স্থান। দৃঢ় চিত্ত করিয়া তোমরা বরাহনগর দর্শন-স্পর্শন কর। হে কলিকাতাবাসী ভক্তগণ! কবে অমরা একত্রে শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময় কুঞ্জে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মগ্ন হইব? আমরা আঁচলের স্বর্ণ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশ বেড়াই, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য কথা কেন ভুলিয়া যাই? তিনি লিখিয়াছেন,—

এ গৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজপুরে বাস।

ভাইসব! এই কথাটীতে তাৎপর্য্য-সমুদ্র আছে। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা কর। ব্রজপুরী প্রকট ও অপ্রকটরূপে নিত্যলীলা-ধাম। কৃষ্ণ যখন গৌরাঙ্গ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজধামকে এই গৌড়দেশে আনিলেন; যেখানে যে রসের যে ভক্তের সহিত সেই শচীনন্দন কৃষ্ণের যে লীলা হইয়াছে, সেই স্থানটীই ব্রজখণ্ড অর্থাৎ সেই লীলাপীঠ। সমস্তই চিন্ময়। গৌড়মণ্ডল যে এক সংলগ্ন ভূমি তাহা নয়, বাহ্যে অসংলগ্নরূপে রহিয়াছে। ষোলক্রোশ নবদ্বীপ প্রভুর বাল্যলীলা-স্থান। ব্রজের মধ্যে যে বৃন্দাবন, তাহাই অখণ্ডভাবে নবদ্বীপে নবদ্বীপ। মধ্যে শ্রীগোকুল মায়াপুর। সখীদিগের পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জ সেই সেই স্থানে, যথায় সেই সেই সখীর সেবা শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবরাহনগর গৌড়মণ্ডলের সেই অংশ, যেখানে শ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী রাধাকৃষ্ণের সেবা হয়।

এইটী অতি গুহ্য রহস্য আমরা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আশা করি যে, কলিকাতার বৈষ্ণবমণ্ডলী এই কথাটী জানিয়া কোন একটী অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিবেন। আমরা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ কিঙ্কর। তাঁহাদের কোন্ ভাব, জানিতে পারিলে, আমরা এসম্বন্ধে আরও কিছু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিব।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———

বিজ্ঞপ্তি

প্রভুপাদ !

১। কবে হ'বে প্রভু সে দিন আমার।
কবে বৈষ্ণবের সঙ্গে হরি-প্রসঙ্গে,
নাশিব এ দেহের কলুষ-ভার ॥

২। কবে তব পদ করিয়া আশ্রয়
যা'ব মায়াপুর ত্যজি' লোকালয়,
কবে প্রভুপাদ তব-করুণায়
কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে আমার ॥

৩। তোমার চরণ-রেণু ধরি' শিরে,
কবে পরাজিব মায়া-পিশাচীরে,
কবে করি স্নান তব-পাদ-নীরে,
আনন্দে করিব কৃষ্ণের সংসার ॥

৪। কবে বা বদনে হরি হরি বলি'
নাচিব প্রেমেতে দু'টি বাহু তুলি'
কবে বিষয়-বাসনা-ভোগ-বুদ্ধি ভুলি,'
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট করিব আহার ॥

৫। ছার মুক্তি-বাঞ্ছা ত্যজি', করি' চিত্ত স্থির,
কবে নবদ্বীপ-রজে লুটাইব শির,
কবে পিব সুখে ভাগীরথী-নীর,
কবে পা'ব বৈষ্ণবের পদ-সেবা-ভার ॥

৬। (মোর) মান-অহংজ্ঞান দলিয়া চরণে,
কবে প্রভুপাদ ! তোমার চরণে,—
স্থান দিয়া এই দীন অভাজনে,
(কবে)—করিবে আমারে দীন-হীন-ছার ॥

বৈষ্ণব-চরণ-সেবাভিলাষী—
—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন
নারমা, (মেদিনীপুর)

ভাগবত-জীবন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্য-সেবক। ভগবানের বিলাসে যোগানদার হইয়াই সে চিদ্বিলাসের আনন্দ অধিক উপভোগ করে। বড়লোকের বাড়ীর চাকর-চাকরাণীও যেমন সুখে থাকিবার, আনন্দে থাকিবার অনেক সুবিধা পায়, সেই প্রকার জীবও ভগবানের নিত্যলীলা-চিদ্বিলাসের সহযোগী হইয়াই নিত্যানন্দ লাভ করে। (অদ্বয়জ্ঞান-ভূমিকায় ভগবান্ ও তাঁহার সেবক এক জাতীয় তত্ত্ব। অতএব স্বভাবতঃ জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া যখন সে ভগবানের সাক্ষাৎসেবা হইতে বঞ্চিত হয়, তখনই তাহকে বহিরঙ্গা শক্তির অধীনে ভোক্তার মিথ্যাভিমানে মায়াশক্তি-প্রকটিত ত্রিগুণের দাসত্ব করিতে করিতে হয়রাণ হইয়া যাইতে হয়। ভগবানের সাক্ষাৎ সেবাতেও জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস আবার ভগবচ্ছক্তি মায়ার সেবাতেও সে নিত্য-কৃষ্ণদাস। কারণ ভগবানের মায়াশক্তি ও শক্তিমান্-তত্ত্ব ভগবান্—সূক্ষ্ম বিচারে অভিন্ন তত্ত্ব। মায়ার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সেই মায়ার সেবা আর ভগবানের সেবা এক নহে। যেমন জেলে থাকিয়া রাজার সেবা করিতে হয়, আবার জেলের বাহিরে থাকিয়াও রাজার সেবা করিতে হয়।) কিন্তু প্রথম সেবাটি অর্থাৎ জেলে আসিয়া সেবাটি তাপকারিণী, আর দ্বিতীয় সেবাটি অর্থাৎ জেলের বাহিরে আসিয়া সেবা-কার্য্যটি আনন্দময়। অতএব সেই আনন্দময়ী সেবা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে কৃষ্ণের সংসার করিতে হইবে। কৃষ্ণের সংসার করিতে পারিলে দৈবী মায়ার কবল হইতে তখনই রেহাই পাইব। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' (কৃষ্ণ-সেবাময় জীবন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত নির্গুণ জীবন। যিনি অব্যভিচারিণী সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি সমস্ত মায়িক গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত অবস্থায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে পরা-ভক্তি বা কেবলা ভক্তির অধিকারী হন। অতএব প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের গৃহকে ভগবদ্ মন্দিররূপে পরিণত করিবেন। (কারণ ভগবন্মন্দিরে বাস নির্গুণ বাস। ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের অব্যভিচারিণী সেবায় পাঞ্চরাত্রিকী অর্চ্চন-মার্গে বা ভাগবতমার্গে নিযুক্ত থাকিলেই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই পরাশক্তির অধীনে আনন্দময়ের অভ্যাসদ্বারা সেই পরমপদ ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।)

অতএব আমরা প্রত্যেক গৃহস্থই যাহাতে জীবনের অমূল্য সময় এইভাবে নিযুক্ত করিতে পারি, তাহারই একটা মোটামুটি আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অর্দ্ধতিলমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া এইভাবে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিবেন। এই রাজগুহ্য ধর্ম্ম যাজনের দ্বারা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ-ভাবে সর্ব্বতঃ সুখানুভব এবং আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণের নিজজন শাস্ত্রসিদ্ধ আচার্য্যের অর্থাৎ সদ্‌গুরুর প্রথমেই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; এবং তদনন্তর প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের দ্বারা এবং সেবানুকূল হইয়া মহাজনের প্রদর্শিত পদাঙ্কানুসরণ করিবেন। তবেই অল্পায়াসে সহজ রাস্তায় যাইবার সুবিধা পাইবেন,—জীবনে কোন প্রকার ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। মহাজনের পদানুসরণ করিবার অভিলাষী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশমত জীবন যাপন করিতে পারিলেই কৃষ্ণের সংসার করা সম্ভবপর হয়। কৃষ্ণের সংসারে কোন প্রকার অনাচার প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনাচার অর্থে চা, বিড়ি, পান, তামাক, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, পিঁয়াজ, রসুন, অনর্থক খেলাধূলা, মনোরঞ্জন, বায়স্কোপ-থিয়েটার, বাজে গল্প, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা—এগুলি সবই কৃষ্ণের সংসারে প্রতিকূল জানিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক যে, এই অনর্থরূপ মায়ার জাল বিস্তারই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। সাধারণ বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণও এইগুলি। এইগুলি যত বাড়িতেছে, সংসারে বর্ণ-সঙ্কর ও বেকার-সমস্যাও খুব বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং ঐগুলি নিশ্চয়ই ত্যাগ করিতে হইবে। সতর্ক থাকিলে এবং কৃষ্ণ-সেবাময় জীবন গঠিত হইলে ঐ মায়ার জাল অনর্থগুলি অপনা-আপনিই বিলীন হইয়া যাইবে। এই চেষ্টা করাটাই আমাদের তপস্যা জানিবেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যতদূর সম্ভব উত্তম উত্তম খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ, শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরাদি সাজাইবার জন্য যতদূর সম্ভব উত্তম প্রসাধন-সামগ্রী একত্রীকরণ এবং তজ্জন্য যতদূর সম্ভব পরিশ্রম করা, কৃষ্ণের শৃঙ্গারাদি মনোরমভাবে সম্পন্ন করিয়া তাহাই দর্শন করা, কৃষ্ণের আরাত্রিকের সময় মনোরম বাদ্য সংযোগে কীর্ত্তন করা, এবং তাহার জন্য যাহার যত গৌর-বিহিত বাদ্য কীর্ত্তনের বিজ্ঞান জানা আছে, তাহা নিযুক্ত করা, সম্ভব হইলে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নানাভাবে নৃত্যাদি করা, সকলই কৃষ্ণসেবার অনুকূল কার্য্য, সুতরাং তাহা হইতে বিরত হওয়া উচিৎ নহে। প্রত্যেক মাসেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব তিথিগুলির সম্মান করিয়া ২।১টা উৎসব করা এবং সম্ভব

হইলে ঐ সব উৎসবে নিজের কুটুম্বাদিকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার দর্শন করাইয়া, মধুর কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করাইয়া এবং ভগবৎ প্রসাদ দিয়া তাহাদিগকেও এই কার্য্যে উৎসাহিত করা আবশ্যক। প্রসাদ বিতরণকারী এবং প্রসাদ সম্মানকারী সকলেই বৈকুণ্ঠের যাত্রী জানিবেন। সুতরাং ঐ উৎসবে যোগদানকারী সকলেই ভাগ্যবান্। মাসে দুইবার একাদশীর ব্রত পালন করিয়া দ্বাদশীর দিন উৎসব করিবার চেষ্টা করিবেন, এবং বৎসরে একবার বা দুইবার ভগবল্লীলাস্থলী তীর্থস্থানে যাইয়া প্রকৃত সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিবেন; তদ্দ্বারা শরীর, মন এবং আত্মার একত্রে সুখ বিধান হইবে। (পরিক্রমা করিবার উদ্দেশ্য ভক্ত ও ভগবানের স্থান মোটা-মোটী মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, নবদ্বীপ, মায়াপুর এবং গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহিতা তীর্থসমূহ। এইভাবে নিজকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে সর্ব্বদাই আনন্দ-চিন্ময় রসের সহিত নিযুক্ত রাখিলে আর কদর্য্য হেয় জড় রসের প্রতি আসক্তি থাকিবে না। জড় রসের আসক্তি ঘুচিয়া যাওয়া মানেই জড়মুক্তি; সুতরাং উহা কৃষ্ণের সংসারের আনুসঙ্গিক ফল। জড় রস বিবর্জ্জিত শুদ্ধ আনন্দ চিন্ময় রসের বাসস্থানগুলি সবই বৈকুণ্ঠ লোক। 'যেদিন গৃহেতে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়'—এই মহাজনবাক্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিবেন। ইহাই মনুষ্যজীবন সার্থক করিবার একমাত্র পথ।) এইভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাময় জীবনই সুখময় পরোধর্ম্ম-জীবন এবং ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিবার একমাত্র সরল উপায়। যেমন ক্ষুধার সময় আহার করিলে নিজে-নিজেই আনন্দ এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুভব করা সম্ভব হয়, সেইপ্রকার ভাগবত-জীবন যাপন করিলে ভগবৎ-তত্ত্বও অনায়াসে উপলব্ধি হয়।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তি-যোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানং মুক্ত-সঙ্গস্য জায়তে॥ (ভাঃ ১।২।১৮-২০)

(কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করিবার জন্যই আমাদের সব কিছু চেষ্টা।) শুষ্ক-নিরস চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী ন্যাংটা সন্ন্যাসী হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। যদি এইভাবে এবং সরলভাবে কেহ কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিতে পারেন তবেই

তাঁহার ইহজগতেই বৈকুণ্ঠ-বাস সম্ভব হয়। আর অন্য আসুরিক সংসার পত্তনের দ্বারা রাবণের সংসারের মত ২।৪ দিনের জন্য হকচকানী দেখা গেলেও শেষপর্য্যন্ত সেই সংসারের নাশ এবং পরিশেষে নরক বাসই সম্ভব হয়। সেই প্রকার নরক বা গৃহান্ধকূপ ত্যাগ করিয়া সদা উদ্বিগ্নময় জীবন যাপন ছাড়িয়া দিয়া যিনি বনে গমন করেন বা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পদাশ্রয় করেন তাঁহারাই 'সাধু'। যিনি কৃষ্ণের সংসারে বাস করেন সেই 'সাধু' এবং যিনি রাবণের সংসার ত্যাগ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদাশ্রয় গ্রহণ করেন সেই 'সাধু' উভয়ে এক পর্য্যায়ভুক্ত।

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত

শ্রীহরিকথা শ্রবণ-মাহাত্ম্য

ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তিই জীবের একমাত্র পরম ধর্ম্ম। চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি প্রধান। এই নববিধা ভক্তির প্রথমেই 'শ্রবণ'। মঙ্গল লাভের প্রথম কথা—শ্রীগুরুমুখে শাস্ত্রকথা-শ্রবণ। শ্রৌত-পথ বা শ্রবণের পথই একমাত্র মঙ্গলের পথ বা বাঁচিবার রাস্তা। আমরা নিজের মঙ্গলামঙ্গল কিছুই বুঝি না। করুণাময় শাস্ত্রই আমাদিগকে মঙ্গলের উপদেশ দিয়া থাকেন। শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র সাধন। এই শাস্ত্র আবার সাধু-গুরু-মুখ হইতে শ্রবণ করিতে হয়। ভগবান্ শ্রীহরি সাধু-গুরুরূপ ধারণ পূর্ব্বক কৃপা করিয়া সংসার-ক্লিষ্ট-জীবগণকে উদ্ধার করেন। এই শ্রীগুরুমুখে শাস্ত্র-কথা সমস্ত পাপ নষ্ট করে, মহাপুণ্য দান করে, চিত্ত পবিত্র করে, মুক্তিদান করে এবং পরমা শান্তি বা প্রেম দিয়া থাকে; আবার ধর্ম্মার্থ কাম-রূপ বিষয়-সুখও প্রদান করে। যথা—

শাস্ত্রং পাপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদম্।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদায়িনী।
শৃণ্বতাং ব্রুবতাঞ্চৈব তদ্ভাবানাং বিশেষতঃ॥ (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ (ভাঃ ১।২।১৭)

যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন, শ্রবণমঙ্গল শ্রীহরি কর্ণপথ দিয়া তাঁহাদের

হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট করেন। শ্রীহরি সাধুগণের অর্থাৎ শ্রবণ-কারিগণের সুহৃদ্ বা হিতকারী।

যেখানে ভগবানের কথা কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থানটী অত্যন্ত পবিত্র হয়। সেখানে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী এবং অন্যান্য সমস্ত তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গ ॥

যেখানে শ্রীহরির কথা কীর্ত্তিত হয় শ্রীহরিও স্বয়ং সেখানে সুত-বৎসলা গাভীর ন্যায় উৎকণ্ঠার সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হন। যথা—স্কন্দপুরাণে

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌ র্যথা সুত-বৎসলা ॥

এই জন্যই ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ একদিন কৃষ্ণকে 'আপনি কোথায় থাকেন'--এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ (পদ্মপুরাণ)

[হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কথা কীর্ত্তন করেন, আমি সেখানেই থাকি।]

অতএব গঙ্গাদি তীর্থ সকল সেখানে উপস্থিত থাকা হেতু হরিকথা শ্রবণ করিলে গঙ্গাদি স্নানের ফল হয় এবং সমস্ত তীর্থভ্রমণের ফলও লাভ হইয়া থাকে। সপার্ষদ শ্রীভগবান্ সেখানে শুভাগমন করেন বলিয়া শ্রোতাগণের প্রতি ভগবান্ ও ভক্তগণের শুভদৃষ্টিও পতিত হয়। এইজন্য হরিকথা-শ্রবণই পরম মঙ্গলকর।

এখন প্রশ্ন—নানাবিধ দুঃখে প্রপীড়িত জনগণের এই ঘোর সংসার-দুঃখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলেই কি নিষ্কৃতি হইবে? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথা-রসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখ-দবার্দ্দিতস্য ॥ (ভাঃ ১২।৪।৪০)

নানাবিধ দুঃখদ্বারা ক্লিষ্ট যাঁহারা এই দুঃখকর দুষ্পার ভব-সাগর পার হইতে অভিলাষী, একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা শ্রবণ ব্যতীত তাঁহাদিগের আর অন্য উপায় নাই।

হরিকথা শ্রবণ করিলে যে কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি বা সংসার-নিবৃত্তি হইবে এমন নহে, নিত্যশান্তিপ্রদ পরম পুরুষার্থ যে ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি, তাহাও লাভ হইবে। অতএব যাঁহারা ভক্তি কামনা করেন, তাঁহাদেরও প্রত্যহ এই পরম মঙ্গলপ্রদ হরিকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সঙ্গীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।১৫)

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শুদ্ধ-ভক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের সাধুমুখে অমঙ্গল-নাশক শ্রীহরিকথা প্রত্যহ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

হরিকথা শ্রবণকারীকে ভগবান্ আপনার বলিয়া জানেন। এইজন্য স্কন্দ-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথা-প্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা আমার কথা প্রীতিপূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না।

এখন প্রশ্ন, আমরা ত' অনর্থগ্রস্ত গৃহাসক্ত ব্যক্তি। আমাদের অনর্থ-নিবৃত্তি ও ভক্তি কি করিয়া হইবে? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥ (ভাঃ ৪।৩।১৯)

গৃহাসক্ত ব্যক্তিরাও যদি সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণে রত থাকেন, তাহা হইলে গৃহ তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ (ভাঃ ১।২।১৮)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধু-গুরুর শ্রীমুখ হইতে ভগবানের পরমমঙ্গলপ্রদ হৃদয়কর্ণ-সুখকর কথা শ্রোতার যোগ্যতানুযায়ী শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থ দূরীভূত হয় এবং ক্রমে সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে হরিকথা শ্রবণ-রূপ ভক্ত্যঙ্গই প্রথম। অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য ভক্তিতে জ্ঞান এবং যোগের কোন অপেক্ষা নাই। ভক্তি নিরপেক্ষা। সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থাতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রবণাদি ভক্তির অঙ্গসমূহ যাজন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথা শ্রবণের দ্বারা ভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয় এবং কামাদি হৃদয়ের সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া থাকে।

ভক্তির দ্বারা ভগবান্ বশীভূত হন। আমরা শুনিলাম, ভগবৎ কথা শ্রবণের দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। এখন প্রশ্ন,—তাহা হইলে কেবল হরিকথা শ্রবণের দ্বারাই কি অজিত ভগবানকে বশ করা যায়? ইহার উত্তরে জগদ্গুরু ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—

"তনুবাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তঃ যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ বশীকৃতোঽসি।"

জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্ব্বক সাধুমুখ-বিগলিত ভগবৎকথাকে জীবন করেন অর্থাৎ নিষ্ঠা বা একাগ্রতার সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা যদি অন্য কিছু নাও করেন, তাহা হইলেও কেবল শ্রবণের দ্বারাই অজিত ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকেন। হরিকথা-শ্রবণে রুচিই মঙ্গলের আদি কারণ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। 'হরিকথারুচির্হি ভক্তিঃ'। যাহার হরিকথা শুনিতে ভাল লাগে না, তাহার কখনও ভগবানে ভক্তি হইতে পারে না। যাহার বিষয়-কথা ভাল লাগে না, সে কি কখন বিষয়ী হইতে পারে? হরিকথা শ্রবণে রুচিই ভজনকারীর প্রথম লক্ষণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। যাহার হরিকথায় রুচি নাই, তাহার মঙ্গল সুদূরপরাহত। ভাগ্যবান্-গণেরই হরিকথায় রুচি হয়। এইজন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯)

এখন আবার প্রশ্ন,—আচ্ছা, হরিকথা শ্রবণের দ্বারা কি ধনাদি লাভ হইবে? দুঃখাদি কাটিবে? কামনা পূর্ণ হইবে?—হাঁ, সবই হইবে। যে হরিকথা শ্রবণের দ্বারা নিত্যশান্তিপ্রদ পরম দুর্লভ ভক্তি লাভ হয়, সেই মঙ্গলময় কথা শ্রবণদ্বারা অর্থাদি তুচ্ছ ফল যে লাভ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভজনে সাংসারিক উন্নতি হয় না এবং অর্থাভাবাদি উপস্থিত হয়, মনে করিয়া হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি পরম মঙ্গলকর ভগবদ্ ভজন হইতে বিরত থাকে, তাহাদের মঙ্গলার্থ এবং শ্রবণেচ্ছু বা শ্রবণকারিগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আমরা এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞ্চ নৃণামিহ।
তৎ সর্ব্বং লভতে বৎস কথাং শ্রুত্বা হরেঃ সদা ॥ স্কন্দপুরাণ)

(হরিকথা শ্রবণের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ (সংসারমুক্তি) এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু লাভ হয়।

শ্রীপ্রদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
চরিতং বৈষ্ণবং নিত্যং শ্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিনা ॥
কুটুম্ববৃদ্ধিং বিজয়ং শত্রুনাশং যশোবলং।
করোতি বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥

হরিকথা শ্রবণের দ্বারা ধন লাভ হয়, সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হয়, সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়; শনি প্রভৃতি দুষ্টগ্রহ নিবারিত হয়, আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়, যশ ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। কুটুম্ববৃদ্ধি, বিজয়, শত্রুনাশ, বল লাভ এবং সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ত্তি হয়।

নিত্যং কৃষ্ণকথা যস্য প্রাণাদপি গরীয়সী।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ (দ্বারকামাহাত্ম্য)

যাহারা হরিকথাকে নিজ প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করিয়া প্রত্যহ শ্রবণ করেন, তাহাদের এজগতে বা পরজগতে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। অর্থাৎ অনায়াসে তাহাদের সবই লাভ হয়।

যস্য বিষ্ণুকথালাপৈর্নিত্যং প্রমুদিতং মনঃ।
ন তস্য চ্যবতে লক্ষ্মীস্তৎপদঞ্চ করে স্থিতম্ ॥

হরিকথা শ্রবণকারীর কখনও অর্থাভাব হয় না। তাঁহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও অনিবার্য্য।

আমরা শুনিলাম, হরিকথা শ্রবণের দ্বারা ভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তি এবং ধনাদি লাভ হয়। যাঁহাদের শ্রীহরির চরণে ভক্তি হয়, তাঁহাদের ত্রিজগতের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা জগৎপতি পরিপূর্ণানন্দ শ্রীহরি শ্রবণকারি-ভক্তের হৃদয়ে বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্ত ভক্তিরূপ পরম সম্পদ লাভ করিয়া নিত্য অপরিসীম আনন্দে মগ্ন থাকেন বলিয়া ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ক্ষণিক তুচ্ছ বিষয়-সুখ ও মুক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। তথাপি মুক্তি স্বয়ং করযোড়-পূর্ব্বক ভক্তের সেবা করে, ধর্ম্মার্থ-কাম ত দূরের কথা; অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম তাঁহার সেবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠায় থাকে। এ সম্বন্ধে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)

আমরা জানি—ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতি নৃপতিগণ ভক্ত ছিলেন এবং সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ত দূরের কথা, ভক্তির সাধন-অবস্থাতেই সকল ক্লেশ দূর হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তি ক্লেশঘ্নী ও শুভদা বা সুখদা। সাধনভক্তির সুখদত্ব সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-তিলক শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীশ্রীলরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—

'সুখপ্রদত্বম্'— সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্রিধা।
যথা তন্ত্রে— সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দো ভবেদ্গোবিন্দ-ভক্তিতঃ॥

যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে—

ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্ত-চতুর্ব্বর্গ-ফলদা সুখদা লতা॥ ইতি

সুখ ত্রিবিধ—বৈষয়িক সুখ, মুক্তিসুখ ও ঐশ্বর সুখ অর্থাৎ ভক্তিসুখ। সাধনভক্তি এই ত্রিবিধ সুখই প্রদান করে। তন্ত্র-শাস্ত্র বলেন—যাঁহার গোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তি হয়, তাঁহার অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি, ভুক্তি অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ,

মুক্তিসুখ ও ঐশ্বর-সুখ লাভ হয়। হরিভক্তিসুধোদয়েও দেখা যায়—হে শ্রীহরি! যে ভক্তির দ্বারা ধর্ম্মার্থ-কামরূপ বৈষয়িক সুখ, মুক্তিসুখ এবং নিত্য পরমানন্দরূপ ঐশ্বর-সুখ লাভ হয়, আপনার পাদপদ্মে আমার সেই ভক্তি লাভ হউক।

ভক্তির সাধন অবস্থাতেই যে সর্ব্বপ্রকার সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়, কোন কিছুর অভাব থাকে না—আমরা তাহা শাস্ত্র হইতে দেখিলাম। যদি কেহ বলেন, ভক্তের যখন কোন কিছুরই অভাব থাকে না, তখন সুদামা বিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণের অর্থাভাব দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৮১ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—নিষ্কামভক্তস্যাপ্যননুসংহিতং ফলং সদ্বিষয়ভোগো ভবত্যেব। নিষ্কাম-ভক্তস্য স্বভাবভেদাদননুসংহিতং ফলং দ্বিবিধং স্যাৎ—দ্বিষ্টমদ্বিষ্টঞ্চ। যস্য বিষয়ভোগ-মাত্রে এব দ্বেষস্তস্য বিষয়ভোগো নৈব স্যাদিতি ভরতাদৌ তথা দর্শনাৎ। যস্য তু ন দ্বেষো নাপি স্পৃহা তস্য স স্যাদেব প্রহ্লাদাদৌ তথা দর্শনাৎ।

অর্থাৎ ভক্তির গৌণ-ফলস্বরূপ শুদ্ধভক্তের ভজনানুকূল সবিষয় ভোগ লাভ হয়ই। শুদ্ধভক্তের স্বভাবানুসারে এই গৌণফল দ্বিষ্ট ও অদ্বিষ্ট ভেদে বিষয়ভোগ দ্বিবিধ। যে সব নিষ্কামভক্তের বিষয়ের প্রতি দ্বেষ আছে অর্থাৎ যাঁহারা বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, সেই সব ভক্তকে ভগবান্ বিষয় দেন না। রাজা ভরত প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার আদর্শ। কিন্তু যাঁহাদের বিষয়ের প্রতি দ্বেষও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই, সে-সব নিষ্কাম ভক্তের ভজনানুকূল বিষয় লাভ হয়। যেমন অম্বরীষ-প্রহ্লাদ প্রভৃতি।

সুদামা বিপ্র সেই জন্মে এবং তাঁহার পূর্ব্বজন্মেও তিনি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বিষয়লাভ হয় নাই। তিনি কেবল সাধ্বী পত্নীর অনুরোধ ও ভগবদ্দর্শনের লোভেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলেন, বিষয়ের জন্য নহে।

এখন প্রশ্ন,—বেশ, যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের যদি অর্থাদি সর্ব্বপ্রকার বিষয় লাভ হয় এবং কখনও অভাব নাইই—এরূপ হয়, তবে 'যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ' (ভাঃ ১০।৮৮।৮) অর্থাৎ আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। —এই শ্রীভগবানের উক্তির সঙ্গতি কি করিয়া থাকে? ভগবানের উক্তির দ্বারা পাওয়া যায়—তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহাকে দরিদ্র করিয়া দেন। তাহা হইলে ধনাদির অভাব হয় না —এই কথা বলা যায় কিরূপে? শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায়ই

এই প্রশ্নের সমাধন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

যো বিষয়ান্ পরিজিহীর্ষুরপি কথঞ্চিদ্বিদ্যমানেষু বিষয়েষু সজ্জতে ক্লিশ্যতি চ তস্য বিষয়াপহার এব অনুগ্রহঃ। যথাশ্রুতত্বে ধ্রুবাদীনামৈশ্বর্য্যবিরোধাৎ। —শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে অর্থাৎ ভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, ক্রমে তাঁহার সমস্ত ধন হরণ করেন—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতি ভক্তগণের চরিত্রে ভগবদুক্তির অসঙ্গতি হয়। কারণ শ্রীহরি তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াও—(অর্থাৎ) ভক্তি প্রদান করিয়াও তাঁহাদের ধনাদি ত হরণ করেনই নাই, বরং সাম্রাজ্যরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যই দিয়াছেন। অতএব শ্লোকের অর্থ এই—

যিনি ভজন-প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও তাহাতে আসক্তিবশতঃ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া কষ্ট পান, ভগবান্ তাঁহারই ধনাদি হরণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন।

শ্রীহরির মঙ্গলময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকথা হরিগত-প্রাণ হইয়া যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই অর্থাৎ আচারবান্ প্রচারকগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা; তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু, তাঁহারাই প্রকৃত পরোপকারী। তাঁহাদের অমূল্য অক্ষয় দানের সহিত অন্য কোন দানের তুলনা হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।৩১।৯)

পরম করুণাময় শ্রীহরি নিজের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথারূপ পরম সম্পত্তি জগতে রাখিয়াছেন। এবং এই অমূল্য সম্পত্তি বিতরণকারী উপযুক্ত দাতাও রাখিয়াছেন। তথাপি যাহাদের এই সর্ব্বসুখপ্রদ কর্ণ-মন-সুখকর ভগবৎকথা ভাল লাগে না, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহাদের ন্যায় দুর্ভাগা কি আর কেহ আছে?—সেই দুর্ভাগাদের কখনও মঙ্গল হইবে না। মঙ্গলময় শাস্ত্র মাদৃশ কৃষ্ণকথা-বিমুখ দুর্ভাগা ব্যক্তিগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন—তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ (ভাঃ ১০।১।৪)

নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণদ্বারা কীর্ত্তিত ভবরোগের ঔষধস্বরূপ কর্ণ-মন-সুখকর শ্রীহরির কথা হইতে আত্মঘাতী বা পরকালের সুখ হইতে বঞ্চিত ব্যাধ ভিন্ন কে পরাঙ্মুখ হইতে পারে ?

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং কিম্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮)

কর্ম্মজ্ঞানাদি ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করিয়াও যদি শ্রীহরি কথায় অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয় এরূপ কথায় রুচি না হয়, তাহা হইলে সবই বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত হয়।

কো নাম লোকে পুরুষার্থ-সারবিৎ
পুরা কথানাং ভগবৎ-কথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥ (ভাঃ ৩।১৩।৫২)

মনুষ্যেতর ব্যতীত এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে সংসার-নাশন হরিকথা শ্রবণ-রূপ অমৃতপানে বিরত হইয়া থাকে ?

বাচ্যমানন্তু যে শাস্ত্রং বৈষ্ণবং পুরুষাধমাঃ।
ন শৃণ্বন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং স্বামী সদা যমঃ॥ (স্কন্দপুরাণ)

শ্রীহরিকথা কীর্ত্তিত হইলে যে পুরুষাধমেরা তাহা শ্রবণ করে না, তাহাদের সর্ব্বদা নরক যন্ত্রণাই লাভ হয়।

ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাম্।
ধনমায়ুর্যশো ধর্ম্মঃ সন্তানশ্চৈব নশ্যতি॥
ন শৃণ্বন্তি হরের্যস্তু কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
অচিরাদেব দেবর্ষে সমূলন্তু বিনশ্যতি॥ (স্কন্দপুরাণ)

শ্রীহরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া যাঁহারা শ্রবণ করেন না বা আনন্দিত হন না, তাঁহাদের অর্থ, পরমায়ুঃ, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও সন্ততি বিনষ্ট হয়। হে নারদ! পাপনাশিনী হরিকথা শ্রবণ না করিলে অচিরে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥ (ভাঃ ২।৩।৯)

যাঁহার কর্ণে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ-তুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥ (ভাঃ ২।৩।১৭)

সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের হরিকথা-বিহীন বৃথা আয়ুঃ হরণ করিতেছেন; কেবল উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহারা মুহূর্ত্ত কালও যাপন করেন, তাঁহাদের আয়ুঃ তিনি হরণ করেন না অর্থাৎ সৎপাত্রে প্রদত্ত বিত্ত পরকালে সুখলাভের কারণ হয় বলিয়া সেই বিত্তকে যেমন অক্ষয় বিত্ত বলা হয়, সেইরূপ ভগবৎ-কথায় নিয়োজিত সময় ইহকালে ও পরকালে ভগবৎ-প্রাপ্তি-দ্বারা নিত্য অক্ষয় আয়ুঃলাভের কারণ বলিয়া সেই আয়ুর সার্থকতা হেতু তাহা হৃত হয় না, বরং বর্দ্ধিতই হয় বুঝিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পণ্ডিত কে?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠার পর)

'সর্ব্বাপেক্ষা কি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছ' বলিয়া হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ভক্তরাজ প্রহ্লাদ যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমাদের প্রাণধন করিবার বিষয়। হিরণ্যকশিপু বোধহয় মনে ভাবিয়াছিলেন যে, পুত্র কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল প্রভৃতি নানা প্রকার উপাধি-বিদ্যা অধ্যয়নের পরিচয় দিবেন। কিন্তু নারদশিষ্য ধীমান্ প্রহ্লাদ জড়ীয় বিদ্যাকে একবারে উপেক্ষা করিয়া বলিলেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ (ভাঃ ৭।৫।১৮-১৯)

হে পিতঃ! শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিদ্বারা যিনি বিষ্ণুর যাজন করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। কি-প্রকারে নববিধা ভক্তিদ্বারা বিষ্ণুর যাজন করিতে হয়, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীধরস্বামী তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকায়' বলিয়াছেন,—

ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্পিতা, তদুত্তমমধীতং মন্যে।

যিনি সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করত ভক্তি যাজন করেন, তিনিই পণ্ডিত। "মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"। দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়াগণই মূর্খ এবং বন্ধন ও মোক্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই পণ্ডিত।

কেবল আলোচনা করাকেই 'পাণ্ডিত্য' বলিয়া ধরা যায় না। আলোচনা অনুযায়ী কার্য্য না করিলে আলোচনার কোন ফল পাওয়া যায় না। সারগ্রাহী ও ভারবাহী বলিয়া দুইশ্রেণীর মানব জগতে দেখা যায়। ভারবাহীগণ কেবল মাত্র শাস্ত্রের বোঝা বহিয়া থাকেন, কিন্তু সারগ্রাহীগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুযায়ী আচরণ করেন। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদঃ", আচারবান পুরুষই জ্ঞানী। অনেকে ভারবাহীগণকেই পণ্ডিত বলিয়া ভ্রম করেন, তজ্জন্য মহাভারতে একটি নির্দ্দেশ পাওয়া যায়; যথা—

"পাঠকাপাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্র-চিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খাঃ যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥"

অর্থাৎ, যে-সকল অধ্যাপক কলি-পঞ্চকের সেবনকারী, তাহারা মূর্খ। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী আচরণ করেন, জড়ীয় পাণ্ডিত্য না থাকিলেও তাঁহারাই পণ্ডিত।

পড়ে কেন লোক ?— কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ?

সুতরাং বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণতত্ত্ব জানা। সেই তত্ত্বকে বাদ দিয়া বিদ্যার বাহিরের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে তাহা ভেকের কোলাহল ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

ভারবাহী প্রকাশনন্দের চিত্তে জড়ীয় পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত-কুল-মুকুটমণি শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—

'গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ' সদা,—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ-নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত॥
পাগল হৈলাম আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম-পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের (১১।২।৩৮) সার এই বলে বারে বারে॥
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' সংকীর্ত্তন করি॥

মহাপ্রভুর এই আচারমুখী পাণ্ডিত্যের প্রতিভার দ্বারাই অভিভূত হইয়া প্রকাশানন্দের চিত্ত বিগলিত হইল।

'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ, কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'—এই বিধি পালন করিয়া তিনি নিজকে ভাগ্যবন্ত বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যের উপরে তাঁহার লোভ হইল। যে কৃষ্ণভক্তিকে তিনি কিছুপূর্ব্বে ভাবুকের ধর্ম্ম বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাকেই আবার পাইবার জন্য তিনি মহাপ্রভুর চরণে শরণাগত হইয়া পড়িলেন। কাশীতে প্রকাশানন্দ এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাসুদেব-সার্ব্বভৌম এইভাবে ভক্তিমান্ হইয়া বেদান্তবাক্যে রমণকারী কোপীনবন্তগণের প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের কোলাহলকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলেন। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥—মহাপ্রভুর এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পরা-বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মুক্তির ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইল।

"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?
কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি॥"

কুঞ্জবিহারী হরির কুঞ্জলীলাতেই পাণ্ডিত্য অবধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পাণ্ডিত্যই ভাগবতের চরম শিক্ষা। মহাপ্রভুই এই কুঞ্জের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া যে উন্নত উজ্জ্বল, মাধুর্য্য-রসময়ী ভক্তির অনুশীলন সর্ব্ব-সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে এরূপভাবে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। এজন্যই ভাগবতের বক্তারূপে তাঁহার আসন সকলের উপরে। তিনি ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা, সংকীর্ত্তন-পিতা—বিপ্রলম্ভ-রসমূর্ত্তি।

চৈতন্য-প্রসাদে ভাগবত জানি।
চৈতন্য যে না মানে, তারে অসুরেতে গণি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্তই ভাগবত-সিদ্ধান্ত। সুতরাং চৈতন্যদেবকে লঙ্ঘন করিলে ভাগবত-সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করা হইবে। 'চৈতন্যের যেই মত, সেই মত সার। আর যত মত সব যাউক ছারখার॥' শ্রীচৈতন্য-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য

প্রদর্শনমুখে কোন একজন গৌরভক্ত যে গৌর-গীত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার পাণ্ডিত্য সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য।—

"কলিঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন,
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাইরে ভাই, গোরাগুণ কহন না যায়।
কত শত-আনন, কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায়॥
চারি বেদ, ষড়্দর্শন, করি যদি অধ্যয়ন,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন, লোচন-বিহীন জন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥
বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে, সেই সে সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥"

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যে সঙ্কেত-কুঞ্জের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্কেত তাঁহার ভক্তের নিকট লাভ করিতে হয়। শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্ত-সমুদ্রে অবগাহী ভক্তের সঙ্গলাভ করিতে না পারিলে চৈতন্য-স্বরূপের এবং তাঁহার প্রচারের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায় না।

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

এস বন্ধুগণ, আমরা সকলেই শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া চেতনের উপাসনা করিবার জন্য অগ্রসর হই। মনঃকল্পিত বিচার-প্রণালীর অনুধাবন-মুখে যে দাম্ভিকতা, তাহা পাণ্ডিত্যের অপব্যবহার মাত্র।

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
(আসাম)

স্বাধীনতা

স্বাধীন ভারত আজি,
শতকোটি কণ্ঠে উঠে 'জয়হিন্দ ধ্বনি';
আনন্দে প্রমত্ত সবে স্বরূপ ভুলিয়া।
কিন্তু হায়! কোথা স্বাধীনতা?
হ'য়েছে কি জীব মুক্ত ভবকারা হ'তে?
খসি কি পড়েছে জীবের মায়ার শৃঙ্খল?
কি আশ্চর্য্য! কারাবাসে নাচে যত
দণ্ড-প্রাপ্ত জন 'মুক্ত' 'মুক্ত' বলি';
দেখি' হাসে চৌদিকে বুদ্ধিমান্ যত।

ব্যবহার-রস ইহা,—
মৃগ-তৃষ্ণিকা সম মরুর প্রান্তরে—
যাহার ছলনে ভুলি' লুব্ধ মৃগকুল,
শ্রান্ত হ'য়া করে নিজ আত্মবিসর্জ্জন।
অমৃতের সন্তান—জীব,
পারে কি লভিতে সুখ এই পথ ধরি'?
কেন তবে এ আনন্দ এত কোলাহল,
মায়ার নফর হ'য়ে?
ভবকারা হ'তে মুক্ত যেই জন, ছিড়ি
মায়ার শৃঙ্খল, মুক্ত সেই জন;
স্ববশে করয়ে সে হরির কীর্ত্তন।

কুখ্যাত শতিকা-বিংশ ধর্ম্মের বিচারে,
ব্যক্তি-স্বাধীনতা চলে অধর্ম্মের পথে।
উচ্ছৃঙ্খল সবে, ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়
শাস্ত্রের শাসন;

নব-পথ ধরি' চলে মুক্তির সন্ধানে ;
শেষে তাহে ব্যর্থ হ'য়ে সাজে পরম নাস্তিক ।
তারস্বরে তুমি জানাইলে,—
"নহে ভ্রান্ত মহাজন, সনাতন শিক্ষা,
সেই পথে কর জীব মুক্তির সন্ধান" ।
শুদ্ধ সংকীর্ত্তন করে আত্মার প্রতিষ্ঠা,
আত্মস্থ জীবে ভজে নিরন্তর হরি,—
মহাজন পথ ইহা ।

আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে, তুমি দয়াময়
দাঁড়াইয়া অচঞ্চল, সংসারের তীরে,
দিতেছ সন্ধান পথের পথহারা জনে ।
নিজে দহি বিতরয় নির্ম্মল সৌরভ
গুগ্‌গুল যেমতি, তেমতি হে দয়াময় !
লাঞ্ছনানলে দহি বিতরিছ সদা
চৈতন্য-বাণীর সৌরভ ।

'ধন্য' 'ধন্য' করে লোক
শুনি তব মুখে শুদ্ধ-ভকতির কথা ।
জানিয়াও পথের সন্ধান তোমার কৃপায়,
পারি নাই দয়াময় !
আশ্রয়িতে ও রাঙ্গা চরণে মোরা,
নিজকর্ম্ম-দোষে । কর আশীর্ব্বাদ, প্রভো !
তব দাস হ'য়ে পারি যেন ভজিবারে,
জন্ম-জন্মান্তরে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-চরণ ।

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী
সম্পাদক, আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী ।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৫ পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্বফল-কামনায় একমাত্র শ্রীহরিই আরাধ্য

অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনের বৈশিষ্ট্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্য দেবতার ভজনে প্রকৃত সুফল লাভ হয় না জানিয়া সকাম অবস্থাতেও ভগবদ্ভজনই মানবের একমাত্র করণীয়রূপে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

॥ অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

অর্থাৎ— একান্ত ভক্ত, স্ত্রী-পুত্র-ধন-স্বর্গাদি যে-কোনও কামনাযুক্ত এবং মোক্ষকামী প্রভৃতি সকল সুবুদ্ধিজনগণই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের সহিত পরম-পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ভজন করিবেন।

অন্য দেবতার ভজন পরম মঙ্গলদায়ক নহে। কারণ সে-সকল দেবতাগণ আশু সেই সেই ফলদাতা হইলেও সে-সকল ফল ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাঁহাদের আরাধনায় ক্ষণভঙ্গুর অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইলেও, পরমার্থ-লাভে বঞ্চিত হয় মনে করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ ঋষি শ্রীশুকদেব নানাদেবতার ভজনে নানারূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া উপসংহারে এই শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্লোকস্থ মোক্ষ-কামীর মুক্তি-কামনাটী সর্ব্বকামান্তর্গত হইলেও, মুমুক্ষুগণ নিজকে নিষ্কাম বলিয়াই অভিমান করেন। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য ঋষিবর পৃথক্-উক্তির দ্বারা মুক্তিকামনার সকামত্বই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বেদে দেবতাকাণ্ডে এবং পুরাণাদিতে নানা দেবতার্চ্চন ও তাহার ফলশ্রুতি ভূয়োভূয়ঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য হইলে, সে-সকল বেদ-পুরাণ-বাক্যাদি কি নিরর্থক হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বেদ-পুরাণাদির ঐ সকল বাণী তত্তৎ অধিকারিগণের চিত্ত মার্জ্জিত করিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিপথে প্রবেশের ক্রম-সোপান মাত্র; অবশ্য-কর্ত্তব্য বা নিত্য-কর্ত্তব্যস্বরূপ চরম উপদেশ নহে। পিতা যেমন দুষ্ট পুত্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য মিষ্ট লড্ডুকাদি-দানের লোভ দেখাইয়া তিক্ত রস পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদ-পুরাণও অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত মানবগণকে প্রথমতঃ তাহাদের আশু ভোগের

বস্তু প্রদানকারী নানা দেবতার উপাসনার উল্লেখদ্বারা ভজন-প্রবৃত্তিটি জাগাইয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার হেয়ত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক হরিভজনেরই সর্ব্বত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্॥ (ভাঃ ১০।৮১।১৯)

অর্থাৎ— শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবনই মানবগণের স্বর্গস্থ, মর্ত্তস্থ ও পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-ভোগ, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভের একমাত্র মূল কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীহরির প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্য-দেবতার্চ্চনাদি সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বমূলাধার শ্রীহরির প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইত; যেহেতু তাঁহার প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যথা—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ মৎস্য পুঃ)

হে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি, আপনি যজ্ঞাদি সকল কার্য্যের একমাত্র ঈশ্বর; অতএব আমার এই কৃতকার্য্যের দ্বারা আপনি প্রীত হউন। আপনি তুষ্ট হইলেই সর্ব্বজগৎ তুষ্টিলাভ করে, এবং আপনি প্রীত হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই প্রীতি-বিধান হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে বহু বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখা যায়— কুরুরাজ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাসে পাঠাইয়াও তৃপ্ত হন নাই; তাঁহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর আহারান্তে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করেন। সে-মতে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা ঋষি পাণ্ডব-শিবিরে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পর, পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। সকলে মিলিয়া আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকার ফলে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজদের উপস্থিত বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে-বিষয়ে কোন কিছুই না বলিয়া নিজে অত্যন্ত ক্ষুধিতের অভিনয়পূর্ব্বক রন্ধনপাত্র-সংলগ্ন একটী অন্নের কণিকা ও শাক-কণিকা ভোজন করিয়া তৃপ্তির উদ্গার দিবার সঙ্গে সঙ্গে সশিষ্য দুর্ব্বাসার ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের আর জলবিন্দু গ্রহণের শক্তি রহিল না।

আরও দেখা যায়,— রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে দেখিয়া নিজেও পিতৃক্রোড়ে বসিতে চাহিলেন। রাজার অতীব আদরিণী পত্নী সুরুচি, সতীনী-পুত্র তাহার পুত্রের স্থান অধিকার করিতে চাহে দেখিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—ওহে ধ্রুব! যদি রাজক্রোড়ে বা রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা থাকে, তবে শ্রীহরির আরাধনা করত আমার উদরে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। আদরিণী পত্নীর ভয়ে রাজা উত্তানপাদ কিছুই বলিলেন না এবং পুত্রকেও ক্রোড়ে করিলেন না। ধ্রুব ক্রন্দন করিতে করিতে সুনীতি মায়ের কাছে উপস্থিত হইলে পর, মাতা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—ধ্রুব, সুরুচির কথা সত্য, তুমি হরিভজন করিলে তৎকৃপায় এই জন্মেই তোমার পিতার রাজ্য হইতেও উত্তম রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিবে।

মাতার কথায় পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রীহরিভজনের ঐকান্তিকতা লইয়া বনে গমন করিলেন। তাহার হরিভজনের ঐরূপ আগ্রহাতিশয্যের ফলেই দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া তাহাকে দীক্ষা দানপূর্ব্বক ভজন-প্রণালীর উপদেশ করিলেন। সে-মতে ধ্রুব কায়িক উপবাসাদি কঠোরতার সহিত মন্ত্রজপ করিবার ফলে ছয় মাস মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। তখন জাগতিক ভোগের হেয়ত্ব বোধ করিয়া ধ্রুব ভগবৎ-সেবা প্রার্থনা করিলেও ভগবানের আদেশে কিছুদিন রাজ্য পরিচালনাদি রাজসুখ-ভোগের জন্য যখন পিতৃরাজ্যে আগমন করেন সেই সময় সুরুচি, যিনি পূর্ব্বে সতীনীপুত্র বলিয়া বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন আজ তিনি শত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। ইহার মূলে 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্' এই শাস্ত্র-বাণীরই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীহরির পূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্টি

ভগবানের মায়ামুগ্ধ জীব-নিচয়মধ্যে মানবগণেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তন্মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে যদি কোনও মানব সদ্‌গুরুর যাদৃচ্ছিকী কৃপা লাভ করিয়া একমাত্র ভগবৎ পূজাদিতে রত হন, তবে তাঁহার আর অন্য কাহারও পৃথক্‌ভাবে পূজা করিতে হয় না। ভগবৎ পূজাতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলের পূজা ও তুষ্টি বিধান হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুযামল-সংহিতায় ইহা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

যৎ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষি-ভূত-সলোকপালাঃ।

সর্ব্বে গ্রহাস্তরণি-সোম-কুজাদিমুখ্যা-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ—যাঁহার পূজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃগণ, ঋষিগণ, ভূতসকল, ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ, সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলাদি স্বগণসহিত নবগ্রহগণ এবং বৈনায়কাদি মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ প্রভৃতি সমুদয় গ্রহগণ সকলেই সম্পূর্ণরূপে পূজিত ও পরিতুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও একটী সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং মূলদেশ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে পৃথক্‌ভাবে জলসেচন করিলে সকলে শুকাইয়া যায়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অর্থাৎ অন্নাদি উদরস্থ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই যেরূপ তৃপ্তি সাধিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অন্ন লেপন দ্বারা কাহারও তৃপ্তি বিহিত হয় না; সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বমূলাধার শ্রীভগবানের পূজার দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে; তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না। শ্রীস্কন্দ-পুরাণেও তাহাই বর্ণন করিতেছেন। যথা—

অর্চ্চিতে দেবদেবেশ অব্জ-শঙ্খ-গদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরো দেবা যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ ॥

অর্থাৎ—পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চ্চিত হইলে দেবগণ এবং পিতৃগণ সকলেই অর্চ্চিত হন, যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সকলের মূল-স্বরূপ হন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বীয় উত্তর গীতায়ও স্বয়ং ভগবানের এইরূপ উক্তি দেখা যায়। যথা—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বার্চ্চা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! আমি তেত্রিশ কোটী দেবতাগণের, ঋষিসকলের, পিতৃগণের, দৈত্য-দানবাদি অসুরগণের, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের, আশ্রমীমাত্রের এবং অন্ত্যজাদি সকল জাতিরই একমাত্র পূজনীয় জানিবে। অতএব আমার পূজাতেই ইহাদের সকলের নিশ্চিতরূপে পূজা সিদ্ধ

হয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

তবে যদি কোমলশ্রদ্ধ কোনও ভক্ত ভক্তিমার্গে প্রবেশার্থ অন্যদেবে ঈশ্বর-বুদ্ধিরহিত হইয়া ভগবদ্বিভূতিরূপে তাঁহাদিগকে জানিয়া ভগবৎ প্রসাদাদির দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনাদি করেন, তথাপি সেই সেই দেবতার নিকট ধন-পুত্র-কলত্রাদি প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিবেন। 'অন্যদেবে মাগি নিবে কৃষ্ণভক্তি-বর'।

সেইরূপ গৃহস্থ-বৈষ্ণব লোকনিন্দাদি নিবারণার্থ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হইলেও ভগবৎ প্রসাদান্নাদিদ্বারা সম্পন্ন করিবেন। কখনও স্মার্ত্তমতা-বলম্বীদিগের মত আমিষাদি দিবেন না এবং একাদশ্যাদি উপবাস-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবেন না। এই বিষয় ৬ষ্ঠ বর্ষের পত্রিকায় পূর্ব্বে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পিতৃশ্রাদ্ধাদি ও অন্যদেবতার্চ্চনাদি বর্জ্জনীয়

শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবের একমাত্র সেব্য শ্রীহরির অর্চ্চন-বন্দনাদি, মন্ত্র-জপ, লীলাকথা-শ্রবণাদি এবং ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পূজাদি ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। বরং তাঁহার পক্ষে অন্যদেবতার্চ্চনাদি, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, অভিলষিত ফল-কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্যাদি এবং কুশধারণ প্রভৃতি বহু কার্য্যই বর্জ্জনীয়রূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥ (স্কন্দ পুঃ রেবাখণ্ড)

অর্থাৎ—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মানবমাত্রেরই অভিলষিত ফল কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্য, সেইরূপ ভূম্যাদি দান, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, গণেশাদি সকল দেবতাগণের পূজা, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি নামাপরাধজনক সমস্ত কর্ম্ম, কুশ-ধারণ এবং ভগবদ্ধর্ম্মে নিষিদ্ধ অন্যদেবতার প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণরূপ নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, সে-সকলই অকরণীয় জানিবে। এ বিষয়ে বশিষ্ঠ-সংহিতায়ও দেখা যায়—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

অর্থাৎ—বৈষ্ণব গৃহস্থগণ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্ম, দান, সঙ্কল্প, দেবতার্চ্চন ও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবেন না।

রুদ্রযামলেও বর্ণিত আছে,—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভিন্ন অপর দেবতার যদি মনে

মনেও পূজা করেন, তাহা হইলে এই অপরাধ-হেতু তিনি নিশ্চিত অধঃপতিত হন। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শুদ্ধবৈষ্ণব কুশধারণ, সঙ্কল্প আচরণ, কাম্য মার্গের অনুসরণ ও শিবাদি দেবতার পূজার অনুষ্ঠান--ঐসকল কিছুই করিবেন না।

পদ্মপুরাণও বলিতেছেন- শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত (স্মার্ত্ত-বিধানোক্ত), যাগ-যজ্ঞাদি কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু ভগবৎ পূজার আনুসঙ্গিক বৈষ্ণবের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সেবক সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র। বৈষ্ণব কুশধারণ করিবেন না এবং কামনাযুক্ত সঙ্কল্পশূন্য হইবেন, কারণ তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি রহিয়াছেন। বৈষ্ণব অন্য দেবতাগণের পূজা করিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না। তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট ভোজন কিছুই করিবেন না। হে নারদ! অনন্য-শরণ, নিষ্ঠাবান্, মননশীল বৈষ্ণব অন্যদেব-সেবকের সঙ্গটী পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। শ্রীসনৎকুমার সংহিতায়ও দেখা যায়—

নান্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবং ন নমেত স্মরেন্ন চ।
ন পশ্যেন্ন চ গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎ কদাচন ॥
নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নান্যশেষঞ্চ ধারয়েৎ।
অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষা বন্দনাদি বিবর্জ্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কখনও অন্যদেবতার পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, গান, স্তুতি, নিন্দা, এসকলের কিছুই করিবেন না। এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অবশেষ নির্ম্মাল্যাদি ধারণ সমস্তই ত্যাগ করিবেন। এবং অবৈষ্ণব-মানব-গণের সহিত সম্ভাষণ-বন্দনাদি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবেন।

বৈষ্ণবগণ কাহারও নিকট ঋণী নহেন

অত্রাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে—মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র বা প্রামাণ্য পুরাণাদি-শাস্ত্রে দেখা যায়,—ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণাশ্রমী জন্মমাত্রেই নানা স্থানে ঋণী হইয়া থাকে এবং তাহাদের অধীনত্ব লাভ করে। যথা—

দেবতা-পিতৃ-বন্ধূনামৃষি-ভূত-নৃণাস্তথা।
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ ॥ (বিষ্ণু সংহিতা)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত যে-কোনও মনুষ্য জন্মমাত্রেই দেবতাগণ, পিতৃগণ, পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ, ঋষিসকল, অপর সর্ব্বপ্রাণিগণ ও মনুষ্য (অতিথি) সকল—এই ছয়টী স্থানে ঋণী হইয়া থাকে। এবং তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আচরণের দ্বারা সকলের অধীনত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে এইসকল ঋণ-মুক্তির উপায়ও বলা হইয়াছে। যথা—

ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং পাঠকর্ম্মণা।
সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যদ্বারা দেবঋণ, বেদাদিপাঠের দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিবে। সেইরূপ আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোষণে বন্ধুঋণ, পশুপক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি দান-রূপ ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ এবং অতিথি সৎকারাদি কার্য্যদ্বারা মনুষ্যঋণ উত্তীর্ণ হইতে হয়। নতুবা এই সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য অকরণ-জন্য নিশ্চয়ই গৃহস্থাশ্রমী মানবমাত্রই পাপভাগী হইবেন।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ঐকান্তিক-ভাবে ভজননিষ্ঠ গৃহস্থাদি বর্ণাশ্রমী ভিন্ন সাধারণ স্মার্ত্তমতাবলম্বী বর্ণাশ্রমীর জন্যই সেইসকল শাস্ত্রবচন প্রযোজ্য। বিষ্ণুভক্ত এবং নিত্যভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবের যে এ' সব কিছুই করিতে নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই তাহা বর্ণন করিতেছেন। যথা—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ, করভাজন ঋষি বলিতেছেন—ওহে নিমি মহারাজ, যিনি শুদ্ধভক্তের ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করত সর্ব্বতো-ভাবে একমাত্র আশ্রয়ণীয় মুকুন্দেরই শরণাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবদ্-ভজন-নিষ্ঠ, তিনি দেবতাগণ, ঋষিগণ, ভূত-সকল, স্ত্রী-পুত্রাদি আপ্তজন, অতিথি বা অভ্যাগতজন ও পিতৃগণ এই সকলের কাহারও নিকট ঋণী নহেন এবং তিনি তাঁহাদের কিঙ্করও হন না। এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত অবশ্য করণীয়রূপে বিহিত কর্ম্মের অকর্ত্তব্যত্ব উক্ত হইল।

অনন্যভক্তের পাপাদি অনর্থ বিঘ্নকারী হয় না

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে,—এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেরই 'ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে' ইত্যাদি শ্রীগীতাবাক্য এবং 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের দ্বারা ভগবান্ নিজেই অবশ্য-করণীয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্যের অন্যথা আচরণে নিশ্চয়ই সেবাপরাধী হইতে হইবে। এইরূপ সাধারণ কর্ম্মিগণের কর্ম্মাসক্তিরূপ ভ্রান্তি নির্ম্মূল করিবার জন্যই নিমি রাজের অন্তরে এইপ্রকার প্রশ্নোদয় হইলে করভাজন ঋষি রাজার প্রশ্নের কথা স্বতঃই অন্তরে জানিয়া অনন্য-

ভক্তের যদি কখনও কোন নিষিদ্ধ (পাপ) বা সেবাপরাধ-জনক কর্ম্ম দৈবাৎ সংঘটিত হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার তজ্জন্য স্মার্ত্তবিধানোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজন নাই, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন। যথা—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধূনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৪২)

অর্থাৎ—যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বিহিত কর্ম্মের অকরণে কোনও পাপই হয় না। নিষিদ্ধ মহাপাতকাদি পাপকার্য্য-জন্য পাপ, এবং ভগবদাদেশাদি লঙ্ঘন জন্য সেবাপরাধ না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে ঋষি বলিতেছেন—শ্রীভগবান্—'হরি' অর্থাৎ পাপাদি হরণকারী। এবং তিনি 'পরেশ'। 'পরেশ' শব্দের তাৎপর্য্য, পরশমণি যেমন স্পর্শমাত্র লৌহকেও স্বর্ণে পরিণত করে, সেইরূপ ভক্তের হৃদয়স্থ ভগবান্ পাপী-তাপী সকলকেই স্বতুল্য পবিত্র করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তের যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মাদি জন্য পাপাদি উপস্থিত হয়, তখন ভক্তের হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাঁহার সে পাপাদি তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল করেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়ও ভগবান্ বলিতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পূর্ব্বশ্লোকে একমাত্র তাঁহারই পূজা, চিন্তা, সেবন ও প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করত গীতার সার বাণীরূপে সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বিধি-বাক্যের কিঙ্করত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই তোমার সকল কৃত্য সম্পন্ন হইবে। কর্ম্মত্যাগজন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। তথাপি যদি পাপ হইবে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও আমি তোমাকে সেইসকল পাপ হইতে মুক্তিদান করিব। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

"আছ তুমি—কাছাকাছি"

বুঝি তুমি নাথ আছ বহুদূরে
তাই অতৃপ্তি এত,
তাই কি দুনিয়া আশা-বিষে ভরা
লোভ ও ঈর্ষা যত।
ভালবাসি প্রাণে তব মেশামেশি,
মিলনে তোমার নাই কষাকষি,
তোমার মাঝারে নাই রেষারেষি,
তোমাতে বিরোধ হত।

যদি তোমা-ভরা বিশাল ভুবন
পবিত্র—মধুময়,
তবে কেন হেন মানবের চিত
হেরি গো পঙ্কময়।
জানি জানি তব অমোঘ পরশে
জেগে ওঠে প্রাণ মধুর হরষে,
হৃদয়ে নিরখি তুমি প্রাণধন
চিৎ-আনন্দময়।

হৃদয় লুটায়ে চরণে তোমার
অশেষ করুণা যাচি,
মিলনে মোদের জানুক বিশ্ব
"আছ তুমি—কাছাকাছি।"
নবীভূত এই প্রাকৃত জগতে
শাশ্বত তুমি ভূতের অতীতে,
তুমি আছ তাই আছে এ জীবন
ওগো মম মন-মাঝি!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রতের

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, মথুরা (উঃ প্রঃ)
তাং—ইং ১২।৯।৫৫

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীশ্রীমথুরাধামে উর্জ্জব্রত (কার্ত্তিক-ব্রত) পালন উপলক্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন। আগামী ১৩ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর সোমবার হইতে ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৫ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নিয়মসেবা ও পরিক্রমা হইবে। পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রতকালে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীবিগ্রহসেবাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। বঙ্গদেশস্থ যাত্রীগণের জন্য কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে রিজার্ভ গাড়ী যাত্রীগণকে লইয়া পথিমধ্যে বহু তীর্থস্থান দর্শন করাইয়া যথাসময়ে মথুরায় পৌছিবে।

আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণকে উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। বিস্তারিত জানিতে হইলে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)" —ঠিকানায় পত্র লিখুন।

নিবেদক—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১৭ পদ্মনাভ, ৪৬৯ গৌরাব্দ | ৮ম সংখ্যা
মঙ্গলবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৬২ ; ইং ১৮।১০।৫৫

শ্রীশ্রীগোপীনাথ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

আস্যে হাস্যং তত্র মাধ্বীকমস্মিন্
বংশী তস্যাং নাদ-পীযূষ-সিন্ধুঃ।
তদ্বাচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ॥ ১॥

শোণোষ্ঠীষ-ভ্রাজি-মুক্তা-স্রজোদ্যৎ-
পিচ্ছোত্তংস-স্পন্দনেনাপি নূনম্।
হৃন্মেত্রালী-বৃত্তি-রত্নানি মুঞ্চন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ॥ ২॥

বিভ্রদ্বাসঃ পীতমুরুরুকান্ত্যা-
শ্লিষ্টং ভাস্বৎ-কিঙ্কিণীকং নিতম্বে।
সব্যাভীরী-চুম্বিত-প্রান্তবাহু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৩ ॥

গুঞ্জা-মুক্তা-রত্ন-গাঙ্গেয়হারৈ-
র্মাল্যৈঃ কণ্ঠে লম্বমানৈঃ ক্রমেণ।
পীতোদঞ্চৎ-কঞ্চুকেনাঞ্চিতশ্রী-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৪ ॥

শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতসুশ্লোকধৌতঃ
সুশ্বেতস্রক্ দ্বিত্রশঃ শ্বেতভূষঃ।
চুম্বন্ শর্য্যামঙ্গলারাত্রিকে হৃদ্-
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবৎস-শ্রী-কৌস্তুভোদ্ভিন্নয়োস্নাং
বর্ণৈঃ শ্রীমান্ যশ্চতুর্ভিঃ সদেষ্টঃ।
দৃষ্টঃ প্রেম্নৈবৈষ ধন্যৈরনন্যৈ-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৬ ॥

তাপিঞ্ছঃ কিং হেমবল্লীযুগান্তঃ ?
পার্শ্বদ্বন্দ্বোদ্দ্যোতিবিদ্যুদ্ঘনঃ কিং ?।
কিম্বা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো-
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যফেলাসুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৮ ॥

গোপীনাথস্যাষ্টকং তুষ্টচেতা-
স্তৎপাদাব্জ-প্রেম পুষ্টীভবিষ্ণুঃ।
যোঽধীতে তন্মস্তকোটীরপশ্যন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৯ ॥

———

শ্রীশ্রীগোপীনাথ-দেবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি সুমধুর হাস্যযুক্ত বদনে বংশী ধারণ করেন, এবং ঐ বংশী-ধ্বনিরূপ সুধা-সাগরের তরঙ্গে ব্রজাঙ্গনাগণকে আপ্লাবিত করিয়া শোভমান থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

যিনি রক্তবর্ণবিশিষ্ট উষ্ণীষে শোভমান মুক্তামালাদ্বারা দীপ্তিশীল ময়ূরপুচ্ছরূপ শিরোভূষণের ঈষৎ কম্পনে ভক্তগণের হৃদয় ও নেত্র-সমূহের বৃত্তিরূপ রত্নগুলিকে অর্থাৎ মনের চিন্তনাদি ও নয়নের দর্শনাদি ব্যাপারসমূহকে হরণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

যিনি উরুযুগলের অতি অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটায় আলিঙ্গিত পীতবসন ও কটিদেশে দেদীপ্যমান কিঙ্কিণী ধারণ করিয়া থাকেন, এবং বামভাগে অবস্থিতা শ্রীমতী রাধিকা যাঁহার বামবাহুর প্রান্তদেশ চুম্বন করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

যাঁহার কণ্ঠদেশে গুঞ্জা, মুক্তা, রত্ন, গাঙ্গেয়হার ও মালা ক্রমান্বয়ে লম্বমান হইয়া থাকে, এবং যিনি উজ্জ্বল পীতবর্ণ অঙ্গাবরণে মনোহর শোভা ধারণ করেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

যিনি মস্তকে শ্বেতবর্ণ শিরোভূষণ ধারণ করেন, বিশুদ্ধ উত্তম যশবর্দ্ধক স্তবাদি-দ্বারা পরিমার্জ্জিত, সুন্দর শুভ্রমালাধারী এবং যিনি শ্বেতবর্ণ পরিধেয়বস্ত্র, উষ্ণীষ ও অঙ্গাবরণ (জামা) প্রভৃতির দুই তিনটি ভূষণবিশিষ্ট হইয়া রজনীগত মঙ্গলারতি সময়ে দর্শনকারী ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীবৎস, শ্রী, কৌস্তুভ ও অঙ্গস্থ অসাধারণ রোমাবলী—এই চতুর্ব্বর্ণে শোভাযুক্ত ও ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন, এবং ঐকান্তিক পরম-ভাগ্যবান্ ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রেমদ্বারা লক্ষিত হন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

এই কি স্বর্ণলতাযুগলের মধ্যবর্ত্তী তমালবৃক্ষ? অথবা উভয়পার্শ্বে উদ্দীপ্ত তড়িদ্‌যুক্ত নীলমেঘ? কিম্বা দুইটি নক্ষত্রবিশেষের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্র? যিনি এইরূপে দর্শকবৃন্দের সংশয়াস্পদ হন, সেই বিশাল-বক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীজাহ্নবীদেবীর সাক্ষাৎ প্রেমপুঞ্জ-স্বরূপ এবং দীন ও অনাথদিগকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন, আবার তাহাদের প্রতি সদা সুপ্রসন্ন হইয়া দেবগণের দুর্ল্লভ স্বীয় অধরামৃতদ্বারা তাহাদিগকে পোষণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

শ্রীগোপীনাথ-দেবের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমে পুষ্টীশীল হইতে ইচ্ছুক হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীগোপীনাথ-দেবের এই অষ্টক নিত্য পাঠ করিলে যিনি পাঠকের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক প্রেমদান করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—শুচি (৮)

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর রুচিভেদে 'শুচি'র বিভিন্ন ধারণায় সজ্জনের মতানৈক্য

রুচিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যাভিলাষী যাহাকে পবিত্র বোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও সজ্জনের শুচি সংজ্ঞার সহিত একত্ব লাভ করে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাহা শুচি, তাহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন। অন্যাভিলাষীর স্বার্থ, কর্ম্মীর ফলভোগ-পিপাসা, জ্ঞানীর ত্যজনেচ্ছা—ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শুচি-অশুচির বিচার

সজ্জনগণ বলেন,—অসজ্জনের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শুচি বিষয়ে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে-স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই, সেই স্থানই অশুচি; যে-কালে হরি-সেবন নাই, সেই কালই অশুদ্ধ; যে পাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে বিরত, তিনিই অশুচি। পরমপবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে হরি সর্ব্বত্রই গীত হয়েন। ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থে হরি-গুণগানের কথা আছে বলিয়া ঐ সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবগণ ধন্য হয়েন।

ভগবৎ-প্রসঙ্গহীন কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচি ; ভগবানই একমাত্র সর্ব্বশুচির মূলাধার

সজ্জনগণ বলেন,—যেখানে হরি-কথার আদর নাই, সেখানে অশুচি অবস্থান করে। সজ্জনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয়-রূপে বরণ করেন। যে-স্থলে হরি বিষয় নহেন, সে-স্থলে সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়কে সাধুগণ সর্ব্বদা অশুচি জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। ভগবানই একমাত্র সর্ব্বশুচির আধার। যেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গের অভাব, তাহাই অশুচিপূর্ণ বিষয়। মায়িক দর্শনে কর্ম্মী জল, অগ্নি ও সূর্য্যে শুচিত্ব আরোপ করেন, বস্তুতঃ তাহাকে হরি-সম্বন্ধ না দেখিলে ঐগুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না।

লৌকিক-ব্যবহারিক তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণা তাৎকালিক ; ভগবদ্ভক্ত সজ্জন সর্ব্বতোভাবে শৌচগুণে পরিপূর্ণ

সজ্জনগণ বলেন, - কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচির বাথান। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কলা, মূলা, থোড়ের শুচি-অশুচি বিচার, আতপ ও উষ্ণের শুচি-অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভেদ শুচি-বিচারে অবতারিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরি-সম্বন্ধি-বস্তুতে শুচি এবং হরি-সেবার প্রতিকূল বস্তুগুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে, লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণাগুলি তাৎকালিক ; বৈষ্ণবের নিত্য ধারণা সর্ব্বতোভাবে শৌচাচার-পুষ্ট।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

শুদ্ধ-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিরয়-প্রাপক

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন যে,—

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

এই কথাগুলির তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আজকাল লোকে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে যে বৈষ্ণবের যথার্থ সম্মান হয়, তাহা কোন-

প্রকারেই বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ-বৈষ্ণব যে কুলেই উৎপন্ন হইয়া থাকুন না কেন, তাঁহাকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হীন জাতিতে জন্মিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে হীন-জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে হীন-কুল-জন্মা বলিয়া হীন জ্ঞান করেন, তিনি পাপিষ্ঠ; সুতরাং তিনি অনেকবার অধম যোনিতে ভ্রমণ করেন।

পরমার্থ-ধর্ম্মের সহিত জাতি বা বর্ণ-ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই

'বৈষ্ণব' বলিয়া একটি পৃথক্ জাতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি শুদ্ধাভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব; তাঁহার জাতি-ধর্ম্ম লইয়া তাঁহার উচ্চতা-নীচতা করা উচিত নয়। কলিকালে মানবগণ অত্যন্ত স্বার্থপর। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ছল করিয়া একটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জাতিতে যিনি জন্মিবেন, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া বলা হয়। এরূপ ব্যবহার নিতান্ত মন্দ। সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণ-ধর্ম্ম বা জাতি-ধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থ-ধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থ-ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। যাঁহার ভাগ্যোদয়ে অনন্যাভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয়, তিনিই কেবল পারমার্থিক, তাঁহার পারমার্থিক ব্যবহারে জাতি বা বর্ণধর্ম্ম কোন কার্য্য করে না। তাঁহার অধীন কুলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা কুটীনাটী করেন, তাঁহারা পাপিষ্ঠ।

বৈষ্ণব কোন জাতি বা বংশান্তর্গত নহেন

বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ বৈষ্ণব হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবন-কুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশে অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব-জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব-বুদ্ধি ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ভক্তির হানিকর

হে পাঠকবর্গ! শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে যত আদর করিবেন, শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগের

জন্ম-দোষাদি না দেখিয়া তাঁহাদের ভক্তির উদয়ানুসারে যত সম্মান করিবেন, ততই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দূর হইবে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত যখন ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই, তখন যাহাকে তাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া সঙ্গ করিলে অথবা অধমকুল-জন্মা শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তাঁহার জাতিদোষ লক্ষ্য করিয়া অনাদর করিলে, আর শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গের আশা থাকে না। সকল কার্য্যেই নিরপেক্ষ ও সরল হওয়া আবশ্যক। যদি আত্ম-বঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণসেবারত ভক্তগণ সর্ব্বদোষমুক্ত

অনন্যভাবে ভগবদ্ভজননিষ্ঠ ভক্তের দৈবাৎ কোন পাপজনক কার্য্য বা সেবা-অপরাধ উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়স্থ ভগবান্ প্রিয়ভক্তের সে সমস্তই অগ্নি যেমন রাশি রাশি তুলাকে ভস্মসাৎ করেন, সেইরূপ ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, এবং ভক্তের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হইলে প্রত্যক্ষভাবে যে তাহা নিরসন করিয়া দেন, 'অর্জ্জুনমিশ্রের' দৃষ্টান্তদ্বারা গত শ্রাবণ (৬ষ্ঠ) সংখ্যায় তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় তাহা আরও বিশদভাবে বর্ণনে প্রয়াসী হইলাম।

ভগবদ্ভজনেচ্ছু ঐকান্তিক ভক্ত যদি কোনও পাপকার্য্যের আচরণ করিয়াও অর্থাৎ বেদোক্ত দেবতার্চ্চন-পিতৃশ্রাদ্ধাদিরূপ অবশ্য করণীয় নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের অকরণে পাপ হয়—জানিয়াও শুধু ভগবদ্ভজনেই রত থাকেন, তবে তাঁহার এতাদৃশ কার্য্যও দোষণীয় হয় না। পরন্তু ভগবৎ সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিকাদি, অন্য দেবতার্চ্চনাদি বা ইষ্টাপূর্ত্তাদি সমস্ত-ধর্ম্ম-কার্য্যই যে পাপের জনক হইয়া থাকে, তাহা পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৭০)

অর্থাৎ আমার ভজন-নিমিত্ত কোনও বেদবিহিত কার্য্যের অনাচরণরূপ ও বেদ-নিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণরূপ পাপকার্য্য করিলেও তাহা ধর্ম্মই হইয়া থাকে

এবং আমাকে আদর না করিয়া অর্থাৎ আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার্চ্চনাদি যে কোনও ধর্ম্মকার্য্যই কৃত হউক না কেন, তাহা সমস্তই আমার প্রভাবে পাপজনক হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবানকে উদ্দেশ করিয়া ব্রহ্মাও তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। যথা--

পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তব ভক্তৈঃ কৃতং হরে।
নিঃশেষকর্ম্ম-কর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে পতেৎ ॥

হে শ্রীহরি! আপনার ভক্তগণ যদি বিহিত কর্ম্মের অকরণরূপ পাপকার্য্যের আচরণ করেন, তথাপি তাঁহাদের অনন্য ভজননিষ্ঠার ফলে তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আর যদি আপনার অভক্ত মানবগণ সর্ব্বাঙ্গের সহিত সর্ব্ব-কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তথাপি তাহারা নরকে পতিত হয়। উক্ত পদ্মপুরাণেই অন্যত্র আরও দেখা যায়—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে কেশব, যিনি তোমার ভক্ত হন তিনি কোন কার্য্য না করিলেও সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। হে অচ্যুত, যিনি তোমার ভক্ত নহেন তিনি বিহিতকার্য্য সম্পাদন করিলেও সর্ব্বপাপের অনুষ্ঠান-কারী বলিয়া কথিত হন।

ভগবদ্ভক্তি জন্মগত জাতিদোষ-নাশিনী

এই স্কন্দপুরাণেই বাক্যান্তরে দেখা যায়—বিষ্ণুভক্তের জন্মগত জাতিবৈশিষ্ট্য-দোষ অর্থাৎ শূদ্রত্ব ও অন্ত্যজাদি-বর্ণত্বরূপ নিন্দা পর্য্যন্ত দূর হইয়া তাঁহাদের উত্তমত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য অন্ত্যজাদি যে-কেহ যদি বিষ্ণু-ভক্ত পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভগবানে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা উত্তম বলিয়া জানিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল-দেবহূতি সম্বাদেও দেবহূতি বাক্য রহিয়াছে। যথা—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

অহো! নাম-গ্রহণকারীর শ্রেষ্ঠতার কথা কি বলিব। হে কপিলদেব! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম একবার মাত্রও উচ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তি চণ্ডালাদি যে-কোনও নিকৃষ্ট কুলে জাত হইলেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কথিত হয়। কারণ যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা বাহ্যিক তপস্যা না করিলেও তপস্বী, যজ্ঞ-হোমাদি না করিয়াও যাজ্ঞিক এবং তীর্থাদিতে স্নানাদি কার্য্য না করিয়াও সর্ব্বতীর্থে স্নাত। তাঁহারা জন্মগত অনার্য্য হইলেও প্রকৃত আর্য্যজাতি বলিয়া গৃহীত ও কথিত হয়, এবং বেদ-বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি যাবতীয় কার্য্যের অধিকার লাভ করেন। এসম্বন্ধে শ্রীগীতায়ও ভগবদুক্তি রহিয়াছে। যথা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

নিজভক্তির অচিন্ত্য প্রভাব প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, অত্যন্ত দুরাচার অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গী, চৌর্য্যাদি পাপকর্ম্মাচারী এবং জীব-হিংসাদি-রত মানবও যদি কোনও সৌভাগ্যবশে সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিয়া **'অনন্যভাবে'** একমাত্র আমারই ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু (শ্রেষ্ঠ) বলিয়াই মনে করিবে। এস্থলে 'অনন্য'-শব্দদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, অন্য দেবতাগণ পরমেশ্বরের প্রিয়ত্বহেতু অভিন্ন—ইহা জানিয়াও সেই দেবতাগণের ভজন না করিয়া 'সাক্ষাদ্ভাবে' ভগবৎ-সেবা করা; অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কাহারও ভজন না করার নামই অনন্য-ভগবদ্ভজন। ইহাই সর্ব্বোত্তম অধ্যবসায়, চেষ্টা বা সাধন—তাহা অবলম্বন করায় সাধু। যদি বল—কেবল সমীচীন অধ্যবসায়ের দ্বারাই তাহাকে কেন সাধু বলিয়া জানিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনে রত হইলে শীঘ্রই ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিত্য ভজনফলে সমস্ত-দুষ্কর্ম্ম-মতি অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহার চিত্তের নানা ভোগবাসনা-রূপ অস্থিরতার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং একমাত্র আমাতেই নিষ্ঠালাভ করে। ঐ নিষ্ঠা হইতেই চিরস্থায়িনী শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবদ্বিমুখ কুতর্কাশ্রয়িগণ ভগবদ্ভজনের এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত দেখা যায়। পুনরায় অর্জ্জুনকে উৎসাহ প্রদানার্থ বলিতেছেন—কুন্তীনন্দন! তুমি ঢক্কানিনাদ-সহকারে বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক কুতর্কীদের সভায় নিঃসন্দেহে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে

পার যে,—'ভগবদ্ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।' তাহারা অতীব দুরাচার হইলেও কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ী বিঘ্নের দ্বারা বাধিত হন না

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যানেও দেখা যায়—নিমি মহারাজের সভায় নবযোগেন্দ্র উপস্থিত হইলে পর, মহারাজ তাঁহাদের অভ্যর্থনাদি সম্পন্ন করিয়া ভাগবত ধর্ম্ম ও তাহার বৈশিষ্ট্যাদি শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি ঋষি বলিতে আরম্ভ করিলেন—হে রাজন্! এই সংসারে দেহাদি অসৎ পদার্থে আত্মবুদ্ধিহেতু নিত্য ত্রিতাপ-দগ্ধচিত্ত মানবের পক্ষে শ্রীহরির চরণাশ্রয়ই সকল ভয়-বিনাশন বলিয়া মনে করি। শ্রীহরি মন্বাদি মুনিগণমুখে আয়াসসাধ্য, অথচ সকলের পক্ষে আচরণীয় এবং তুচ্ছ স্বর্গাদির প্রাপক বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম বর্ণন করিলেও সাধারণ অজ্ঞান মানবগণও অনায়াসে কিভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই সকল উপায় তিনি স্বয়ং নিজমুখেই 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি শ্রীগীতা-বাক্যাদিদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। ভগবৎ-শ্রীমুখ-কথিত তাঁহাকে প্রাপ্তির এইসকল উপায়ই যথার্থ 'ভাগবত-ধর্ম্ম' বলিয়া জানিবে। এই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণের বৈশিষ্ট্য উক্ত কবি ঋষিই আবার বলিয়া দিতেছেন—

যানাস্থায় নরো রাজন্! ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমিল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৫)

হে নিমিরাজ, এই ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্বরূপ বৈশিষ্ট্য শ্রবণ কর। এই ধর্ম্মাচরণকারী কখনও বিঘ্নের দ্বারা বাধিত হয় না। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগাদির আশ্রয়কারী প্রাণায়ামাদির অভ্যাসকালে শ্বাসরোধাদির ব্যতিক্রমে যেমন হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখেও পতিত হন এবং জ্ঞানীরা জ্ঞানচর্চ্চায় নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া শেষে ভগবদ্বৈমুখ্যদোষে অধঃ-পতিত হন, এই ভাগবত-ধর্ম্মের আচরণে কখনও সেইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। অধিক কি বলিব, ভগবদ্ভজনরত ভক্ত যদি নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হন, তথাপি তিনি ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়ে স্খলিত (প্রত্যবায়গ্রস্ত) অথবা তাহা হইতে পতিত (বিচ্যুত) হন না। অর্থাৎ কোন প্রকারেই তিনি ভগবৎ কৃপা লাভে বঞ্চিত হন না, জানিবে। নয়নযুগল মুদ্রিত করার তাৎপর্য্য অজ্ঞানতা। যথা—

শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতি—এই দুইটী বিপ্রগণের দুইটী নেত্র বলিয়া কথিত হয়। তন্মধ্যে একটী বিহীনকে কাণা বলে, দুইটী বিহীনকে অন্ধ বলে।

'নিমিল্য'-শব্দে—বেদ-তাৎপর্য্য এবং স্মৃতি-তাৎপর্য্য কিছুই না জানিয়া, এবং 'ধাবন্' শব্দে অজ্ঞানতা-বশে কোন কোন বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়া অতি শীঘ্র অনুষ্ঠান করাকে বুঝাইতেছে। এবম্ভূত আচরণকারী ভক্তও প্রত্যবায়ী হন না, অথচ ভজনফল-লাভেও বঞ্চিত হন না। সুতরাং ভগবদ্ভজননিষ্ঠ ভক্তের কোন কালে কোনপ্রকারে অন্যাশ্রয়ীর মত বিনাশ নাই।—'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' বাক্যেরও ইহাই তাৎপর্য্য।

ভগবদ্বিমুখ অন্যদেবতাশ্রয়ীর পরিণাম

ভগবন্মায়ামুগ্ধ জীবমধ্যে মানবগণের পক্ষে বেদাদিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্য বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীহরি-ভজনেই তাহাদের কৃতার্থতা বা পরম-পুরুষার্থ লাভের বিষয় শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণদ্বারা অন্বয়মুখে বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি ব্যতিরেকমুখে ভগবদ্ অর্চ্চনাদিরহিত জনের অন্যদেবতাশ্রয় যে কখনই চিরমঙ্গলদায়ক হয় না, তাহা কয়েকটী পৌরাণিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণন করিতে প্রয়াসী হইলাম।

১। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বরাহরূপী বিষ্ণু বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষাচরণপূর্ব্বক ঐ হিরণ্যকশিপু সৃষ্টিকারী ব্রহ্মারই সর্ব্বেশ্বরত্ব মনে করিয়া নিজের অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সহস্র বৎসর অনাহারে কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অমরত্ব বর প্রার্থনা করিলে পর ব্রহ্মা ঐ বর দিতে অসমর্থ জানাইলেন। তখন সে প্রকারান্তরে অমর হইবে ভাবিয়া, দিবায় ও রাত্রিতে, ঘরে ও বাহিরে, মনুষ্য ও পশু কর্ত্তৃক, পৃথিবীতে ও শূন্যে, এবং অস্ত্রাদিতে কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না—এইরূপ বহু বরই প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মাও 'তথাস্তু', 'তথাস্তু' বলিয়া সেই সমস্ত বরপ্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া দেবগণকে পরাভূত ও নিজ দাসানুদাস করত স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। তখন প্রপীড়িত দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে পর বিষ্ণু শীঘ্রই তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করিলেন।

হিরণ্যকশিপুর চতুর্থ পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ভক্ত-প্রহ্লাদকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।) হরি-ভক্তির ফলে সমস্ত বধোপায় অতিক্রম করিয়া যখন প্রহ্লাদ অজর অমর অবস্থায় হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে বর্ত্তমান, তখন হিরণ্যকশিপু পুত্রের সহিত বাগ্-বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। ওহে অল্পায়ুঃ পুত্র, আমি বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিয়া সকলের ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছি। সমস্ত দেবতাগণ পর্য্যন্ত আমার দাস। অত্রাবস্থায় আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর কে আছে—বল্ দেখি? যদি থাকে তবে কোথায় সে? যদি বলিস্ সর্ব্বত্র আছে, তবে এই স্তম্ভে নাই কেন?

প্রহ্লাদ বলিলেন,—স্তম্ভেও রহিয়াছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র নিজ ভৃত্য ব্রহ্মা, নারদ ও প্রহ্লাদের বাক্যের সত্যতা প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তিতে সেই স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল নখ-কুঠার দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে—হিরণ্যকশিপুর সহস্র বৎসর ব্যাপী অনাহারে ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা ব্যর্থ হইয়া গেল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না, পরন্তু প্রহ্লাদকেই রক্ষার জন্য তাঁহারও প্রভু বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এতাদৃশ বরপ্রাপ্ত শক্তিশালী হিরণ্যকশিপু শত শত চেষ্টাদ্বারা হরিভক্ত প্রহ্লাদের কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই এবং নিজকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

২। **শিবভক্ত বাণরাজার পরিণাম**—মহাত্মা বলিরাজের একশত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ বাণাসুর সর্ব্বদা শিবভক্তি-পরায়ণ ও সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়া শোণিতপুরে রাজত্ব করিত। শিবের বরে সে সহস্র বাহু লাভ করিয়াছিল। শিবের নৃত্যকালে ঐ অসুর সহস্র বাহুর বাদ্যদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে পর তিনি তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। তখন মদগর্ব্বী সেই বাণাসুর মহাদেবকে তাহার নিজপুরীর দারোয়ানের ন্যায় রক্ষকরূপে সর্ব্বদা থাকিবার প্রার্থনা জানাইলে ভোলানাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ঐ বাণরাজার উষানাম্নী কন্যা একদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিল;) পরে তাহার সখী চিত্রলেখার দ্বারা যোগবলে অনিরুদ্ধকে নিজ ভবনে আনয়নপূর্ব্বক পান-ভোজনাদি শুশ্রূষায় রত হইলে, বাণরাজা অন্তঃপুররক্ষী দূতের মুখে ইহা জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখেন।

এদিকে শ্রীনারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণাদি দ্বারকাবাসী অনিরুদ্ধের বন্ধনের সংবাদ

পাইয়া সকলে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন, এবং অবিলম্বে বাণপুরী আক্রমণ করিলেন। বাণরাজা বিপক্ষের আগমন জানিয়া সসৈন্যে বাহির হইলেন। মহাদেবও ভক্তের রক্ষণার্থ কার্ত্তিকের সহিত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়-পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শিবের, প্রদ্যুম্নের সহিত কার্ত্তিকের ও সাত্যকির সহিত বাণের যুদ্ধ হইতে থাকে। শিব নিজভক্তের রক্ষার্থ তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি ত্রিভুবন ধ্বংসকারী পাশুপত অস্ত্রও ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শিবের সমস্ত অস্ত্র নিজ অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করত সম্মোহনাস্ত্রে শিবকে মোহিত করিয়া রাখিয়া বাণাসুরের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় প্রদ্যুম্নের বাণাঘাতে রক্তাক্ত-কলেবরে রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

সেইরূপ যাদবগণের অস্ত্রাঘাতে সমস্ত অসুরগণই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে পর হতসৈন্য বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহস্র বাহুর দ্বারা বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার বাহু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিখানা বাহু অবশিষ্ট আছে এরূপ সময়ে ভগবান্ শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া অনেক স্তুতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে দেব, এই বাণাসুর আমার সখা এবং প্রিয় সেবক, আমি পূর্ব্বে উহাকে অভয় দান করিয়াছি। অতএব দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রতি আপনার যাদৃশ অনুগ্রহ, ইহার প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি আপনার বাক্য রক্ষা করিব। এই বাণাসুর মদীয় ভক্ত বলিরাজের পুত্র ও প্রহ্লাদের বংশজাত। 'তোমার বংশজাত সন্তান আমার অবধ্য' প্রহ্লাদকে এরূপ বরদানহেতু আমি উহাকে প্রাণে বধ করিব না। কেবলমাত্র তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য বাহুসকল ছেদন করিলাম এবং ভূভার লাঘবার্থ সৈন্য সকলকে বিনাশ করিলাম। এখন ইহার যে চারিখানি বাহু অবশিষ্ট রহিয়াছে তৎসহ এই অসুর জরা-মরণ-রহিত এবং সর্ব্বত্র ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্ষদগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে। তখন বাণাসুর স্বস্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক উষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাদবগণসহ দ্বারকায় গমন করিলেন।

এই দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, শ্রীশিবদত্ত বাণরাজার বাহুসকল ভগবান্ কর্ত্তন করতঃ, মাত্র চারিখানি বাহু শিবের প্রার্থনায় কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।

এবং নিজভক্ত শিবের সম্মানার্থ বাণরাজাকে অভয় দানপূর্ব্বক শিব-পার্ষদত্ব প্রদান করিলেন। বাণের বর-দাতা শিব কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধাদির দ্বারা নিজ ভক্তকে স্বয়ং রক্ষা করিতে না পারিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, তখন বাণের নির্ভয়ত্ব লাভ হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, অন্য দেবতাশ্রয় আশু মঙ্গল-দায়করূপে দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত শ্রেয়ঃ-সাধক নহে, বরং বিপদেরই কারণ হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

(শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের আশীর্ব্বাদ)

শ্রীপাদ বামন মহারাজ সমীপেষু—

স্নেহ, দৈন্য, ভক্তিপূর্ণ প্রীতি-পত্র তব।
পড়িয়া পাষাণ-প্রাণ হৈল কিছু দ্রব॥
সহজ সরল মৃদু মঞ্জুবাণী সব।
বৈষ্ণবে বসতি করে মানদ স্বভাব॥
তোমার হৃদয় খানি জানি পত্র-দ্বারে।
পত্রখানি সেইহেতু পড়ি বারে বারে॥

মিত বাক্যে সার কথা বর্ণিতে সমর্থ।
সিদ্ধান্ত-সম্মত সব নাহি কিছু ব্যর্থ॥
বাগ্মীতা বলি তারে বলে বুধগণ।
তোমার বাণীতে আছে সে সব লক্ষণ॥
বয়সে নবীন তুমি বুদ্ধিতে প্রবীণ।
সেবাতে সোৎসাহী সদা অভিমান-হীন॥

দারুণ দেহ-পীড়া তোমায় না কৈল ক্লিষ্ট।
অম্লান-বদনে সহি সেবিলে যে ইষ্ট॥
সেবকের সেবা-ব্রত, দেহ-মনোধর্ম্ম।
টলাইতে নাহি পারে শিখালে সে-মর্ম্ম॥

কৃষ্ণের যতেক গুণ বৈষ্ণবে সঞ্চারে।
লেখক লেখনী তাহা বর্ণিতে না পারে॥

গৌর-বাণী প্রচারিতে মৃদঙ্গ মুখ্যাঙ্গ।
বিষ্ণু-বার্ত্তাবহ প্রেস বৃহৎ-মৃদঙ্গ॥
জীবন্ত মৃদঙ্গ স্বরূপ ত্রিদণ্ডি-যতি।
এই কথা শিখাইল প্রভু সরস্বতী॥
(সেই) জীবন্ত মৃদঙ্গের মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডীর বেশে।
বৃহদ্ মৃদঙ্গ মুদ্রা যন্ত্র অনায়াসে॥
শব্দ-ব্রহ্মে রেখা বন্ধে(আর)কীর্ত্তন প্রবন্ধে।
দুইরূপে কৃষ্ণ-কথা জীবের কর্ণরন্ধ্রে॥
প্রদানিতে পত্রিকা পাঠাও দ্বারে দ্বারে।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সেবা কার্য্য জীবের উদ্ধারে॥
পরোপকারের এই মহান বারতা।
মহাপ্রভুর বাণী যাহা ভোগ-মোক্ষ-ত্রাতা॥

নারসিংহ মহারাজ সঙ্গামৃত হৈতে।
তোমাদের প্রতি স্নেহ ছিল পরোক্ষেতে॥
(এবে) তোমাদের ভক্তি দেখি তাহা পুষ্ট হইল।
নিখুঁত আদর্শে তাহা থাকে যেন অটল॥
সেবিও সেই মহারাজে সতত সন্তোষে।
তাঁহার সন্তোষে সিদ্ধি লভিবে বিশেষে॥
চৈতন্য-মঠের বার্ত্তা শুনিনু তাঁর মুখে।
দণ্ডবন্নতি আমার জানাইও তাঁকে॥

সমিতির সর্ব্বময় সেবাধ্যক্ষ যিনি।
মাদৃশ বরাকে তাঁর কৃপা-দৃষ্টি আনি॥
প্রণতি জ্ঞাপন করি' জানাইও তাঁহায়।
কেশবে অচলা ভক্তি যেন মোর হয়॥

সেবাবীর যুধিষ্ঠির শ্রীমথুরা ধামে ।
স্থাপিলেন 'কেশবজী মঠ' কেশব জন্মস্থানে ॥
তাঁর কৃপাদেশ তুমি পালিছ যতনে ।
দেখিয়া শুনিয়া সুখ পাইনু বড় মনে ॥

নীরব সেবা তোমার প্রতিষ্ঠাশা হীন ।
প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী তুমি বয়সে নবীন ॥
বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষ্ণু ভগবান্ ।
'বলি'রে ছলিতে প্রভু হইল বামন ॥
তাঁর পদে প্রতিপদে বাড়ে যদি রতি ।
তবে ত সকল সেবার হৈল সদ্গতি ॥

বৈষ্ণবের গুণ-গাণে ঘুচে সর্ব্ব পাপ ।
সেই আশে মুই কিছু করিনু প্রলাপ ॥
পত্রখানি মুদ্রিত হ'লে হবে মনে সুখ ।
সম্পাদক সম্পাদনে না হন বিমুখ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

অন্বয় ও অনুবাদ সহ
"শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"
শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,
কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব সংস্করণ ।
হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্ত্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য ।
বৈষ্ণব মাত্রেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য ।
ভিক্ষা—॥০ আনা মাত্র
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য ।

গীতার বাণী

(৮)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। শরীর ও মনের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্থিতপ্রজ্ঞা। অতএব সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শোক-মোহ, কামনাদি শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াসকল স্বেচ্ছাধীন। ভোগীর ইন্দ্রিয়-সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োজন মত ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন। কোন বিষয়ই তাঁহার ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করিতে পারে না। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহাভাগবতের লক্ষণ-বিষয়ক—

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্ম-সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥"

শ্লোকটী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মহাভাগবত বৈষ্ণবগণই বাস্তবিক স্থিতপ্রজ্ঞ। কারণ ইন্দ্রিয়গণকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিলে স্বভাবতই স্থিত-প্রজ্ঞ হইয়া উঠে। নচেৎ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবার চেষ্টা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ রোগী ব্যক্তি বিষয়-ভোগে অসমর্থ হওয়ায় বিষয়-নিবৃত্ত থাকে, কিন্তু তাহার অভিলাষ নাশ হয় না। রোগ নিবৃত্তি হইলে ভোগ করিব, এই বাসনা হৃদয়ে প্রবল থাকে, কিন্তু পরমাত্মবস্তুর সন্দর্শন লাভে উহা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বৈষ্ণবগণের ইন্দ্রিয়সকল কৃষ্ণপ্রীতির জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়ায় নিজ সুখকামনা স্বতঃই নষ্ট হইয়া যায়। আত্মদর্শন ব্যতীত বিষয়-রাগ নিবৃত্ত হয় না। কেহ ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্নবান্ হইলেও মনকে দমন করিতে না পারায় মন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে আকর্ষণ করে। কিন্তু ভগবন্নাম-রূপ-গুণাদি কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত চিত্ত সহজেই অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মসেবা-সুখের অনুভব করাইয়া বিষয়-পিপাসা বর্জ্জন করায়।

বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া 'কাম' জন্মায়। কামের অতৃপ্তি বা প্রতিরোধদ্বারা ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের উদয়ে কার্য্যা-কার্য্য-বিবেকাভাবরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয়। তদ্দ্বারা বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ অর্থাৎ সংসারে নিমগ্ন করে। সে-জন্য যোগীপুরুষ ইন্দ্রিয়জ সুখকামনা করেন না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায়

শক্তিশূন্য ও অনিষ্ট-সাধনে অক্ষম। বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়ই তাঁহাদের নাই; অর্থাৎ অনুরাগ—ভোগস্পৃহা, ও বিদ্বেষ—ত্যাগচেষ্টা; এই দুইটী কর্ম্ম ও জ্ঞানের কার্য্য। ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা একমাত্র ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া বিষয়ে ভোগচেষ্টা থাকে না, আর তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবা করা যায় বলিয়া উহা অনিষ্টজনক-বোধে জ্ঞানীর মত উহাকে ত্যাগও করেন না। সুতরাং রাগ-দ্বেষ-শূন্য হইয়া বিষয়কে ভগবৎ-সেবার জন্য গ্রহণ করিলেই আত্মার প্রসন্নতা-সাধন সহজ হইয়া পড়ে। আত্ম-প্রসাদে সকল দুঃখের অবসান হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি শীঘ্রই স্থির হইয়া থাকে। অতএব ভগবৎ-সেবার্থ বিষয়েন্দ্রিয়ের নিয়োগই **'যুক্ত'-অবস্থা**, তাহার বিপরীত আত্মসুখ-চেষ্টাই 'অযুক্ত' অবস্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলরূপগোস্বামিপাদের নিকট এই উভয় অবস্থার কথা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরূপপ্রভু ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বর্ণন করিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

জগতের সকল বস্তুর দ্বারাই হরিসেবা হইয়া থাকে। বস্তু সকলই নশ্বর, উহাতে আকৃষ্ট থাকিলে বিষয়-নিবৃত্ত হওয়া যাইবে না—এই বিচারে হরিসেবার বস্তুকে ত্যাগ করা রূপ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানীর চেষ্টাকে ফল্গুবৈরাগ্য বা **'অযুক্ত'-অবস্থা** বলা হইয়াছে। সুতরাং বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া শরীরধারণের উপযোগী বস্তুমাত্র অঙ্গীকার করিয়া সকল বস্তু ও নিজ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই **'যুক্ত'-অবস্থা বা যুক্তবৈরাগ্য**। ইহাই ভগবদ্-ভক্তের স্বাভাবিক অবস্থা। অভক্তগণ কর্ম্মী বা জ্ঞানী বলিয়া তাঁহারা অযুক্ত। অযুক্ত ব্যক্তির আত্ম-ভাবনার অভাবে শান্তির অভাব।

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সহজ ভাষায় এই সকলের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। অন্তঃকরণ বশীভূত না হইলে আত্মচিন্তা হয় না। বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত আত্মধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া শান্তির উদয় হয় না; সুতরাং অশান্ত ব্যক্তি কখনই প্রকৃত সুখানুভব করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত বিষয়ে

ধাবিত হয়, তাহাদের 'প্রজ্ঞা' নাশ হইয়া যায়। অতএব ইন্দ্রিয়সকল অবশীভূত থাকিলে অশেষ অনর্থের সম্ভাবনা ঘটে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগে অধিকারী এবং অজ্ঞ ব্যক্তিই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে। জীব দুই প্রকার—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী। অজ্ঞানীর যাহা নিশা, জ্ঞানীর তাহাই দিবা; অজ্ঞানীর যাহা দিবা, তাহাই জ্ঞানীর নিশা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধিই অজ্ঞানীর নিশা, তাহাতে তাহারা নিদ্রিত থাকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানচেষ্টা অজ্ঞানীর নাই। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির উহা দিবা, তাহাতেই তাঁহারা জাগ্রত থাকেন। ভগবত্তত্ত্ব আলোচনায় তাঁহারা নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন; কিন্তু বিষয়ী (অজ্ঞানী) উহাতে অন্যমনস্ক বলিয়া উহা তাহাদের নিশা-সদৃশ। অতএব বিষয়প্রবণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর বিষয়-সেবা-চেষ্টাতে নিযুক্ত থাকিয়া শোকমোহাদি-জনিত সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে করিতে ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে; আর আত্মপ্রবণ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতে বিষয়-সম্বন্ধ-গন্ধশূন্য হইয়া পরম বিষয় প্রাপ্ত হইয়া নিত্যসুখের অধিকারী হন।

অতএব, যেরূপ সমুদ্রে অসংখ্য নদ-নদীর জল প্রবেশ করিলেও তাহাতে সমুদ্রের বিক্ষোভ হয় না, তদ্রূপ আত্মানুশীলনরত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় জাগতিক বিষয়সকল তাঁহার নিকট আসিলেও তিনি ঐ গুলিতে চিত্ত সন্নিবেশ করেন না; সুতরাং উহারা তাঁহার চিত্তক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। হৃদয় হইতে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হওয়ায় তিনিই প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হন। চিত্তের এই অবস্থাই **ব্রাহ্মীস্থিতি-অবস্থা।** কামনার যাবতীয় পদার্থকে হৃদয় হইতে যিনি সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারেন। নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ও ভগবৎসেবায় দেহেন্দ্রিয়-মনকে নিযুক্ত রাখিলেই বিষয়াভিলাষ বর্জ্জন সহজ হয় এবং তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্মীস্থিতি। তাদৃশ সিদ্ধিতে অবস্থিত ব্যক্তির জ্ঞান কখনই অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হয় না। সুতরাং তাঁহাকে মোহকূপে পাতিত করিতে পারে না।

(দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী

শ্রীকৃষ্ণ বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ-অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে বুধবারে মধ্যরাত্রে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে জগন্মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে ধন্য ও পবিত্র করিয়াছেন। পৃথিবীতে যখন অধর্ম্মের প্রাবল্য ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন পুনরায় ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান্ বিশ্বে প্রকটিত হইয়া থাকেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীঃ ৪।৭-৮)

আমরা কি জানি, এই কৃষ্ণাবির্ভাব ব্যাপারটী কি? 'জন্মাষ্টমী' বলিতে বদ্ধ জীবের ন্যায় প্রাকৃত দেহ লইয়া মাতা পিতা হইতে জন্ম নহে। পরন্তু প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যে শুদ্ধ চেতনের ভাব আছে, তাহাতে পূর্ণ-চেতনের যে পূর্ণপ্রকাশ, তাহাই কৃষ্ণাবির্ভাব। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণ অনাদি ও সকলের আদি-পিতা। সুতরাং তাঁহার জন্মদাতা পিতা কেহ হইতে পারে না। তবে যে-সকল ভক্ত বাৎসল্য-রসে পুত্রভাবে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি তাঁহাদের শুদ্ধচিত্তে পুত্ররূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইহাই অজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া স্তম্ভ তাঁহার পিতা নহে। শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসিকা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহার জনক নহেন। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হন বলিয়া পূর্ব্বদিক্ তাঁহার জননী নহে। কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া উত্তরা তাঁহার মাতা নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ—জগদীশ্বর, জগন্নাথ, সাক্ষাৎ নারায়ণ, জীবের একমাত্র আশ্রয়। তিনি অজ হইয়াও জগন্মঙ্গলার্থ জন্মলীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার এই অপ্রাকৃত চিন্ময়ী জন্মলীলা অচিন্ত্য হইলেও সেবোন্মুখের চিন্তনীয় ও উপলব্ধির বিষয়। এই শ্রীকৃষ্ণই যে পরমেশ্বর, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীমদ্ভাগবতও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

শ্রীরামনৃসিংহাদি সকলেই কৃষ্ণের অবতার আর শ্রীকৃষ্ণ অবতারী। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—অংশী-ভগবান্—স্বয়ংরূপ-ভগবান্, মূলভগবান্, পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম ভগবান্। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ (গীঃ ১০।৮)
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (গীঃ ৯।২৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত-অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥
পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ (মঃ ৮ পঃ)
কৃষ্ণ—এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম॥ (আঃ ২।৯৪)
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥ (মঃ ২০।১৫৩)
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥ (আঃ ৬।৮১)
একলা ঈশ্বর—কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥ (আঃ ৫।১৪২)

শ্রুতিতেও আমরা পাই—

কঃ পরমো দেবঃ? কুতো মৃত্যুর্বিভেতি? কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। কৃষ্ণ এব পরমো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। তং যজেৎ। তং রসেৎ। তং ভজেৎ।

(অথর্ব্ববেদীয় গোপালপূর্ব্বতাপণ্যুপনিষৎ)

মহাভারত বলিতেছেন—

কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

(মঃ ভাঃ উঃ পঃ ৭১ অঃ ৪র্থ শ্লোক)

কৃষ্ ধাতুতে 'ণ'-প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ ধাতু আকর্ষক-সত্তাবাচক, 'ণ'-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দবাচক। শ্রীহরি আনন্দমূর্ত্তি এবং সর্ব্বাকর্ষক বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণই পরংব্রহ্ম বা পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং **পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম** সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

বিভিন্ন শাস্ত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই **সাক্ষাৎ আনন্দ** বলিয়া জানাইয়াছেন। সেই পরতত্ত্ব বস্তুই নিত্য, অনন্ত ও পরমানন্দস্বরূপ। পরতত্ত্ব ভগবান্ যুগপৎ সাক্ষাৎ আনন্দ ও আনন্দী।

'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' এই বেদান্তসূত্রে ভগবানই সাক্ষাৎ আনন্দময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—**'আনন্দং** ব্রহ্ম,' **'রসো** বৈ সঃ,' 'রসং হ্যেবায়ংলব্ধ্বা**নন্দী** ভবতি'। সুতরাং পর-ব্রহ্মই রস-স্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। সেই আনন্দমূর্ত্তি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব সুখী হইতে পারে। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাদ্ যদেষ আকাশ **আনন্দো** ন স্যাৎ। **আনন্দো** ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। **আনন্দাদ্ধ্যেব** খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। (যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

আনন্দমাত্র মুখপাদসরোরুহাদিঃ ; (যজুঃ ধ্যানবিন্দূপনিষৎ)

সপ্রভং **সচ্চিদানন্দং** ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্। (সামবেদীয় বাসুদেব উপঃ)

অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মা**নন্দৈকবিগ্রহঃ**। (অথর্ব্ব-রামোত্তর-তাপনী উপঃ)

'তমেকং গোবিন্দং **সচ্চিদানন্দ**বিগ্রহং।'

'গোবিন্দ **পরমানন্দ** মাং সমুদ্ধর মাধব।' (অথর্ব্ব-গোপালতাপন্যুপনিষৎ)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন—'নন্দব্রজজনানন্দী **সচ্চিদানন্দ**বিগ্রহঃ।'

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানকে **'অজস্রসুখো হরিঃ'**, **'নিত্যসুখবোধতনুঃ'**, **'পরমানন্দঃ'**, **'আনন্দঘনমূর্ত্তিঃ'** এবং ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা তাঁহাকে 'সচ্চিদ্-আনন্দবিগ্রহঃ' অর্থাৎ সদ্বিগ্রহ, চিন্ময়বিগ্রহ ও **আনন্দবিগ্রহ** বলিয়াছেন।

আমরা উপরি উক্ত বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে শুনিলাম—শ্রীকৃষ্ণই আনন্দমূর্ত্তি, আনন্দসাগর—আনন্দের খনি। তিনি সাক্ষাদ্ আনন্দ বলিয়াই ভুবনমোহন ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। আমরা সকলেই যখন আনন্দ চাই এবং সেই আনন্দ বস্তুটী যখন কৃষ্ণ, তখন কৃষ্ণই যে আমাদের সকলেরই প্রার্থনীয়, অন্বেষণীয় ও লক্ষিতব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং যে আনন্দকে চায়, সে নিশ্চয়ই আনন্দবিগ্রহ কৃষ্ণকে চায়। সুখরূপ কৃষ্ণই জগদীশ্বর, মদীশ্বর, সর্ব্বজীবেশ্বর, জগন্নাথ—জগতের প্রাণ ও জগৎপিতা। কৃষ্ণই সাক্ষাৎ নারায়ণ অর্থাৎ সকল জীবের একমাত্র আশ্রয়। কৃষ্ণই সকলের একমাত্র প্রভু, রক্ষক ও পালক। এই কৃষ্ণই যখন পরমেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—অবতারগণেরও অবতারী, তখন সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে জগদ্বাসী সকলেরই আশ্রয়ণীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় না করিলে প্রত্যবায় বা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

আমাদিগকে এই সর্ব্বনাশকর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

হরিভজন করার মত ধর্ম্ম আর কিছু নাই এবং হরিভজন না করার মত অধর্ম্মও আর কিছু নাই। কারণ শ্রীহরিই জগতের নাথ—আমাদের আদি। এই শ্রীহরি হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ (ভাঃ ১১।৫।২)
গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।১৩)

শ্রীহরিই আমাদের আদি পিতা—নিত্যপিতা। এই অনিত্য দেহের জন্মদাতা সাময়িক পিতার সেবা না করিলে যখন পাপ হয়—নরক হয়, তখন নিত্যপিতা ভগবানের সেবা না করিলে যে অমার্জ্জনীয় মহাপাপ হইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্বব্যর্থ তার॥ (অঃ ৩।৪৬)
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥ (মঃ ১।২০২)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩)

শ্রীহরি সকলের আদি পিতা। তৎপুত্র বর্ণী এবং আশ্রমীগণ তাঁহাকে ভজন না করিলেই তাঁহাকে অনাদর করা হইল। আদরণীয় ব্যক্তিকে আদর না করাই অনাদর। তদ্রূপ একমাত্র ভজনীয় ভগবানের ভজন না করিলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করা রূপ অপরাধ হেতু পতন, সর্ব্বনাশ ও মহাদুঃখ অনিবার্য্য। শাস্ত্র আরও বলেন—

যদি মধুমথন ত্বদঙ্ঘ্রিমেবাং
হৃদি বিদধাতি জহাতি বা বিবেকী।
তদখিলমপি দুষ্কৃতং ত্রিলোকে
কৃতমকৃতং ন কৃতং কৃতঞ্চ সর্ব্বম্॥ (পদ্যাবলী)

হরিভজন না করিলে মহাপাপ হইবে—অত্যধিক অন্যায় হইবে বলিয়াই জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

শ্রীবিষ্ণু-স্মরণই মূল বিধি এবং বিষ্ণুবিস্মৃতিই মূল নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি-নিষেধগুলি মূল বিধিনিষেধের অধীন বা কিঙ্কর। এইজন্য বিষ্ণুকে স্মরণ না করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপই হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

তস্মাদ্ভারত! সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ (ভাঃ ২।১।৫)

শাস্ত্র হইতে জানিলাম—কৃষ্ণভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। এখন প্রশ্ন—কদাচারী, মূর্খ, নির্ধন, অযোগ্য বা অল্পবয়স্ক আমরা ভগবদ্ভজন কি করিয়া করিব? তদুত্তর এই যে—সর্ব্বপ্রকার অযোগ্য হইলেও কৃষ্ণভজনে হতাশা বা চিন্তার কোন কারণ নাই। কৃষ্ণভজনে ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই লাগে না। কারণ মাধব ভক্তি-প্রিয়। এইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিয়াছেন—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম-রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্ ।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥ (পদ্যাবলী)

[অর্থাৎ ব্যাধের আচরণ কি ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল, বিদুর মহাশয়ের কি বংশ ছিল, এবং যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা কি পরাক্রম ছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হন, কেবল সদাচারাদি গুণসকলদ্বারা কখনও পরিতোষ লাভ করেন না।]

অসংখ্য ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ প্রধান। চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতপালন। তাই ভক্তগণ এই শুভদিনে তাঁহার সুখের জন্য দিবারাত্র উপবাস, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রহ্লাদাদি ভক্ত-নৃপতিগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের জন্য শ্রদ্ধা সহকারে হরিপ্রিয় এই পবিত্র শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত পালন করিয়াছেন। শ্রীজন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—

কৃষ্ণজন্মাষ্টমী লোকে প্রসিদ্ধা পাপনাশিনী।
ক্রতুকোটি-সমা ত্বেষা তীর্থাযুতশতৈঃ সমা ॥
কপিলা-গোসহস্রন্তু যো দদাতি দিনে দিনে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥
হেমভারসহস্রন্তু কুরুক্ষেত্রে প্রযচ্ছতি।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥
বাপীকূপ-সহস্রাণি দেবতায়তনানি চ।
কন্যা-কোটি-প্রদানেন যৎফলং কবিভিঃ স্মৃতম্ ॥
পরোপকারযুক্তানাং তীর্থসেবারতাত্মনাম্।
নিরাশ্রয়েষু বসতাং তাপসানান্তু যৎফলম্।
রাজসূয়সহস্রেষু শতবর্ষাগ্নিহোত্রতঃ।
একেনৈবোপবাসেন জয়ন্ত্যাং তৎফলং স্মৃতম্ ॥ (স্কন্দ পুরাণ)
একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পুত্রসন্তানমারোগ্যং সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ।
সত্যধর্ম্মরতো ভূত্বা মৃতো বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ (ভবিষ্য-পুরাণ)

ইদমেব পরং শ্রেয় ইদমেব পরন্তপঃ।
ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রত-ধারণম্॥ (ব্রহ্ম-পুরাণ)
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মুক্তিঞ্চ মুনিপুঙ্গব।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ শ্রাবণে মাসি চাষ্টমী॥
জন্মাষ্টমীব্রতং যে বৈ প্রকুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
কারয়ন্তি চ বিপ্রেন্দ্র লক্ষ্মীস্তেষাং সদা স্থিরা॥
ন বেদৈর্ন পুরাণৈশ্চ ময়া দৃষ্টং মহামুনে।
যৎসমঞ্চাধিকং বাপি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতাৎ॥
নিয়মস্থং নরং দৃষ্ট্বা জন্মাষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্ যমঃ॥
স্মরণং বাসুদেবস্য মৃত্যুকালে ভবেন্মুনে।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি কৃতে জন্মাষ্টমীব্রতে॥ (স্কন্দ-পুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেন—শ্রীজন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, দুঃখ দূর হইয়া সুখ লাভ হয় এবং ধর্ম্ম, দীর্ঘ আয়ুঃ ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে; তাঁহাদের বংশে রূপবান্ ও হৃদয়বান্ মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রত পালন করিলে কোন প্রকার শত্রুভয়, সর্পভয়, চৌরভয়, পাপ ও দুরারোগ্য রোগের আশঙ্কা থাকে না। শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতে উপবাস করিয়া তৎপরদিবসে উৎসবাদি করিলে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং তাঁহার কোন দুঃখ থাকে না। ধন বেশী না থাকিলে—"অল্পব্যয়েনাপি উৎসবাদিকং কর্ত্তব্যম্, ন তু বিত্তব্যয়ভয়াত্ত্যক্তব্যম্" উৎসবে বিত্তশাঠ্য করা উচিত নয়। তাহাতে অপরাধ হয় এবং ভগবান্ অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব উৎসবাদিতে যথাসাধ্য অর্থব্যয় করা কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন,—যাঁহারা অকিঞ্চন কাঙ্গাল-ভক্ত, তাঁহারা উৎসবাদিতে কি করিবেন? তাঁহাদের ত অর্থ নাই। তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—"ভক্তজনৈরকিঞ্চনৈর্বৈষ্ণবৈরপি ভক্ত্যা কর্ত্তব্যমেব।" (শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামী) অকিঞ্চন ভক্তগণ দিবারাত্র উপবাস, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করিয়া ব্রতপালন করিবেন। এবং কেহ শ্রদ্ধা-প্রীতিপূর্ব্বক অর্থাদি দিলে তাহা উৎসবে ব্যয় করিয়া কৃষ্ণের সুখবিধান করিবেন।

এই শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি নিখিল পাপনাশিনী। এই শুভদিনে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ ও দানাদি যাহা করা যায়, তাহা শতগুণ ফল দান করে এবং নিঃসন্দেহে

সর্ব্বপ্রকার মনোভীষ্ট পূরণ করে। এই পবিত্র তিথিতে উপবাসাদি করিলে হরিভক্তি, ধন-ধান্য, এবং নিত্যকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। এই জন্মাষ্টমীব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে জীবের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে বুধবারে মধ্যরাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ভক্তগণ দ্বিপ্রহর রাত্রে শ্রীহরির অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরতি ও যথাসাধ্য উৎসবাদি করিয়া থাকেন। এবং তৎপর দিবসও নন্দোৎসবে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদাদি দিয়া মহোৎসব করত ভগবানের সুখবিধান করেন। গৃহস্থ ও ত্যাগী সকলেই এই জন্মাষ্টমীর দিন উপবাস করিয়া হরিনাম ও হরিকথা শ্রবণ করিবেন এবং তৎপর দিবস যথাসাধ্য উৎসবাদি করিয়া বৈষ্ণব ভোজন করাইবেন। তাহা হইলে ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালিত হইবে এবং ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মতিথিকেই **জয়ন্তী** বলে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

রোহিণী-সহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী।
অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ॥
তত্র জাতো জগন্নাথঃ কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ।
তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্॥
জয়ন্তী নাম সা রত্রিস্তত্র জাতো জনার্দ্দনঃ।
নিয়তাত্মা শুচিঃ স্নাত্বা পূজাং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥ (ভবিষ্য-পুরাণ)

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রে রোহিণী নক্ষত্র থাকিলে সেই **কৃষ্ণ-জন্মতিথিকে জয়ন্তী বলে**। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ব্যতীত আর কোন অবতারের জন্মতিথিকেও জয়ন্তী আখ্যা দেওয়া হয় না। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু স্বকৃত **শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে** এই জয়ন্তীর বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

'নৈবমবতারান্তরস্য কস্য বা অন্যস্য জন্মদিনং জয়ন্ত্যাখ্যয়াস্তি প্রসিদ্ধম্।" অর্থাৎ আর কোন ভগবদবতারের জন্মদিন জয়ন্তী আখ্যায় অভিহিত হয় না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনই জয়ন্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জয়ন্তীর প্রকৃত অর্থ না জানিয়া জগতে তথাকথিত সজ্জনগণ আজকাল যেখানে-সেখানে বা যে-কোন মানুষের জন্মদিনে জয়ন্তী শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহার অপব্যবহার করিতেছেন—ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত

শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অন্য কোন ভগবদবতারের জন্মদিনে এবং কোন মহাপুরুষের জন্মতিথিতে যখন শাস্ত্রে জয়ন্তী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তখন কোনও মানুষের জন্মদিনে 'জয়ন্তী'-শব্দ ব্যবহার করা যে কিরূপ অশাস্ত্রীয়, অসঙ্গত ও ন্যায়বিরুদ্ধ, তাহা সজ্জন-সমাজ বিচার করিবেন।

এখন প্রশ্ন,—স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব এই দুই মতে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালনের কথা শুনা যায়। স্মার্ত্তগণ সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী করেন, আর বৈষ্ণবগণ নবমীবিদ্ধা শুদ্ধা জন্মাষ্টমী তিথি পালন করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

পরাবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ব্ববিদ্ধান্তু বর্জ্জয়েৎ।
অষ্টমী সপ্তমী-বিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্॥
ব্রহ্মহত্যাফলং দদ্যাদ্ধরিবৈমুখ্যকারণাৎ।
কেবলস্তৃক্ষযোগেন উপবাসস্তিথিং বিনা॥ (গৌতমীয় তন্ত্র)

অর্থাৎ অষ্টমীর পূর্ব্বতিথি সপ্তমী-বিদ্ধা বর্জ্জনপূর্ব্বক, পরতিথি নবমীযুক্ত শুদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করাই বিধেয়। যেহেতু সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিলে পূর্ব্বার্জ্জিত নিখিল পুণ্য ক্ষয় হয় এবং ব্রহ্মহত্যা পাপ হইয়া থাকে। মায়ামুগ্ধ হরিবিমুখ জনগণই সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে স্মার্ত্তমতে ব্রত করিয়া থাকেন। শুদ্ধা তিথি ব্যতীত কেবল নক্ষত্র-যোগ দেখিয়া উপবাসাদি করিলে অশুভ ফল সমুৎপন্ন হয়। এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সহিতাষ্টমী।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী-সংযুতাষ্টমী॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)
জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥ (পদ্মপুরাণ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পতিতের আর্ত্তনাদ

(১)

শ্রীল প্রভুপাদ!
আমাদের নিত্যারাধ্য, শিখালেন নামসাধ্য,
বেদান্তের শব্দব্রহ্ম-বাদ॥
আমরা শুনেছি সিংহনাদ,
পেয়েছি প্রচুর আশীর্ব্বাদ,

"অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান, পর সত্য কর ধ্যান,
প্রোজ্ঝিত-কৈতব রসাস্বাদ।
তোমাদের হোক্ নিত্য সাধ ॥"
হেন আশীর্ব্বাণী সার, শুনিয়াছি বারম্বার
কৃপা যাঁর সমুদ্র অগাধ।
চক্ষুদান দিলা যিনি, জন্মে জন্মে প্রভু-তিনি,
আচার্য্য-কেশরী প্রভুপাদ ॥

(২)

তবু কেন চিত্ত সবিষাদ,
তবে জানি আছে অপরাধ,
কানের ভিতর দিয়া, সে বাণী মরমে গিয়া,
বিনাশেনি জাড্য-অবসাদ।
বিতরেনি আপন প্রসাদ ॥

(৩)

যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব-আশা,
প্রশময়ে প্রপঞ্চ-পিপাসা,
অবিদ্যার দর্প হরি,' বিদ্যাবধূ কৃপা করি,'
চিত্তে আনে তত্ত্ববিজিজ্ঞাসা।
প্রাপ্তি যাতে রাধামাধবাশা ॥

(৪)

সে প্রথিত কৃপা অবদান, ভোগলুব্ধ অশুদ্ধ এ প্রাণ,
গুরুপদে কৃত অপরাধ।
আমার নহিল সুখলভ্য, হৃদিমাঝে শুধু রাজে ক্লৈব্য,
কিসে মোর পূরিবেক সাধ ॥

(৫)

মায়াবাদী অপরাধী গুরুদ্রোহী দল,
ভোগ-বিলাসীরা যত করে কোলাহল,
শ্রীগুরুগৌড়ীয়ের প্রীতে গুরু-গৌর-গুণ-গীতে
নিষ্কপটে নহিনু বিহ্বল।

অতএব ইতস্ততঃ, মোর দৃষ্টিপথগত,
নৃত্যরত বঞ্চকের দল।
কৃতপ্রীত কৈতব কোন্দল॥

(৬)

দন্তে তৃণ করি' আজি যাচি বারম্বার।
প্রভু-পাদপদ্ম-ধূলি, নিত্য শিরে ল'ব তুলি',
ভৃত্য হ'ব সে ধূলি কণার।
রিক্ত করি আপনারে, সেবাকৃত্য সাধিবারে,
নিত্য আবির্ভাব চিত্তে তাঁর।
চিন্তিব অতন্দ্র মনে, স্বজাতীয়াশয় সনে,
গৃহে বনে হ'য়ে নির্ব্বিচার॥

(৭)

আদদাণস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমৎ প্রভুপাদপদ্মধূলি স্যাং জন্ম জন্মনি॥

কৃপাকাঙ্গাল পতিত বরাক্—
—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী

ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন-লীলাকালে 'তোমার গৌড়ীয়া' পদদ্বয় ব্যবহার-পূর্ব্বক যাঁহার উপর গৌড়ীয় বা শুদ্ধ ব্রজভজন-পথাবলম্বী ভক্তবৃন্দের শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সেই প্রভুবর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর স্তবমুখে নিম্নবর্ণিত শ্লোকদ্বারা মহাপ্রভুর মহাবদান্য-লীলার কথা প্রকাশ করিয়াছেন—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
সাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

শশ্বদ্‌ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

হে দয়ানিধে, হে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে—যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়—যাঁহার উদয়ে যাবতীয় শাস্ত্রের বিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে—যাহার ভক্তিবিনোদন ক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য্য মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি-বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

উক্ত শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমন্দোদয়া অর্থাৎ কুণ্ঠারহিতা নিঃশ্রেয়সপ্রদা দয়া কৃষ্ণেতর তৃষ্ণারহিতা ভক্তিবিনোদন ক্রিয়ার কথা (অর্থাৎ স্বরূপাবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণসেবানন্দে নিমজ্জিত রাখিবার কথা) বলা হইয়াছে। গোষ্ঠানন্দী গৌর-পার্ষদগণের অপ্রকট-লীলা প্রকাশের পর গৌড়ীয়-প্রচার-গগনে অন্ধকার-যুগ উপস্থিত হইলে, নিজের আচার-প্রচারময় কার্য্যদ্বারা সেই ভক্তি-বিনোদন ক্রিয়ার আলোক প্রকাশ পূর্ব্বক যে অতিমর্ত্ত্য নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালব্ধ আন্দুল-নিবাসী রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের বংশে সপ্তদশাধিকশতবর্ষ পূর্ব্বে ভাদ্রের সর্ব্বশুভদা শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নবদ্বীপের অন্তর্গত কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-দ্বীপের মাত্র কয়েক ক্রোশ মধ্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত অন্ধকার দূর করিয়া নির্ম্মলা, রসদা ও সমদা কৃষ্ণ-কৃপার চন্দ্রাতপ-তলে আশ্রয়গ্রহণার্থ বিশ্বের সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনিই আমার পরাৎপর গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।**

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী-সম্পন্ন জনগণের মধ্যে লালিত-পালিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াও নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণ যে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাহাতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া নিজত্ব সংরক্ষণপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভক্তির উজ্জ্বলতম আলোক প্রদর্শন করিতে পারেন, আবার কোটিপতির অবস্থা হইতে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় পতিত হইয়াও যে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং" শ্লোকটির মূর্ত্ত আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই। কলিকাতার হাটখোলার দত্ত-বংশ এবং বীরনগরের মুস্তোফি-বংশ পদ-মর্য্যাদায় বঙ্গদেশে কায়স্থ-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত দত্ত-বংশীয় ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফির দৌহিত্ররূপে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ৩৫২ গৌরাব্দের হৃষীকেশ মাসের ২৮শ দিবসে, ১৭৬০ শকাব্দের

অর্থাৎ ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র রবিবার, ১৮৩৮ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে বীরনগর বা উলাগ্রামে মাতুলালয়ে প্রথম ভাস্করালোক দেখিবার লীলা প্রকাশ করেন।

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণসকল সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্ দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ॥
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

কৃষ্ণভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের ভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণ-রূপে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই। তাঁহার কৃপালুতা, অকৃতদ্রোহতা ও সত্য-সারত্ব সম্বন্ধে তৎকৃত জৈবধর্ম্মের "উপোদ্ঘাতে" যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই।

গৌড়মণ্ডলস্থ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে (স্বরূপগঞ্জে) 'শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ' এবং ক্ষেত্র-মণ্ডলস্থ নীলাচলে নীলাম্বুধিতটে স্বর্গদ্বারস্থ 'শ্রীভক্তি কুটীর' ঠাকুরের ভজনস্থলী-দ্বয় বিরাজিত থাকিয়া শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভপর ভজনের উদ্দীপনা জাগাইতেছে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ঠাকুর শ্রীনামহট্টের কার্য্য আরম্ভ করিয়া শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খৃঃ ঠাকুর ভাগবত পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করেন। ঠাকুরের ভক্তি-সদাচার প্রচারফলে বহু ব্যক্তি গৌড়ীয়ব্রুব ত্রয়োদশ প্রকার অসম্প্রদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শুদ্ধ গৌড়ীয় হইয়া মনুষ্য-জীবন সার্থক করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন (১৩২১ বঙ্গাব্দের ৯ই আষাঢ়) তারিখে "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" শিক্ষাপ্রদান করিয়া শ্রীশ্রীলগদাধর পণ্ডিতের অপ্রকট তিথি আষাঢ়ী অমাবস্যায় প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া বস্তুসিদ্ধির লীলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শুভবিজয় করেন।

—(সংগৃহীত)

"বসুধৈব কুটুম্বকম্"

অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যতপ্রকার জীবকুল আছেন 'সবই আমার আত্মীয়' এই প্রকার বিশাল বিশ্বপ্রেম বা universal brotherhood একমাত্র কৃষ্ণভক্তেরই সম্ভব হয়। কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, যেখানে যত প্রকার জীব আছেন সকলেরই বীজপ্রদ পিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্গীতায় জীব এবং ভগবান্ উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া প্রোথিত হইয়াছেন এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ধান্য ক্ষেত্রের যেমন নিজে নিজে ধান্য উৎপন্ন করিবার শক্তি নাই, সেই প্রকার প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রেরও নিজে নিজে জীব উৎপাদন করিবার শক্তি নাই। অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় বা মেটোবুদ্ধির লোক, প্রকৃতি হইতে জীবের উৎপত্তি হয়—এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে পরম ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরমেশ্বর যখন জীবরূপ তাঁর বিভিন্নাংশ পরাশক্তিকে অপরা-শক্তিতে বীজরূপে প্রদান করেন, তখনই প্রকৃতি কর্ত্তৃক মায়িক বহু মূর্ত্তি-বিশিষ্ট জীব প্রসূত হয়। এবং এই মৌলিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া যেখানে যত প্রকার জীব বর্ত্তমান আছে, তাহারা সকলেই ভগবানের সম্বন্ধে পরস্পর আত্মীয় কুটুম্ব। যাহারা ভগবানকে বুঝিতে পারে না, যাহাদের ব্রহ্ম-জ্ঞান নাই বা যাহারা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত, তাহারা কখনই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এই কথা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ভগবৎ সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে বিশ্বপ্রেমের কাঁদুনী তাহাও 'দুরত্যয়া' মায়ার আর একপ্রকার ছলনা।

'১' (এক) এই অঙ্কের পরে '০' (শূন্য) যতই বসান যায়, ততই মূল্য বৃদ্ধি হয়; কিন্তু যদি এককে বাদ দিয়া অনন্তকোটি শূন্য স্থাপন করা যায়, তবে শূন্যের যেমন কোনই মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না, সেই প্রকার ভগবানকে বাদ দিয়া যে বিশ্বশান্তির ছলনা বা কাঁদুনী তাহা কোন দিনই সাফল্য-মণ্ডিত হইবে না। Classless society বা একজাতীয় সমাজ তখনই সম্ভব হইবে যখন মেটোবুদ্ধির লোকগুলি ভগবৎ সম্বন্ধ আলোচনা করিতে শিখিবে। নিরীশ্বরবাদীর বিশ্ব-প্রেমের ছলনা বিদ্বৎ-সমাজে আদৃত হয় না। মেটোবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকগুলি বিচার করিয়া দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে ভগবানই সমস্ত চরাচর বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব—

"সে সম্বন্ধ নাহি যা'র বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র ॥"

অপরা বা জড়া প্রকৃতি হইতে পরাপ্রকৃতি জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক্। আবার সমস্তই ভগবানের শক্তিপুঞ্জ বিচারে সমস্ত শক্তিই পরস্পর সম্বন্ধিত এবং এক। ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের নিগূঢ় কথা। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলেই বিভিন্ন মূর্ত্তি বা বিভন্ন শক্তি-সম্পন্ন জীব এবং সকলেরই পিতা শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মাকে আমরা পিতামহ বলিয়া থাকি; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মারও পিতা বলিয়া তিনি প্রপিতামহরূপে ভগবদ্গীতায় ঘোষিত হইয়াছেন। যথা— কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্, গরীয়সে **ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে**।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস, ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিস্ত্বং **প্রপিতামহশ্চ**।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

(গীঃ ১১।৩৭-৩৯)

হে মহাত্মন্, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা, অতএব সকলেই আপনাকে কেন নমস্কার করিবে না? হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত তত্ত্ব এবং অচ্যুত। ৩৭ ॥

তুমি আদিদেব সনাতন পুরুষ। তুমিই এই জগতের একমাত্র নিবাসস্থান। তুমিই বেত্তা এবং বেদ্য এবং গুণাতীত বস্তু। হে অনন্তরূপ এই বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। ৩৮ ॥

তুমি বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং **প্রপিতামহ**। আপনাকে আমি সহস্রবার নমস্কার করিতেছি এবং পুনরপি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। ৩৯ ॥

অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আদি এবং সকলেরই পিতা। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর ব্রহ্মসংহিতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত দেবাদি তির্য্যক্ যোনিতে যত প্রকার মূর্ত্তি দেখা যায়

সকলেরই বীজপ্রদপিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং মাতা মহৎযোনি ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ (গীঃ ১৪।৪)

সৃষ্টি-উৎপত্তির কারণ যে কেবল প্রকৃতি ইহা ভ্রমাত্মক। পিতামাতা সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভব হয় না। জগতের যাহা কিছু কার্য্য, তাহা জীবকুল আছেন বলিয়া সম্ভব হইতেছে। জীবকুল যদি না থাকিত তাহা হইলে জগতের কোনই বৈশিষ্ট্য থাকিত না। জীবকুল আছেন বলিয়াই জড়াপ্রকৃতির উদ্ভব ও বৃদ্ধি সম্ভব হইতেছে। সুতরাং জড়াপ্রকৃতির উৎকর্ষ জীবকুলদ্বারাই সম্ভব হইতেছে। জড়াপ্রকৃতিকে নাড়াচাড়া করিয়া জীবকুল যে ভোগের চেষ্টা করে তাহাই প্রকৃতপক্ষে জগৎ। আর জীবকুলের পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী বলিয়া আমরা সকলেই জানি। উৎপত্তি-কালে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সকল জীবই স্বভাব অনুযায়ী সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সঙ্গ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। এবং সেই ত্রিগুণের বহুপ্রকার মিশ্রিত গুণে প্রভাবিত হইয়া জীব বহু মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। যেসকল পণ্ডিত জীবনিচয়কে গুণবর্দ্ধিত অবস্থায় দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-দর্শন সম্ভব হয়। পীত, নীল এবং রক্ত এই তিনটি প্রধান রং কিন্তু এই তিনটি রং এর সংমিশ্রণ-কলানৈপুণ্যে বহু প্রকার রং এর দর্শন সম্ভব হয়। চিত্রকলাবিদ্‌গণ কিন্তু এই তিনটি রংই প্রধান জানেন। পীত রং সত্ত্ব-গুণ, রক্ত রজোগুণ, এবং নীল তমোগুণ। যেমন রং এর মিশ্রণে বহু রং দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার গুণের মিশ্রণে বহু জীবের দর্শন হয়। রংটি বাদ দিলে যেমন দ্রব্য নির্ম্মল হয়, সেইরূপ জীবও গুণাতীত অবস্থায় নির্ম্মল হয়। নির্ম্মল হইলে সর্ব্ব উপাধি নষ্ট হয় এবং তখনই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই দর্শন সম্ভব হয়। অতএব রঙ্গীন দর্শন না করিয়া নির্ম্মল দর্শন করিবার কি পদ্ধতি তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। শাস্ত্রকারগণ বলেন, 'তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্'। 'তৎ'—অর্থাৎ, ব্রহ্ম-পরা চেষ্টার দ্বারা নির্ম্মলত্ব লাভ হয়।

মনুষ্য-জাতির মধ্যে সত্ত্বগুণ-প্রধান মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত, রজোগুণ প্রধান মনুষ্যগণ ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত, রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত গুণ-প্রধান মনুষ্যগণ বৈশ্য নামে অভিহিত এবং তমঃ-প্রধান মনুষ্যগণ শূদ্র নামে অভিহিত। ঘোর তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ শূদ্রাধম, চণ্ডাল, যবন, অন্ত্যজাদি নামে অভিহিত। উপরোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চণ্ডালাদি শূদ্রাধম মনুষ্যগণ অল্প-বিস্তর সকল দেশেই সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে। কোন দেশ বা সমাজবিশেষে

কেবল ব্রাহ্মণই জন্মগ্রহণ করেন, আর কোন দেশ বা সমাজবিশেষে কেবল চণ্ডালাদি শূদ্রাধম বা শূদ্রই জন্মগ্রহণ করে, এরূপ ধারণা যেমন ভ্রমাত্মক, সেইরূপ ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণই হইবে বা চণ্ডালের পুত্র যে চণ্ডালই হইবে এরূপ ধারণাও ভ্রমাত্মক। মূলবীজ-প্রদ পিতা স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং জীবমাত্রেই সকলেই ভগবানের পুত্র। মায়া বা জড়া প্রকৃতির মধ্যে আকর্ষিত হইয়া তাহাদের অনাদি কর্ম্মফল-সঙ্গহেতু ত্রিগুণাত্মক দেহাদিলাভ হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিভ্রান্ত জীবকুলকে পরম পিতা ভগবানের বশ্য করিতে পারিলেই বা ভগবানের সেবাকার্য্যে লাগাইতে পারিলেই, তাহারা ত্রিগুণাতীত হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণদাস জীব তাহা উপলব্ধি করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করে। সুতরাং যাহাদের "বসুধৈব কুটুম্বকম্" দর্শন হইয়াছে তাহারা জীবের নিত্যানন্দ লাভের চেষ্টারূপ কার্য্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবেদয়ার কার্য্যের নিদর্শন মনে করেন। প্রকৃতিজাত জীবগণের সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি হয়, সে বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এইভাবে নির্দ্দেশ দিলেন। যথা—

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ (গীঃ ১৪।১৮)

আমরা উপস্থিত যে ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছি তাহা চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক। উর্দ্ধে যে সকল লোক আছে বা ভুবন আছে তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মলোক বা যেখানে ব্রহ্মা স্বয়ং অবস্থান করেন, সেই স্থান সর্ব্বোচ্চ। সুতরাং ব্রহ্মবাদী সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ তপস্যা প্রভাবে সেই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। রজোগুণ-বিভাবিত ব্যক্তিগণ ভূলোক হইতে স্বর্গলোকাদি মধ্যস্থিত ভুবনে থাকিতে পারেন কিন্তু তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ জঘন্যবৃত্তি-জনিত সর্ব্বনিম্নস্থিত ভুবনে অথবা নরকে বাস করে।

"বসুধৈব কুটুম্বকম্" বিচারে যাঁহারা classless society তৈয়ারী করিয়া পরোপকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া এই ত্রিগুণ-তাড়িত জীবনিচয়কে গুণাতীত অবস্থায় সহজেই অনিতে পারেন—এক-মাত্র কৃষ্ণভক্তির দ্বারা। কারণ যে সকল ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বারা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হন, তাহারা নিশ্চয়ই ত্রিগুণাদি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া যান অর্থাৎ নির্ম্মলত্ব লাভ করেন। যথা—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ (গীঃ ১৪।২৬)

মহাত্মা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সর্ব্বপ্রথমে সোমগিরি সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈতবাদিগণের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মানন্দ সিংহাসনলাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর যখন ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি থাকিলে মুক্তিদেবী, যাঁর জন্য অদ্বৈতবাদিগণ বহু কৃচ্ছ্র সাধনা করেন, তিনি ভক্তদিগের নিকট মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদাই সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্যামসুন্দর মুরলীধরে যিনি ভক্তিযোগ সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মভূত অবস্থা বা নির্ম্মল অবস্থা সহজেই লাভ হয়।

মহাবদান্য অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর যে শিক্ষাষ্টক আমাদের দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রথমেই "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনম্" ইত্যাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনেরই জয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু বা দুইটি একই বস্তু। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন দ্বারা কর্ম্মজ্ঞান পর্য্যায়ের যে চরম ফল—চিত্তশুদ্ধি, তাহা সহজেই লাভ হয়। এই চিত্তশুদ্ধিলাভই ব্রহ্মানুভূতি নির্ম্মলত্ব। শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত নিরপরাধ সংকীর্ত্তনই জীবের স্বরূপানুভূতি-নির্ম্মলত্ব লাভের একমাত্র উপায়।

ভগবান্ ভক্তির দ্বারা লভ্য হয়—একথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি এবং আনুসঙ্গিকভাবে যে মায়ামুক্তি হয় তাহাও আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। অতএব নির্ম্মলত্ব লাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রপত্তিই প্রধান কার্য্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

শারদীয়োৎসবে গৌড়ীয়

বর্ণাশ্রমনির্ব্বিশেষে হিন্দুমাত্রেরই শারদীয়োৎসবে সমানাধিকার রহিয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া সৎসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলে জানা যায় যে—গৌড়ীয়গণের শারদীয়োৎসবে বিশেষ কৃত্য রহিয়াছে, বা গৌড়ীয়গণদ্বারাই শারদীয়োৎসব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ 'শারদীয়'-শব্দে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানা দরকার। 'শরৎ'-শব্দে ভাদ্র-আশ্বিন মাসকে বুঝাইয়া থাকে। এবং এই শরৎ শব্দ হইতেই শারদীয় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শরৎকালে যাহা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাকে শারদীয় মহোৎসব বলে। অথবা বর্ত্তমানে শারদাদেবী বলিতে দুর্গাদেবীকেও বুঝাইয়া থাকে। এই

শারদাদেবীকে উপলক্ষ করিয়া বর্ত্তমানে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকেও সাধারণতঃ শারদীয় উৎসব বলা হয়।

আধ্যক্ষিক বিচারপর শাক্ত বা স্মার্ত্ত-মতাবলম্বী প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ শারদীয়োৎসবকে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়ার আবাহনের অনুষ্ঠানরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহারা এইরূপ উপাসনা বা উৎসবায়োজনকে নিজেদের জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভোগপর বাসনার পরিপূরক একচেটিয়া পন্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেহেতু ইহারা যে-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শারদীয়োৎসবের মধুময় আনন্দসিন্ধুর ছায়ামাত্র উপভোগ করিতে ব্যস্ত থাকেন, তাহা কামকামী জড়-ভোগবাদিগণের বদ্ধাবস্থার ক্ষণিক সুখৈষণা ছাড়া কিছুই নহে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই শারদীয়োৎসব 'গৌড়ীয়'গণের যে নিত্য অনুষ্ঠেয়, ইহা স্মার্ত্তগণের চিন্তাধারার বহির্ভূত বিষয়। গৌর-পদাঙ্ক অনুসরণকারী গৌড়ীয়গণ 'শক্তিঃ শক্তিমতোরভেদঃ' এই মন্ত্রের সাক্ষাৎ উপাসক; অতএব তাঁহারা শুদ্ধশাক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিঃশক্তিক তত্ত্ববস্তু বা ক্লীবব্রহ্মের উপাসক নহেন। ইঁহারা অবিচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন কল্যাণৈক গুণনিধিপরতত্ত্বের উপাসক। যেখানে পর-তত্ত্বের উপাসনার কথা বিদ্যমান, সেখানে পরাশক্তির উপাসনার কথা ওতপ্রোত-ভাবে স্বতঃই অবস্থিত রহিয়াছে। কাজেই এই বিচার দ্বারা গৌড়ীয়গণ শুদ্ধ-শাক্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। ভগবচ্ছক্তি ও শক্ত্যুপাসনা সম্বন্ধে বিচার করিলে জানা যায় যে—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন—প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি-নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা বলি যারে। অন্তরঙ্গা 'স্বরূপশক্তি' সবার উপরে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫০।১৫১)

এই চিচ্ছক্তিকে পরাশক্তি বা যোগমায়া বলা হয়, মায়াশক্তিকে অপরাশক্তি বা মহামায়া বলা হয়, এবং অনন্ত অসংখ্য জীবনিচয়কে তটস্থা শক্তি বা জীব-শক্তি বলা হয়। এখানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—মায়া কি? উত্তরপক্ষে—'মীয়তে অনয়েতি মায়া'। যাহাদ্বারা বা যে অশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা প্রকৃতিজাত যাবতীয় বস্তুকে নিজকে, এমন কি ঈশ্বরকেও মেপে নেওয়ার অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহাকে সাধারণত মায়া বলা হয়। তত্ত্বদর্শিগণ এই মায়াকে বিমুখ-মোহিনী মহামায়া বলিয়া থাকেন। আর এক প্রকার মায়া আছে যদ্দ্বারা অর্থাৎ যে চির-মার্জ্জিত বুদ্ধি প্রভাবে পরিচালিত হইয়া, বাস্তব বস্তু যে কি, তদ্বিষয়ে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত দিব্য জ্ঞানের উদয় করাইয়া দিতে পারে, ইহাকেই ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী উন্মুখ-মোহিনী 'যোগমায়া' বলিয়া থাকেন। মায়ার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—মোহন করা। কাজেই উন্মুখ ও বিমুখ-মোহিনী হিসাবে 'মায়া' দুইপ্রকার জানা যাইতেছে। যখন ধরা শতসহস্র দৈত্যদিগের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার শরণ লইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাও ধরা সহ ক্ষীরাব্ধি-বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু স্বয়ং পৃথিবীর ভার হরণ-মানসে যোগমায়ার সহিত ব্রজে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ব্রহ্মাকে আদেশ করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে

জানাযায় যে—বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি ॥ (ভাঃ ১০।১।২৫)

এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে—"স্বলীলা পরিকরাণাং ভক্তানাং ভক্ত-দ্বিষাং কংসাদিনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়াঞ্চাদিশদ্ ইত্যাহ বিষ্ণোর্মায়া যোগমায়াং সমাদিশদিত্যগ্রিমোক্তেঃ। প্রভুনা কৃষ্ণেনাদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশ-ভূতবহিরঙ্গামায়াসহিতৈব কার্য্যার্থে প্রাদুর্ভবিষ্যতি। অত্র জগৎ শব্দেন যদ্বৎ প্রাকৃতাপ্রাকৃতং লক্ষ্যতে মায়াশব্দেনাপি তদ্বৎ যোগমায়াং মহামায়াঞ্চোপলক্ষ্যতে।

অতএব যোগমায়া মহামায়াভেদে দুইপ্রকার মায়া রহিয়াছেন। একই 'মায়া' কার্য্যার্থে অর্থাৎ দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ, যশোদার মোহপ্রাপ্তি প্রভৃতি রূপে যোগমায়া ও অন্যদিকে কংসাদি বঞ্চনারূপ মহামায়া জগতে বিস্তার লাভ করিয়া রহিয়াছেন। এখানে বক্তব্য এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ উন্মুখ-মোহিনী যোগমায়া দেবীর নিত্য কৃপালাভ করিবার জন্য শারদীয়োৎসবের মহদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর প্রাপঞ্চিক জড়াভিমানী জীবগণ—স্বর্গ, মোক্ষ, ধন, জন, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও অণিমাদি লাভ করিবার জন্য, বিমুখমোহিনী জগন্মাতা-মহামায়া-স্বরূপা শারদাদেবীর অর্চ্চন করেন। গৌড়ীয়গণ অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা লাভ করিবার মানসে ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া এইমন্ত্রে স্তব করিয়া থাকেন—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥"

অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-অবিচ্ছেদ্য, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সেবাসুখ দান করিবার জন্যই কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব-সুখৈষণায় কাত্যায়নীর আরাধনা করেন নাই বা আধ্যক্ষিকতা বা অশ্রৌত পথাবলম্বিগণের চিন্তাস্রোতের অন্তর্গত ধনং দেহি, জনং দেহি, যশোদেহি, দ্বিষোজহি, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহীত্যাদি প্রকারে স্ব-সুখ পরিপোষণ কামনায় পূজা করেন নাই। সেইজন্য গৌড়ীয়গণ নিম্নরূপে প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শারদীয়োৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যথা—(ব্রঃ সংহিতা)

সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা, ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা, প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজন করি। তাই, গৌড়ীয়গণের শারদীয়োৎ-সবের আনন্দ-ধারা, নিত্য ও অফুরন্ত অপ্রতিহতগতিতে জগতে অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগরত্ন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা)
তাং— ইং ২২।৯।৫৫

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীশ্রীমথুরাধামস্থ **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উর্জ্জব্রত** উপলক্ষে **শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার** বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন। আগামী **১৩ই কার্ত্তিক ১৩৬২, ৩১শে অক্টোবর ১৯৫৫, সোমবার হইতে ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর, মঙ্গলবার** পর্য্যন্ত উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমা হইবে। তজ্জন্য **১১ই কার্ত্তিক ২৯শে অক্টোবর, শনিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮-৫০ এর ট্রেণে রিজার্ভ গাড়ীতে** যাত্রা করা হইবে। পথিমধ্যে গয়া, কাশী, প্রয়াগ দর্শন করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি— নিবেদক—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ

নিয়মাবলী ঃ—

১। **পত্র ব্যবহার ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী),** পঃ বঙ্গঃ।

২। উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমায় ন্যূনাধিক **৩০ দিন সময়** লাগিবে।

৩। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ**, হাওড়া ষ্টেশন হইতে **যাতায়াত ট্রেণভাড়া ও মোটর ভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **১৬০৲ টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

৪। **মোটর বাসে** পরিক্রমা হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ ব্যয় লাগিবে না।

৫। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যক বোধে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী লইবেন।

৬। যাত্রিগণ **৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবরের পূর্ব্বেই** দেয় ভিক্ষার মধ্যে **৬০৲ টাকা** ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট চুঁচুড়ার ঠিকানায় জমা দিবেন।

৭। অগ্রিম ৬০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ১১ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর শনিবার **—বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে** হাওড়া ষ্টেশনে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৬ দামোদর, ৪৬৯ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
বুধবার, ২৯ কার্ত্তিক, ১৩৬২ ; ইং ১৬।১১।৫৫

শ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

স্ব-জন্মন্যৈশ্বর্য্যং বলমিহ বধে দৈত্যবিততে-
র্যশঃ পার্থ-ত্রাণে যদুপুরি মহাসম্পদমধাৎ।
পরং জ্ঞানং জিষ্ণৌ মুষলমনু বৈরাগ্যমনু যো-
ভগৈঃ ষড়্ভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥১॥

চতুর্ব্বাহুত্বং যঃ স্বজনি সময়ে যো মৃদশনে
জগৎকোটীং কুক্ষ্যন্তরপরিমিতত্বং স্ববপুষঃ।
দধিস্ফোটে ব্রহ্মাণ্যতনুত পরাস্ততনুতাং
মহৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥২॥

বলং বক্যাং দন্তচ্ছদনবরয়োঃ কেশিনি নৃগে
নৃপে বাহ্বোরঙ্ঘ্রেঃ ফণিনি বপুষঃ কংস-মরুতোঃ।
গিরিত্রে দৈত্যেষ্বপ্যতনুত নিজাস্ত্রস্য যদতো-
মহৌজোভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৩॥

অসংখ্যাতা গোপ্যা ব্রজভুবি মহিষ্যো যদুপুরে
সুতাঃ প্রদ্যুম্নাদ্যাঃ সুরতরু-সুধর্ম্মাদি চ ধনম্।
বহির্দ্বারি ব্রহ্মাদ্যপি বলিবহং স্তৌতি যদতঃ
শ্রিয়াং পূরৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৪॥

যতো দত্তে মুক্তিং রিপুবিততয়ে যন্নরজনি-
র্বিজেতা রুদ্রাদেরপি নতজনাধীন ইতি যৎ।
সভায়াং দ্রৌপদ্যা বরকৃদতিপূজ্যো নৃপমখে
যশোভিস্তৎ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৫॥

ন্যধাদ্গীতারত্নং ত্রিজগদতুলং যৎপ্রিয়সখে
পরংতত্ত্বং প্রেম্নোদ্ধব-পরমভক্তে চ নিগমম্।
নিজপ্রাণপ্রেষ্ঠাস্বপি রসভরং গোপকুলজা-
স্বতো জ্ঞানৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৬॥

কৃতাগস্কং ব্যাধং সতনুমপি বৈকুণ্ঠমনয়ন্-
মমত্বস্যৈকাগ্রানপি পরিজনান্ হন্ত বিজহৌ।
যদপ্যেতে শ্রুত্যা ধ্রুবতনুতয়োক্তাস্তদপি হা
স্ববৈরাগ্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৭॥

অজত্বং জন্মিত্বং রতিররতিতেহারহিততা
সলীলত্বং ব্যাপ্তিঃ পরিমিতিরহন্তামমতয়োঃ।
পদে ত্যাগাত্যাগাবুভয়মপি নিত্যং সদুররী-
করোতীশঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৮॥

সমুদ্যৎ সন্দেহজ্বরশতহরং ভেষজবরং
জনো যঃ সেবেত প্রথিত-ভগবদ্ভাষ্টকমিদম্।
তদৈশ্বর্য্যস্বাদৈঃ স্বধিয়মতিবেলং সরসয়ন্
লভেতাসৌ তস্য প্রিয়পরিজনানুগ্যপদবীম্ ॥ ৯ ॥

———

শ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি স্বীয় আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য, দৈত্যগণের বিনাশে বল, যুধিষ্ঠিরাদির রক্ষণে যশঃ, যদুপুরে সুধর্ম্মাখ্যসভা স্থাপনে ও পারিজাত আনয়নাদি মহাসম্পদ, অর্জ্জুনে (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানিষ্ঠ) পরমতত্ত্বজ্ঞান এবং (মুষলদ্বারা) যদুবংশ নাশে পরম বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত প্রকার ছয়টি ভগের (**ষড়ৈশ্বর্য্যের**) দ্বারা পরিপূর্ণ-স্বরূপ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় আবির্ভাব সময়ে দেবকী ও বসুদেবের নিকটে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় স্বীয় মুখাভ্যন্তরে জননীকে জগৎকোটী দেখাইয়াছিলেন, দধিভাণ্ড-ভঙ্গলীলাতে নিজদেহের কুক্ষিগত পরিচ্ছিন্নত্ব ও বৎস-হরণ-লীলায় ব্রহ্মার বিস্ময়ের নিমিত্ত অনন্তবিগ্রহ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই মহা **ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ** শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ২ ॥

যিনি ওষ্ঠ ও অধর দ্বারা মায়াবিনী পূতনার স্তন-পানচ্ছলে প্রাণ হরণ করিয়া ওষ্ঠাধরের বল, কেশী নামক দৈত্যে ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগ নামক নৃপে বাহুযুগলের বল, কালিয় নাগে চরণের বল, কংস ও বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্তের প্রতি স্বীয় বিগ্রহের বল এবং শ্রীমহাদেব ও দৈত্যগণে নিজাস্ত্রসমূহের বল বিস্তার করিয়াছিলেন, **মহাবীর্য্য** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৩ ॥

ব্রজ-পুরে অসংখ্য ব্রজ-সুন্দরীগণ ও দ্বারকায় রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টোত্তর শতাধিক-ষোড়শ-সহস্র (১৬১০৮) মহিষীগণ, প্রদ্যুম্নাদি সংখ্যাতীত পুত্রগণ, পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্ম্মাখ্য-সভাদি-ধন এবং পুরীর বহির্দ্বারে ব্রহ্মাদি দেবগণও বলিবহ স্বরূপে যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, **শ্রী-সমূহে** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৪ ॥

যিনি রিপুগণকেও যথাযোগ্য সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, নরজন্ম প্রকট করিয়াও রুদ্রাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, স্বয়ং স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তজন-বশবর্ত্তী, সভাস্থলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সময়ে লজ্জানিবারণ বিষয়ে বরদাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদির রাজসূয়-যজ্ঞে অগ্রপূজা সম্বন্ধে অতিপূজ্য হইয়াছিলেন, **যশঃ-সমূহে** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥৫॥

যিনি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে ভুবনত্রয়ে তুলনারহিত গীতারত্ন, পরমভক্ত উদ্ধবে প্রীতিসহকারে পরমতত্ত্ব-নিগম এবং নিজ প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাসকলে

রসরাশি সমর্পণ করিয়াছেন, নিখিল জ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৬ ॥

যিনি অপরাধকারী জরা-নামক ব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি করাইয়াছিলেন এবং মমতাস্পদ যদুবংশীয় পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! যদ্যপি তাঁহারা শ্রুতি কর্ত্তৃক নিত্যবিগ্রহরূপে কীর্ত্তিত, তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আহা! এবম্বিধ স্ববৈরাগ্যে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৭ ॥

যিনি জন্মরহিত হইয়াও জন্মশালী, আসক্তিযুক্ত হইয়াও আসক্তিশূন্য, নিশ্চেষ্ট হইয়াও সচেষ্ট, সর্ব্বব্যাপক হইয়াও হস্তপদাদিদ্বারা পরিমিত, এবং অহন্তা মমতার পাত্রগণের ত্যাগ ও রক্ষণ এই উভয়ই নিত্য অঙ্গীকার করিতেছেন, সেই পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৮ ॥

যিনি স্বয়ং ভগবানের উক্ত ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য অনুভবের দ্বারা স্বীয় মতিকে সাতিশয় রস সম্বলিত করিয়া হৃদ্‌গত সন্দেহ-জ্বরসমূহের বিনাশকারী ভেষজবর-তুল্য এই বিখ্যাত ভগবত্ত্বাষ্টক নিত্যপাঠ করেন, তিনি সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবানের প্রিয় পরিকরগণের অনুগত পদবী লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—অকিঞ্চন (৯)

অকিঞ্চনের লক্ষণ

যিনি অহংগ্রহোপাসনা-মদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মফল-লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন এবং যিনি ভগবদ্বিভিন্ন অপরবস্তু-প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহার জ্ঞান-সম্পত্তি, কর্ম্ম-সমৃদ্ধি এবং লৌকিক সুখ-লাভে চিত্ত ব্যগ্র নহে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ত্যাগী অকিঞ্চন নহে; কিঞ্চন বা কিছুর ভোগী-সজ্জায় অধীন ও বদ্ধ

এই জড়-জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গ-সুখাদিতে ভোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া তত্তৎফল-লাভের উদ্দেশে কখনও বা ত্যাগীর বেশে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের প্রবল তাড়নায় আমার ছিল, আমার আছে বা আমার চাই বলিয়া "কিছুর" অন্বেষণ করেন। যেকাল পর্য্যন্ত

জীব "কিছুর" পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন তখন পর্য্যন্ত "কিছু" তাঁহাকে ছাড়ে না। "কিছু" সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে।

সজ্জন কে ?—যাহা কিছু, সমস্তই আশ্রয়জাতীয়, সুতরাং সজ্জনের ভোগ্য নহে

যাঁহার "কিছু" নাই তিনিই অকিঞ্চন তিনিই সজ্জন। তাঁহার কিছু অন্বেষণ করিতে হয় না। কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া দৌড়াইতে হয় না। সোজা সুজি সেই "কিছুটী" আশ্রয় জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং সুনির্ম্মল আশ্রয় জাতীয় হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্মিতাকে বিষয় জাতীয়ের অভিন্ন জানিয়াছেন; সুতরাং আশ্রয় বা অবলম্বন অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয় লাভের জন্য ঢুঁড়িতেছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয় জাতীয় এবং ভগবান্‌ই তাঁহার একমাত্র নিত্য বিষয় একথা ভুলিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয় তৎকালাবধি তিনি সকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী।

শুদ্ধ বৈষ্ণবই অকিঞ্চন, সুনীচ, সহিষ্ণু ও প্রপন্ন

ভগবানের শুদ্ধভক্তই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তৃণাপেক্ষা সুনীচ অর্থাৎ জড়ের কোন উপাধিকে তিনি নিজ সম্পত্তি বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন তরু অপেক্ষা সহ্যগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আক্রমণের যোগ্য বলিয়া আপনাকে জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পত্তিমান্ জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। সজ্জনই একমাত্র অকিঞ্চন। তিনি সুবিমল কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ। সজ্জন হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত পরাপেক্ষা রহিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

—শ্লোকটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অকিঞ্চন বা সজ্জন হইয়াছেন। বিনাশী অসদ্-বস্তুর প্রতি তাঁহার কোন অভিনিবেশ নাই। তিনি প্রপন্ন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল স্বরস্বতী ঠাকুর

সজ্জন—সর্ব্বোপকারক (১০)

চারি শ্রেণীর জীবমধ্যে ১ম শ্রেণী অন্যাভিলাষী

জগতে জীবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। প্রথমতঃ অন্যাভিলাষী যাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তিযোগ স্বীকার না করিয়া নিজ

রুচিমতে চালিত হইয়া যথেচ্ছা আচরণ করেন এবং তাদৃশ আচরণদ্বারা নিজ সুখান্বেষণকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ত্রৈবর্গক কর্ম্মী

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মাবলম্বক, যাঁহারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিজ সুখভোগ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া পুণ্য সংগ্রহ করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ, স্বর্গসুখভোগ, মহঃ জন সত্য তপোলোক-লাভেচ্ছায় চেষ্টাবান্, জীবের জড়সুখ লাভের উদ্দেশ্যে ঐহিক চেষ্টা-বিশিষ্ট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অশ্বত্থপ্রতিষ্ঠা, পথনির্ম্মান জলদানাদি ইষ্টাপূর্ত্ত, ব্রাহ্মণ ভোজন, লোকহিতকর ভিক্ষা-মন্দির প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা পুণ্য সংগ্রহপূর্ব্বক তত্তৎ সৎকর্ম্মের পরিবর্ত্তে ফলস্বরূপে নিজ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা নিজের জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর। উহাকেই তাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-লাভ নামক ত্রিবর্গসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডরত মানবগণ অনিত্য ফলভোগ কামনায় জগতের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ নহেন।

২য় শ্রেণী মধ্যে পুণ্যকামী কর্ম্মী পরোপকারক নহে

পুণ্যবান্ কর্ম্মীর ব্রত হঠযোগ ও বৈদিকানুষ্ঠানগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি অনিত্য সৎকর্ম্মগুলি, অন্যাভিলাষীর যথেচ্ছাচার হইতে অপেক্ষাকৃত সৎ। অন্যাভিলাষী অপেক্ষা সৎকর্ম্মপর মানব অনেকের অনিত্য ও আংশিক উপকার করিতে সমর্থ, কিন্তু সর্ব্বোপকারক নহেন। কর্ম্মী নিজেরই যথার্থ উপকার করিবার সম্বন্ধে উদাসীন, আবার নিজ জন বলিয়া যাহাদিগকে বলেন তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। ঐহিক বা আমুত্রিক খণ্ডকালগত শ্রেয়ঃলাভের পন্থা ব্যতীত নিত্যসুখ ও পূর্ণসুখের দৃশ্য তাঁহার হৃন্ময়নে দৃগ্‌গোচর হয় না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কর্ম্মী, জগতে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ দেন, এবং নিজে সেই উপদেশফলে অনিত্য জড়সুখ অর্জ্জন করেন মাত্র।

৩য় শ্রেণী—জ্ঞানী, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনলোপকারী নির্ব্বিশেষবাদী

তৃতীয়তঃ জ্ঞানী, কর্ম্মকাণ্ডনিপুণের ন্যায় আংশিক ও অনিত্য সুখের ভিক্ষু নহেন। জ্ঞানীর বিচারে খণ্ডকালের অনিত্য সুখ কখনই পূর্ণ নহে; সুতরাং কর্ম্মীকে তিনি নিতান্ত খর্ব্ব-দৃষ্টি-সম্পন্ন ভোগী বলিয়াই জানেন। জ্ঞানীর মতে অন্যাভিলাষীর চেষ্টা ও কর্ম্মীর পুণ্যাদি উভয়ই বর্জ্জনীয়। তিনি ভোগী নহেন, আপনাকে ত্যাগী বা বৈরাগী বলিতে ব্যস্ত। জ্ঞানী বলেন ভোগবুদ্ধিতে অজ্ঞান বাস করে, কালদ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার বিচার মতে বস্তুর অদ্বয়তার সহিত নির্ব্বিশেষভাব বিজড়িত। নির্ব্বিশেষ বিচারে বস্তুর বিচিত্রতা

না থাকায় দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনগত নিত্য বিশেষ নাই। অহংগ্রহোপাসক মুমুক্ষু জ্ঞানী বলেন এই ভেদ-জগতে অজ্ঞানক্রমে দ্বৈতভাব উদয় হওয়ায় এই প্রকার অশান্তি কল্পিত হইয়াছে। অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অখণ্ড জ্ঞান, অখণ্ড সত্তা ও অনবচ্ছিন্নানন্দের উদয় হয়। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, আনন্দাস্তিত্ব, আনন্দানুভবকারী ও আনন্দ নামক বিশেষত্রয় অনন্তকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া অদ্বয়তার নির্ব্বিশেষত্বই অবশিষ্ট থাকে।

৩য় শ্রেণী—জ্ঞানী - পরোপকারক নহে

জ্ঞানীর এই নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিই বহুমাননের বিষয়। তিনি মনে করেন এইরূপ শুদ্ধ, পূর্ণ, নিত্য, মুক্ত ভগবৎসত্তাকে জড়ের প্রকারভেদরূপে প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। এইরূপ একটী কাল্পনিক জড়বিচার কখনই ভগবানের অনন্ত শক্তিমত্তার হ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। ভবরোগের চিকিৎসার জন্য অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী অসমর্থ হইয়াছে দেখিয়া জ্ঞানাবলম্বকের মুমুক্ষা-বিচারে ঈশ্বর-রাহিত্যের মাহাত্ম্য দর্শনে ভগবদ্ভক্তগণ উপকৃত হন না। যথেচ্ছাচারী নাস্তিক্য প্রচার করিতে গিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাই জ্ঞানী ন্যূনাধিক সমর্থন করিয়া নিজদল পুষ্টি করায় ভগবদ্ভক্তগণ উপকৃত হইলেন না—একথা মায়াবাদী জ্ঞানীও বুঝিতে পারেন।

জ্ঞানী মুমুক্ষুর বিচার ভক্তগণ কর্ত্তৃক ধিক্কৃত

মুমুক্ষু, বিচারকের পরিচ্ছদে যে সকল উপদেশ যাহাকে দিলেন, সে-সকল কথাই অজ্ঞানোত্থ জড়বিচারাধীন, সুতরাং তাদৃশ করণসাহায্যে তাদৃশ অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য ভক্তিযোগীর নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ মাত্র। জ্ঞানীর লক্ষ্য বস্তু কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইলে আত্মবিনাশরূপ চরম ফল লাভই ঘটে। নির্ব্বিশেষত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার ঐ প্রকার দল-পোষণ স্বীয় অপক্কতার নিদর্শন মাত্র। অপক্ক পনসকে যদি প্রপক্ক কাঁটালে পরিণত করা হয় তাহা হইলে উহা এঁচড়ে পাকা বলিয়া উদ্দেশের ব্যাঘাত করে।

জ্ঞানীর মোক্ষ কাল্পনিক ও জ্ঞানী সজ্জনচরণে অপরাধী

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নিত্যকাল পূর্ণ চিদ্‌বিলাসরঙ্গে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপ-শক্তি প্রকট করিয়া যে সর্ব্বোপকারকতা বিস্তার করিতেছেন তাহা ভক্তের নিত্য-পরিপন্থী-নির্ব্বিশেষবাদীর জ্ঞানের গম্য নহে। **নিষ্ঠুর জ্ঞানী সজ্জনের চরণে নিত্যকাল অপরাধী** বলিয়া মোক্ষের যে কাল্পনিক চিত্র জড়বিচারে

অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভক্ত ব্যতীত অন্যের উপকার করিতে সমর্থ মনে করেন। ভক্তিযোগের পরিপন্থী জ্ঞানযোগ কখনই কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না। জড়বস্তুর অনুপাদেয়তার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে চিন্ময় শক্তিমান্ ভগবানকে কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষান্ধকূপে পাতিত করিয়া যে অপরাধ সঞ্চিত হয় তদ্দ্বারা মুমুক্ষুর কোন উপকার হয় না এবং ভক্তেরও তিনি কোন উপকার করিতে পারেন না। মায়াবাদী মুমুক্ষু তমোগুণের দ্বারা বিচার করিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বকে জড়নির্ব্বিশেষত্বে স্থাপন করিলেই তিনি কি প্রকারে সর্ব্বোপকারক হইবেন।

জ্ঞানীর জড়-নির্ব্বিশেষ ভক্তের চিৎ-সবিশেষের তুল্য নহে

জড়নির্ব্বিশেষ কখনই চিৎ সবিশেষের তুল্য নহে। চিন্নির্ব্বিশেষ মুখে বলিয়া উহাকে জড় সবিশেষের প্রকার ভেদ জ্ঞান করিলে অজ্ঞান পুষ্ট হয়, তাহা কখনই মুক্তপুরুষের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিক নিজ মৎসরতাময় চিত্তবৃত্তিকে শান্তরস বলিয়া প্রতিপাদন করিলেই যে তিনি সর্ব্বোপকারক সজ্জন সংজ্ঞা লাভ করিবেন একথা সজ্জন কখনই বলেন না।

মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া পরোপকারক নহে

কপটভক্ত মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বলেন যে তাঁহারা সর্ব্বোপকারক যেহেতু তাঁহারা নিঃশ্রেয়স কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে তাঁহারা শুদ্ধভক্তসংজ্ঞায় কখনই দৃষ্ট হইতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব পুষ্ট হইতেছে, মায়াবাদী, কর্ম্মী, যথেচ্ছাচারী প্রভৃতি পরহিংসাময় ভাব-সমূহ হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে সেকালপর্য্যন্ত পরোপকারের স্বরূপ প্রতীতি তাঁহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিতে পারে না।

চতুর্থ কৃষ্ণভক্ত—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর মঙ্গল বিধায়ক

শেষতঃ (চতুর্থ) শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই একমাত্র সর্ব্বোপকারক। তিনিই সজ্জন। শুদ্ধভক্তই মায়াবাদীকে তাহার বিচারমূঢ়তা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, তিনিই কর্ম্মীকে তাঁহার ফল্গু ভোগবাসনা হইতে উদ্ধার করিতে বলবান্, তিনিই কেবল যথেচ্ছাচারীকে তাহার ক্ষুদ্র অভিলাষের কৈঙ্কর্য্য হইতে উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে ক্ষমবান্। সেইজন্যই শুদ্ধভক্ত কুলশেখর বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অথবা পার্থিব অশান্তি অপনোদনের চেষ্টারূপ মোক্ষ শুদ্ধভক্তের থাকিতে পারে না, মুমুক্ষা নাম্নী ছলনা কখনই শুদ্ধভক্তকে আক্রমণ

করিতে পারে না। একমাত্র জীবের নিত্যবৃত্তি হরিসেবাই জীবের পরমোপকারে সমর্থ এবং হরিজনগণই সর্ব্বোপকারক।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত—সজ্জন ও সর্ব্বোপকার

তাঁহারা (শুদ্ধভক্তগণ) মায়াবাদীর ন্যায় মতবাদ-প্রচার বা ভোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিরূপ স্বার্থে প্রমত্ত নহেন। কৃষ্ণস্বার্থ ব্যতীত মায়িক ভোগপর স্বার্থ বা জড়ত্যাগপর অনর্থ ভক্তকে কোনদিন গ্রাস করিতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণ-প্রপত্তি ব্যতীত জীবের কাল্পনিক অপবর্গ-মার্গ কখনই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র কৃষ্ণৈকপ্রপন্ন সজ্জনই নিজোপকারক এবং সমগ্র জগৎকে হরিজন-জ্ঞানে সর্ব্বোপকারক সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদাই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত আবার মিছাভক্তগণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে বলবান্। সজ্জনকুলচক্র ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—"কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হব তাতে অনুরক্ত"। সর্ব্বোপকারকের কিরূপ বিস্তারিণী দয়া, সজ্জনগণ হৃদয়ে ধারণা করুন্ এবং তাদৃশ সর্ব্বোপকারক হইয়া কৃষ্ণসেবা করুন্,—ইহাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র ভিক্ষা। সজ্জন নির্ম্মৎসর। অসজ্জন সমৎসর। মৎসরতা প্রবল হইলে উপকার-বৃত্তি তিরোহিত হইয়া অপকার বা হিংসায় পর্য্যবসিত হয়। সজ্জন নিত্য কৃষ্ণদাস সুতরাং মায়াবাদী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর মৎসরতা তাঁহাকে কোনদিন আক্রমণ করে না। তিনি নিত্যকাল মৎসর সম্প্রদায়ের উপকার করিয়া সর্ব্বোপকারক নামের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ

অসৎ-সঙ্গ ভজনোন্নতির বাধা

অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ সাধন কোনপ্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎ-সঙ্গ আছে তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজনলিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিনপরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। বহু-দিন পরে উন্নতি না দেখিলে কাজেকাজেই নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; নৈরাশ্য হইলে সাধন-ভজন সকলই পরিত্যক্ত হয়। একবার গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখুন

কেনই বা ভজনোন্নতি হয় না। সৌভাগ্যবান্ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, অসৎ-সঙ্গক্রমে ভজনের উন্নতি হয় না।)

অসৎ-সঙ্গ, অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম-মূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।

* * * *

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৮৪)

অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না।) অসৎ দুইপ্রকার, অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণে ভক্তিহীন।

সদ্গৃহস্থ স্ত্রীসঙ্গী নহে

স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলা যায়? বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস করাকে কি স্ত্রীসঙ্গ বলে? এইরূপ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এই স্মৃতি-বচন পাঠ করিয়াছিলেন;—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীর নামই গৃহ। গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে। আবার শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কলিজীব উদ্ধার হইয়া থাকে। বিবাহিত স্ত্রীর সহিত কৃষ্ণ-সংসার স্থাপন করিলে জীবের ভজনোন্নতির ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সাহায্য হয়। কৃষ্ণসেবার উপকরণস্বরূপ স্ত্রী-পুত্র অঙ্গীকারকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। বরং তত্ত্যাগে শুষ্ক বৈরাগ্যের বিশেষ অনাদর ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায়। বিবাহিত পত্নীকে কৃষ্ণদাসী ও তদ্গর্ভ-জাত পুত্রকে কৃষ্ণদাস বলিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা ভক্তের পক্ষে কিছুমাত্র দূষণীয় নয়।

স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলে?

যদি বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যুক্তবৈরাগ্যের ব্যবস্থাক্রমে সহবাসাদি স্ত্রীসঙ্গ হইল না, তবে স্ত্রীসঙ্গ কাহাকে বলে? তদুত্তর এই যে 'সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি। সেই বিবাহিত স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়িলে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায়। আসক্তি

জীবের একটী নিত্যধর্ম্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে অন্যত্র আসক্তি থাকে না। স্ত্রীতে আসক্তি করিলে সুতরাং কৃষ্ণাসক্তি খর্ব্ব হয়। **কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি**। স্ত্রীতে যুক্ত-বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণে আসক্তি করিলে স্ত্রীসঙ্গ হইল না। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর সহিত কোনপ্রকার সহবাস করাকেও স্ত্রীসঙ্গ বলে। যুক্ত-বৈরাগ্য বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। অন্য স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ, হেয় ও পাপময়।

অবৈধ পত্নী বা উপপত্নীগামীর সঙ্গ বর্জ্জনীয়

গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ পদ্ধতির দ্বারা লব্ধ পত্নীর সহিত অনাসক্তরূপে সহবাসকে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায় না। সেরূপ গৃহস্থ পুরুষের সঙ্গও অসৎ-সঙ্গ নয়। **অবৈধ পত্নী বা উপপত্নী গ্রহণই স্ত্রীসঙ্গ**। যে পুরুষেরা তাহা করিয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গও অসৎ-সঙ্গ। অতএব অনাসক্ত গৃহস্থ ভক্তের সঙ্গ ও স্ত্রী-সহবাস-রহিত অগৃহ বৈরাগী ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বদা ভজনানুকূল। অতএব স্ত্রী-সঙ্গী ও ভক্তিহীন-গৃহস্থ বা অগৃহ (ভক্তিহীন) বৈরাগীর সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গে শ্রীহরিনাম সাধন করিলে সাধকের দিন দিন ভজনোন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে গতপক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে তাহা হইলে অসৎ-সঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভাগবতাষ্টক

(১)

শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের ভ্রমর যাঁহারা।
প্রেমরস আস্বাদনে সদা মাতোয়ারা॥
কৃষ্ণেতর অভিলাষ একান্ত বর্জ্জিত।
হরিকথা সুধাস্বরে সদা ক্রীড়ারত॥
নাম রস আস্বাদনে উজ্জ্বল বদন।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ॥

(২)

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ এসে।
লুটিলেও পাদপদ্মে দেখি' ঘৃণা বাসে ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দনে প্রীতি সুধা পানে মত্ত।
সর্ব্ব ক্লেশ মুক্ত যাঁরা সদানন্দ চিত্ত ॥
দুষ্পারা ভবসিন্ধু, দেখে গোষ্পদ সমান।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ ॥

(৩)

গোপীনাথ-কৃষ্ণ-সেবা ব্রহ্মা-শিব আদি।
অন্বেষিয়া নাহি পান ভ্রমি কল্পাবধি ॥
কিন্তু যাঁরা প্রেমবলে বান্ধি রজ্জু পাশে।
স্বচ্ছন্দে পানে রত ক্ষরিত মধুরসে ॥
এতাদৃশী ভাগ্যবান্ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ ॥

(৪)

ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল জীবের।
নিত্যানন্দ প্রদানিতে আসেন তাদের ॥
নিজানুসঙ্গিবর্গ জনে সুখ দাতা।
মনুষ্য বিগ্রহধারী প্রাণিগণ ত্রাতা ॥
কৃষ্ণেচ্ছায় ভূতলেতে অবতীর্ণ হ'ন।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ ॥

(৫)

জন্ম-মৃত্যু বন্ধন ছিন্ন যাঁদের দর্শনে।
ত্রিতাপ নাশে যাঁদের চরণামৃত পানে ॥
যাঁদের সঙ্গে আলাপে কৃষ্ণ প্রীতি হয়।
অন্যথা প্রেমভক্তি কভু লভ্য নয় ॥
ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে শক্তি ধরে প্রতিজন।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ ॥

(৬)

প্রেমের বিকারে যাঁরা সদা দীপ্তিমান।
হর্ষাশ্রু ধারায় যাঁদের বিধৌত বদন ॥
নব-নবানন্দে নৃত্য রসে সর্ব্বক্ষণ।
গদগদ কণ্ঠে করে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন ॥
দৃষ্টি মাত্রে প্রাণী মাত্র হয় বিমোচন।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ ॥

(৭)

কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন যাঁদের মাত্র ব্রত।
(তদীয়) পাদপদ্ম স্ফূর্ত্তিতে হৃদয় আলোকিত ॥
সুখ-সমুদ্রস্বরূপ যাঁরা স্মিতবদন।
সচ্চরিত্রাবলীর দ্বারা তোষে নরগণ ॥
ধন্যবাদার্হ তাঁরা করুণার প্রস্রবণ।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ ॥

(৮)

স্বপ্নেও নাজানে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণব্যতীত।
মুহূর্ত্ত কালের জন্য না হয় বিস্মৃত ॥
সর্ব্ব অবতারের সর্ব্ব অংশী শ্রীকৃষ্ণ।
ভক্তি রস আস্বাদনে সর্ব্বদা সতৃষ্ণ ॥
প্রেম অবতার পূর্ণ সর্ব্ব সদ্‌গুণ।
ভূমে পড়ি' বন্দি সেই ভাগবতগণ ॥

(৯)

ভাগবতাষ্টক এই সর্ব্ব কুশল দাতা।
প্রেমভক্তি বর্দ্ধন করে প্রতিপদে সদা ॥
শ্রদ্ধাকরি ত্রই অষ্টক যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
মহাজনের বাণী ইহা ধরি শিরোপরে।
করিলাম কীর্ত্তন স্বীয় চিত্ত শোধিবারে ॥

—ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাহার হুঙ্কার॥

অদ্বৈতের মহিমা—ভক্তগণের সহিত ভগবান্ অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্যদেব এই জগতে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতা, পিতা এবং মুখ্য পারিষদগণ নানা-স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা জগতে আসিয়া তাঁহাদের প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন এবং সেই আগমন-বার্ত্তা লোকের মধ্যে ব্যক্ত করিয়া তদানীন্তন সমাজের প্রচলিত চিন্তা-স্রোতকে প্রতিকূল করিয়া তুলিলেন। শ্রীচৈতন্যের এই মুখ্য পারিষদগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত একজন। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তিনি শ্রীগৌর-আনা-ঠাকুর বলিয়াই বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্যলীলা অনুশীলন করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে আহ্বান করায় তিনি আসিয়াছিলেন। অদ্বৈতের প্রকাশ না হইলে চৈতন্যের প্রকাশ জীব আশা করিতে পারিত না। ইহাই অদ্বৈতপ্রভুর বৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌর-বিগ্রহকে প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া তিনি জগতের যে উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের জন্য জগদ্বাসী চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী হইয়া থাকিবে।

অদ্বৈতের জন্মলীলা—অদ্বৈতপ্রভু নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর নামক একটী প্রসিদ্ধ ও বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে বারেন্দ্র শ্রেণীর উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ-মর্য্যাদা আজ পর্য্যন্তও সমগ্র ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এবং ইনি মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া আদ্যাবধি বৈষ্ণবসমাজে পূজিত হইতেছেন। এবং তিনি যে মাঘী-সপ্তমীতিথিকে পবিত্র করিবার জন্য আবির্ভূত হন—তাহাকে সকলে অদ্বৈত-সপ্তমী বলে।

অদ্বৈতের দীক্ষা—নিখিল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর নিকট হইতে কৃষ্ণ-দীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন। এস্থলে আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অধস্তন গুরু। শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রেম-কল্পতরুর ফল জগতে বিলাইয়াছিলেন শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদই তাহার অঙ্কুর। এই মহাজনের প্রেম-চেষ্টা অলৌকিক। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া অযাচক-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভারতের চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি ভগবৎ-প্রসাদস্বরূপে কিছু দিলে তাহা সেবন

করিতেন, না দিলে উপবাসী থাকিতেন। ভোগের জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা ছিল না। একবার তিনি বৃন্দাবনে গিয়া সন্ধ্যায় গোবিন্দকুণ্ডের কূলে এক বৃক্ষের তলায় বসিয়া অনাহারে হরিনাম করিতে ছিলেন এমন সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক-বেশে দুগ্ধ আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়াছিলেন। এইপ্রকারে পুরী গোস্বামীর মহিমা তাঁহার আরাধ্য দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই জগতে সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু এই মহাপুরুষকেই গুরুরূপে বরণ করেন।

অদ্বৈতের অধ্যাপনা—সেই সময়ে শ্রীনবদ্বীপধামই প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ ছিল। সেইস্থানে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে কাহারও বিদ্যা সফলতা লাভ করিত না। এমন কি, নবদ্বীপের অধ্যাপক না হইলে কেহ তাহাকে অধ্যাপক বলিয়া গণ্য করিত না। সুতরাং অধ্যাপনার ছলনায় তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে একটী টোল স্থাপন করেন। এবং সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীকে আশ্রয় দান করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা দিতেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভক্তিপর ব্যাখ্যায় ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্তগণ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তির বিরোধী মানবগণ গোপনে তাঁহার নিন্দা বা উপহাস করিত।

ভারতে ধর্ম্মের দুরবস্থা—সেই সময় ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মের বড় দুরবস্থা হইলেও কি ধর্ম্ম-নীতি, কি সমাজ-নীতি, সকল বিষয়েই নবদ্বীপের অনুশাসন সর্ব্বভারত মাথা পাতিয়া লইতেন। অন্যান্য স্থানের কথা ছাড়িয়া দিলেও সেই নবদ্বীপেরই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে অবনতি সেই সময়ে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা শুনিলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে শাস্ত্রের অনুশীলন একেবারেই ছিল না। ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি জড়-বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিলে মানব-জীবন ধন্য হইল বলিয়া সকলে মনে করিত। যে-সকল মানব অল্পপরিমাণেও ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও 'আমি ব্রহ্ম', 'আমি সেই', 'আমি শিব', 'আমি ভগবান্' ইত্যাদি বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। জীব কৃষ্ণের দাস—এইরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের নিকট একটি অভিনব ও অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেইকালে সমাজের দুর্দ্দশার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহারই কিছু ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহার দ্বারাই সেই নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অতি সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। যাঁহারা প্রাচীন নদীয়ার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য, মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৮৬-৮৮)
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র আশে
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥
আমি—'ব্রহ্ম' আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১)

নদীয়ার সমাজেতে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ—কোন কোন ব্যক্তি কৃষ্ণকে কিছু স্বীকার করিয়া বলিতেন যে,—শ্রীহরি এখন নিদ্রিত আছেন। বৈষ্ণবগণ এ'প্রকারে তাঁহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে তিনি জাগিবেন, এবং রাগ করিয়া গ্রামের অমঙ্গল করিবেন। সুতরাং ইহাদিগকে বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়—ঘর-দর্জ্জা ভাঙ্গিয়া এখান থেকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা—জীবের এসমস্ত দুর্গতির কথা শুনিয়া ভক্তগণ বড়ই দুঃখ করিতে লাগিলেন, এবং কখনও সহ্য করিতে না পারিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না, পরম উৎসাহে হরিনাম করিতে থাকুন। অতি-শীঘ্রই কৃষ্ণ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া এই পাষণ্ডগণকে দলন করিবেন। আমার নাম অদ্বৈত। আপনারা অতি শীঘ্রই দেখিবেন আমি কৃষ্ণকে আনিয়া আপনাদের সাক্ষাৎ করাইব।"

তিনি প্রতিদিন গঙ্গার এক বুক জলে নামিয়া তুলসী ও গঙ্গাজল হস্তে লইয়া কৃষ্ণকে ডাকিতেন। ভক্তগণ আচার্য্যের প্রতি কথাকেই বিশ্বাস করেন। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই আনন্দ পাষণ্ডগণের বুকে শেলের ন্যায় লাগিয়াছিল। তাহারাও যথাশক্তি বৈষ্ণবগণের লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাহারা শ্রীবাস-পণ্ডিতের উপরেই অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর

তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিলাম—

শুন, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর ।
করাইব কৃষ্ণে সর্ব্বনয়ন-গোচর ॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া ।
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা-সবা লৈয়া ॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে ।
প্রকাশিয়া চারিভুজ, চক্র লইমু হাতে ॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ ।
তবে কৃষ্ণ-প্রভু মোর, মুঞি—তাঁর দাস ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১১৮-১২১)

অদ্বৈতের ইচ্ছায় ভগবানের অবতার—ভক্তবৎসল হরি ভক্তের বশ্য। তিনি অদ্বৈতের এই ইচ্ছা বেশী দিন না শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না । মহাপ্রভু অদ্বৈতের এই আকর্ষণকেই তাঁহার অবতারের মূল কারণ বলিয়া জগতকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন । তাঁহার নিজপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রকৃত আবির্ভূত হইয়াছেন কিনা জগতে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে অদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার নিজ গৃহে শান্তিপুরে থাকিয়া 'ভক্তি' হইতে 'জ্ঞান' শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাগান্বিত হইয়া শান্তিপুরে নিজ সেবক শ্রীঅদ্বৈতকে প্রহার করিয়া বলিয়াছেন—

শুতিয়া আছিনু ক্ষীর-সাগরের মা'ঝে ।
আরে নাড়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে ॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া ।
এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া ॥
যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে আছে ।
তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৪০-১৪২)

অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন চৈতন্যের এই বাক্যের দ্বারাই অদ্বৈতের মহিমা কিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারা যায় । একদিন যে প্রেমের বন্যা ভারতকে ভাসাইয়াছিল, অদ্য যে 'প্রেমের' ধ্বনি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে শুনিতে পাওয়া যায়,অদ্বৈতকেই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া না জানিলে তাঁহার চরণে বড়ই অপরাধ করা

হইবে। আচার্য্যের কৃপাতেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে পাওয়া যায়। তাঁহার কৃপালাভ করিতে না পারিলে কোন ব্যক্তি তাঁহাদের কৃপা পাওয়ার আশা করিতে পারে না।

"জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাই।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্যনিতাই।"

—কবিরাজ গোস্বামীর এই সিদ্ধান্ত নিত্য সত্য।

(শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ ঠাকুরের প্রবন্ধ অবলম্বনে)

—শ্রীসনৎ কুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ, (আসাম)

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

হরিভক্তের দারিদ্র্য ও শিবভক্তের ভোগৈশ্বর্য্যের কারণ

গত সংখ্যায় হিরণ্যকশিপু ও বাণরাজার দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যাশ্রয়ীর পরিণাম বর্ণন করিয়াছি। এই সংখ্যায় ভক্তকে বরদান করিয়া বরদাতা দেবতাও যে বিপর্য্যস্ত হন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অষ্টাশীতিতম অধ্যায় পর্য্যালোচনাদ্বারা বর্ণন করিব।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করেন যে—সর্ব্বভোগাস্পদ লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির সেবকগণের দারিদ্র্য এবং সর্ব্বভোগত্যাগী উমাপতি শঙ্করের উপাসক-গণের অতুল ভোগৈশ্বর্য্য এজগতে প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়; ইহার কারণ কি? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলেন যে—শঙ্কর নিরন্তর শক্তির (মায়ার) সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণত্রয়ের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অবস্থিত; তবে জীবের মত এই ত্রিগুণের বলে তিনি আবদ্ধ নহেন, পরন্তু গুণগণ কৃতার্থ হইবার জন্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কাররূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান। এই অহঙ্কার হইতেই মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত—এই ষোড়শসংখ্যক বিকার-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকার সমূহের মধ্যে যে কোনও স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিলেই সেই সকল সুখ লাভ করা যায়। যেহেতু ঐ সকল সুখ পরস্পর সাপেক্ষ। আর শ্রীহরি সকলের দ্রষ্টা, সাক্ষী ও প্রকৃতির অতীত; সুতরাং গুণাতীত পুরুষোত্তম। অতএব তাঁহার আরাধনাকারী

ভক্তও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকেন। তজ্জন্য ভক্তগণকে প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যহীন দেখা যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও ঐরূপ প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজন্! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। নির্ধন পুরুষকে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদিও বন্ধুগণের আগ্রহে পুনরায় সে ধন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমার কৃপাতে তখনও ধন লাভ হয় না। তাহাতে সে নিরুৎসাহ হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্ত চিত্তে আমার ভক্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেই অর্থাৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই, আমি তাহার প্রতি মদীয় অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করি; তৎফলে সে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

হে যুধিষ্ঠির, অতিশীঘ্র ভোগৈশ্বর্য্য ফলপ্রার্থী মানবগণ মোক্ষদাতা আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাগণের ভজনেই প্রবৃত্ত হয়। যে-হেতু, সেই দেবতাগণ অল্পেই তুষ্ট হন। তৎপর তাহারা সেই দেবতাগণ হইতে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী-পুত্রাদি বরলাভ করিয়া উদ্ধত-স্বভাব, গর্ব্বিত ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই বরদাতা দেবতাগণকেও আর প্রভু বলিয়া মান্য করে না। বরং অবজ্ঞাই করিয়া থাকে।

শুকদেব যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণসংবাদরূপ এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—হে পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শাপ ও অনুগ্রহ প্রদানে সকলেই সমর্থ; পরন্তু ব্রহ্মা-শিবাদি যেরূপ সামান্য কারণে শীঘ্র সন্তুষ্ট কিম্বা সামান্য অপরাধে তৎক্ষণাৎ রুষ্ট হইয়া বর বা শাপাদি প্রদান করিয়া থাকেন, শ্রীহরি সেরূপ নহেন। অর্থাৎ বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না। এবং পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিদ্বেষমূলক কার্য্য আচরিত না হইলে কাহাকেও নিগ্রহ করেন না।

শকুনির পুত্র বৃকাসুর

একটী পুরাতন ইতিহাস রহিয়াছে যে—মহাদেব একসময়ে শকুনি-অসুরের পুত্র বৃকাসুর নামক এক অসুরকে বরদান করিয়া অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন।

বৃকাসুর একদিন পথে শ্রীনারদকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে কে শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। নারদ

বলিলেন যে—শঙ্করের আরাধনা কর; তিনি সামান্য গুণে শীঘ্রই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আবার অল্পদোষে তৎক্ষণাৎ রুষ্টও হইয়া থাকেন। রাক্ষস-রাবণ ও বাণাসুর স্তবকারী বন্দীর মত এই দুইজনে স্তুতি করিলে পর শিব তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাবণ হইতে নিজধাম কৈলাস উৎপাটনরূপ ও বাণাসুর হইতে তাহার পুরীরক্ষকরূপ মহা সঙ্কটই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীনারদের এই কথা শুনিয়া সেই বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে নিজগাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত শিবের আরাধনা করিতে লাগিল। ছয়দিন এইভাবে আরাধনা করিয়াও শিবের দর্শন না পাইয়া সপ্তম দিবসে ঐ অসুর কেদারতীর্থের জলে স্নান করিয়া তীর্থজলে অভিষিক্ত কেশযুক্ত নিজের মস্তক খড়্গদ্বারা ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে পর, তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া নিজের হস্তদ্বারা তদীয় উভয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে শিরশ্ছেদ-চেষ্টা হইতে রক্ষা করিলেন। তদীয় স্পর্শ লাভে অসুর পুনরায় পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া উঠিল।

শঙ্কর বলিলেন,—ওহে বৎস! শিরশ্ছেদের প্রয়োজন নাই, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। যাহা চাহিবে তাহাই আমি প্রদান করিব। তখন পাপাত্মা অসুর সমস্ত প্রাণীর ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিয়া বসিল। সে বলিল—'আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেই ব্যক্তি যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়? বাক্যাবদ্ধ ভগবান্ শঙ্কর দুঃখিতচিত্তে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে সেই বরই প্রদান করিলেন। তখন অসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার্থ মহাদেবের মস্তকেই হস্ত প্রদানে উদ্যত হইলে তিনি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। ঐ অসুরও শিবের পাছে পাছে ধাবিত হইলে, তিনি ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ অবশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কেহই তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তখন শিব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতেই শিবকে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ার বলে ব্রহ্মচারিবেশে অসুরের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে শিষ্যের ন্যায় প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে শকুনি-নন্দন, আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ হইতেছে। কিজন্য আপনি এতদূর আসিয়াছেন বলুন এবং ক্ষণকাল এইস্থানে বিশ্রাম করুন। আপনাদের কার্য্য

আমাদের শ্রবণের যোগ্য হইলে তাহা আমায় বলুন।

ব্রহ্মচারিবেশী ভগবানের সুমধুর বাক্যে মোহিত বৃকাসুর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যথাক্রমে সমস্ত কথা বর্ণন করিল। তখন ভগবান্ বলিলেন—যিনি দক্ষপ্রজাপতির শাপে পিশাচ-বৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেতগণ ও পিশাচ-গণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা করি না। তুমি যদি তাঁহার বাক্য বিশ্বাস কর, তবে তোমার নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেই ত সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে। যদি তাঁহার বর মিথ্যা হয় তবে এরূপ মিথ্যা বরদাতাকে বিনাশ কর।

ভগবানের এইরূপ সুমধুর বাক্যে বরতত্ত্ব-বিস্মৃত সেই অসুর নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান করিবামাত্র বজ্রাহতের ন্যায় বিদীর্ণ মস্তকে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। দুরাচার বৃকাসুর নিহত হইলে পর দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে জয়ধ্বনি সহ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শিবও সঙ্কট-মুক্ত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীহরি সঙ্কটমুক্ত শঙ্করকে বলিলেন—'হে জগদ্গুরো মহাদেব, এই দুষ্ট অসুর নিজপাপে বিনষ্ট হইয়াছে। মহাজনের প্রতি অপরাধ করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।' উক্ত বৃকাসুরের আখ্যায়িকাদ্বারাও প্রতীতি হইতেছে যে শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্বমঙ্গলময়, বিশুদ্ধ সত্ত্ব, সর্ব্ববরেণ্য এবং সর্ব্বশক্তিমান্। অন্যদেবতাগণ তাঁহার শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া থাকেন।

ভৃগুমুনির পরীক্ষায়ও বিষ্ণুর উৎকর্ষ

একসময়ে ঋষিগণের মধ্যে 'কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ'—এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ভৃগুমুনির পরীক্ষায়ও বিষ্ণুরই উৎকর্ষ নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলে নিম্নে সেই উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে।—

পূর্ব্বকালে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানরত মুনিগণের মধ্যে সর্ব্বদেববরেণ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকে উহা নির্ণয়ার্থ প্রেরণ করেন। ভৃগু প্রথম ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রভাব পরীক্ষার্থ প্রণাম বা স্তবাদি না করাতে ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে পুত্রের প্রতি সঞ্জাত ক্রোধকে নিজেই সম্বরণ করিলেন। ভৃগু তথা হইতে কৈলাসধামে গমন করিলেন। মহেশ্বর তখন স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে "তুমি অতিশয় উন্মার্গগামী"—এই কথা বলিয়া ভৃগু সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহাদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলদ্বারা ভৃগুকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে

পার্ব্বতী শিবের চরণে পতিতা হইয়া বিনয়-বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

তদনন্তর ভৃগুমুনি বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির সমীপে গমন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়-দেশে শয়ান ভগবান্ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। তখন সাধুজন-শরণ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত হইয়া অবনত মস্তকে ঋষিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—হে মুনিবর আমরা আপনার আগমন না জানাতে যে অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন এবং পাদোদকদানে আমাদিগকে পবিত্র করুন। আমি আপনার পাদস্পর্শে নিষ্পাপ হইলাম। আজ হইতে আপনার এই শ্রীচরণ-চিহ্ন নিত্যই আমার বক্ষে বিরাজিত থাকিবেন।

ভৃগুমুনি ভগবানের ভাবগম্ভীর বচনে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তথা হইতে যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে সকলে বিস্মিত ও সন্দেহমুক্ত হইয়া ক্ষমাগুণাধার বিশুদ্ধসত্ত্ব ও অদোষদর্শী বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠরূপে নির্ণয় করিয়া তাঁহার আরাধনার দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই ভৃগুমুনির পরীক্ষায়ও ব্রহ্মার রজোগুণাধিক্য মহেশ্বরের তমোগুণাধিক্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর প্রতি কায়িক পদাঘাতরূপ অপরাধ করিয়াও ক্ষমাগুণ-বারিধি বিষ্ণু হইতে ক্ষমা লাভ করিলেন দেখিয়া বিষ্ণুর সত্ত্বগুণের অতীত বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত হইল। যিনি যাঁহার ভজন করেন তাঁহারই গুণাদি প্রাপ্ত হন। কাজেই অন্য দেবতার ভজনে রাগ-দ্বেষাদি সেই সেই দেবতার গুণ ভক্তের লাভ হইয়া থাকে। তাহার ফলে সংসার-বন্ধনরূপ জন্ম-মরণ-দুঃখ লাগিয়াই থাকে। বিষ্ণুভক্তির ফলে রজস্তমোগুণের ধর্ম্ম রাগ-দ্বেষাদিশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে ভক্ত ও বিশুদ্ধ সত্ত্বই হইয়া যান।

এই জগতেও দেখা যায়—যে যাহাকে চিন্তা করে সে তাহাকে সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত হয়। একটী কুমারীপোকা দ্বারা একটী তৈলপায়ী (আরসোলা) ধৃত হইলে ঐ তৈলপায়ী মৃত্যুভয় হেতু সর্ব্বদা কুমারীপোকার চিন্তা করিতে করিতে কিছুদিন পরে সেও যেমন কুমারীপোকার আকৃতি লাভ করে। সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবচ্চিন্তাদ্বারা ভক্তের বিশুদ্ধ সত্ত্বতা লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই নিমিত্তই মহাজনগণ এবং বেদ, পুরাণাদি সকলে সর্ব্বত্র হরিভক্তিরই বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অন্যের বক্তব্য সম্বন্ধে কি কথা! মানবগণ যে-সকল দেবতার পূজা করেন বৃত্রাসুরের ভয়ে ভীত সেই সকল দেবতাগণই হরিভক্তির বৈশিষ্ট্য ভগবৎ-স্তুতি-মুখে বর্ণন করিয়াছেন।

ত্রিজগৎত্রাসকারী বৃত্রাসুরের ইতিবৃত্ত

এক সময়ে ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দেবরাজ দেবগণ-পরিবৃত সভামধ্যে পুলোমা-নন্দিনী শচীর সহিত রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ রাজসম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্তব-স্তুতি ও বন্দনা-গান করিতেছিলেন। এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ যেন তাঁহাকে দেখিয়াও দেখেন নাই এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বৃহস্পতির কোনরূপ অভ্যর্থনাদি করিলেন না। তখন ঐশ্বর্য্যাভিমানী ইন্দ্রের সভা হইতে বাহির হইয়া বৃহস্পতি দেবগণেরও অগোচরভাবে অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রের বিবেকোদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাইত গুরুত্যাগী আমাদের এখন উপায় কি? এদিকে বৃহস্পতির অনুপস্থিতি-সংবাদ জানিতে পারিয়া যুদ্ধার্থে আগমনকারী অসুরগণের বাণে ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষত-বিক্ষত ও নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম 'ত্বষ্টা' প্রজাপতির পুত্র দৈত্যকন্যা 'রচনার' গর্ভজাত সর্ব্ববেদজ্ঞ মহাতপা বিশ্বরূপকেই পৌরহিত্যে বরণ করেন। এবং বিশ্বরূপ হইতে ইন্দ্র, নারায়ণ-কবচরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যালাভ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

এই বিশ্বরূপের পিতৃকুল দেবগণ হইলেও অসুরগণ মাতামহ-কুল বলিয়া যজ্ঞাদি সময়ে মাতার অনুরোধে গোপনে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া অসুর ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন। বাসব সামর্থ্যবান্ হইলেও একটী বৎসর ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপজন্য অতীব ক্লেশভোগ করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীলোক —এই চারিস্থানে ঐ পাপ বণ্টন করিয়া দিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করেন।

হতপুত্র 'ত্বষ্টা' প্রজাপতি তখন ইন্দ্রের নিধনার্থে তদীয় শত্রুর উৎপত্তি কামনায় অভিচার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। 'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্রে আহুতি দান সময়ে মন্ত্রোচ্চারণের স্বরদোষে যজ্ঞাগ্নি হইতে ইন্দ্রের হন্তার উৎপত্তি না হইয়া ইন্দ্রহন্তে বধযোগ্য ঘোরদর্শন, কৃতান্ততুল্য এক অসুর সহসা উত্থিত হইল। একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যতদূর স্থান অতিক্রম করে, ততদূর পরিমাণে তাহার শরীর প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ ভীত হইলেন।

ভয়ঙ্কর দেহ এই অসুর তমোগুণের দ্বারা লোকসমূহকে আবৃত করায় বৃত্র

নামে খ্যাত হইয়াছিল। বৃত্রাসুরের বধার্থ সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ অসুর সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে বিস্মিত ও ভয়ত্রস্ত দেবতাবৃন্দ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন—"যিনি পঞ্চভূতাত্মক ত্রিজগতের স্রষ্টা, ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও ঈশ্বর এবং সর্ব্বসংহারক কালেরও ভয়স্বরূপ—আমরা সকলে সেই ভগবানেরই শরণাগত হইলাম।" তৎপর আবার বলিতেছেন। যথা—(ভাঃ ৬।৯।২২)

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং, স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ, শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

অর্থাৎ, যিনি নিরহঙ্কার বা কৌতুহলশূন্য, রাগ-দ্বেষাদি বৈষম্যভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত, স্বকীয় পরমানন্দলাভেই নিরন্তর পরিপূর্ণকাম এবং সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্নরূপে বিরাজিত, (অহো! তাদৃশ পরম দেবতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দেবতান্তর বা কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদির) যে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মহামূর্খ কুকুরপুচ্ছ অবলম্বনে সমুদ্রতরণের প্রয়াসের ন্যায় নিশ্চয়ই দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণেও দেখা যায়। যথা—

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্।
তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবম্॥

অজ্ঞলোক যেরূপ কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে তদ্রূপ একমাত্র সেব্য শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় বহিরঙ্গা শক্তি যে কোন দেবীর ও ভগবদ্বিভিন্নাংশরূপ তটস্থা শক্তি জীবের এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিদ্ উৎকৃষ্ট দেবতাগণের অর্চ্চনাদিরূপ উপাসনাদ্বারা দুর্ব্বুদ্ধিগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। কুকুরের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া যেরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না পরন্তু তাহাতে নিমজ্জিত হইতে হয়, তদ্রূপ অন্যদেবতাশ্রয়ে পুনঃ পুনঃ সংসার-বন্ধন-দুঃখ ভোগ করিতেই হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে না। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র ভজনীয়, অন্য কেহ নহেন। সেই জন্যই উক্ত পদ্মপুরাণে সদাশিব শ্রীনারদকেও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন যথা—

ভুবনে সর্ব্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা।
ভবার্ণবচ্ছিন্ন কোঽপি সর্ব্বকামদকামদঃ॥

হে নারদ! এজগতে সকল লোকের পক্ষেই শ্রীহরি ভিন্ন অপর কেহই আরাধ্য দেবতা নহেন, ইহা নিশ্চিত জানিবে। ভগবান্ শ্রীহরিই জীবের একমাত্র

ভবার্ণব-ত্রাতা। তদ্ভিন্ন অপর কেহই পরম মুক্তিদানে সমর্থ নহেন। যেহেতু তিনি সমস্ত ভোগবরদাতা দেবগণেরও অভীষ্ট বরদাতা।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদেও দেখা যায়—বর্ণাশ্রমী মাত্রেরই বিষ্ণুর অর্চ্চনা ব্যতীত অন্যদেবতার অর্চ্চন মহাদোষেরই কারণ হইয়া থাকে। যথা—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্ ॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি মোক্ষ-স্বরূপ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া নানা ভোগবাসনায় অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত ত্যাগপূর্ব্বক হলাহল বিষ পান করে। অর্থাৎ নিজের সংসার বন্ধন দূর না করিয়া পুনঃ পুনঃ চৌরাশীলক্ষ-যোনি ভ্রমণরূপ যাতনাগর্ত্তে নিপতিত হয়।

(ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ

গীতার বাণী

(৯)

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন সন্দিগ্ধচিত্তে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'হে জনার্দ্দন, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমাকে কেন হিংসাত্মক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন?' অর্থাৎ একবার বলিলেন যে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধাদিকর্ম্মই ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য। পরে বলিতেছেন যে, যিনি রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া সুখ-দুঃখাদিতে সমভাব অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন তিনিই শান্ত, তিনিই সুখী। অতএব কর্ম্ম শ্রেয়স্কর অথবা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ উভয়ের মীমাংসার্থ অর্জ্জুনের এই অভিনয়।

শ্রীভগবান্ তদুত্তরে জানাইলেন যে, অধিকারিবিশেষে উভয়প্রকার উপদেশেরই প্রয়োজন আছে। শুদ্ধ ও অশুদ্ধচিত্ত ভেদে দুই প্রকার নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি আছে। যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানভূমিতে সমারূঢ় হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানের অধিকারী, আর অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির জন্য কর্ম্ম-যোগের উপদেশ। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হইলে

জ্ঞানমার্গে গমন করিতে পারিবেন। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাদৃশ অনুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া কেহই জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কর্ম্মসন্ন্যাস করিলেও মঙ্গল হইবে না। জীবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। অনিচ্ছাসত্ত্বে অবশভাবেও কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, ইহাই তাহাদের স্বভাব। যদি কোন ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার অনাদিকাল বিষয়-চিন্তাতে নিমগ্ন চিত্তবৃত্তি বিষয়ধ্যান ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া উহাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। কারণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান দ্বারা বাহ্য-ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ রাখিতে পারা যায়, কিন্তু বিষয়বাসনাক্রান্ত অন্তঃকরণ বিষয় ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া ঐরূপ প্রয়াস মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু যদি কোন মহাত্মা মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনিই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। কারণ শরীর রক্ষার নিমিত্তও কর্ম্ম করার আবশ্যকতা আছে। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহও কঠিন হইবে। অতএব স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কর্ম্মের দ্বারা জীবের সংসার-বন্ধন হয় বলিয়া ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে শ্রীভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন। ভগবৎপ্রীতি-রহিত কর্ম্ম সংসার-বন্ধনের কারণ। অতএব আসক্তি ও কামনারহিত হইয়া ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিহিত।

প্রজাসৃষ্টিকালে ভগবান্ প্রজাপতি প্রজাগণের পুরুষার্থ-সাধক যজ্ঞ ও তন্নিরূপক বেদ প্রকাশপূর্ব্বক প্রজাগণকে যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবতাগণের সন্তোষ বিধান করাকেই তাহাদের কল্যাণলাভের উপায়স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবতাগণ সংবর্দ্ধিত ও পরিতৃপ্ত হইলে বৃষ্ট্যাদিদ্বা[illegible]সুন্ধরাকে শস্যশালিনী করিয়া মনুষ্যগণের জীবিকা সাধনরূপ কল্যাণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হন, আর দেবতাদের তর্পণ না করিয়া কেবল নিজেন্দ্রিয়-পূর্ত্তির জন্য বিষয়ভোগে নিযুক্ত থাকিলে তাহারা চোর হইয়া থাকে ও পাপ ভক্ষণ করিয়া থাকে। কারণ গৃহস্থগণ, কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভ ও সম্মার্জ্জনী ব্যবহার দ্বারা জীবহিংসা করে বলিয়া [illegible] পঞ্চসূনার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে শাস্ত্রে দেব, ঋষি, পিতৃ, নর ও ভূতযজ্ঞের বিধান আছে। যাহারা তাহা অগ্রাহ্য করে, তাহাদের পাপ ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শ্রীভগবচ্চরণে

কায়মনোবাক্যে শরণাগত জীবের আর পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না, সর্ব্ববিধ পাপ সম্যক্‌প্রকারে ধ্বংস হইয়া যায়।

জীবগণের ভুক্তদ্রব্য শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত হইয়া জীবশরীর উৎপন্ন হয়। জীবের সেই ভোজ্য অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপাদিত হয়, আর যজ্ঞাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে তাহার ফলস্বরূপে বৃষ্টিপাত হয়। ঐ যজ্ঞাদিকর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং সর্ব্বপ্রকাশক অবিনাশী বেদরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞকর্ম্মে সতত বিরাজিত। যাহারা এই সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত এই জগচ্চক্রে অনুবর্ত্তন না করে অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা ভোগাসক্ত, এবং তাহারা পাপ জীবন ও বৃথা জীবন ধারণ করে।

অজ্ঞ ও অশুদ্ধচিত্ত জীবগণের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মারাম-গণের জন্য লৌকিক, বৈদিক কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজনীয়তা নাই। আত্মরত পুরুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ মোক্ষাদি লাভের প্রয়োজনীয়তা নাই, আর কর্ম্ম অননুষ্ঠানজন্য প্রত্যবায়ও নাই। যেহেতু তাঁহাদের কোন পদার্থের সহিত কোন প্রয়োজন বা সম্বন্ধ নাই এবং কোন প্রাণীবিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়াসাধ্য পুণ্যাদি সঞ্চয়েরও আবশ্যকতা নাই।

অতএব ফলকামনাশূন্য হইয়া অবশ্য করণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ হইলে জীব পরম পুরুষার্থ লাভ করেন। রাজর্ষি জনকাদিও বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণে মানবসমাজের হিত-সাধনার্থ (লোকশিক্ষার্থ) কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কারণ নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তির আচরণেরই অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ লৌকিক, বৈদিক যে কোন শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন, অনুগত জনগণ তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া তাদৃশ কর্ম্মের সাধন করেন। কর্ম্মপরায়ণ অজ্ঞ জীবকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশদ্বারা বুদ্ধি বিচলিত না করিয়া বিহিত বিধানে কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা বিহিত কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। মানুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়দ্বারা স্বতঃই সম্পাদিত হয়। কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমানী অজ্ঞ জীব নিজকে উক্ত কর্ম্মের সম্পাদক জ্ঞান করিয়া আসক্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ইন্দ্রিয় সমূহকেই বিষয়ে বিচরণশীল ও আত্মাকে বিষয়ব্যাপার-বিরত জানিয়া কোন কর্ম্মেই কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না। সুতরাং

তাহাতে আসক্ত হন না। লৌকিক, বৈদিক সর্ব্বকর্ম্মই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবান্, অসূয়াশূন্য ব্যক্তি ভগবদাদেশানুসারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। যাহারা ভগবদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নাস্তিক্য বুদ্ধিবশে নিন্দাবাদাদি করিয়া ভগবৎ প্রবর্ত্তিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, তাদৃশ হিতাহিতবোধশূন্য ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়।

যদি বলা যায় যে, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের এই আদেশ সকলে অবনত মস্তকে পালন করিবে; কিন্তু দেখা যায় যে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কারের বশেই সকলে কার্য্য করে। সকলেই নিজ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহাদিগকে শাসন করিয়া চিরন্তন স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্য করাইতে পারা যায় না। তবে একমাত্র সৎসঙ্গ ফলেই উহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়।

মনুষ্যমাত্রই প্রকৃতির বশবর্ত্তী, তাহাদের চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুগামী। সুতরাং চক্ষুর রূপে, কর্ণের শব্দে, নাসার গন্ধে, রসনার রসে ও ত্বকের স্পর্শ-বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, তদপ্রাপ্তিতে বাসনার বিরোধিতা-হেতু বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। এই অনুরাগ ও বিদ্বেষ কোন বা কাহারও নিয়মের অধীন নহে, উহাই মনুষ্যকে হিতাহিত কার্য্যে নিযুক্ত করে। শাস্ত্র-জ্ঞানহীন অপরিণামদর্শী জীব শাস্ত্রাজ্ঞা অবহেলা করিয়া অনুরাগবশে ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া নিজ সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করে। অতএব রাগ-দ্বেষই সকল অনিষ্টের মূল জানিয়া উহার বশীভূত হওয়া অকর্ত্তব্য।

তাহা হইলে অতি দুঃখপ্রদ হিংসাত্মক যুদ্ধাদি কর্ম্ম না করিয়া ভিক্ষাদিদ্বারাই জীবনযাপন কর্ত্তব্য—এই বিচারের প্রতিকূলে ভগবান্ বলিতেছেন—স্ব-স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। স্ব-ধর্ম্মপালনে কোন ত্রুটী বা অঙ্গহানি হইলেও তাহাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু বর্ণান্তর বা আশ্রমান্তরের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম অবলম্বন করা অনুচিত। স্ব-ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ইহলোকে সুনির্ম্মল কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখ-সৌভাগ্যাদি লাভের অধিকারী হওয়া যায়। (মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রমাভিমান প্রবল থাকিলে তত্তৎবর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। কিন্তু ভগবদ্ভজনে স্পৃহা জন্মিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য—ইহাই শ্রীভগবানের চরম উপদেশ।)

অতঃপর অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন—পাপাচরণে বাসনা না থাকিলেও মানুষ কাহার প্রেরণায় বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত হয়? তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন

—রজোগুণজাত দুষ্পূর কাম ও ক্রোধই প্রাণিগণের প্রধান শত্রু। এই কামের দ্বারাই জীবের আত্মজ্ঞান আবৃত থাকে। ধূম দ্বারা বহ্নি আচ্ছাদিত থাকিলেও কিঞ্চিৎ উষ্ণতা উপলব্ধ হয়। মনের দ্বারা দর্শন আচ্ছাদিত থাকিলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, আর জরায়ু-বেষ্টিত গর্ভস্থ শিশু হস্তপদাদি প্রসারণে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকে, এইরূপ কামের মৃদু, মধ্য ও তীব্র অবস্থা তিনপ্রকারে মনুষ্যগণকে আবৃত করিয়া তত্ত্ববোধে অসমর্থ করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিই কাম-ক্রোধের আশ্রয়স্থল। ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিতে পারিলেই মন ও বুদ্ধি বশীভূত হইবে এবং দুর্দ্ধর্ষ কামরিপুকে জয় করা যাইবে। কারণ সঙ্কল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারাই অনর্থ উৎপাদনের হেতু হইয়া থাকে। জড় দেহাপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক মন ও মন অপেক্ষা মনের পরিচালক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রেষ্ঠ আত্মা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা বাধ্য হইয়া সংসার দুঃখের হেতু হইয়া আছে। বুদ্ধিবলে কামরূপী শত্রুকে ইন্দ্রিয়-দমনদ্বারা পরাজিত করিতে পারিলেই আত্মার স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তখন নিত্য-কৃষ্ণদাস্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীব নিত্য-মঙ্গলের অধিকারী হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজ

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

জয় শ্যামসুন্দর মুরতি মনোহর,
বংশীবদন শ্যাম নবঘন মুরারি।
শিখণ্ডী-শিখণ্ড-চূড়, পীতবসন-ধর,
গোপী-বসন চোর, রসরাস-বিহারী ॥ ১ ॥

রাধাধর-সুধাপায়ী, যশোমতী-জীবন,
নব জলধর জিনি' শ্যামলবরণ;
ভক্ত-হৃদয়ধন, দুরজন-দমন,
কালিয় ফণোপরি শোভিতেছ শ্রীহরি ॥ ২ ॥

কুন্দবদন, শীত-সুধাকর-গঞ্জন,
পুরারি-আরাধ্যধন, ভব-ভয়-ভঞ্জন।
দেবারি-দেবতা-পূজ্য, হর-মন-রঞ্জন,
বিশ্ব মোহিত হেরি' অপরূপ মাধুরী ॥ ৩ ॥

কস্তুরী-তিলক ললাটফলকে,
কৌস্তুভ-রতন ক্ষণপ্রভা চমকে,
বদনে আমিয় ঝরে পলকে পলকে,
চরণ-কমলে গাহে মধুকর-ভ্রমরী ॥ ৪ ॥

রত মুনি-ঋষিগণ চরণ বন্দনে,
কলেবর চরচিত মলয়জ চন্দনে,
ব্রজবনে গোচারণ, ল'য়ে গোপ-নন্দনে,
নিভৃত নিকুঞ্জ-মাঝে বাজাইছ বাঁশরী ॥ ৫ ॥

এদীন গোপাল কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
রাখগো চরণে দীনে অনুকম্পা করিয়া,
তবনাম করি গান, স্মরিয়া বন্দিয়া,
অবসান হয় যেন এই দেহ আমারই ॥ ৬ ॥

সেবক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

মহাপ্রসাদ

শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্টই মহা-প্রসাদ আর ভগবৎপ্রসাদ-সেবী ভক্তগণের উচ্ছিষ্টের নাম মহা-মহা-প্রসাদ। মহাপ্রসাদ চেতন বস্তু, অপ্রাকৃত নির্গুণবস্তু। তাহা জাগতিক কোন বস্তু-বিশেষ নহে। এই মহাপ্রসাদ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ। ভক্তগণ কৃপাপ্রসাদভিক্ষু। ভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহই তাঁহাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষণীয়। তাঁহারা ভগবানের প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

মহাপ্রসাদ পরম পবিত্র বস্তু। এই প্রসাদ কুক্কুরাদি-মুখস্পৃষ্ট হইলেও সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন। কুক্কুরের মুখস্পর্শে প্রসাদ কখনও

অপবিত্র হয় না। পতিত-পাবন বস্তু পতিতস্পর্শে কখন ও পতিত হইয়া যান না। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে একথা অনাদি কাল হইতে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আছে। শাস্ত্র বলেন—

কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ কুক্কুরের মুখস্পৃষ্ট হইলেও এই পবিত্র মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণগণেরও গ্রহণীয়। এই মহাপ্রসাদ সেবন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

মহাপ্রসাদ পর্য্যুষিত, শুষ্ক, কিংবা দূরদেশ হইতে আনীত হইলেও ইহা অপবিত্র হয় না। ইহা প্রাপ্তিমাত্রেই সেবনীয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ (পদ্মপুরাণ)

মহাভাগ্য-ফলেই জীবের এই বৈকুণ্ঠবস্তু মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয়। পাপী লোকের ইহাতে আস্থা হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥ (মহাভারত)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত ॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব যে পায় সেই ভাগ্যবান্ ॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণকৃপা সেই তাহা পায় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬ পঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন—"মহাপ্রসাদ-সেবার দ্বারা কোটিযজ্ঞের ফল লাভ হয়। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেরই বিষ্ণুপ্রসাদ নির্ব্বিচারে গ্রহণীয়। সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, কেবল প্রসাদ সেবার দ্বারাই সেই ফল হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির চিন্তা, জঠরে বিষ্ণু-নৈবেদ্য, শিরোপরি শ্রীচরণামৃত ও নির্ম্মাল্য এবং মুখে কৃষ্ণনাম বিরাজিত, তিনি অচ্যুত তুল্য। ভক্তিপথ হইতে তাঁহার চ্যুতির কোন সম্ভাবনা নাই। এই মহাপ্রসাদ সেবার দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয়, মহাপাপ দূরীভূত হয়, এবং

শ্রীহরিপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীহরির নৈবেদ্য অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ-কালে কোনরূপ ভক্ষ্যাভক্ষ্য অর্থাৎ আতপ, সিদ্ধ বা ভাল-মন্দের বিচার করা উচিত নয়। কারণ ভগবৎ-প্রসাদ ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার ও বিষ্ণুতুল্য গুণাতীত বস্তু।

"এই মহাপ্রসাদ-সেবনে যাহার বিকার বা অরুচি উদিত হয়, সে কুষ্ঠ রোগ-গ্রস্ত ও পুত্র-কলত্র-হীন হইয়া নিরয়গামী হইয়া থাকে। মহাপ্রসাদ সেবা করিলে শ্রীহরি তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হন।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সেবন করিলে সহস্র একাদশী ব্রতের ফল লাভ হয়। যথা—

একাদশীসহস্রৈস্তু মাসোপোষণকোটিভিঃ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১০৪)

এখানে শাস্ত্র একাদশীব্রত পালন অপেক্ষা ভগবন্নৈবেদ্য-সেবনের অধিক মাহাত্ম্য জানাইয়াছেন। এই জন্য অনেক স্মার্ত্তই একাদশী দিবসে পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের অথবা নিকটস্থ কোনও বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের একাদশীব্রত করিতে হইবে না, শাস্ত্র এরূপ বলেন নাই। একাদশী-ব্রত সকলেরই অবশ্য পালনীয়। শুদ্ধা একাদশী দিবসে শ্রীহরির প্রসাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তৎপর দিবস তাহার দ্বারা পারণ করিবেন। বৈষ্ণবগণ একাদশী দিবসে শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান ঐরূপভাবেই করিবেন, ভক্ষণ করিবেন না। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—

একাদশীসহস্রৈরিত্যনেন তদ্ব্রতগণাদপি ভগবন্নৈবেদ্যভক্ষণস্য মাহাত্ম্যমধিক-মুক্তম্। যচ্চাগ্রে ভাগবতলক্ষণে লেখ্যং স্কান্দবচনম্—প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরা ইতি, তচ্চ ভগন্মহাপ্রসাদ-ব্যতিরিক্তপরমিতি জ্ঞেয়ম্। ন চ বক্তব্যং—"বৈষ্ণবানামনিবেদিতভক্ষণং সদা নিষিদ্ধমেবেতি। যতস্তদ্বচনং ন বৈষ্ণববিষয়ং, কিন্তু প্রাণাত্যয়েঽপি সতি যে নাশ্নন্তি তে ভাগবতা ইতি সামান্যোক্তেঃ।" যদ্বা ভগবদ্ভক্তিরেব তদ্ব্রতমিতি বুদ্ধ্যা ভগবৎপ্রীত্যপেক্ষয়া তত্র মহাপ্রসাদান্নভক্ষণেনাপি ন দোষঃ কোঽপি প্রসজ্যেতেতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতম্। ততশ্চৈতদ্বচনং **নৈবেদ্য-মাহাত্ম্যপরমেব ন তু তদ্ব্রতনিষেধকমিতি মন্তব্যম্।** যদ্বা নিজবিশ্বাসবিশেষেণ ভগবদধরামৃত-মহাপ্রসাদবুদ্ধ্যা তদন্নাদ্যুপ-ভোগো ভক্তিরূপাদপ্যেকাদশীব্রতাদেকান্তিনাং পরমফলত্বেনোপাদেয় ইতি যুক্তমেবোক্তং একাদশীসহস্রৈরিতি।

[অর্থাৎ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচনের দ্বারা সহস্র একাদশী-ব্রত বা কোটিমাসোপবাস-ব্রতসমূহ হইতেও ভগবানের নৈবেদ্য-ভোজনের অধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল।) যদিও হরিভক্তিবিলাসের পরবর্ত্তী অংশে ভাগবত-লক্ষণ লিখিতে গিয়া "প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরাঃ (হরি-দিন প্রাপ্ত হইলে প্রাণ গেলেও কখনও ভোজন করিবে না।)" – এই স্কান্দপুরাণ-বচন-প্রামাণ্যে একাদশীর দিনে ভোজন নিষেধ উক্ত হইয়াছে; তথাপি তাহা ভগবানের প্রসাদ-ভিন্ন অন্য বস্তুর ভোজন নিষেধপর বলিয়াই জানিতে হইবে। বৈষ্ণবগণের অনিবেদিত দ্রব্যমাত্রেরই ভোজন সর্ব্বদা নিষিদ্ধ। অতএব "প্রাণবিয়োগ উপস্থিত হইলেও যাঁহারা একাদশীতে ভোজন করেন না, তাঁহারা ভাগবত"—এই সামান্য উক্তিহেতু উক্ত স্কন্দপুরাণের বচন বৈষ্ণবগণের জন্য নহে;—এইরূপ বলা যায় না। কারণ ভাগবতলক্ষণ-বর্ণণের মধ্যে অন্যের সম্বন্ধে কথা আসিতে পারে না। সুতরাং ভগবানের প্রসাদ ভিন্ন অন্য বস্তুর ভোজন নিষেধপরই জানিতে হইবে। অথবা ভগবদ্‌ভক্তিই একাদশ্যাদি ব্রত' এইরূপ জানিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের জন্য (মহাভাগবতপক্ষে) একাদশী দিনে মহাপ্রসাদান্ন ভোজনের দ্বারা কোনও দোষ উৎপন্ন হয় না; কোন কোন বৈষ্ণবগণের ইহাই অভিমত। তাহা হইলেও "একাদশী-সহস্রৈঃ" ইত্যাদি বচনটি **ভগবন্নৈবেদ্যের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপকরূপেই জানিবে; উহা কখনও একাদশ্যাদি-ব্রতের নিষেধক নহে।** অথবা ভক্ত্যঙ্গ যাজনরূপ এদাদশী-ব্রত হইতেও ঐকান্তিক (মহাভাগবত) ভক্তগণের পক্ষে নিজের বিশ্বাস-বিশেষের (অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধির) পরিচালনায় ভগবানের অধরামৃতরূপ (অপ্রাকৃত অনুকল্প) মহাপ্রসাদ-বুদ্ধিতে ভোজন পরম ফলদায়কই হইয়া থাকে। সুতরাং 'একাদশী-সহস্রৈঃ' ইত্যাদি বচন যথার্থই বলা হইয়াছে।]

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে—**ভগবৎ-প্রসাদ দ্বিবিধ—উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট।** ভগবানে নিবেদিত দ্রব্য **উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ,** আর অন্নাদির অগ্রভাগ ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া পাক-পাত্রে বাকী যাহা থাকে তাহাই **অবশেষ প্রসাদ।** যথা—

উচ্ছিষ্টমবশিষ্টঞ্চ ভক্তানাং ভোজন-দ্বয়ম্॥ (আদি পুরাণ)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

'অবশিষ্টং পুরস্তাদানীতং পাক-পাত্রাদৌ স্থিতম্'।

শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ (উৎকল খণ্ড) বলিতেছেন—

"ভগবৎ-প্রসাদ সেবনের দ্বারা পাপীর যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রসাদ আঘ্রাণ করিবামাত্র মানসিক পাপ, নিরীক্ষণমাত্র দর্শনজ পাপ, আস্বাদমাত্র বাচিক পাপ ও অন্যান্য যাবতীয় কায়িক পাপ দূরীভূত হয়। যে ব্যক্তি দৈব বা পিতৃ-কর্ম্মে শ্রীহরির পরম পবিত্র নৈবেদ্যান্ন নিবেদন করে, তৎপ্রতি দেবতাবৃন্দ ও তদীয় পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং সে ব্যক্তি দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব দেবতাগণও মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন।

"মহাপ্রসাদ বেশ্যাগৃহে বিদ্যমান থাকিলে অথবা নীচ ব্যক্তিগণ সেই অন্ন স্পর্শ করিলেও তাহাতে দোষ নাই। কারণ সেই অন্ন ভগবৎ-তুল্য অপ্রাকৃত নির্গুণ বস্তু। নিখিল বর্ণাশ্রমী, সধবা, বিধবা, ব্রতী বা অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই এই প্রসাদ-সেবনে পবিত্র হন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতাদি অভিমানে এই পরম-মঙ্গলপ্রদ প্রসাদ সেবন হইতে বঞ্চিত হওয়া কাহারও উচিত নয়। ভক্তি-সহকারে হউক অথবা ক্ষুধা নিবারণার্থে হউক প্রসাদ ভক্ষণ করিলেই নিখিল পাপরাশি বিদূরিত হয়। ভগবন্নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে যাবতীয় রোগের উপশম, সন্তান লাভ, দারিদ্র্য নাশ, দীর্ঘায়ুঃ ও ধন-সম্পত্তি লাভ হয়। যে-সব দুর্ভাগা অমৃততুল্য এই মহাপ্রসাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাহারা মহাদুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।"

অস্মদীয় পরাৎপরগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

প্রসাদ-সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয়॥ (শরণাগতি)
মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি তাঁর মিলিবে নিশ্চয়॥ (নবদ্বীপভারতরঙ্গ)

ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবনে যেরূপ সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হয় ও শুদ্ধভক্তি লাভ হয়, তদ্রূপ ভক্তোচ্ছিষ্ট চিন্ময় মহা-মহাপ্রসাদও যাবতীয় অমঙ্গল নষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিপ্রদান করে। ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভোজনা-বেশেষ—এই তিনটী ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান সহায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদ আখ্যান॥

'ভক্ত-পদধূলি' আর 'ভক্তপদ-জল'।
'ভক্তভুক্ত-শেষ'—এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৯-৬১)

যদি কেহ মনে করেন—গুণজাত প্রাকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি কি করিয়া অপ্রাকৃত, নির্গুণ বা চিন্ময় হয়? তদুত্তর এই যে,—সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত, চিন্ময় বা নির্গুণ বস্তু ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই গ্রহণ করেন না। যাহা ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কখনও প্রাকৃত গুণজাত নহে। আমরা তাহাকে বাহ্যদৃষ্টিতে গুণময় দেখিলেও তাহা কখনও জড়, স্থূল বস্তু নহে। কারণ ভগবান্ সর্ব্বদাই নির্গুণ-স্থানে অবস্থান করেন। তথায় কোনও গুণ প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং **মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্** ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজস, দ্যূতক্রীড়াস্থল তামস—এই তিনটী মায়িক গুণজাত বা প্রাকৃত; কিন্তু আমার নিকেতন অর্থাৎ ভগবন্মন্দির নির্গুণ বা অপ্রাকৃত। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল শ্রীজীব প্রভুকৃত ক্রমসন্দর্ভের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যেন নিকেতনস্য নৈর্গুণ্যং স্পর্শমণি-ন্যায়েন।" অর্থাৎ স্পর্শমণি-স্পর্শে যেরূপ লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভগবৎ-সম্পর্কহেতু গৃহাদি নির্গুণ বা অপ্রাকৃত। এইজন্যই ভগবন্নিকেতন নির্গুণ। এইভাবে প্রাকৃত দৃষ্টিতে অন্নব্যঞ্জনাদি ভগবৎ-সংস্পর্শহেতু নির্গুণ ও চিন্ময়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উক্তিতেও আমরা পাই—

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।১১২)

স্কন্দপুরাণ বলেন—ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব ভগবান্ পশ্যত্যন্যত্র চক্ষুষা ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বহস্তে রন্ধন করেন বলিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে সাক্ষাদ্‌ভাবে ভোজন করেন, আর অন্যত্র ভগবানের দৃষ্টিভোগ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা আমরা যেন কেহ মনে না করি যে, কেবলমাত্র শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রেই শ্রীহরি সাক্ষাদ্‌ভাবে ভোজন করেন, অন্যত্র করেন না। কারণ যেখানে শুদ্ধ-ভক্তগণ প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানকে নৈবেদ্য অর্পণ করেন, সেখানে শ্রীহরি সাক্ষাদ্-

ভাবেই ভোজন করিয়া থাকেন। ইহার বহু প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমরা শুনিতে পাই। ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ, পাণিহাটিতে শ্রীল রাঘব পণ্ডিত, শ্রীখণ্ডে শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর, কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীহরি সাক্ষাদ্‌ভাবেই ভোজন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা—মদ্ভক্তজনো যদ্দদাতি তচ্চ ভক্ত্যৈব উপহৃতং চেত্তর্হ্যশ্নামি ন তু কস্যচিদনুরোধেনেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—বস্তু খলু স্বাদ্বস্বাদু বা ভবতু, কিন্তু স্বাদ্বিদমিতি বুদ্ধ্যা মদ্ভক্তেন ভক্ত্যৈব যৎ দীয়তে তন্মে অতিস্বাদ্বিব ভবেৎ, তত্র ন মে কোঽপি বিবেকস্তিষ্ঠতীতি। অশ্নামীতি—ঘ্রেয়মপ্যনশনীয়মপি পুষ্পমহং ভক্তপ্রেম মোহিতোঽশ্নামি। নন্বু, দেবতান্তরভক্তস্য ভক্ত্যুপহৃতং বস্তু কিং নাশ্নাসি? যতো মদ্ভক্তজনো যদ্দদাতীতি ব্রূষে। তত্র সত্যং নাশ্নাম্যেবেত্যাহ—প্রযতাত্মন ইতি। মদ্ভক্ত্যৈব স শুদ্ধান্তঃকরণো ভবতি নান্যথা। যদ্বা ভক্তৌ প্রকর্ষেণ যতমানমনসঃ। অতস্তস্যৈবাশ্নামি নান্যস্যেত্যর্থঃ॥

নিষ্কাম ভক্তগণ ভক্তি বা প্রীতির সহিত ভগবানকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি যাহা প্রদান করেন ভক্তিবশ শ্রীভগবান্ তাহাই প্রীতিপূর্ব্বক সানন্দে ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহারও অনুরোধে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। দ্রব্য স্বাদু হউক অথবা বিস্বাদ হউক, সুস্বাদু বুদ্ধিতে ভক্ত ভগবানকে যাহা নিবেদন করেন, ভগবান্ তাহা সুস্বাদু মনে করিয়াই ভক্ষণ করেন। তাহাতে তাঁহার ভাল-মন্দের বিচার থাকে না। ভক্তপ্রদত্ত আঘ্রাণীয়, অভক্ষ্য পুষ্পও শ্রীহরি ভক্তপ্রেমমোহিত হইয়া ভোজন করিয়া থাকেন। কারণ, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন—

"কেবল প্রীতির বশ চৈতন্য গোসাঞি।"
স্নেহসেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম শ্রবণে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।

শুক্তা পাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়।
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
শুক্তা খেলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥
"বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি॥"

এখন জিজ্ঞাস্য—শ্রীভগবান্ যদি নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সব ভোজন করেন, তবে নৈবেদ্য-পাত্র পূর্ণ থাকে কেন? তদুত্তর এই যে—ভক্তের ভক্তিপ্রদত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ভগবান্ ভোজন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক ভক্তের জন্য পূর্ণভাবেই প্রসাদ রাখিয়া দেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই পাত্রটি প্রসাদ-পূর্ণ থাকে। আবার কখনও কখনও পাত্র শূন্য থাকিতেও শুনা যায়। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের গোপাল প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই—

হেন মতে অন্নকূট করি সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই। (চৈঃ চঃ মঃ ৪র্থ পঃ)

পাণিহাটি নিবাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই—

ইঁহার (রাঘবের) কৃষ্ণ-সেবার কথা শুন, সর্ব্বজন।
পরম-পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
ভোগের সময় পুনঃ (নারিকেল) ছুলি' সংস্করি'।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি'॥
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে শতপাত্র পূরিত॥

শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধাবাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫শ পঃ)

—শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয় বলিতেছেন,—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোক॥

প্রবন্ধের শিরোনামটী দেখিয়া এই শ্লেকেটীর উল্লেখ করায় অনেকে হয়ত' প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিবেন। আমরা আমাদের বান্ধববর্গের নিকট দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া কাকু-বাক্যে নিবেদন করিতেছি যে, শাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা বাহ্যতঃ যাহা বলিয়া মনে করি, শাস্ত্রের প্রকাশ-বিগ্রহে—মূর্ত্তিমৎ-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আচার্য্য-পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের মনন-ধর্ম্ম—শাস্ত্র-যাহাকে নিরাস করিয়াছে, তাহাকেই হয়ত' শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট-বিষয় বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছি। উক্ত শ্লোকটীরতে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন ভাগবতের দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া আনন্দভরে বলিতেছেন যে, বৈষ্ণবকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল, তাঁহার গাত্রস্পর্শ-লাভই শরীরের ফল, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল। কারণ, জগতে ভাগবতগণ সুদুর্ল্লভ।

বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া সেবক তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে ঐ উক্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ না জানাইলে তাঁহাকে জানিবার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব যখন কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানান তখন জীব স্বভাবতঃই তাঁহার পূর্ব্ব প্রাকৃত ভোগপর দর্শনের কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হন এবং বৈষ্ণবের ভগবৎ সেবাপর রূপটী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, প্রাকৃত দর্শনের স্মরণপথে উদিত হইলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঐ যে বলা হইয়াছে,—"অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি," এই দর্শনে বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিবার ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব

ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। আবার বৈষ্ণব-সেবকও বৈষ্ণবের আদেশানুসারে সেবা করা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।

এই সেবন-ধর্ম্মে দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা আত্মসুখ-তৎপরতা নাই। ভগবান্ ও ভাগবতগণ আমার সেবাপর স্বরূপকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন,—সেবাবিহীন প্রাকৃত স্বরূপ কখনই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ভগবান্ প্রাকৃত বস্তু নহেন, শুদ্ধ জীবাত্মাও প্রাকৃত বস্তু নহে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা স্বভাবতঃই ভগবানের আনন্দ-বিধানে যত্নপর হন। সেই সময় ভগবানের দর্শনের জন্য যে প্রবলা উৎকণ্ঠা, তাহা সেবার জন্যই। সেবক যে ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাঁহার পাদ-পদ্মদ্বয়ের সার্থকতা করেন, তাহা ভগবানের সেবা-লাভের জন্য। হস্তদ্বারা বিষ্ণু-মন্দির মার্জ্জনা করিয়া বিষ্ণুর আনন্দই বর্দ্ধন করেন। চক্ষুর্দ্বয় যাবতীয় সুদৃশ্যবস্তু ভগবানের সেবন উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হয়। নাসার সাহায্যে যাবতীয় সুগন্ধি-দ্রব্য আহরণ করিয়া সেবক সেব্যের প্রীতিবিধান করেন। জিহ্বা ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আনন্দ বিধান করেন। এতদ্ব্যতীত সেবক জিহ্বার সাহার্য্যে পরীক্ষা করিয়া সুস্বাদু দ্রব্য ভগবৎ-সেবায় লাগাইয়া থাকেন। সেব্য যাহাতে স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারেন তজ্জন্যই সেবকের অপ্রাকৃত কলেবর। বিধি-মার্গের বিচারপর 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সকল কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ না হইলেও, রাগ-মার্গীয় গৌড়ীয়গণের উন্নতাধিকারে যে সেবা-বিচার রহিয়াছে, তাহাতে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ সার্থকতা ঐ ভাবেই হইয়া থাকে।

আমরা প্রবন্ধের শিরোনামায় বলিয়াছি—**'দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য'** এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, নিজেকে ভগবানের দ্রষ্টা জ্ঞান করিতে হইবে না অর্থাৎ ভোগ-তৎপর হইয়া ভগবদ্দর্শনে প্রধাবিত হইতে হইবে না। যে-স্থানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা, সেইস্থানে ভগবানের অপ্রাকৃত ধামের দ্বার রুদ্ধ। যে-স্থানে ভোগ ও ত্যাগ উভয়প্রকার প্রাকৃত চেষ্টা বিদূরিত হইয়া কৃষ্ণৈক-শরণতা সেবকের হৃদয়কে আলোকিত করে, তথায় নিজের সেবাপরতার দ্বারা ভগবানের আনন্দবিধানই সেবকের কার্য্য। ব্রজের অপ্রাকৃত গোপীগণের যে বেশভূষা করা, তাহা কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্য। কৃষ্ণ যাহাতে আনন্দিত হইবেন তাহা পরিত্যাগ করিবার ফল্গুত্ব কখনই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তাঁহারা যে কৃষ্ণের জন্য পাগলিনী, তাহা কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্যই। তাঁহারা যে নির্ণিমেষ-নেত্রে কৃষ্ণের মুখারবিন্দের দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহাও কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্যই। গোপীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত হন, ইহা জানিয়াই গোপীগণ কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য একান্ত তৎপরা। এখানেও বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদের কার্য্যটী দ্রষ্টার ভোগপর কার্য্য নহে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণের 'দৃশ্য' হওয়া বা কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্য নিজের সেবাপর স্বরূপটী দেখান। এইস্থানে 'দেখান' কথাটী অহঙ্কার-ব্যঞ্জক নহে, পক্ষান্তরে সেবার ঔজ্জ্বল্যেরই নিদর্শন-স্বরূপ।

তীর্থস্থানে লক্ষ-লক্ষ যাত্রী ভগবদ্দর্শনে যান, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই 'ভগবদ্দর্শন করিয়াছে' মনে করিয়াও ভগবদ্দর্শন হইতে অনন্ত-যোজন দূরে অবস্থিত। ভগবদ্দর্শন হইলে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুর', 'পাথরের ঠাকুর', 'হস্ত-পদ-হীন জগন্নাথ',—এই প্রকার উক্তি প্রকাশিত হইত না। এইস্থানে ভোগ-তৎপরতা-ক্রমে যে 'দেখা'-কার্য্যটী—ভগবৎসেবকের নহে। ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়-রূপে উক্ত 'দেখা' কার্য্য। অমানিশায় আচ্ছন্ন পথভ্রান্ত পথিককে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সতর্ক-বাণী—"জগতের বহির্ম্মুখ বৃত্তি-জাত ভোগ-তৎপরতা লইয়া জগন্নাথকে দেখিতে যাইও না, জগন্নাথ যাহাতে আনন্দিত হন, সেইপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ সেবা-বৃত্তি লইয়া শ্রীজগদীশের মন্দিরে যাইও। মনে রাখিও প্রাকৃত নয়ন দ্বারা জগন্নাথকে দেখা-কার্য্যটি সেবকের নহে। সেবা-বৃত্তির স্বরূপ দেখানই—সেব্যের আনন্দ-বিধায়ক দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য। ভগবানকে দেখিয়া নিজের আনন্দ লাভ করা—সেবকের কার্য্য নহে। ভগবান্ আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবেন, এই বিচারই সেবকের হৃদয়ে শোভা পাইয়া থাকে।"

অন্বয় ও অনুবাদ সহ

"শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,
কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব সংস্করণ।
হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্ত্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।
বৈষ্ণব মাত্রেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
ভিক্ষা—॥০ আনা মাত্র
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১৭ কেশব, ৪৬৯ গৌরাব্দ | শুক্রবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ; ইং ১৬।১২।৫৫ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গুঞ্জাবলী-বেষ্টিত-চিত্রপুষ্প-চূড়া-বলন্-মঞ্জুল-নব্য-পিচ্ছম্।
গোরোচনা-চারু-তমালপত্রং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্॥ ১॥

ভ্রু-বল্লনোন্মাদিত-গোপনারী-কটাক্ষ-বাণাবলি-বিদ্ধনেত্রম্।
নাসাগ্র-রাজন্-মণি-চারু-মুক্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্॥ ২॥

আলোল-বক্রালক-কান্তি-চুম্বি-গণ্ডস্থল-প্রোন্নত-চারু-হাস্যম্।
বাম-প্রগণ্ডোচ্চল-কুণ্ডলান্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্॥ ৩॥

বন্ধূক-বিম্ব-দ্যুতি-নিন্দি-কুঞ্চৎ-প্রান্তাধর-ভ্রাজিত বেণু-বক্ত্রম্ ।
কিঞ্চিত্তিরশ্চীন-শিরোধিভাতং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৪ ॥

অকুণ্ঠ-রেখাত্রয়-রাজি-কণ্ঠ-খেলৎ-স্বরালি-শ্রুতিরাগ-রাজিম্ ।
বক্ষঃ-স্ফুরৎ-কৌস্তুভমুন্নতাংসং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৫ ॥

আজানু-রাজদ্বলয়াঙ্গদাঞ্চি-স্মরার্গলাকার-সুবৃত্ত-বাহুম্ ।
অনর্ঘ-মুক্তা-মণি-পুষ্পমালং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৬ ॥

শ্বাসৈজদশ্বত্থ-দলাভ-তুন্দ-মধ্যস্থ-রোমাবলি-রম্য-রেখম্ ।
পীতাম্বরং মঞ্জুল-কিঙ্কিণীকং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৭ ॥

ব্যত্যস্তপাদং মণি-নূপুরাঢ্যং শ্যামং ত্রিভঙ্গং সুর-শাখি-মূলে ।
শ্রীরাধয়া সার্দ্ধমুদার-লীলং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমজ্জগন্মোহন-দেবমেতৎ-পদ্যাষ্টকেন স্মরতো জনস্য ।
প্রেমা ভবেদ্ যেন তদঙ্ঘ্রি-সাক্ষাৎ-সেবামৃতেনৈব নিমজ্জনং স্যাৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার মস্তকে গুঞ্জাসমূহে বেষ্টিত বিচিত্র কুসুমনির্ম্মিত চূড়া সমন্বিত মনোহর ও অভিনব ময়ূর-পুচ্ছসকল মিলিত হইয়াছে এবং ললাটাদি সর্ব্বাঙ্গে গোরোচনা দ্বারা মনোহর তিলক শোভা পাইতেছে,এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহন দেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যাঁহার স্বীয় ভ্রূনর্ত্তনদ্বারা উন্মাদিত গোপাঙ্গনাগণের কটাক্ষবাণ সমূহে নেত্রদ্বয়বিদ্ধ এবং নাসিকাগ্রভাগে মণিময় মনোহর মুক্তা শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যাঁহার গণ্ডস্থল, কুটিল অলকাবলীর ছটায় চুম্বিত, বদনে মৃদুমনোহরহাস্য ও বামবাহুমূলে কুণ্ডলের অন্তভোগ আন্দোলিত হইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার অধর ও ওষ্ঠ, বন্ধুক পুষ্প ও বিম্বের প্রভাকে ন্যক্কৃত করিয়াছে, সেই সঙ্কুচিত অধর প্রান্তে শোভিত বেণুযুক্ত বদন, এবং মস্তকে ঈষদ্বক্র চূড়া শোভা পাইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার কণ্ঠের উপরিভাগে অবিচ্ছিন্নভাবে রেখাত্রয় শোভা পাইতেছে এবং সেই কণ্ঠমধ্যে "উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত" এই ত্রিবিধ স্বর, শ্রুতি (ষড়্‌জাদি) ও রাগ (স্বরপ্রকারবিশেষ) বিরাজ করিতেছে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভমান ও স্কন্ধদ্বয় উন্নত সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৫ ॥

যাঁহার সুন্দর ভজযুগল বলয় ও অঙ্গদযুক্ত এবং আজানুলম্বিতকন্দর্পার্গলাকার, এবং যিনি অমূল্য মণি, মুক্তা ও পুষ্পমালাধারী, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণতি করি ॥ ৬ ॥

যাঁহার অশ্বত্থ পত্রাকার উদরের মধ্যবর্ত্তী রোমাবলী নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা কম্পিত হইতেছে এবং উদরে সেই রোমাবলীর অপূর্ব্ব রেখা শোভা পাইতেছে, পরিধানে পীতবসন ও কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী দুলিতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি মণিময় নূপুর সম্বলিত চরণযুগল বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামপদোপরি দক্ষিণপদ সংস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীরাধাসহ কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই উদারলীলাময় ও শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥৮॥

যিনি এই পদ্যাষ্টক দ্বারা শ্রীমজ্জগন্মোহনদেবের স্মরণ করেন, তাঁহার প্রেম-ভক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি প্রেমলাভ করিয়া জগন্মোহনদেবের চরণযুগলের সাক্ষাৎ সেবামৃতে নিমজ্জিত হয়েন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—শান্ত (১১)

বৈষ্ণব-অপরাধী সাউরীর সহজিয়াই অশান্ত

শুদ্ধবৈষ্ণব বা সজ্জনই একমাত্র শান্ত। অসজ্জন হইতে কেহই ইচ্ছা করেন না সত্য, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া অসৎ-স্বভাবকে নিজ-স্বভাব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া মায়াবদ্ধ অহঙ্কারী জীব 'অশান্ত' নামে আখ্যাত হন। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব। অসজ্জন বৈষ্ণবাপরাধক্রমে অপ্রাকৃত-দর্শন-বিমুখ হইয়া প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শামোদে ছট্‌-পট্‌ করিতে থাকায় তাঁহার অহঙ্কারের ক্রিয়াই পরিস্ফুট হয়। তিনি সেই বিষে এরূপ জর্জ্জরিত হইয়া অশান্ত হন যে, শ্রীশুদ্ধভক্ত সজ্জনকেও অহঙ্কারযুক্ত-ভাবপূর্ণ আরোপ-পূর্ব্বক তাঁহাকেও নিজ সদৃশ জ্ঞান করেন। প্রাকৃত অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি তিনি কোন দিন সজ্জন শান্তের

আদর্শ দেখিবার চক্ষু পান, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, সজ্জনই কেবল শান্ত আর **সঙ্কীর্ণ জড়বুদ্ধি বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত সহজিয়াই কেবল অশান্ত।**

জীবের স্বরূপ ও তাহার ক্রমোন্নতি

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে—

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণ-ভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৯, ১৪৪-১৪৯)

সাউরীর সহজিয়া নীচ শূদ্র হইয়াও বৈদিক প্রচার করিতে গিয়া অপরাধবশে সংসারে নিমজ্জিত

যাহারা জড় বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব জানিয়াছি মনে করে এবং হরি-সেবা-প্রবৃত্তি হইতে স্বীয় স্বভাবক্রমে দূরে অবস্থান করে, তাহাদের অনন্তকোটী জীবনেও অপরাধ ছাড়ে না। তাহারা চিরদিনই অপরাধী বা অশান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিবার বাসনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। তাহারা কেহ মুখে বেদ মানে, কেহ বা নিজ যোষিৎ-সঙ্গময় পাপময় জীবনে বেদালোচনা নিষিদ্ধ জানিয়াও নীচ শূদ্রাভিমানে প্রচারক-নামে প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু হয়। কৃষ্ণেচ্ছায়, আপামর সকলেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করে; সুতরাং উপেক্ষিত হইয়া তাহারা বৈষ্ণবাপরাধে অশান্ত হইয়া উত্তরোত্তর

সংসারে নিমজ্জিত হয়। বেদের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অসৎ অশান্ত বৃত্তি সমূহকে তত্তন্নামে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে।

সহজিয়ারা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের নিন্দা করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত হয় এবং পরে সজ্জনের পায় পড়িয়া ত্যাগী বৈষ্ণব হয়

বেদ মুখে মানিয়া হরি-ভজন-বিমুখ বদ্ধ অহঙ্কারী জীব বেদ-নিষিদ্ধ পাপ সকল করিতে থাকে এবং তীব্র প্রতিবাদ-চ্ছলে সজ্জন-সমাজকে নিন্দা করে। কোটী কোটী তাদৃশ জীবনে অশান্তি পাইয়া ক্রমশঃ পাপক্ষয়ে জন্মজন্মান্তরে পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া কর্ম্মী পদবীতে উন্নত হয়। পরে তাদৃশ বিষময় কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বা মিছাভক্তকাণ্ড অতিক্রম করিয়া সজ্জনের অমল পাদপদ্মে শান্তি লাভ করে। যেকাল পর্য্যন্ত না কৃষ্ণবিমুখ অশান্ত বৃত্তির বিষময় ফল উপলব্ধি হয়, যেকাল পর্য্যন্ত না শ্রীসজ্জনের অমল পাদপদ্মের মাহাত্ম্য সুকৃতিক্রমে লভ্য না হয় তৎকালাবধি অহঙ্কারী জীব, বৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় অশান্ত অহঙ্কারী কপটী জীব-বিশেষ বলিয়া চিৎকার করে।

সহজিয়ার প্রতি ত্রিদণ্ডী শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃত্য

শুদ্ধ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম এই সকল অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন অশান্ত জীবকে কেবল উপেক্ষা করা। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডী ভাগবত মহোদয় যে-ভাবে অশান্ত অহঙ্কারী জীবগণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন সেই স্থান প্রত্যেক বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর অনুক্ষণ আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী বা ত্যক্তদণ্ড পরমহংসগণ এই অশান্ত জীবকে তাহাদের অশান্তি হইতে উন্মুক্ত করিবেন না পরন্তু উপেক্ষা করিবেন মাত্র—ইহাই ত্যক্তদণ্ড বা ত্রিদণ্ডীর ধর্ম্ম।

ঘর-পাগলা সহজিয়াদের শিক্ষার জন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যা

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ত্রিদণ্ডীর ধর্ম্মকেই 'গৃহি-গৌরাঙ্গসেবী' বদ্ধ জীবের সর্ব্বোত্তম বিচার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই এই ত্রিদণ্ডি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা এবং শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং 'সন্ন্যাস' করিয়া তাহাই ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবের জন্য স্বয়ং আস্বাদন করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের অশান্তিময় ধর্ম্ম অপগত হইবে। বদ্ধজীব কৃত্রিম সাত্ত্বিক বিকার অথবা বাবা ঠাকুরের সন্তান প্রভৃতি অসৎ পরিচয় ছাড়িয়া সজ্জন হইতে পারিবেন।

সাউরীর সহজিয়ার স্বভাব ও ত্রিদণ্ডীর সহিষ্ণুতা

"দুর্জ্জনগণ বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীকে তিরস্কার, অপমান, উপহাস, হিংসা, তাড়না, (রাজদ্বারে) আবদ্ধ ও নানাপ্রকারে বঞ্চনা করেন। কোন সময় ত্রিদণ্ডীকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার গাত্রে থুথু ফেলেন, প্রস্রাব করিয়া দেন এবং তাঁহারা ভগবদ্-ভজনে নানাপ্রকার ব্যাঘাত করেন। ত্রিদণ্ডী, দুর্জ্জনের কথায় আপনার ভজন-নিষ্ঠা ত্যাগ না করিয়া স্বয়ং সমস্ত সহ্য করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, যাঁহারা দুর্জ্জনের বাক্যে ক্ষুব্ধ না হন, এরূপ সাধু জগতে বিরল। অসজ্জনের নিষ্ঠুর বাক্যবাণ অরুন্তুদ (ক্লেশদায়ক), কেবল হরিভক্তি থাকিলে তিনি সহ্য করিতে সমর্থ।

অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বৈরাগ্য স্বাভাবিক, কৃত্রিম নহে

অবন্তী দেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নানাপ্রকারে ধন সঞ্চয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার কৃপণ স্বভাব ও লোভ বশতঃ গ্রামবাসগিণ, দেবগণ এবং অন্যান্য অনেকেই তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। এই প্রতিকূল আচরণের ফলে তিনি সকল প্রাকৃত বিষয় হইতে অপসারিত হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্যে উপনীত হইলেন। বৈরাগ্য উদয় হইবামাত্র তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রতি ভগবানের নিষ্কপট করুণার উদয় হইয়াছে।

অনধিকারীর সন্ন্যাসদান ও স্বয়ং ত্রিদণ্ড গ্রহণ

তিনি আপনাকে নিত্য কৃষ্ণদাস জানিয়া ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি **তুর্য্যাশ্রম-সংস্কার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন**; যেহেতু কৃত্রিমভাবে তাদৃশ সংস্কার এক ব্যক্তি অপরকে দিতে অসমর্থ এবং **কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে ছল-বৈরাগ্য গ্রহণ করিতেও অসমর্থ**। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্যের আদর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভৃতি কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু তাদৃশ আদর্শের অনুকরণে গুরুর নিকট হইতে কৃত্রিম বৈরাগ্য-গ্রহণ পন্থাই যে সমীচীন—এরূপ সজ্জনগণ বলেন না। বিবিৎসা বা বৈধ-সন্ন্যাসে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্য স্বীকৃত আছে।

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর প্রতি অশান্ত ব্যক্তিগণের অত্যাচার

আবন্তিক ভিক্ষু মহাশয় লৌকিক নিজ-ভোগ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া, যখন হরিভজনোদ্দেশে স্বীয় ত্রিদণ্ড গ্রহণের সদাচার প্রদর্শনে বাহির হইলেন, তখন গৃহমেধী অশান্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাকে 'বৃদ্ধ যুবক'ও 'বালক' হইয়া তাঁহার ত্রিদণ্ডে টান লাগাইলেন, তাঁহার

কমণ্ডলু, কন্থা, যজ্ঞসূত্র, মালিকা কাড়িয়া লইতে গেলেন, তাঁহার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে অসজ্জনগণ থুৎকার ও প্রস্রাব করিয়া দিলেন, তাঁহাকে অবমান করিবার জন্য মস্তকে পদাঘাত করিলেন, কেহ বলিতে লাগিলেন, এই ত্রিদণ্ডী চোর, বিষয় রক্ষা করিতে না পারিয়া, ভোগে অসমর্থ হইয়া ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন ; লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিতেছেন, এই ত্রিদণ্ডীকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধ, ইহাকে সকলে মিলিয়া বধ কর, ইহার সন্ন্যাসের দ্রব্যগুলি অপহরণ কর, ইনি ধর্ম্মধ্বজী এবং শঠ, মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বকের ন্যায় কপটাচারী প্রভৃতি নানা দুর্ব্বাক্য বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডীর ভাগ্যে চিরদিনই ঘটিতে থাকিল।

অত্যাচারীর প্রতি ত্রিদণ্ডীর শান্ত ব্যবহার

ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু আপনাকে এই অরুন্তুদ বাক্যবাণে অথবা অসতের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সন্তপ্ত মনে না করিয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই, যে-সকল অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন বিষয়-মদে প্রমত্ত হইয়াছে এবং ভগবানকে মায়িক অবতার মনে করে, তাহারা কিছু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী নহে, তাহাদের ধর্ম্ম, বৃত্তি ও আচরণ পরিবর্ত্তিত করাইয়া আমি কোন পার্থিব শান্তি চাই না। যেদিন তাহারা বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে, সেইদিন তাহাদের ঐ প্রকার অসদ্বৃত্তি আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইবে। আমি কেন উহাদের প্রচণ্ড রঙ্গ-রসের প্রতিবন্ধক হই ? জীব মাত্রেই যখন স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস তখন তাহাদের প্রচণ্ড বিরূপ-নৃত্য 'একদিন না একদিন' থামিয়া যাইবে। আমি বর্ত্তমানকালে আমার ভজন নিষ্ঠা ছাড়িয়া দুর্বৃত্তদিগকে প্রত্যুত্তর-সূত্রে অথবা তাহাদের জিজ্ঞাসাত্মক কৌতূহল পরিতৃপ্তির ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন ? তাহারা অশ্রদ্দধান, কোন কথা তাহাদের বর্ত্তমান প্রমত্ততায় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত বা শান্ত করণই ত্রিদণ্ড গ্রহণ

আমি ত্রিদণ্ডী—ভাগবতদাস ; সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাহাদিগকে কোন প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বিশুদ্ধ মহাজনের পথের অনুসরণ করিয়া এই দুর্বৃত্তগণের চতুর্ব্বর্গরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানপথত্রয়ে বিচরণ করিব না। সজ্জন শান্তগণ যে কৃষ্ণৈক-শরণতা আশ্রয় করিয়া সমগ্র জাগতিক দুর্বৃত্তি ছাড়িয়া হরিভজন করিয়াছেন আমিও সেইরূপ করিব। আমি দুর্জ্জন-গণের হিংসা-বহ্নির ইন্ধন স্বরূপ হইয়া তাহাদের অশান্তির বৃদ্ধি করাইব না।

ত্রিদণ্ডীর গৈরিক-বেষ ঘরপাগলা সহজিয়াদের কোপের কারণ এবং শান্তগণের তাহাতে উপেক্ষা

শ্রীগৌরসুন্দর এই গাথা গান করিয়াই নিজাশ্রিত বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিগণকে শ্রীহরিভজনের যে পথ দেখাইয়াছেন তদনুসরণেই প্রাচীন বৈষ-পদ্ধতি গুলিতে ত্রিদণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। "গৃহী গৌরাঙ্গের" সেবক গৃহমেধী-যাজ্ঞিকের এই সকল কথা ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে কোনদিন প্রবেশ করিবে না। তাহারা সঙ্কীর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া বৈধ ও অবৈধ প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া জড়ভোগকেই প্রেম বলিয়া জাহির করিবে। কিন্তু শান্ত সজ্জনগণ এরূপ ঘৃণিত বৈধাবৈধ দুইপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়াবাদকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করিয়া শ্রীব্রজবাসী গোস্বামিবর্গের নির্দ্দিষ্ট শ্রীরূপানুগ ভজনমার্গে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা সহজিয়াদিগের ঘৃণিত জড়ভোগময় হিংসোত্থ তীব্র প্রতিবাদকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈষ্ণব-নিন্দা

বৈষ্ণব-নিন্দার ফল

জীব যতপ্রকার অপরাধ করিতে পারেন তন্মধ্যে বৈষ্ণব-নিন্দা তুল্য আর ভয়ঙ্কর অপরাধ নাই। অতএব বৈষ্ণব-নিন্দা কাহাকে বলে ইহার যথাশাস্ত্র বিচার করা আবশ্যক। স্কন্দপুরাণে লিখিত হইহাছে ;—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয় ; তাহার পক্ষে এই ছয়টী গর্হিত আচার পতনের কারণ হয়।

ভাগবতে লিখিয়াছেন ,—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥

যে-স্থলে ভগবান্ বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

জীবের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের প্রতি ব্যবহার

বৈষ্ণব-নিন্দা হইতে যখন এরূপ সতর্ক করা হইতেছে, তখন প্রথমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা ও যে যে কার্য্যদ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন। জীব-সকলকে চারি প্রকারে বিভাগ করা প্রয়োজন। জীব সাধারণ, ধার্ম্মিক জীব, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীব ও বৈষ্ণব জীব—এই প্রকার জীবের চারিটী বিভাগ। জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এই বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক জীবগণকে একটু বিশেষ আদর করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীবগণকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-জীবের চরণ ভজন করাই বিধেয়। জীবের আদর, ধার্ম্মিক জীবের বিশেষ আদর ও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব-প্রায় জীবের সম্মান না করিলে **পাপ হয়**। বৈষ্ণব-জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে **অপরাধ হয়**। পাপ-সমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয়, কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর-নিষ্ঠ। অপরাধ জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা।

কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তম-ভেদে তিনপ্রকার বৈষ্ণব

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোকদ্বারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—এই বিভাগক্রমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব যথা ;—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিতে হরি-পূজা করেন কিন্তু হরি-ভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ; অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ মাত্র করিতেছেন। **পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভেদ এই যে, পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা** কেবল লৌকিক শিক্ষা হইতে উদয় হয়। **শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতে** শাস্ত্রবাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদ্বাক্য প্রমাণদ্বারা বৈষ্ণব-জন-প্রতি শ্রদ্ধা উদয় হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উদয় হইলেই জীব মধ্যমাধিকারস্থ বৈষ্ণব হন। যে-পর্য্যন্ত তাহার উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় না। তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে কিন্তু বৈষ্ণবের প্রায় ।"

প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবপ্রায় জীব শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পারেন ।

মধ্যম বৈষ্ণব যথা ;—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ বৈষ্ণব-প্রায় জীবে কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জনের প্রতি উপেক্ষা (অর্থাৎ অবস্থাক্রমে ঔদাসীন্য, সহিষ্ণুতা বা পরিত্যাগ) করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। বিদ্বেষীগণও বালিশ—এরূপ বুদ্ধিতে তাহাদিগকে যথাযোগ্য কৃপাও করেন। মধ্যম-বৈষ্ণবদিগেরই বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার ; যেহেতু কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবেরা তাহা করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-প্রায় বলা যায়, বৈষ্ণব বলা যায় না।

উত্তম বৈষ্ণব যথা ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব দৃষ্টি করেন এবং সেইসমস্ত ভূতকে স্বীয় চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবত্তত্ত্বে অনুভব করেন অর্থাৎ তদাশ্রিত বোধে জগৎকে বৈষ্ণব বলিয়া দেখেন, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। এরূপ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণবরূপ ভেদ-দৃষ্টি নাই।

মহাপ্রভুর শিক্ষায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবতর-বৈষ্ণবতম-ভেদে ত্রিবিধ বৈষ্ণব

এতদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, কনিষ্ঠ শ্রেণীতে যাঁহারা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা লাভ করত বৈষ্ণবসেবা করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই মধ্যম বৈষ্ণবের অন্যান্য লক্ষণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব। মধ্যম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতর। উত্তম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতম। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু যেরূপে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা এস্থলে বিচার্য্য—

(কনিষ্ঠ) ঃ— অতএব যার মুখে এক 'কৃষ্ণ'-নাম।
সেই ত বৈষ্ণব তাঁর করহ সম্মান ॥

(মধ্যম) ঃ— 'কৃষ্ণ'-নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব(তর) ভজ তাঁহার চরণে ॥

(উত্তম) :— যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ-নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি **বৈষ্ণব-প্রধান** ॥
ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' আর 'বৈষ্ণবতম' ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণ-নামোচ্চারণ-মাত্রই বৈষ্ণবত্ব। কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব-প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস বলিয়া দর্শিত হইয়াছেন, তাঁহারা নামাভাসমাত্র উচ্চারণ করেন, নাম উচ্চারণ করেন না। যিনি একবার শুদ্ধ-নাম উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব; যিনি সেই শুদ্ধ-নাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন, তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম।

একবার শুদ্ধ-নামকারীই বৈষ্ণব—শ্রীনাম-তত্ত্বে দীক্ষা অনাবশ্যক

এস্থলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, **শুদ্ধ বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই**। বৈষ্ণব-প্রায় হইবার জন্য অর্চ্চাতে হরি-পূজোপযোগী মন্ত্র গ্রহণকে দীক্ষা বলে। সে-দীক্ষা নাম-তত্ত্বে অনাবশ্যক। যথা প্রভু-বাক্য :—

প্রভু কহে—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই, শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥
অনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥
অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ-নাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তাঁর পরম সম্মান ॥

শ্রীনাম ও নামাভাসের পার্থক্য ; নামাভাসকারী বৈষ্ণব নহে

নাম ও নামাভাসের পার্থক্য বিচার করিবার অবকাশ এখানে নাই। সময়ান্তরে বিশেষরূপে সে-বিষয়ে বিচার করিব। এইপর্য্যন্ত এস্থলে বলিতে পারি যে, **শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অর্থাৎ শুদ্ধ শরণাগতির সহিত কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হইলে 'নাম' হয়।** অন্যাভিলাষিতাযুক্ত বা জ্ঞান-কর্ম্মযোগ-বৈরাগ্যাদিদ্বারা আবৃত যে নাম, তাহা **'নামাভাস'**। নামাভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত

ফলোদয় হইলেও **বৈষ্ণবের মুখে 'নামাভাস' উচ্চারিত হয় না, শুদ্ধ 'নাম' উচ্চারিত হয়।** নামের স্বরূপ-জ্ঞান, 'নাম'-'নামীর' অভিন্নত্ব বুদ্ধি, জীবের শুদ্ধ চিদিন্দ্রিয়ে নামের উৎপত্তিস্থান (এই) অনুভবের দ্বারা যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাই নাম। তদ্রূপ এক নাম যাঁহার জিহ্বায় উদয় হয়—তিনি বৈষ্ণব। নাম উদয় হইতে না হইতে সমস্ত প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। উদয় হইবামাত্র প্রেম উদিত হইয়া পড়ে।

শুদ্ধ-নামকারী বৈষ্ণব সর্ব্বগুণসম্পন্ন, নিষ্পাপ ও পাপ-পুণ্যে রুচিহীন

বৈষ্ণব স্বভাবতঃ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত। চরিতামৃতে ;—

সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥
'বিধি' 'ধর্ম্ম' ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁর কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥
অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ)

যেদিন হইতে এক কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদিত হয়, সেইদিন হইতে আর জীবের পাপে রুচি থাকে না। পাপে রুচি হওয়া দূরে থাকুক, পুণ্যতেও রুচি থাকে না। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম সকলেই নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ। যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই ; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবেন।

দুষ্টলোকের বৈষ্ণবের প্রতি তিনপ্রকার দোষদৃষ্টি

বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্টলোকে বিদ্বেষপূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। (**প্রথমতঃ**) শুদ্ধভক্তি উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল তাহা একপ্রকার দুষ্ট লোকের আলোচ্য হয়। ভক্তি উদয় হইলেই দোষ-সমূহ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। (**দ্বিতীয়তঃ**) বিনষ্ট হইতে হইতে যে কিছুকাল

অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের **তৃতীয়** আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখন দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্টলোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়। অতএব নামতত্ত্ব-রত্নমালায় এরূপ কারিকা দৃষ্ট হয়,—

প্রাগ্ ভক্তেরুদয়াদ্দোষঃ **ক্ষয়াবশিষ্ট** এব চ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্যঃ কদাচন ॥
সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু মৃষাপবাদমেব চ।
দোষানালোচয়ত্যেব স সাধু-নিন্দকোঽধমঃ ॥

বৈষ্ণবের পূর্ব্বকৃত দোষের আলোচনা নিন্দনীয়

হে পাঠকবর্গ! বৈষ্ণবের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় কহিয়াছেন ;—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। (গীঃ ৯।৩০-৩১)

বৈষ্ণবের ক্ষয়-প্রায় দোষের ও দৈবাৎ কোনও দোষের নিন্দা অপরাধজনক

নিসর্গপ্রায় যে-সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া **সদুদ্দেশ্য ব্যতীত** আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না। তৎসম্বন্ধে করভাজন বলিয়াছেন ;—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৮)

দৈবোৎপন্ন দোষের **সদুদ্দেশ্য ব্যতীত** আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূলকথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হইলে নাম স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

সদুদ্দেশ্যে পরদোষ আলোচনীয়

এস্থলে এরূপ বিতর্ক হইতে পারে, উক্ত তিনপ্রকার দোষ ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্যান্য দোষের আলোচনা করা উচিত কি না? উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের উক্ত তিনপ্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ হইতে পারে না। যাহাদের উক্ত তিন প্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ আছে, তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন নাই। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, জীব মাত্রের দোষ সকল সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কাহারও আলোচনা করা উচিত নয়। **বৈষ্ণব-নিন্দা অপরাধ। অন্য জীব-নিন্দা পাপ**। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার সেরূপ পাপেও রুচি হয় না। **সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষ আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই।**

সদুদ্দেশ্য তিন প্রকার, যথা :—নিন্দিতজনের মঙ্গল-কামনা, জগতের মঙ্গল ও নিজ-মঙ্গল

সদুদ্দেশ্য তিন প্রকার (১) যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায় তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। (২) জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপালোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভ-কার্য্যের মধ্যে গণিত। (৩) নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাতেও গুণ বই দোষ হয় না। এই সকল সদুদ্দেশ্যেই বাল্মীকির পূর্ব্ব চরিত্র, জগাই-মাধাইএর পূর্ব্ব-চরিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সর্ব্বদা নিষ্পাপ-রূপে আলোচিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুর নিকট বৈষ্ণব নিন্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে, গুরু শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া, সাধু-বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। **সাধু বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্ম্ম-ধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধু-নিন্দা বা বৈষ্ণব-অপরাধ হয় না। যদি সে-বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা উত্থাপন হয়, তাহাও সদোষ হইতে পারে না।** এই সকলই সদুদ্দেশ্যের উদাহরণ।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ গ্রহণ

হে পাঠকবর্গ, আপনারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই গভীর বিষয়ে চিন্তা করিবেন।

সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গ ত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে নাম তত্ত্বের উদয় হইবে না। অতএব ভাগবতে উপদিষ্ট হইয়াছে।—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

এইসকল কারণে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান লোক সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেননা, সাধু-উপদেশ দ্বারা সাধুগণ মনের ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ অসাধু বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জনিত দুঃখ ছেদন করিয়া থাকেন।

সাধু-সেবা মধ্যমাধিকারীর—কনিষ্ঠ বা উত্তমাধিকারীর নহে; অনধিকার-চর্চ্চা দূষণীয়

এমত মনে করিবেন না যে, আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবার ফল পাইব। পূর্ব্বোক্ত মধ্যমাধিকারীদিগেরই সাধু-সেবার প্রয়োজন; কেননা, কনিষ্ঠ সাধুসেবা করেন না ও উত্তমাধিকারীর সাধু ও অসাধুতে ভেদ-বুদ্ধি নাই। আপনারা মধ্যমাধিকারী, অতএব সাধু অন্বেষণ করিয়া তাহাতে মৈত্রী ও অসাধুকে কৃপা বা উপেক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। আপনারা স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিলে দোষী হইবেন। দোষ-গুণ সম্বন্ধে ভাগবতের আজ্ঞা এই,— স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ (ভাঃ ১১।২১।২)

আপনারা না জানিয়াও অসাধু-সঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন। যথা ভাগবতে;—সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।

স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥

অধিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিদোষে না জানিতে পারিলেও যে অসৎসঙ্গ হয়, তাহা সংসৃতির অর্থাৎ পতনের হেতু হয়। সেইরূপ সাধুতে সঙ্গ হইলে, নিঃসঙ্গত্ব সহজে হয়।

ভক্তমাল, প্রপন্নামৃত প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থে উত্তম-ভক্তদিগের (পক্ষে) সর্ব্বত্র সাধুদর্শনের যে মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মধ্যম-বৈষ্ণবদিগের আচরণীয় নয়। তাহা আচরণ করিতে গেলে অনধিকারচর্চ্চা-দোষে শীঘ্র পতন হইয়া পড়ে। আমরা সদুদ্দেশ্যে এই সমস্ত আলোচনা করিলাম, শুদ্ধ ভক্তগণ কৃপা করিয়া বিচার করিবেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীনাম ও নিমাই

সৈন্যাধ্যক্ষ হুসেনের পিঠে ছিল এক দাগ আঁকা,
পত্নীর চোখে পড়িল একদা খুলিতে অঙ্গরাখা।
কি এক ত্রুটীতে বেতের আঘাতে হয়েছিল তার সাজা,
হুসেনশা' ছিল সৈনিক তখন, সুবুদ্ধি-খাঁন—রাজা।
সেনাপতি-পত্নী শুনিয়া কাহিনী ক্রুদ্ধ হইয়া কহে—
"অদ্ভুত অতি ভুজঙ্গে আঘাতি' অদষ্ট হইয়া রহে।
এর প্রতিশোধ না নিলে বিশ্বে বেঁচে থাকা মোর ভার,
রাজ-আসনে বসিবে সুবুদ্ধি চাহিনা দেখিতে আর।"
সুবুদ্ধি-খাঁনের বুদ্ধির দাম দেয় সদা সেনাপতি,
প্রেয়সীর বাণী রক্ষিবারে (আজ) বিভ্রম হইল মতি।
সেনাপতি-রাজায় হইলা যুদ্ধ হারিল সুবুদ্ধি-খাঁন,
যবন-সৈন্য করাইল তাঁরে বদনার বারি পান।
জাতি-নাশ পাপ ক্ষালিতে সুবুদ্ধি কাশীতে করিয়া বাস,
জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে—"কিবা প্রায়শ্চিত্ত, কিসে এ' পাপের নাশ"?
কেহ কহে—"তপ্ত তৈল-কটাহে ত্যজহ পাপ-পরাণ",
কেহ কয়—"তপ্ত-ঘৃত মুখে ঢালি নরকে লভহ ত্রাণ।"
কারো উপদেশ—"তুষানলে পুড়ি' মৃত্যু বরণ ভালো",
সবার এককথা—"নরকের ভয়ে নরকের আগুণ জ্বালো।"
ভাগ্য বিনাশে সুবুদ্ধি-খাঁনের ভাবনার অন্ত নাই,
সহসা কাশীতে উদিত হইলা নদীয়ার নিমাই।
কোন এক মহান্ বৈষ্ণব-কৃপায় রাজা সুবুদ্ধি-খাঁন,
নিমাই-চরণে দুঃখ নিবেদিল সঁপিল হৃদয় প্রাণ।
কহিলা নিমাই—"হরিনামাভাসে পাপ-তাপ দূরে রয়,
ভবের বন্ধন টুটে মানুষের রহে না নরক-ভয়।
কৃষ্ণের যত 'রূপ-গুণ-লীলা' শ্রীনাম প্রকট করে,
ধন্য কলিযুগে শ্রীনাম-সাধনে নিখিলের জীব তরে।"

মায়াবাদী দণ্ডী-সন্ন্যাসীর দল শুনিলা নিমাইর বাণী,
করিলা কত বিরুদ্ধ-ভাষণ আলোচনা কাণাকাণি।

দণ্ডী-সভায় একদা নিমাই প্রকাশিলা নিজ মত,
খণ্ডিলা নিমাই সন্ন্যাসী-দলের বিরুদ্ধ যুক্তি যত।

তবু সবে কহে—"নাম মহিমার চাক্ষুষ প্রমাণ চাই,"
নিমাই কহিলা—"প্রমাণ হইবে বিশ্বনাথের ঠাঁই।

বিশ্বনাথের পাষাণের বৃষ রাজ-কর হইতে যদি,
তৃণ কেড়ে খায়, তবু কি নিখিলে রহিবে সে অপরাধী?"

যথাকালে হ'ল মন্দিরে একদা বিরাট লোকের ভীড়,
সুবুদ্ধি নিমাইর চরণে পড়িয়া কাঁদি' না হয় স্থির।

কহিতে লাগিলা—"অপরাধী আমি, আমার হাতের ঘাস,
খাবেনাকো বৃষ; তব লাগি প্রভু! অন্তরে লাগে ত্রাস।

মোরে নাম দিয়া দণ্ডীর কাছেতে দণ্ড হইবে তোমার,
তার চেয়ে ভাল—যে কোন অনলে মৃত্যু হউক আমার।"

হাতে ঘাস দিয়া নিমাই পণ্ডিত কহিলা সুবুদ্ধি-খাঁনে—
"শ্রীনাম-মহিমা হ'বে প্রচারিত বৃষে করি' তৃণ-দানে।

নামাভাসে তুমি কলুষ-মুক্ত রাহু-মুক্ত যথা শশী,
শঙ্কর-বাহনে কর তৃণ দান মন্দিরে তাঁর পশি'।"

নিমাইর আদেশে করে নিয়া ঘাস বিশ্বনাথে প্রণমিলা,
রাজা শুদ্ধমতি আঁখি-জলে তিতি বৃষ-পাশে দাঁড়াইলা।

কহিলা কাতরে—"রক্ষ এসঙ্কটে শঙ্কর ভগবান,
তোমার চরণে শরণাগত এই কিঙ্কর সুবুদ্ধি খাঁন।

নরকে আমার নাহি আর ভয় আসুক যে কোন দুখ,
শুধু 'নাম'-দাতা প্রভুর মহিমা নিখিলে প্রচার হোক্।"

সমবেত জন হেরিল বিস্ময়ে রসনা বাহির করি',
হস্ত হইতে কোমল-তৃণ বৃষভ খাইছে কাড়ি'।

হ'য়ে ভক্তিযুত নরনারী যত নিমাইর মহিমা গায়,
সন্ন্যাসীর দল দেহ-মন-প্রাণ সঁপিল নিমাইর পায়॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

মানবের হরি-বিমুখতার কারণ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় নানাদেবদেবীর পূজায় বিবিধ বিপত্তি ও ভগবদ্ অর্চ্চনাদির দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ-বচন দ্বারা নিরূপিত করিলেও কর্ম্মাসক্তি-চালিত, বিষয়-ভোগে প্রমত্ত জনগণ ঐ সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ-বাণী গ্রহণে স্বতঃই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। ইহার কারণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—

আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ।
মাঞ্চ গোপায় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

(পদ্মপুরাণ ও নারদ পঃ রাঃ ৪।২।৩০)

অর্থাৎ হে শিব! তুমি কল্পিত আগম (তন্ত্র) শাস্ত্র-রচনার দ্বারা মানবগণকে আমার প্রতি বিমুখ করিয়া আমাকে গোপন কর।) ইহাতে আমার সৃষ্টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ শিবকে বলিতেছেন,"তুমি কল্পিত তন্ত্র-শাস্ত্র দ্বারা তোমার এবং অন্যান্য দেবতার ঈশ্বরত্ব ও ফলদাতৃত্ব বর্ণনা কর; তাহা হইলেই মূঢ় লোকগণ আমার ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে আসক্ত হইবে। তাহার ফলে এ সংসারে তাহারা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিবে। তাহাতেই লীলাপুষ্টির জন্য আমার বিশ্বসৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।" ভগবানের এই নির্দ্দেশে মহাদেব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নিজের ঈশ্বরত্ব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নিজ শক্তিগণের ঈশ্বরীত্ব জগৎকর্ত্তৃত্ব, প্রভৃতি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনার দ্বারা বাস্তব সত্য-স্বরূপ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবানকে গোপন করিয়াছেন। তাহার ফলেই শাক্ত-শৈবগণ বিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্ব ভুলিয়া নানা দেবতার ভজনে রত হইয়া বিপথগামী হইয়াছেন। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বা মহাজনগণের প্রত্যক্ষানুভবও তাঁহারা মানিতে চাহেন না।

ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদ

মহাজনগণের অনুভবের একটী দৃষ্টান্ত এখানে আলোচিত হইতেছে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজের পুত্র প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে দেখিয়া প্রথমতঃ তাহাকে বধেচ্ছায় নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন অগত্যা প্রহ্লাদের মতি পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে শুক্রাচার্য্যের

ষণ্ড ও অমর্ক নামক পুত্রদ্বয়ের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিলেন। উদ্দেশ্য, তাহাদের শিক্ষায় যদি পুত্রের বিষ্ণুভক্তি পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব? প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে বাস-কালীন দেবর্ষি নারদের নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় বিরাজিত রহিয়াছে। ষণ্ডামর্কের ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গলাভের উপায় বা রাজনীতির সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদির কথা প্রহ্লাদের কাণে পৌঁছায় না। তিনি নারদের উপদেশানুযায়ী সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়। রাজোচিত আহার-বিহার, বেষ-ভূষা বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। সহাধ্যায়ী অপর দৈত্যবালকগণও প্রহ্লাদের সহিত গুরুগৃহে একত্রে বাস করেন। তাহারাও তৎসঙ্গগুণে ক্রমে ক্রমে অসুরোচিত আহার-বিহার, বেষ-ভূষা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত। এবং তাঁহার উপদেশ-মত চলিত। প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে ঐরূপ অনুগত দেখিয়া তাহাদের শিক্ষার্থ উপদেশ করিতে লাগিলেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥ (ভাঃ ৭।৬।১)

অর্থাৎপণ্ডিত ব্যক্তি কৌমার কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। এই জগতে মানুষ-জন্ম দুর্লভ, অথচ মৃত্যুকাল অনিশ্চিত। তথাপি মানুষ-জন্মই পরম-পুরুষার্থ লাভের একমাত্র কারণ হইয়া থাকে।

কুমার-কাল কতদূর পর্য্যন্ত, জানা আবশ্যক। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম—

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃ পরম্॥

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার কাল, দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ডকাল, পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোর কাল এবং তৎপর যৌবন কাল।

মানুষ জন্মের সুদুর্লভতা

প্রহ্লাদ পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণের উপদেশ করিলেন, যে-হেতু মৃত্যুকাল অনিশ্চিত, তদুপরি মানুষ-জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। সেই দুর্লভত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥

দেবাদি জন্মে মহাবিষয়ভোগেই আবেশ হয় এবং পশ্বাদি জন্মে বিবেক-বুদ্ধি

থাকে না। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্র প্রধানতঃ মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হয়। ভোগপ্রবণ দেবদেহে হরিভজন দুর্লভ বলিয়া দেবতাগণও ভারতবর্ষে মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন। সেই দেবতাগণেরও প্রার্থিত মানুষ-দেহ লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহারা নিজ জীবাত্মাকে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া থাকে; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ঐ জন্ম-মরণ-প্রবাহটী আবার নিয়মাবদ্ধ। মানুষ-দেহ-প্রাপ্ত জীব যে স্বেচ্ছাধীন সর্ব্বদা মানুষই হইবে এবং পশু, পক্ষী ও ক্রিমি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ সেই সেই পশু-পক্ষী ও ক্রিমি-জন্মই লাভ করিবে, তাহা নহে। পর্য্যায়-ক্রমে হউক ও বিপর্য্যায় ক্রমে হউক, এক জীবাত্মাই কর্ম্মফলানুরূপ সমস্ত দেহই ধারণ করিয়া থাকে। যথা—

অশীতি-চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্ম-পর্য্যায়াৎ ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দ-চরণদ্বয়ম্ ॥

অর্থাৎ জীবাত্মা জীবজাতিতে সাধারণতঃ পর্য্যায়ক্রমে চৌরাশী লক্ষ যোনিতেই পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ ভ্রমণের ক্রমানুসারে মানুষ-দেহ লাভের সময় আসিলে-পরই, মানুষ-দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বেচ্ছাধীন কেবল মানুষ-দেহই লাভ হয় না—পর্য্যায়ক্রমে লাভ হয়। সুতরাং দেব-দুর্লভ মানুষ-দেহ লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের ভজন না করে, সেইসকল দেহাভিমানী পশুতুল্য মানবের ঐ মানুষ-দেহ-ধারণ বিফল হইয়া থাকে।

জীবের মানুষ-দেহ-প্রাপ্তির ক্রম ও তালিকা

বদ্ধজীবের চৌরাশীলক্ষ জন্মের তালিকা ও পর্য্যায় সম্বন্ধে বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

জলজা নবলক্ষাণি, স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ, পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ, চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ ॥

জলস্থ নানাবিধ মৎস্য-জলৌকাদিতে নয় লক্ষবার, নানাবিধ তৃণ-প্রস্তর-বৃক্ষাদিতে বিশ লক্ষবার, কৃমি-কীটাদিতে এগার লক্ষবার, পক্ষীতে দশ লক্ষবার, নানাবিধ পশুতে ত্রিশ লক্ষবার এবং তৎপর সর্ব্বশেষ মানুষের মধ্যেও চারি লক্ষ-বার জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। চারিলক্ষ মানুষের মধ্যেও বনমানুষ,

পার্ব্বত্য জাতি, অঙ্গহীন, নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি নানা প্রকার উচ্চনীচ কুলে জন্ম হইয়া থাকে। এই মানুষ দেহেই হরিভজন করিয়া মুক্ত হওয়া যায়। হরিভজন না করিলে ব্রাহ্মণ-জন্মের পরও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইয়া জলজাদি জন্ম লাভ করিতে হয়।)

কর্ম্মানুসারে জন্ম-ক্রমের বিপর্য্যয়

আবার একটি কথা এ স্থলে বিচার্য্য যে, এইরূপ মানুষ-জন্মের ক্রমটীও স্বতঃসিদ্ধ নহে। নিজকর্ম্মানুযায়ী তাহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। কেহ দ্বিতলের ছাদে উঠিতে যাইয়া পদস্খলনে যেমন দুই চারি ধাপ নীচে পতিত হন, সেইরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মটী যথাযথ আচরিত হইলেই ক্রমোন্নতি ঘটে এবং বিপরীত আচরণে অধঃপতিত হইতে হয়। এমন কি, মানুষ-দেহ হইতে পশু-প্রস্তরাদি যে-কোনও দেহ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাজর্ষি ভরত রাজৈশ্বর্য্য, স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় একটী হরিণ-শিশুর জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার মায়াতে মুগ্ধ হওয়ায় মৃত্যু-সময়েও হরিণ-শিশুর চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় পরজন্মে নিজে হরিণ-দেহ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিভজনের ফলে তিনি জাতিস্মর থাকায় হরিণ-জন্ম লাভ করিয়াও পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তখন নিজের হরিণ-শিশুতে আসক্তিরূপ ভ্রমধারণা তিরোহিত হইল। জীব-রক্ষা বা জীব-সেবাই মানব-জন্মের চরম কর্ত্তব্য নহে, ইহা তিনি বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মের ভজন স্থানেই হরিণ-দেহে অবস্থান ও হরি-চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিয়া সেই হরিণ দেহান্তেই ব্রাহ্মণ-পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজন করেন এবং দেহান্তে হরিকে প্রাপ্ত হন। এই জড় ভরতের দৃষ্টান্তে দেখা যায়, মানুষের জন্মের পর্য্যায় বা ক্রম সর্ব্বত্র একভাবেই রক্ষিত হয় নাই। শ্রীভরত হরিণ-জন্মের পরই ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করিলেন। অহল্যাও গৌতম-শাপে প্রস্তর হইয়াছিলেন এবং পরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে প্রস্তর-জন্ম হইতে পুনরায় মনুষ্য-জন্ম পাইলেন। সুতরাং মানুষ হইতে পশু ও পশু হইতে মানুষ এবং মানুষ হইতে প্রস্তর ও প্রস্তর হইতে মানুষ-জন্মের ক্রম-বিপর্য্যয় দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মানুষ-দেহ অচিরস্থায়ী

মানুষ-জন্ম সুদুর্লভ হইলেও সৌভাগ্যক্রমে যখন প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করত বার্দ্ধক্য-কালে হরিভজন করিলে ক্ষতি কি? কৌমার-কাল

হইতেই হরিভজন করিবার কি প্রয়োজন ?—দৈত্য বালকগণের এইরূপ প্রশ্ন হইবে মনে করিয়াই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন—**'তদপ্যধ্রুবম্'**। হে দৈত্যবালকগণ ! এই মানুষ-দেহ কতদিন থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। মৃত্যু কাল কাহার কখন উপস্থিত হইবে, কেহ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অল্প বয়সেই বহু লোককে মরিতে দেখা যায়। বার্দ্ধক্যে ভজন করিব বলিয়া বসিয়া থাকার পর কৌমারাদি বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হইলে আর তাহা তোমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। বিশেষতঃ এই বয়সই ভজনের প্রকৃত সময়। যৌবনাদিতে বিষয়াসক্ত হইলে পর সে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্যে কেহই ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

কৌমার-কাল হইতে ভজনের উপদেশের আর একটী কারণ দেখা যায়। কুম্ভকার কাচা মাটীর হাড়িতে যে রেখাদি অঙ্কন করে, ঐ হাড়ি অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিছুতেই লুপ্ত হয় না, এবং দগ্ধীভূত হাড়িতে আর কিছু অঙ্কন করা যায় না। মানুষের বেলায়ও সেইরূপ, বাল্যকালে যাহা শিক্ষা বা আচরণ করা যায় অন্তরে তাহার একটী কঠোর দাগ পড়িয়া থাকে। কিছুতেই সে দাগ অর্থাৎ সেই চিন্তা বা বিচার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং বাল্যকালে আচরিত ভাগবত-ধর্ম্ম যৌবনে বিষয়াসক্তিবশে আবৃত হইলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সামান্য কারণ হইতেই জাগিয়া উঠিবে। কিন্তু বাল্যে অনাচরিত বিষয় বার্দ্ধক্যে কখনও আচরণ করিতে রুচি হয় না ; এমন কি, তাহা সম্ভবও হয় না। সেই জন্যই প্রহ্লাদ মহারাজ কৌমার-কাল হইতেই ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

হরিভক্তির ফল অবিনাশী

যদি প্রশ্ন হয়,—অল্প বয়সে ভজন আরম্ভ করিয়া ২।৪ দিন ভজনের পর মৃত্যু হইলে ভজনকারীর এই অল্প ভজনের কি সার্থকতা হইবে ; সুতরাং যাহারা অল্পায়ু, তাহাদের পক্ষে এই অল্প বয়স হইতে ভজন আরম্ভ করা বা না করা উভয়ই সমান। যেহেতু সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে মৃত্যুগ্রস্ত হওয়ায় ভজন-ফল লাভ করা সম্ভব হইল না। ইহার সমাধানার্থ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন —**'তদপি অর্থদম্'** অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্য দেবতার অর্চ্চনাদি সমুদয় কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ করিলে তাহার ফললাভ হয়, অন্যথায় ফল লাভ হয় না, বরং কোন কোন কার্য্যের বিপরীত ফলও হইয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীহরির ভজন-কার্য্যের সে সকলের সহিত তুলনা হয় না। কারণ, ভজন-

ক্রিয়া আরম্ভ করিলেই সুফল বা মঙ্গল লাভ হয়, সম্পূর্ণতার কোন অপেক্ষা নাই। ভজনের তীব্রত্ব ও মৃদুত্ব-ভেদে শীঘ্র ও কিছু বিলম্বে ফললাভ হয় মাত্র। তাহা ছাড়া ভজন-কার্য্যের এক বিন্দুও বিফলে যায় না। 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—বাক্যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন। গত ৮ম সংখ্যায় তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জড়-ভরত ভজন-মধ্যে শৈথিল্য অবলম্বন করায় তিনজন্মে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। **পরীক্ষিৎ**-মহারাজ মাত্র সপ্তাহকাল তীব্র ঐকান্তিকতার সহিত শ্রবণাঙ্গ ভক্তিদ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। **খট্টাঙ্গ** নামে কোন রাজর্ষিপ্রবর বিশেষ যোদ্ধা ছিলেন। এক সময়ে অসুর-পীড়িত দেবগণ অসুরগণকে জয় করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে মতে খট্টাঙ্গরাজা স্বর্গে গমন করিয়া বহুদিন অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করত তাহাদিগকে নিধন ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর দিতে চাহিলেন। তবে মুক্তিদানে একমাত্র বিষ্ণুরই অধিকার, সেহেতু মুক্তি ভিন্ন যে-কোন বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন রাজা ভাবিলেন—রাজৈশ্বর্য্যাদি তাঁহার নিজের রহিয়াছে; তাহাতে আর প্রয়োজন কি? আবার বর-প্রার্থনা না করিলেও দেবতাগণের অবমাননা হইবে। এই-রূপ চিন্তা করিয়া রাজা মৃত্যু সময়টী জানিতে ইচ্ছা করিলেন। উদ্দেশ্য—শেষ বয়সে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। তদুত্তরে দেবতাগণ জানাইলেন—"আপনার মৃত্যু সময়ের মাত্র এক মুহূর্ত্ত (২দণ্ড) অবশেষ আছে।" ইহা শুনিয়া খট্টাঙ্গ রাজা দেবযানে তৎক্ষণাৎ নিজ রাজ্যে আসিলেন এবং অবিলম্বে দেব-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভগবানে মনোনিবেশ করিলেন। সেই দেব-নির্দ্দিষ্ট ২ দণ্ড সময় পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্ময়ভাবে ভগবৎ-চিন্তাফলে বিষ্ণুপ্রেরিত বিমানে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন এবং ভগবৎ-পার্ষদত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিলেন।

এই জড়ভরত, পরীক্ষিৎ মহারাজ ও খট্টাঙ্গ রাজার দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ভগবদ্ ভজন যাহাই যে পরিমাণে করা যায়, তাহা মৃত্যুতেও নষ্ট হয় না; সাধারণ অসম্পূর্ণ কর্ম্মফলের মত উহা বিনাশশীল নহে।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে বিষ্ণুভক্তের অবিনাশিত্ব স্থাপন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ (গীঃ ৬।৩৭)

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার ভজনে প্রবৃত্ত শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি যদি সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা কুসঙ্গ-বশে শিথিলতা অবলম্বন করে বা সম্পূর্ণ ভজন হইতে বিরত হয়, তবে তাহার কি গতি হইবে ? অর্থাৎ মৃত্যুতে পূর্ব্বভজন-ফলের নাশ বা স্বর্গাদি প্রাপ্তি এবং কুসঙ্গে বিপথগামী হওয়ার জন্য নরকপ্রাপ্তি—ইহার মধ্যে কোন্‌টী তাহার লাভ হয় ? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ (গীঃ ৬।৪০-৪৩)

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন ! আমার ভজনে প্রবৃত্ত মানবের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নাই। যে-হেতু আমার ভজনরূপ শুভকার্য্যানুষ্ঠানকারী যে-কোনও ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তবে কি প্রাপ্ত হন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—আমার ভজন আরম্ভ করিয়া শীঘ্র মৃত্যু হইলে বা কুসংসর্গে বিপথ-গামী হইয়া ভজন পরিত্যাগ করিলেও, সর্ব্বাবস্থায় সে মৃত্যুর পর অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের প্রাপ্য লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষকাল বাসের পর সদাচার-পরায়ণ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। অথবা আমার ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ জন্ম সাধারণের পক্ষে দুর্ল্লভ জানিবে। হে কুরুনন্দন ! আমার ভজন-ভ্রষ্ট ব্যক্তি যেখানেই জাত হউক না কেন, পূর্ব্বদেহজাত ভজন-ক্রিয়াটী সে স্বতঃই আমার কৃপায় লাভ করিয়া থাকে। তখন সে পুনরায় তৎপরবর্ত্তী ভজনের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে। সেই চেষ্টার তীব্রতায় সে-জন্মে এবং মৃদুতায় পরবর্ত্তী জন্মে

আমাকে লাভ করে। কোনপ্রকারেই সে বঞ্চিত হয় না—জানিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রহ্লাদ বলিলেন—'তদপ্যি অর্থদম্'। এই ক্ষণভঙ্গুর মানব-জন্মই একমাত্র পুরুষার্থ-দানে সমর্থ। অন্য জন্মে কখনও হরিভজন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

সদাশিব ও শিব (১)

গুণাবতার শিব সদাশিবের অংশ, সদাশিব ভগবত্তত্ত্ব এবং শিব ভক্ত-তত্ত্ব। সদাশিব নির্গুণ ও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবিশেষ অর্থাৎ বিলাস-মূর্ত্তি। তিনি শ্রীহরির তুল্য এবং জীব হইতে পৃথক্। এই মঙ্গলময় শ্রীসদাশিব সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ এবং তৎপত্নী শ্রীদুর্গাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী। তমোগুণের সম্বন্ধরহিত সর্ব্বকারণভূত সদাশিব বৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে পার্ষদগণসহ বিরাজিত আছেন। ইনি আবার বৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিবরূপে বিদ্যমান থাকায় ভক্তগণের সেবনীয় হইয়াছেন। বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শম্ভুর অংশী সদাশিব বা গোপেশ্বর মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় রতি প্রদান করেন। এই সম্পর্কে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনাবনি-পতে জয়সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর! ব্রজ-বিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥ (সঙ্কল্পকল্পদ্রুম)

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে উমাপতি-চন্দ্রমৌলে! হে সনন্দন-সনাতন-নারদাদি-পূজ্য গোপেশ্বর! আপনি ব্রজ-বিলাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমাকে নিরুপাধিক-প্রেম প্রদান করুন।

যিনি তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া গুণাবতাররূপে সংহারাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই আধিকারিক দেবশ্রেষ্ঠই শিব। ইনি প্রকট-সময়ে রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার একটী নাম রুদ্র। এই রুদ্র একাদশ ব্যূহাত্মক। যথা—অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও

যজমান—এই তাঁহার অষ্ট মূর্ত্তি। তাঁহার দশবাহু, পঞ্চবদন এবং প্রত্যেক বদনে তিনটি করিয়া নয়ন আছে।

কোন শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মাকে জীববিশেষ বলিয়াছেন, তদ্রূপ কোন কোন শাস্ত্রে রুদ্রকেও জীববিশেষ বলিয়াছেন। শাস্ত্রে রুদ্রকে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায়; অনন্তদেব যেমন ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে দ্বিবিধ, তদ্রূপ রুদ্রও ঈশ্বর-কোটি ও জীবকোটি ভেদে দ্বিবিধ। কোন কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ-পূর্ব্বক সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন। আবার কোনও কল্পে তাদৃশ পুণ্যবান জীবও রুদ্ররূপে সংহারকর্ত্তা হইয়া থাকেন। উক্ত দ্বিবিধ সংহার-কর্ত্তাকেও গুণাবতার বলা হয়।

কোন কল্পে ব্রহ্মার ললাট হইতে, কোন কল্পে বা নারায়ণের ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পান্তে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরুদ্র উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—

রুদ্র একাদশ-ব্যূহস্তথাষ্ট-তনুরপ্যসৌ।
প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশ-বাহুরুদীর্য্যতে॥
ক্বচিচ্ছিব-বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব।
তৎশেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ॥
হরঃ পুরুষ-ধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ।
বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে॥

যথা শ্রীদশমে—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৮।৩)

বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি॥
সদাশিবাখ্যাস্তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধ-বিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ং-প্রভোঃ॥ (সংক্ষেপ ভাগবতামৃত)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদও স্বকৃত শ্রীভাগবতামৃতকণা গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্ত্তা ক্বচিৎকল্পে জীবঃ, ক্বচিৎ কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুরপি। কিঞ্চ সদাশিব স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষ-স্বরূপো নির্গুণঃ স শিবস্যাংশী। অতএবাস্য ব্রহ্মতোঽপ্যাধিক্যং বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জীবাত্তু সগুণত্বেঽসাম্যঞ্চ।

যজুর্ব্বেদ বলেন—

নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে। (নারায়ণোপনিষৎ)

সামবেদেও দেখিতে পাই—

একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ.....তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত। (মহোপনিষৎ)

মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে—

প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ॥

বিষ্ণুধর্ম্মও বলিতেছেন—

ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ।
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণব-তেজসা॥
জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা।
বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপয়ান্তি বৈ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই—

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ॥ (ভাঃ ১২।৫।১)
যৎপাদ-নিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ॥ (ভাঃ ৩।২৮।২২)

জগদ্গুরু ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ (ভাঃ ২।৬।৩২)
অহং ভবো দক্ষ-ভৃগু-প্রধানাঃ
প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধ্নার্পিতং লোকহিতং বহাম॥ (ভাঃ ৯।৪।৫৪)

গৌরপার্ষদ শ্রীল ভাগবতাচার্য্য-প্রভুকৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণীতে দুর্ব্বাসা অম্বরীষ-সংবাদে পাই—

ব্রহ্মা বলে, শুন মুনি কহি তত্ত্বকথা।
প্রভু যে করিব তাহা না হয় অন্যথা॥

* * * *

আমি, আদি, শশী, সূর্য্য, সুরেশ, শঙ্কর।
যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি' বহি নিরন্তর॥ (৯ম স্কন্ধ ১ম অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে (১০।৬৩।৮৩-৮৬) শ্রীশিবজী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

মুঞি মহেশ্বর, 'নাথ', ব্রহ্মা প্রজাপতি।
মুনিগণ, সুরগণ, যত শুদ্ধমতি॥
সর্ব্বভাবে আমি-সব পশিলুঁ শরণে।
অন্যগতি নাহি, প্রভু! তুমি 'নাথ' বিনে॥
জগতের উতপত্তি, প্রলয়, পালন।
সর্ব্বজীব-পতি তুমি, সবার জীবন॥
জগতের আত্মা তুমি, পতি, গতি, প্রাণ।
চরণ ভজিলুঁ নাথ কর অবধান॥

উপরি-উক্ত বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায়, শ্রীহরিই সকলের মূল এবং শ্রীহরি হইতেই ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি সকলেই শ্রীহরির আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য নিয়মিতভাবে করিতেছেন। মঙ্গলময় শ্রীশিব ভক্তাবতার। তিনি উপাসক তত্ত্ব —ভক্ত তত্ত্ব। তিনি সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় উন্মত্ত। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গুণাবতার প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥
ভক্তিমিশ্রকৃত-পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তার মন॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥
নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥
মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥

শিব মায়াশক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥
পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়াপার ॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিহোঁ অংশ, বেদে হেন গায় ॥
ব্রহ্মা-শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥ (মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ)

উক্ত ২০শ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"রুদ্র বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদতত্ত্ব; মায়ার সঙ্গে বিকার লাভ করায় বিষ্ণুর সহিত 'ভিন্ন' এবং স্বয়ং বস্তুতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। বিষ্ণু—বিষ্ণুর সহ কখনও ভিন্ন নহেন, কিন্তু মায়াবশে শিব ও ব্রহ্মাদি বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। বিষ্ণু কখনও বিকারী নহেন। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্নরূপ, গুণাবতার-সংজ্ঞক শিব বা ব্রহ্মা। সুতরাং রুদ্র বিকার-বিশিষ্ট ভেদাভেদ-প্রকাশ জীবতত্ত্ব, স্বরূপতঃ কৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণু-তত্ত্ব নহেন, পরন্তু বৈষ্ণব-তত্ত্ব।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিহোঁ, সর্ব্বদেব-অবতংস ॥
তিহোঁ করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব 'মুঞি কৃষ্ণদাস' ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের (১।১৮।২১)

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।

সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ ॥

—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিতিচ তয়োরপি (ব্রহ্ম-শিবয়োরপি) উপাসকত্বমুক্তম্।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলেন—

"বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিত্যনেন শ্রীব্রহ্ম-শিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তম্।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥" (আঃ ১।২০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ৫।১৭।১৬) পাই—

ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদ সহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ 'সঙ্কর্ষণ' সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈ-তদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।

অর্থাৎ বৈষ্ণবরাজ শম্ভু পার্ব্বতীপ্রমুখ অর্ব্বুদ নারীগণের সহিত নিজের ইষ্টদেব ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবে চিত্ত সন্নিবেশপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার উপাসনা করেন।

শ্রীশিবজী দুর্গাদেবীকে বলিতেছেন,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥ (ভাঃ ৪।৩।২৩)

হে দুর্গে! বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই বসুদেব। সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ বসুদেবে স্বপ্রকাশ-শক্তিযুক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার একটী নাম বাসুদেব। আমি সেই চিত্তাধিষ্ঠাতা শ্রীহরিকে সর্ব্বদা নমস্কারপূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকি।)

তিনি শ্রীহরিকেও (ভাঃ ৪।৭।২৯) বলিতেছেন—হে বরদ! ভবদীয় শ্রীচরণ নিখিল বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। এইজন্য নিষ্কাম মুনিগণও আদরপূর্ব্বক উহার সেবা করিয়া থাকেন। আমার চিত্ত আপনার সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীপাদ-পদ্মে সংলগ্ন রহিয়াছে।) সর্ব্বদা আপনার ভজনে তন্ময়হেতু আমার বাহ্যিক

আচারের দিকে দৃষ্টি থাকে না। মূর্খলোকসমূহ সেই কারণে আমাকে আচার-ভ্রষ্ঠ বলিয়া মনে করে। হে প্রভো, তাহাও আপনার কৃপায় কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

শ্রীব্রহ্মাশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত। (ভাঃ ২।৯।৫)—"স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ," (ভাঃ ১২।১৩।১৬)—'বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভুঃ' ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিব-ভজনং যুক্তং। অনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি, কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা।

অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিবকে বৈষ্ণবরূপে ভজন করিবে। যেহেতু "ব্রহ্মা আদিদেব, জগতের পরম গুরু", "নদীগণের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীহরি শ্রেষ্ঠ, পুরাণগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু প্রধান" -এইরূপভাবে শাস্ত্র ব্রহ্মা ও শিবকে বৈষ্ণবরাজ বলিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণব-বুদ্ধিতেই শিবপূজা করা উচিত। অনন্যভক্তগণ শিবকে বৈষ্ণব-রূপেই আদর করেন। কেহ বা তাঁহাকে ভগবদধিষ্ঠানরূপে সম্মান করিয়া থাকেন।

শ্রীশিবজী জগদ্‌গুরু, বৈষ্ণবরাজ। তিনি মঙ্গল মূর্ত্তি। গঙ্গা জল-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন জল নহেন, হনূমানজী বানর-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন বানর নহেন, গরুড় পক্ষী-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন পক্ষী নহেন, তুলসী বৃক্ষ কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন বৃক্ষ নহেন, পরন্তু জগদ্‌গুরু ; সেইরূপ শিবও দেবতা-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া দেবতা-বিশেষ নহেন, তিনি গুরু—ভগবৎপ্রিয় ভক্ত। শ্রীশিবজী চরাচর জগতের গুরু, নির্বৈর, প্রশান্তমূর্ত্তি, শ্রীহরিতে প্রেম-বিশিষ্ট ও জগতের পরম দেবতা। তিনি বিশ্ব-বান্ধব এবং সাক্ষাৎ মঙ্গল-স্বরূপ। শ্রীশিব—ব্রহ্মা, নারদ, মনু, জনক প্রভৃতি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম মহাজন এবং চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আদি-গুরু। মহাভাগবত মহাদেব গুণাধীশ তত্ত্ব—প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃতির অন্তর্গত হইবার যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া বিরাজিত। এই শ্রীশিবজীর কৃপা লাভ করিয়া মার্কণ্ডের মুনি, প্রচেতাগণ প্রভৃতি অনেকেই ভগবৎ-কৃপা ও ভগবৎ-সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানান্তু প্রেমভক্তির্বিবর্দ্ধতে।
কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষি-রুদ্রানুকম্পয়া॥ (১৪শ বিলাস ৮২)

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীশিবের কৃপায় বৈষ্ণবগণের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশিবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম-বিচারে কৃষ্ণ-প্রসাদ-নির্ম্মাল্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন এবং শিবের নিকট ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া, একমাত্র নিরুপাধিক কৃষ্ণ প্রীতিই কামনা করেন। কারণ শ্রীমহাদেব স্বয়ং নিরুপাধিক কৃষ্ণ-প্রেমের অবধূত। নিরন্তর পঞ্চমুখে হরিনাম করিয়াও নামাচার্য্য শম্ভুর আশা মিটে না। তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীহরিনামে জীবের রুচি হইয়া থাকে।

পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধিতে ব্রহ্মা-শিবাদির পূজা ভক্তিবাধিকা, কিন্তু ভক্তবুদ্ধিতে ব্রহ্মা-শিবাদির পূজা করিলে অনন্য ভক্তির ব্যাঘাত হয় না। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"পৃথক্-পৃথগ্ দেবতাত্বেন পূজা হ্যনন্যতা, ন তু তদঙ্গত্বেন।"

বৈষ্ণবপ্রবর শিবের নিন্দা মহাপরাধ ও অমঙ্গলজনক। যে-সকল অজ্ঞ ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইয়াও মহাভাগবত শিবকে নিন্দা করে, তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ (কূর্ম্মপুরাণ)

একান্তভাবে শ্রীহরির ভজন করিয়াও যাহারা মঙ্গলময় শিবের নিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্॥ (কূর্ম্মপুরাণ)
গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি॥ (গৌতমীয় তন্ত্র)
মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকৌ যাতৌ যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ॥ (হরিভক্তিবিলাস)

যিনি গোপালের পূজা করেন, অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম ভক্তিলাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। যাহারা হরিভক্ত অভিমান করিয়া শিবের নিন্দা করে অথবা শিবভক্ত অভিমান করিয়া শ্রীহরির নিন্দা করে, তাহারা উভয়েই নরকে গমন করে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শিবের প্রতি ভগবদুক্তিতেও পাই—

যে আমার ভক্ত হই' তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥ (অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ)
পূজয়ে গোবিন্দ যেবা, না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ)
নিজপ্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সব ভক্তবৃন্দ॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবেরে অমান্য করে, ব্যর্থ তার সব॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ২য় পরিচ্ছেদ)
শিব প্রিয় বড়, কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ২য় পরিচ্ছেদ)
সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান্॥
সেইক্ষণে সর্ব্বপাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥
হেন 'শিব'-নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেইজন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয়॥
যদ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥ (ভাঃ ৪।৪।১৪)
শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে?
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি॥
অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্ব-দেবে॥
প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেব মহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪র্থ স্কন্দবচন)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রাদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ (চৈঃ চঃ)

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

উল্লিখিত শাস্ত্রানুশাসনানুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এবৎসরও শ্রীশ্রী মথুরায় অবস্থান, পরিক্রমা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনমূলক ভক্ত্যঙ্গযাজনের পূর্ণ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত কার্ত্তিক মাসে—

"ন গৃহে তু কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি ॥" —শ্রীহরিভক্তি বিলাসের এই নির্দ্দেশমত তাঁহারা প্রতি কার্ত্তিক মাসই যে কোনও প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থানে ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীগণকে অতিবাহিত করিবার সুযোগপ্রদান করিয়া থাকেন এবং বহু নরনারী এই সুযোগ লাভ করিয়া মাসাধিককাল সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও ধাম-পরিক্রমাদি করিয়া কৃতার্থ বোধ করেন।

শ্রীমথুরাবাসের অসীম মাহাত্ম্য বহু শাস্ত্রেই কীর্ত্তিত আছে; ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের তাহা অবিদিত নাই। এই মথুরাবাসের সুযোগ এবং পশ্চিম ভারতাঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা প্রচারকল্পে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** শ্রীমথুরা সহরের কংসটীলার সন্নিকটে **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ** প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমিতি কর্ত্তৃক যে প্রকার প্রতি বর্ষে শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে সেইরূপ মথুরাস্থিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে যোগদানকারী বঙ্গদেশীয় ভক্তবৃন্দের জন্য

হাওড়া হইতে ইং ২৯।১০।৫৫ তারিখে রিজার্ভ গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাত্রীগণ ঐ গাড়ী অবলম্বন করিয়া পথিমধ্যে গয়া, কাশী ও প্রয়াগতীর্থ দর্শনাদি করত মথুরায় ইং ২।১১।৫৫ তারিখে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তথা হইতেই শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয়। তথা হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে গমন-কালে তাঁহারা মোটর বাস যানরূপে গ্রহণ করিয়া গোবর্দ্ধনে ৩ দিন, কাম্যবনে ৩ দিন, নন্দগ্রামে ৩ দিন, মথুরায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৪ দিন, এবং বৃন্দাবনে ৪ দিন অবস্থান করিয়া পরে পুনরায় মথুরায় ৭ দিন অবস্থান করেন। যাত্রীগণ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও শিক্ষাষ্টক প্রভৃতির পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের শ্রীমুখ হইতে যাত্রীগণ পাঠ ও বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পরমার্থী মহারাজ মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা-মুখে প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পরিক্রমাকালে যাত্রীগণকে স্থান-মাহাত্ম্য ও তত্তৎ স্থানে অনুষ্ঠিত লীলার বিষয় বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজও অনেকস্থলে পরিক্রমাকালে স্থান-মাহাত্ম্য ও ভগবল্লীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া যাত্রীগণের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সর্ব্বপ্রকার যান-বাহন, বাসস্থান ও প্রসাদাদির সুব্যবস্থা করিয়া যাত্রীগণের বিশেষপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধান করিয়াছেন। এ-বিষয়ে শ্রীভাগবত-পত্রিকার প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী প্রভু, শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারীই অগ্রণী। এই কার্ত্তিকব্রতকালে প্রতিবৎসরই **শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব** বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে এই উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার বিবরণ পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল।

পরমারাধ্যতম **শ্রীল আচার্য্যদেব** ব্রতের শেষের দিকে ৩ সন্ধ্যায় যাত্রীগণকে **শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব উপলক্ষে** তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী কীর্ত্তনমুখে নির্জ্জন ভজন, বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করত

সকলেই পরমার্থজীবন যাপন করাই মনুষ্যজন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন ও অনেক সুকৃতিমান্ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করত শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই পরিক্রমাকালে প্রায় সকলেই শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় অর্থব্যয় করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ শ্রীযুক্তা কমলাবালা দেবী, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গিরি, ২৪ পরগণা নিবাসী শ্রীযুত কিরণচন্দ্র সর্দ্দার ও চুচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্তা ভানুমতী শীল প্রভৃতির নাম ও সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিক্রমা-পঞ্জী

২৯।১০।৫৫—হাওড়া হইতে রাত্র ৯-১৮ মিঃ এ ৩১৯ নং আপ ট্রেণে রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রা।

৩০।১০।৫৫—অপরাহ্নে **গয়াতীর্থে** ফল্গুনদীতে স্নানাদি ও শ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্ম-পূজা। এবং রিজার্ভ গাড়ীতে অবস্থান।

৩১।১০।৫৫—প্রাতে গয়া হইতে ঐ গাড়ীতে **কাশী যাত্রা**। কাশী ষ্টেশন হইতে শ্রীচৈতন্যবট, বিন্দুমাধব ও শ্রীবিশ্বেশ্বর দর্শন এবং দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান এবং ভোরে প্রয়াগ যাত্রা।

১।১১।৫৫—সকালে ১০ টার সময় এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে টাঙ্গাযোগে **প্রয়াগ গমন** করত ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানাদি ও অক্ষয়বটাদি দর্শন এবং শেষ রাত্রে রিজার্ভ গাড়ীতে তথা হইতে মথুরা যাত্রা।

২।১১।৫৫—বেলা ২॥০ ঘটিকায় **শ্রীমথুরা** ষ্টেশনে উপস্থিতি ও তথা হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে** গমন ও বিশ্রাম।

৪।১১।৫৫—**শ্রীমথুরা পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা**। আদিকেশব, ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, পিপ্পলেশ্বর, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কুব্জাভবন, অম্বরীষঘাট, বসুদেব ঘাট, বিশ্রামঘাট, ধ্রুবঘাট প্রভৃতি ২৪ ঘাট, সপ্তর্ষিটীলা, কংসটীলা প্রভৃতি দর্শন। দীর্ঘবিষ্ণু, অনন্তপদ্মনাভ, বরাহদেব, দ্বারকেশ প্রভৃতি মথুরায় অবস্থান কালে সকলে দর্শন করেন।

৫।১১।৫৫—ধ্রুবটীলা (ধ্রুবের তপস্যার স্থান), তন্নিকটবর্ত্তী **মধুবনে পরিক্রমা**, মধুকুণ্ডতীরে শ্রীদাউজী দর্শন।

৬।১১।৫৫—বাসযোগে **গোবর্দ্ধনে উপস্থিতি** ও শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন মহারাজের প্রথমার্দ্ধ পরিক্রমণ। পরিক্রমাপথে আনোয়ার গ্রাম (শ্রীগোপাল দেবের অন্নকূট মহোৎসবের নিকটবর্ত্তী স্থান), গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বিশ্রাম-স্থল, সুরভিকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন।

৭।১১।৫৫—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন মহারাজের শেষার্দ্ধ পরিক্রমণ ও **শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানদানাদি**। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন পথে উদ্ধবকুণ্ড দর্শন। শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমাকালে সর্ব্বপ্রথমে **প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জবিহারী মঠ দর্শন,** তৎপর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত রচনা-স্থল, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর ভজন-কুটীর, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর, বৃক্ষরূপী পঞ্চ-পাণ্ডব, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন-কুটীর, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, ললিতাকুণ্ড, অষ্টসখিকুণ্ড, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থল, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থল প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধন পরিক্রমাকালে **কুসুম সরোবর** ও নারদকুণ্ড দর্শন। অপরাহ্নে মানসগঙ্গা পরিক্রমাকালে চাকলেশ্বর শিব, সনাতন প্রভুর ভজন কুটীর, শ্রীগোবর্দ্ধন মহারাজের মুখারবিন্দ, **শ্রীশ্রীহরিদেব**, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন।

৮।১১।৫৫—প্রাতে (চন্দ্রাবলীর স্থান অতিক্রম করিয়া) **পৈঠাগ্রামে গমন ও** রাসলীলারত গোপীগণকে ত্যাগ করত তাঁহাদিগকে ছলনার উদ্দেশ্যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিধারী কৃষ্ণের দর্শন। অপরাহ্নে বাসযোগে কাম্যবনে আগমন।

৯।১১।৫৫—**কাম্যবনে পরিক্রমা**—শ্রীগোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ, গোপেশ্বর শিব, শ্রীকুণ্ড (শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনকুটীর), পিছল-পাহাড়ী, **ব্যোমাসুরের গুহা** ও তথায় শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন। তৎপর ভোজনস্থালীতে গমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মিষ্টান্ন ভোগ নিবেদন মহোৎসব। অপরাহ্নে **চরণ পাহাড়ী** পরিক্রমা ও চরণ-চিহ্ন দর্শন।

১০।১১।৫৫—**বিমলাকুণ্ড,** সেতুবন্ধরামেশ্বর, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি দর্শন এবং একাদশীর অনুকল্প গ্রহণান্তে বাসযোগে **শ্রীনন্দগ্রামে আগমন।**

১১।১১।৫৫—প্রাতে উদ্ধবকেয়ারী হইয়া **খদিরবনে** শ্রীল লোকনাথ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও তৎপরে তথা হইতে **যাবটে** আয়ান ঘোষের গৃহ (শ্রীমতী রাধারাণীর শ্বশুড়ালয়) দর্শন।

১২।১১।৫৫—**শ্রীনন্দগ্রাম পরিক্রমা** ও শ্রীনন্দালয় দর্শনান্তে বাসযোগে **বর্ষাণা আগমন**। পথিমধ্যে সঙ্কেতে দর্শন। বর্ষাণায় পরিক্রমা ও বৃষভানুরাজের মন্দির এবং শ্রীশ্রীরাধারাণীর মন্দিরাদি দর্শনান্তে পুনরায় বাসে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরায় **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে** প্রত্যাবর্ত্তন।

১৫।১১।৫৫—শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে **বিরাট অন্নকূট মহোৎসব**। বিবরণ পৃথক্ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

১৮।১১।৫৫—মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার পর শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে **শ্রীবৃন্দাবনে গমন** ও তথায় অবস্থিতি।

১৯।১১।৫৫—**বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা**। গোপেশ্বর শিব, বংশীবট, কেশীঘাট, যমুনাপুলিন প্রভৃতি দর্শন।

২০।১১।৫৫—শ্রীশ্রীরাধা **মদনমোহন**, সনাতন গোস্বামীর সমাধি, **ইমলিতলা**, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব, শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীশ্রীরাধাদামোদর, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল জীবগোস্বামীর সমাধি, শ্রীল রূপগোস্বামীর সমাধি ও ভজনকুটীর, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধি ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সমাধি, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সমাধি দর্শন।

২১।১১।৫৫—যমুনার পরপারস্থিত **বেল-বন** ও তথা হইতে মানসরোবর দর্শন।

২২।১১।৫৫—বৃন্দাবন হইতে **ভাতরোল** (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিপ্রপত্নীগণের আনিত অন্ন-ভোজনস্থল) ও **অক্রূরঘাট** দর্শনান্তে মথুরায় **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

২৩।১১।৫৫—বাসযোগে **গোকুল গমন** ও তথায় পরিক্রমামুখে **ব্রহ্মাণ্ডঘাট**, যমলার্জ্জুন ভঞ্জনস্থলী, যোগমায়া ও প্রাচীন নন্দালয় দর্শন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে **রাওল গ্রামে** (শ্রীমতী রাধারাণীর জন্মস্থান) মন্দিরে দর্শনাদি করত মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

২৬।১১।৫৫—অদ্য উত্থান একাদশীর উপবাস দিবসে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোধানহেতু সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনোদ্দেশ্যে সভা হয়। তাহাতে শ্রীশ্রীগুরু

মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ ও শ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যদেবের পর পর ৩ দিন সন্ধ্যারাত্রিকের পর বক্তৃতা হয়।

অতঃপর ২৮।১১।৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত যাত্রীগণ শ্রীমথুরায় অবস্থান করত প্রত্যহ নিশ্চিন্তে পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন।

২৯।১১।৫৫—ক্ষৌরকার্য্যাদি সমাপনান্তে ব্রত উদ্‌যাপন করত যাত্রীগণ দিবা ১-২০ মিঃ এ তুফান এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগীগাড়ীতে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করত মথুরা হইতে হাওড়া যাত্রা করেন। যাত্রাকালে সকলেই এই একমাস সাধুসঙ্গে পরমার্থ অনুশীলনের নিজ নিজ সৌভাগ্যের শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীধাম হইতে সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করেন। নিষ্ঠুর বাষ্পীয় রথ তাঁহাদের অপরিতৃপ্ত আশাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে উদ্দাম গতিতে পথাতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া পুনরায় মায়ারাজ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু যাত্রীগণের শ্রীধামের প্রতি তীব্র আকর্ষণের জন্য বাষ্পীয় শকট নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিতে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা বিলম্ব করিয়া ফেলে। যাহা হউক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অগত্যা ৩০।১১।৫৫ তারিখে শকট হইতে অবতরণ করত যাত্রীগণ নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিরাট্ অন্নকূট মহোৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, পশ্চিম ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারকল্পে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিগত ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, ইং ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪ তারিখে শ্রীশ্রীমথুরাধামে কংসটীলার সমীপে একটী বৃহৎ দ্বিতল ভবনে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথা হইতে বর্ত্তমান রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে "শ্রীভাগবত-পত্রিকা" নামক একটী পারমার্থিক হিন্দী মাসিক পত্রিকাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছেন। আনন্দের বিষয় যে শ্রীপত্রিকাখানির ভাব, ভাষা ও সুসিদ্ধান্তপর বিচারধারা অল্পদিন মধ্যেই তত্রত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তিধর্ম্মের দার্শনিক বিচার-ধারার সর্ব্বোত্তমতা পত্রিকা হইতে পরিজ্ঞাত হইয়া অনেকেই পত্রিকাখানির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি উক্ত শ্রীকেশবজী

গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পরিচালনা করিয়া দেশবাসীকে পরমার্থ অনুশীলনের সুযোগদান করিয়াছেন।

বিগত ২৮ কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর মঙ্গলবার উক্ত মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের বিরাট আয়োজন করা হয়। মথুরা সহরের প্রায় সমুদয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। কলেজের প্রফেসর, ইস্কুলের শিক্ষক, উকিল, মোক্তার ও সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ, সহরস্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং পৌরসভার সভ্যবৃন্দ, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্ব-শ্রেণীর ভদ্রমহোদয়গণ ইহাতে যোগদান করেন। স্তূপীকৃত লাড্ডু, পুরী, কচুরী, খাজা, গজা, পরমান্ন, পুষ্পান্ন, খেচরান্ন, অন্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ২৫৫ প্রকার বিবিধ ভোগ-সামগ্রী উচ্চ সিংহাসনে অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীগিরিরাজের সম্মুখে (গেলারী করিয়া) সুসজ্জিত করিয়া ভোগ দেওয়া হয়। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের বিরাট হল ঘরটী ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এরূপ বিরাট অন্নকূটের আয়োজন মথুরাবাসী ইতঃপূর্ব্বে কখনও দর্শন করেন নাই বলিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকা হইতে রাত্র ১২ টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। শ্রীমঠ-ভবনে সমুদয় লোকের উপবেশনের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অগণিত অনাহুত ও বরাহুত ব্যক্তিগণ রাজপথের পার্শ্বেই বসিয়া পড়েন এবং মহানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছেন। সমাগত অন্যূন তিন সহস্র ব্যক্তিকে উক্ত মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়। তাঁহারা উক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ ভোজন করিতে করিতে শ্রীমঠ কর্ত্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা ও শ্রীমঠের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। —কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অন্নকূট

প্রতিবৎসরই এই মঠে অন্নকূট হয়। কিন্তু এই বৎসরের অন্নকূট অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আদর্শ। শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুত রঙ্গনাথ ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টায় এই বৎসরের অন্নকূট অতি সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বহুলোক ইহাতে যোগদান করেন ও প্রসাদ পাইয়া ধন্য বোধ করেন। উৎসবে ১২৫ প্রকারের ভোগ রান্না হইয়াছিল। সকলেই এই উৎসবের খুব প্রশংসা করেন। —কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-শ্রীমন্দির

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৬ নারায়ণ, ৪৬৯ গৌরাব্দ | ১১শ সংখ্যা
শনিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৬২ ; ইং ১৪।১।৫৬

শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্

[শ্রী-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সপ্তাহং মুরজিৎ-করাম্বুজ-পরিভ্রাজৎ-কনিষ্ঠাঙ্গুলি-
প্রোদ্যদ্বল্গু-বরাটকোপরি-মিলন্মুগ্ধ-দ্বিরেফোঽপি যঃ।
পাথঃ-ক্ষেপক-শক্রনক্র-মুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুল-বান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥১॥

ইন্দ্রত্বে নিভৃতং গবাং সুরনদী-তোয়েন দীনাত্মনা
শক্রেণানুগতা চকার সুরভির্যেনাভিষেকং হরেঃ।

যৎ-কচ্ছেঽজনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী
কস্তং গো-নিকরেন্দ্র-পট্ট-শিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥২॥

স্বর্ধুন্যাদি-বরেণ্য-তীর্থগণতো হৃদ্যান্যজস্রং হরেঃ
সীরি-ব্রহ্ম-হরাপ্সরঃ-প্রিয়ক-তৎ-শ্রীদানকুণ্ডান্যপি।
প্রেম-ক্ষেম-রুচি-প্রদানি পরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী
কস্তং মান্য-মুনীন্দ্র-বর্ণিতগুণং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥৩॥

জ্যোৎস্না-মোক্ষণ-মাল্যহার-সুমনোগৌরী-বলারিধ্বজা
গান্ধর্ব্বাদি-সরাংসি নির্ঝর-গিরিঃ শৃঙ্গার-সিংহাসনম্।
গোপালোঽপি হরিস্থলং হরিরপি স্ফূর্জ্জন্তি যঃ সর্ব্বতঃ
কস্তং গো-মৃগ-পক্ষি-বৃক্ষ-ললিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥৪॥

গঙ্গা-কোট্যধিকং বকারি-পদজারিষ্টারি-কুণ্ডং বহন্
ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবাদপ্যভূৎ।
রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ প্রৌঢ়-প্রসাদং দধৎ
প্রেয়স্তব্যতমোঽভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥৫॥

যস্যাং মাধব-নাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকে নিপাত-বলনাত্রাসৈঃ স্তুবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতী-প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥৬॥

রাসে শ্রীশতবন্দ্য-সুন্দর-সখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎ-কৃষ্ণরসাল-বাহু-বিলসৎ-কণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥৭॥

যত্র স্বীয়গণস্য বিক্রমভৃতা বাচা মুহুঃ ফুল্লতোঃ
স্মের-ক্রূর-দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈঃ শশ্বন্মিথো বিদ্ধয়োঃ।
তদযূনোর্নবদান-সৃষ্টিজকলির্ভঙ্গ্যা হসন্ জৃম্ভতে
কস্তং তৎ-পৃথুকেলিসূচন-শিলং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥৮॥

শ্রীদামাদি-বয়স্য-সঞ্চয়বৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্লসন্
যস্মিন্ গোচয়-চারু-চারণপরো রী-রীতি গায়ত্যসৌ।
রঙ্গে গূঢ়-গুহাসু চ প্রথয়তি স্মারক্রিয়াং রাধয়া
কস্তং সৌভগ-ভূষিতাঞ্চিত-তনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥৯॥

কালিন্দীং তপনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুন্নমচ্ছেখরান্
শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ম্।
হিত্বা যং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দো দদৌ
কস্তং শৃঙ্গি-কিরীটিনং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥১০॥

তস্মিন্ বাসদমস্য রম্যদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যৎ
প্রাদুর্ভূতমিদং যদীয় কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি।
তস্যোদ্যদ্গুণবৃন্দ-বন্ধুরখলের্জীবাতু-'রূপস্য' তৎ-
তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পক্কং ময়া মৃগ্যতে ॥১১॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকের বঙ্গানুবাদ

যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধভ্রমরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতি বৃষ্টিকারী শক্ররূপ নক্রমুখ হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে কোন্ প্রাণী সেবা না করে? ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত গোবর্দ্ধন হইতে গোকুল রক্ষা হইল বলিয়া ইন্দ্র-কর্ত্তৃক আনীতা সুরভী, নিভৃতভাবে যে-স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাজলদ্বারা গোগণের ইন্দ্রত্ব পদে অর্থাৎ গোপালন কর্ত্তৃত্বপদে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার কচ্ছপ্রদেশে অর্থাৎ সমীপে অদ্যাপি সর্ব্বজন-নয়নানন্দপ্রদ গোবিন্দকুণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিশ্রামস্থান শ্রীগোবর্দ্ধনকে কোন্ পণ্ডিত আশ্রয় না করেন? ॥২॥

গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষা হৃদয়ঙ্গম এবং ভক্তি, মঙ্গল ও কান্তি প্রদান করিয়া থাকেন এমন শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, হর ও অপ্সরাদিগের প্রীতিজনক এবং শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ডসকল যাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে এবং

মহামান্য মুনিবর শুকদেব-কর্ত্তৃক যাঁহার গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতপরায়ণ-জনের আশ্রয়ণীয় নহে ? ॥৩॥

যাঁহার চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্না, মোক্ষণ, মাল্য, হার, সুমনঃ, গৌরী, বলারিধ্বজ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির সরোবর-সকল ও নির্ঝর গিরি বিরাজ করিতেছে এবং স্বয়ং ভগবান্ গোপাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে-স্থানে বিহার করিতেছেন এবং যিনি শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ, তথা যিনি গো, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষাদিদ্বারা অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়স্থান হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে ? ॥৪॥

যিনি নত-মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক কোটী গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড অর্থাৎ শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্য মণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও অতিশয় মাননীয় হইতেছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত অনুগ্রহের ভাজন হইয়া ভক্তবৃন্দের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্দ্ধনকে আশ্রয় না করে ? ॥৫॥

যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া রসবতী শ্রীরাধিকাকে নৌকামধ্যে গ্রহণপূর্ব্বক তরঙ্গময় মধ্যজলে নৌকার কম্পনহেতু ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধিকা-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া নিজাভীষ্ট পণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবম্বিধ মানসগঙ্গা সর্ব্বদা যে-স্থানে প্রবাহিত হইতেছে এবং যিনি নব-দম্পতী অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থ-স্বরূপ, ঈদৃশ গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে ? ॥৬॥

যে-স্থলে রাসক্রীড়ায় শত শত লক্ষ্মীর বন্দনীয় অতি রমণীয় সখীগণে পরিবৃত ও শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ-শোভিত বাহুতে সংসক্তকণ্ঠ হইয়া মাধব-প্রিয়া শ্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়াছিলেন, এ নিমিত্তই যে-স্থানে অদ্যাপি দ্বিতীয় রাসস্থলী বিরাজ করিতেছে, অতএব হে ভক্তগণ! এতাদৃশ অত্যুন্নত সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ পুণ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে ? ॥৭॥

যে-স্থানে স্বীয়গণের বিক্রমপূর্ণ বাক্যদ্বারা হৃষ্টচিত্ত এবং পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হাস্য ও কুটিলতর অপাঙ্গ-চালনরূপ বাণবর্ষণে পরস্পর বিদ্ধ যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নূতন দান সৃষ্টিজনিত বাক্‌কলহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং যে-স্থানে এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নব নব লীলাসূচক শিলাসকল পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে ? ॥৮॥

যে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও বলদেব-সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে রী রী ইত্যাকার মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাঁহার

নিভৃত গুহা-মধ্যে রঙ্গস্থল করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত কন্দর্পকেলি করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সৌভাগ্যশালী সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে ? ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ রবিতনয়া কালিন্দীকে ও অত্যুন্নত গিরিগণকে এবং ব্রজবাসি-জনগণের আশ্রয়ীভূত ও ঈপ্সিতপ্রদ নন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন রক্ষার্থ পর্ব্বতগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না কয়ে ? ॥১০॥

যাঁহার অনুগ্রহে জীর্ণান্ধ ব্যক্তির বদন হইতেও এই রমণীয় গোবর্দ্ধন-বাসপ্রদ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের দশক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই আভ্যুদয়িক ও উন্নতোন্নত-খনি আমার জীবাতুস্বরূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামীর সন্তোষ-বিধানে এই দশক সমর্থ হউক,—ইহাই আমি প্রার্থনা করি ॥১১॥

সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ (১২)

কৃষ্ণৈকশরণই বৈষ্ণবের মুখ্য লক্ষণ

বৈষ্ণবের যে ২৬টী গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অপর ২৫টী গুণ তটস্থ বলিয়া লক্ষিত। কৃষ্ণৈকশরণ গুণই স্বরূপ বা মুখ্য গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণতা যাঁহার নাই, তাঁহার অপর পঞ্চবিংশ গুণের সম্ভাবনা নাই; অথবা তত্তৎগুণ লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐগুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অন্যান্য গুণ কপটতা করিয়া অসাধুগণ অপরকে প্রদর্শন করিতে পারে; কিন্তু অসজ্জন কখনই কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারে না।

পরমেশ্বর কৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং একমাত্র শরণ্য

সজ্জনই একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূল বস্তু, তাঁহা হইতে শ্রীবলদেব প্রভু, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়, পুরুষাবতার-ত্রয় এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলী উদয় হইয়াছেন। জীবের পুরুষাবতার-ত্রয়ের জ্ঞান হইলেই তিনি প্রাপঞ্চিক জগতের সকল কথা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ বস্তুর অমলত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যদাস্যই তাঁহার ধর্ম্ম, ইহা বুঝিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ-কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ্য। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অন্য-কোনপ্রকার গতি নাই।

মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত কখনও কৃষ্ণৈকশরণ নহে

যে জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড ও অন্য-অভিলাষ, মিছা-ভক্তিতে কাল-ক্ষেপ করেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। আবার মুখে কৃষ্ণৈকশরণ বলিলেই যে কৃষ্ণ-বিমুখতা ছাড়িয়া যায়, এরূপ নহে। যিনি অকিঞ্চন, তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। অকিঞ্চন বলিলে মায়াবাদীকে বুঝায় না, কর্ম্মকাণ্ডী সন্ন্যাসীকে বুঝায় না বা অন্যাভিলাষীর ভাষায় প্রাকৃত দরিদ্রতাকেও বুঝায় না।

অকিঞ্চন ভক্তই কৃষ্ণৈকশরণ

শরণাগত বা অকিঞ্চনের লক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। কৃষ্ণৈক-শরণ হইলেই জীব কৃষ্ণেতর মায়ার যাবতীয় মাহাত্ম্যে উদাসীন হন। সেই সকল মাহাত্ম্য বরণ করাতো দূরে থাক, প্রতিষ্ঠার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করেন। যাঁহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবল আছে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায়।

শরণের ছয় প্রকার লক্ষণ

শরণের লক্ষণ ছয় প্রকার, যথা :—

(১) আনুকূল্যের সঙ্কল্প,

(২) প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন,

(৩) কৃষ্ণব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস,

(৪) কৃষ্ণকেই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ,

(৫) কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তৎ-সেবা ব্যতীত অন্য-চেষ্টা-রাহিত্য,

(৬) জড়ের সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজেকে নিতান্ত দীনবুদ্ধি—এই ছয় প্রকার শরণের লক্ষণে লক্ষণান্বিত হইয়া সজ্জন কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন।

মিছা-ভক্তগণ কপট, হিংসক, মৎসর ও পরচর্চ্চাকারী

কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনের কৃষ্ণৈকশরণতা ব্যতীত কৃষ্ণেতর বস্তুর শরণ গ্রহণে প্রবৃত্তি নাই। তবে যাহারা বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা লাভের জন্য কপটতা করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধ-ভক্তির অন্যায়-পূর্ব্বক তীব্র প্রতিবাদ করাকে কৃষ্ণৈকশরণতা জানেন, তাহারা মিছা-ভক্ত বা কপটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ভক্তের স্বভাবে পর-চর্চ্চা নাই, অনর্থক তীব্র

প্রতিবাদ নাই, পর-হিংসা নাই, মৎসরতা নাই। যাহা সজ্জনে নাই, সেইগুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণব-পরিচয়-চ্ছলে অন্তঃস্থিত সম্পত্তিপুঞ্জ।

কপটী, মিছাভক্ত ও অসাধু—কৃষ্ণৈকশরণ-বৈষ্ণবের সঙ্গ পাইলে ভক্ত হইতে পারেন

ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষ করাই অসাধুর স্বভাব-জাত ধর্ম্ম, উহা কৃষ্ণৈক-শরণতা নহে, কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র। কপটী মিছাভক্ত যখনই কৃষ্ণৈকশরণ হন, তৎকালে হরিগুরুবৈষ্ণব-দ্রোহিতার অপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত বৃত্তিসমূহের হস্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীবের কৃষ্ণৈকশরণতা সুদুর্ল্লভ হইলেও সাধুসঙ্গক্রমে সজ্জনের এই মূল গুণ বা স্বরূপ-লক্ষণে দৃষ্টি পড়ে। তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন।

সজ্জন—অকাম (১৩)

স্বরূপ-বিস্মৃত জীব ত্রিবর্গকামী বা মোক্ষকামী

যে-কালে জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকেন, তখনই তিনি অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কামনা করেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম-শূন্য হইয়া যে কামনা তাহার নাম যথেচ্ছাচার, পুণ্যময় কামনাকে সৎকর্ম্ম এবং কামনা-ত্যাগকে মোক্ষ-কাম বলে। কামনা-যুক্ত জীব ত্রিবর্গের অনুসন্ধান করেন এবং কামনা-মুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন। ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্থ বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ মৃগ্য কামের দাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা সজ্জন বা অকাম হইতে পারেন না।

কেবলমাত্র বৈষ্ণব-সজ্জনই অকামী বা নিষ্কাম

সজ্জনই একমাত্র অকাম। সজ্জন এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণ ও আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ। চতুর্দ্দশ ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, লোভে লুব্ধ হইয়া সজ্জন কামনাবিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণই সজ্জনের একমাত্র কাম্যবস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণ-কামে তাঁহার সকল কামনা পর্য্যবসিত। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম সজ্জনের আদৌ থাকিতে পারেনা। সজ্জনের সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তু-কামনায় তাঁহার অবকাশ নাই।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ।
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব—শান্ত ॥

মিছাভক্ত সহজিয়াগণ অকামী হইতে পারেন না

মিছাভক্ত বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষা করিলেও তিনি কাম-দাস। মিছাভক্ত কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত হইয়া যথেচ্ছাচারের উদ্দেশ্যে কামনা-হীন হইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া ভক্ত, বাস্তাশী ভেকধারী ও অবৈষ্ণব-মিছাভক্ত সকলেই কামনাময়। সজ্জনেরও কামনা থাকে বলিয়া মিছাভক্ত বিশ্বাস করে; কিন্তু মিছাভক্ত ও বৈষ্ণব এক জাতীয় নহে। দেব-পিতৃকামী, জড়সেবাব্রত-দয়ার্দ্র-হৃদয়, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, পুণ্যসঞ্চয়ী, শৌক্র-জাত্যভিমানী মিছাভক্ত অকাম নহেন। ভক্তসহ অভক্তের সাম্যপ্রয়াসী অসৎকামী নিষ্কাম-ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

পরহিংসা ও দয়া

পরহিংসা মহাপাপ—বৈষ্ণবে ইহা নাই

সাধারণে ইহাই বিশ্বাস করেন যে, পরহিংসা একটী মহাপাপ। পরহিংসা করিলে নরক গমন হয়। পরহিংসা সর্ব্বপাপের মূল, সুতরাং পাপের অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা-প্রবৃত্তি থাকে না। যথা—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥

হে ব্যাধ! তোমার অহিংসাদি গুণসকল হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেননা, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা পরপীড়ক হন না।

অন্য প্রাণী-বধই পরহিংসার পরাকাষ্ঠা। তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি হয়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায় ॥

জীবহিংসা ভক্তিবিরুদ্ধ ও পরোপকার ভক্তির অনুকূল

যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্ম ভক্তি-সম্মত এবং যে কর্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ। এরূপ কার্য্যে কোন সুফল হয় না। জীব-মাংস

ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে-কার্য্যে জীব-হিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল। মূল তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তের আর্দ্রতাই ভক্তিভাবের লক্ষণ। কৃষ্ণভক্তিতে যেরূপ আর্দ্রতা আছে, জীব-দয়াতেও সেইরূপ আর্দ্রতা আছে; জীব-দয়া কৃষ্ণভক্তির অঙ্গবিশেষ। দয়াহীন ভক্ত হইতে পারে না, তবে ভক্তিহীন দয়ালুতা যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল চিত্তের আর্দ্রতার কুণ্ঠভাব মাত্র। কুণ্ঠভাব দূর হইলেই ভক্তি ও জীব-দয়া এক হইয়া প্রতীত হয়; সুতরাং মহাপ্রভুর উপদেশ চৈতন্য-ভাগবতে এই যে,—

প্রভু বলে,—বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥

সর্ব্বভূতে দয়া তিনপ্রকার, যথা ঃ—দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক

সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। (১) জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সৎকার্য্য মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান—এই সকলই **দেহ-সম্বন্ধীয় দয়া** হইতে নিঃসৃত। (২) বিদ্যাদানই জীবের **মন-সম্বন্ধে দয়া** হইতে নিঃসৃত। (৩) কিন্তু জীবের **আত্ম-সম্বন্ধীয়** দয়াই সর্ব্বোপরি। সেই দয়া হইতে জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়।

কৃষ্ণভক্তি প্রচার বা ভক্তিদানই নিত্য-দয়া; অপর দয়া অনিত্য।

বৈষ্ণবমাত্রেরই সর্ব্বভূত-দয়া একটী মহদ্‌গুণ যাহা ভক্তির উদয়ে উদিত হইবে। তবে সকল ভক্ত সর্ব্বপ্রকার দয়া করিতে পারেন না। ভক্তগণ মধ্যে যাঁহারা ধনবান্ ও বলবান্, তাঁহারা জীবগণের শরীর ও মন-সম্বন্ধে দয়া করিতে পারেন। **কিন্তু যে-সকল ভক্তের কৃষ্ণভক্তি-ধন ব্যতীত অন্য ধন না থাকে, তাঁহারা জীবের সংসার-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণভক্তি-প্রাপ্তির সহায়তায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। এই প্রবৃত্তি হইতেই নগরে উচ্চ-সংকীর্ত্তন হয়; ভক্তি-প্রচারের অন্য সকল অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। এই দয়াই নিত্য। অপর দুইপ্রকার দয়া অনিত্য।**

শুদ্ধ ভক্তই দয়ালু; কর্ম্মী-জ্ঞানী প্রকৃত দয়ালু নহেন

শুদ্ধভক্তগণ প্রায়ই জীবের অধোগতি দেখিয়া গলিত হন, এবং যথাসাধ্য-তাহার শুভগতির জন্য যত্ন করেন। কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধীয় ও মন-সম্বন্ধীয় দয়াকে অতিশয়

শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মন-সম্বন্ধীয় দয়াকে অধিক আদর করেন। **শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের নিত্য মঙ্গল সাধনের যত্ন করেন।** যাহা হউক, দয়া কখনই ভক্তি হইতে পৃথক্ নয়। মূল বৃত্তি—প্রেম। সেই প্রেম কৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে **ভক্তি,** সৎজীবে প্রযুক্ত হইলে **মৈত্রী,** অমঙ্গল-প্রাপ্ত জীবে প্রযুক্ত হইলে **দয়া** এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ দৃঢ় অসৎব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইলে **উপেক্ষা**রূপে লক্ষিত হয়।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আদর্শ

ভিখারী বৈষ্ণব নাহিক বিভব গোপালের করে সেবা,
শ্রীমূর্ত্তি সঙ্গে ফিরয়ে রঙ্গে ভিক্ষা লয় দেয় যেবা।
নাম হরিদাস করি উপবাস এক একাদশী দিনে,
নাহি কড়ি ঘরে পারণের তরে পরদিন কিছু কিনে।
পথের ও পার ময়রা পরিবার তিন খানি ঘর মস্ত,
শয়নে ভোজনে শত প্রকরণে ময়রা সদাই ব্যস্ত।
কিসে যথাকালে পূজিয়া গোপালে পারণের কাজ হবে,
ভাবে হরিদাস ময়রার পাশ মণ্ডা মাগিয়া ল'বে।
চাহিতে মণ্ডা ময়রা গুণ্ডা ভৎর্সয়ে হরিদাসে,
তবু হাত মেলে দান পাবে বলে হরির অর্চ্চনা আশে।
ময়রা চটিয়া আসিল ছুটিয়া ধরায় লুটাল তারে,
পুত্রটি তাহার কহি' 'মার মার' মুষ্টি চাপড় মারে।
হরিদাস তবে একান্ত নীরবে অঙ্গের ধূলা মুছে,
"কেন এই লীলা অপমান হৈলা" গুরুকে মর্ম্মে পুছে।
গুরু তা'র জানি' 'অপমান' 'হানি' শিষ্যে ভেটিল পথে,
কহিল রুখিয়া বৈষ্ণবে ডাকিয়া "ময়রার কাজ ফতে।
সহিতে নারিয়া আমারে ডাকিয়া আনিলে তোমার পাশ,
ভীষণ অনলে গৃহ তার জ্বলে করিলে সর্ব্বনাশ"।

গুরুসনে হরি এল পুনঃ ফিরি' হেরিল অনল-লীলা,
পুছিতে কারণ সমবেত জন ঘটনাটি বিবরিলা।
বৈষ্ণব জন করিল পীড়ন ময়রার যেমন রুচি,
উষ্ণ কটাহেতে অল্প দিয়া ঘৃতে ভাজিতে লাগিল লুচি।
গৃহান্তর হ'তে জ্বালানী আনিতে হালুইর পুত্র-ধনে,
সর্প ভীষণ করিয়া দংশন বধিল তাহারে প্রাণে।
অন্তঃপুরচারী বক্ষ চাপড়ি' উঠিল কাঁদিয়া শোকে,
কটাহ ফেলিয়া হালুই ছুটিয়া ভীষণ এ দৃশ্য দেখে।
এদিকে কটাহে আগুণ ধরিয়ে গৃহেতে ছড়াল তাহা,
শুনে' হরিদাস কহে গুরু-পাশ "একি হল প্রভো, আহা!
"করনি ত মাপ তাতে এই তাপ লঘু পাপে গুরু দণ্ড,
যেজন ক্ষমিতে নাহি পারে চিতে সাধু নিতি তার পণ্ড।
তরু-সম সয় সেই মহাশয় পাপীর মঙ্গল চায়,
যাচনা-হীন সংযমী দীন আদর্শ করহ তায়।"

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ।

গীতার বাণী

৪র্থ অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—২য় ও ৩য় অধ্যায়ে উপেয়স্বরূপ জ্ঞানযোগ ও উপায়-স্বরূপ কর্ম্মযোগের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাহা যে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত, উহাই যুক্তিদ্বারা বলিতেছেন। সৃষ্টির আদিতে ক্ষত্রিয় বংশের আদি বীজ-স্বরূপ সূর্য্য-দেবকে ঐ যোগদ্বয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে তৎপুত্র বৈবস্বত মনু ও মনু হইতে ইক্ষাকু তাহা প্রাপ্ত হন। এইরূপ গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ উহা লাভ করেন।

দ্বাপরযুগের অবসানে লোকসকল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে সেই যোগবাণী লুপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ভগবান্ পুনরায় অর্জ্জুনের নিকট বর্ণন করিতে প্রস্তুত হইলে অর্জ্জুনের চিত্তে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। তাহা অজ্ঞজনোচিত প্রশ্ন অর্থাৎ সাধারণ জনগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-

চন্দ্রের বিষয়ে যাহা ধারণা অর্জ্জুন তাহারই অভিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকটকাল দ্বাপর যুগ, কিন্তু সূর্য্য তাহা হইতেও প্রাচীন, সুতরাং তিনি কিরূপে উহা সূর্য্যকে প্রদান করেন? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপই সন্দেহ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যবস্তু, সর্ব্বাদি ও অংশী, এই বিষয়ের বোধ অধিকাংশ ব্যক্তিরই নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহার উত্তরে তাঁহার নিত্যতা এবং নিজ অবতার প্রসঙ্গ বর্ণন করেন।

জড়-জগতের মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় ভগবানের জন্ম হয় না; কিন্তু তিনি জন্ম-মৃত্যু-রহিত হইয়াও নিজ নিত্য-প্রকৃতিবশে জগতে আবির্ভূত হন। বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদিতে বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাঁহার অবতারের প্রয়োজন হয়। উন্মার্গগামী অসুরের দল স্বেচ্ছাচারবশে বৈদিক ধর্ম্মের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করে। কৃষ্ণেতর দেবতাগণ উহাদিগকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন এবং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণের বিনাশদ্বারা পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের স্থাপন করেন। তদ্দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুগণেরও ভজন-কণ্টক দূর করিয়া থাকেন। বৈদিক ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম; তাহার অপর নাম নিত্য-ধর্ম্ম, জৈব-ধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। এই একমাত্র ধর্ম্মই চিরকাল প্রচলিত থাকে। **এ'জন্য "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" শ্লোকে 'ধর্ম্মস্য' এক-বচনের পদ উক্ত হইয়াছে।** অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর যে-সমস্ত ধর্ম্ম বর্ত্তমানে 'ধর্ম্ম' নামে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রচলিত, সে-সকলই অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম বা অনিত্যধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের **"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ"** শ্লোকের অনুসরণে বৈষ্ণব-মহাজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"পৃথিবীতে যত মত ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

একমাত্র নিত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অসমর্থ হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা-বশে সুবিধাজনক স্বতন্ত্র মত প্রচার করেন। তাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না। সেজন্যই পরম মঙ্গলময় ভগবান্ ঐ সকল অনিত্য ধর্ম্মের অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উহার বহুল প্রকাশ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত ধর্ম্মই ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।

ভগবন্মহিমাজ্ঞানে অসমর্থ মূঢ় প্রকৃতির ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে' মনুষ্য বলিয়া ধারণা করিবে বা করে বলিয়াই তিনি জানাইতেছেন যে, তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মাদি

অলৌকিক। তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের মত গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ ও কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। কিন্তু তাঁহার স্বেচ্ছায় আবির্ভাব হইয়া থাকে। **"মায়য়া"** অর্থে "জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া"—এরূপ অর্থও বৈষ্ণব মহাজনগণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া জ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসন্নিধি বা তদ্রতি লাভ করেন। 'ভাব' অর্থে 'রতি'। যে ভক্ত যে'ভাবে' তাঁহাতে প্রপন্ন হন, ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীভগবান্ তত্তৎ 'ভাব'-পরায়ণ ভক্তের নিকট তত্তদ্ভাব অনুসারে কৃপা করিয়া থাকেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ 'ভাবে'র কথা বৈষ্ণবশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত কাম, দ্বেষ, ভয়াদি-'ভাবে'ও ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে। যথা,—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ (ভাঃ ৭।১।৩০-৩১)

ভক্তিপূর্ব্বক অনেকে ভগবানে মনোনিবেশ করিয়া যেরূপ সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কাম হইতে, দ্বেষ হইতে, ভয় হইতে ও স্নেহ হইতে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক বহু ব্যক্তি তদ্গতি অর্থাৎ প্রেম অথবা মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত গোপীগণ কামবশতঃ, কংস ভয় হেতু, শিশুপালাদি শত্রুতাবশতঃ বিদ্বেষবশে, বৃষ্ণিবংশীয়গণ সম্বন্ধহেতু, পাণ্ডবগণ স্নেহহেতু এবং নারদাদি ভক্তি-হেতু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি যে ভাবে, যাদৃশ ফলাভিসন্ধিমূলে পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করেন, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ সেই সেই ভক্তের বাঞ্ছিত ফল প্রদানপূর্ব্বক কৃপা করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই ভজন-মার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে। এই বাক্যে অনেকে বিভিন্ন ধারণাবশে নানা-প্রকার ভ্রান্তমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। **'যত মত, তত পথ'-মতবাদই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ইহা ভিত্তিহীন এবং সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ।** অনেকের ধারণা এই যে, যে-কোন মতে যে-কোন দেবতার বা যক্ষ-রক্ষঃ, ভূত-প্রেতাদির আরাধনা-দ্বারাও ভগবদ্ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারা যায়। কিন্তু **"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ"** ও **"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ"** শ্লোকদ্বয়ে ইহা নিরস্ত ও খণ্ডিত হইয়াছে। ৭ম ও ৯ম অধ্যায়ের কথাপ্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তারতম্যানুসারে জীবগণ বিভিন্ন প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া ভগবান্ গুণ ও কর্ম্ম-তারতম্য-ভেদে চতুর্ব্বিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণগত কর্ম্মাদির নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে—ভগবান্ পক্ষপাতিত্বমূলে কাহারও সম-স্বভাব, কাহারও বিষম-স্বভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু সকলেই নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও স্বভাব-অনুসারে বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণাদি করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ করিয়া থাকে। তজ্জন্য ভগবানে বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্বদোষ আরোপ করা উচিত নহে। "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন তথাত্বং দর্শয়তি" এই বেদান্ত সূত্রেও উহা নিরস্ত হইয়াছে। ভগবান্ বিশ্ব-রচনা প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও কোন কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি বা কর্ম্মফললাভ-স্পৃহা নাই। কারণ তিনি আত্মারাম ও নিজলাভপূর্ণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনি কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণ-নিরূপণ বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং জন্মের দ্বারাই বর্ণ-নিরূপণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও লোকনিয়ন্তৃত্ব ক্ষত্রিয় স্বভাব-জাত কর্ম্ম; কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যস্বভাবজ কর্ম্ম এবং ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতেও "গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্" শ্লোকে গুণদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু শৌক্রধারায় বর্ণনিরূপণে অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে হয়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" শ্লোকে বলিতেছেন —মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে সেই সেই লক্ষণ যে যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই সেই বর্ণে তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ অন্যবর্ণে দৃষ্ট হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণাদি লক্ষণানুসারে তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে—ইহাই বিধি। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদের উক্তি,—শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। শমাদিগুণ দর্শন দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম

শ্রীনাম হ'চ্ছে, অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম। আকাশের গুণ শব্দ; এই শব্দ দুই প্রকার; চিদাকাশের শব্দ হ'চ্ছে বৈকুণ্ঠবস্তু। আর জড়াকাশের শব্দ হ'চ্ছে মায়িকবস্তু—ইহা নশ্বর, ইতরব্যোমের শব্দ। শব্দব্রহ্ম নিত্যবস্তু, উহাই "শ্রীনাম"। জড়াকাশকে অনেকে ভূতাকাশ বা পটাকাশও বলেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, 'ব্যোম', মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটী আমার জড়া প্রকৃতি; এই ব্যোমই হ'চ্ছে জড়াকাশ। জড়াকাশের শব্দ প্রাকৃত, আর চিদাকাশের শব্দ অপ্রাকৃত। জড়াকাশের শব্দ এই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য এই সপ্ত ঊর্দ্ধ লোকে এবং তল, অতল, ভূতল, বিতল, তলাতল, পাতাল, মহাতল এই সপ্ত নিম্নলোক একত্রে এই চতুর্দ্দশ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্যকরী। মহাপ্রলয়ে উহা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। **এই জড় শব্দ—বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া কখনও অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।** পরব্যোমের শব্দে শব্দ-শব্দী বা নাম-নামী ভেদ নাই; কিন্তু জড়ব্যোমে ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। এইজন্য শাস্ত্রে শ্রীনামের মহিমা বিশদভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

শ্রীপদ্মপুরাণও বলেন—

শ্রীনামে ও মন্ত্রে শব্দ সামান্য বুদ্ধি করিবে না। এই অপ্রাকৃত শ্রীনাম বা শব্দ-ব্রহ্ম কৃপা করিয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ হইতে এজগতে অবতীর্ণ হন। ইনি সর্ব্বশক্তিমান্। মহাপাপী অজামিল এই শ্রীনাম উচ্চারণ মাত্রই যমদূতের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ওহে কৃষ্ণ-নামাক্ষর! তুমি সর্ব্ব-শক্তিধর,
জীবের মঙ্গল-বিতরণে।
তোমা বিনা ভব সিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু
আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে॥

প্রাকৃত কবিগণ প্রাকৃত শব্দ-শক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। ছায়া-সরস্বতীর কৃপায় মায়িক শব্দ বর্ণন করিয়া জড়বিলাস কীর্ত্তন করেন। এবং

তদ্দ্বারা জীবের প্রাকৃত দেহ-মনেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া প্রাকৃত কবি নামে খ্যাত হন। আর শুদ্ধাসরস্বতীর কৃপায় যাঁহারা ভগবানের চিদ্বিলাস অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত কবি। একটী ভগবৎ-সম্বন্ধী, আর অপরটী মায়া-সম্বন্ধী—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ইহা আমরা সাধু-শাস্ত্র-গুরুর শরণাগতি ভিন্ন, তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন কখনও জড়ীয় মায়িক বুদ্ধিতে বদ্ধ-ভূমিকায় অনন্তকাল চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিব না। এই অপ্রাকৃত কবি হ'চ্ছেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ নাটক-রচয়িতা শ্রীল রামানন্দ রায়, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, কবি কর্ণপুর, শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি। যেরূপ লবণ-বিহীন কোন বস্তু সুস্বাদু হয় না, তদ্রূপ ভগবৎ-সম্বন্ধহীন কোন ভাষা, বা কোন বর্ণনা—অপ্রাকৃত ঐকান্তিক রসিক ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। যথা—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-দামোদর সনে, মহাপ্রভু রাত্র-দিনে,
শুনে গায় পরম আনন্দ॥

তাই অপ্রাকৃত কবি শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—

"বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম-স্বরূপদ্বয়ং" * * *

অর্থাৎ, হে ভগবন্! বাচ্য এবং বাচক তোমার দুইটি নাম। তুমি বাচ্য হইলেও জীবের প্রতি অধিক কৃপা-বিশিষ্ট হইয়া তোমার বাচক অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম, শ্রীনামে তুমি সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে এই শ্রীনামরূপী অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অর্থাৎ, তুমি শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ; কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব, এমন শ্রীনামেও কিছু অনুরাগ হইল না।

কলিকালের ধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে অর্চ্চন, আর কলিযুগের ধর্ম্ম—এই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন। অতএব বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। এই নাম-ব্রহ্মেরই জয় হউক।

এই জড়জগতের শব্দ হইতেই মনোবিজ্ঞান—অর্থাৎ জড়-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ-কর্ত্তৃক জড় কাব্য ও জড়-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। উহা কখনও ভক্তি-বিজ্ঞান বা চিৎ-বিজ্ঞান নহে। জড়াকাশের শব্দ ও চিদাকাশের শব্দে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান; চিদাকাশের শব্দসমূহে ভগবৎ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে—ইহা যোগমায়ার রাজ্যে প্রচলিত, আর —জড়াকাশের শব্দসমূহে ভগবদ্ভক্তি-শূন্য বাক্য,—উহাই ছায়া-সরস্বতীর অনুশীলন—ইহা মহামায়ার রাজ্যে প্রচলিত। শুদ্ধাসরস্বতী হ'চ্ছেন শ্রীবিষ্ণু-ভক্তি প্রদায়িনী ভূঃ-শক্তি—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, বৈষ্ণবজগতে ইনিই পূজ্যা।

জড়াকাশের শব্দ মনোবিজ্ঞান হইতেই—টেলিগ্রাম, টকী, টেলিফোন, রেডিও, বেতারবার্ত্তা, এরোপ্লেন প্রভৃতি উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাকৃত জগতে যদি এইরূপ আশ্চর্য্য বস্তু আবিষ্কার হয়, তবে অপ্রাকৃত জগতের শব্দে মহাশ্চর্য্য বস্তু কেন হইবে না? প্রাকৃত জগতের শব্দ মন্থন করিয়াই প্রাকৃত কবিগণ জড়ীয় জগতের অজস্র নাটক, নভেলাদি জড়সাহিত্য রচনা করিয়াছেন; উহাতে নিত্য-মঙ্গলের কোন কথা নাই। মহাকবি কালিদাস, কবীন্দ্র রবীন্দ্র, ভবভূতি, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীমাইকেল, শ্রীনবীনসেন, শ্রীহেমচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা শ্রীভারতচন্দ্র, সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই প্রাকৃত কবি। জড়-জগতে ইঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। চিৎ-জগতে উহাদের কোনই মূল্য নাই। উক্ত সাহিত্যে ভগবৎ-সম্বন্ধী কোন কথা নাই বলিয়া পরিত্যাজ্য। এই জন্যই মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীব-মঙ্গলজন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বিষয়ক উৎকৃষ্ট বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে মহামুনি শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক তাঁহার নাম, রূপ, গুণ-লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া শান্তি পাইয়াছিলেন। অপ্রাকৃত কবিগণ ভগবদ্গুণ-লীলাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইজন্যই ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ প্রথমেই পিতামহ জগৎকর্ত্তা শ্রীব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

আমি চিৎ-বিজ্ঞানযুক্ত রহস্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানসংযুক্ত উপদেশ দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ইহাতে জড়-জগতের কোন কথা নাই—মায়িক ভাব এবং মায়িক কোন শব্দ নাই। এই চিদাকাশের শব্দের আনুগত্যে অপ্রাকৃত রসিক কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। এই রাস-লীলা জড়বুদ্ধির অগম্য। এই রাস-লীলাতত্ত্ব না বুঝিয়া কোন কোন প্রাকৃত জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণলীলাকে অশ্লীল বলিয়া মনে করেন। যে রাসস্থলীতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবাদি দেবতাবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি করেন, উহা কখনও অশ্লীল হইতে পারে না। তবে আমরা জড়-বুদ্ধিতে উহা বুঝিতে পারি না। এইজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

"শূকর না চিনে রত্নহার। দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার ॥"

শ্রীশিবই বিষ পান করিতে পারেন; অ-শিব হইয়া ঐ বিষ পান করিতে গেলে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়ই। এইজন্য জড় মন-বুদ্ধি লইয়া উহা মনে মনে আলোচনা করিতেও বিজ্ঞজন নিষেধ করিয়াছেন।—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥"

অর্থাৎ ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বলভূমিকায় এই অপ্রাকৃত রস অনুভূত হয়। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপা-সাপেক্ষ। ইহাকেই বলে—শৃঙ্গার উজ্জ্বলরস বা মধুর-রস। প্রাকৃত কবিগণ জড়জগতের প্রাকৃত নায়ক ও নায়িকার বর্ণন করিয়াছেন। আর অপ্রাকৃত কবিগণ ব্রজের মধুর রসাত্মক অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকা শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-রস কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা আছেন বলিয়া সাহিত্য, নচেৎ রাহিত্য হইয়া থাকে।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—শিশির ভিতরে ছিপি-আঁটা মধু যেমন মক্ষিকা শিশির উপরে বসিয়াও আস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রসও প্রাকৃত রসিকের আস্বাদ্য হয় না। ছিপি খুলিয়া দিলে তবে তাহার আস্বাদন হয়। ঐ ছিপি খুলিবার মালিক হ'চ্ছেন—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

সদাশিব ও শিব (২)

যাহারা জগদ্‌গুরু শ্রীমহাদেবের নিন্দা করে তাহারা যেমন অপরাধী ও নারকী, আবার যাহারা শিবকে নারায়ণের সহিত সমান মনে করিয়া পৃথক্ দেবতারূপে বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে শিবপূজা করে তাহারাও সেইরূপ পাষণ্ডী।

শাস্ত্র বলেন—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥ (বৈষ্ণবতন্ত্র)
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ধ্রুবম্॥ (পদ্মপুরাণ)

যে-সকল অজ্ঞ বিষ্ণুর সহিত অন্যদেবতাকে সমান জ্ঞান করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও শ্রীহরিপাদপদ্মে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। যে-ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে-ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

শাস্ত্র আরও বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

যিনি বিষ্ণুবিগ্রহে বা শালগ্রামে শিলা বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলি-মল-নাশক বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের চরণামৃতে জল বুদ্ধি, শ্রীহরিনামে ও মন্ত্রে সামান্য শব্দ-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমান মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই নারকী। শাস্ত্রে কোথাও কোথাও যে শ্রীহরির সহিত মহাদেবের অভেদসূচক বাক্য পাওয়া যায়, এবং হরি-হর একাত্মা বলিয়া যে কথা শুনা যায় তাহার অর্থ এই যে—শিব ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই ভগবানের সহিত অভিন্ন; কিন্তু পরমেশ্বর বলিয়া নহে। শ্রীহরিই একমাত্র পরমেশ্বর। জগদ্‌গুরু শম্ভু যে ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বৈষ্ণবরাজ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আমরা বহু শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা দেখাইয়াছি। প্রচেতাগণের উক্তিতেও আমরা পাই,—প্রচেতাগণ শ্রীমহাদেবের কৃপায় শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়া বলিতেছেন—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণ-সঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্মঃ ॥

(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

হে ভগবন্, শিব আপনার প্রিয়তম সখা—পরম ভক্ত। সেই ভক্তরাজ মহাদেবের ক্ষণমাত্র সঙ্গ-প্রভাবে আমরা আজ ভবরোগের নাশক এবং পরম গতিস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিলাম।

এইজন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে ॥ (ভক্তিসন্দর্ভ)

অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের সহিত শ্রীগুরুদেবকে ও শ্রীশিবকে ভগবৎ-প্রিয়ত্বেই অভেদ বলিয়া জানেন।

অতএব অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীহরির সহিত অন্য কোন দেবতার সমান বুদ্ধি করা উচিত নয়। শ্রীহরিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অন্য সকলেই (তাঁহার) পরতন্ত্র—তাঁহার ইচ্ছায় চালিত। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও স্বতন্ত্র স্বাধীনতা বা কর্ত্তৃত্ব নাই। আমরা ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা-শিবের উক্তি হইতেও জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির অনুগত এবং সর্ব্বদা শ্রীহরির ইচ্ছায় পরিচালিত। তাই ব্রহ্মা বা শিবকে বিষ্ণু-ভক্ত না জানিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করিলে যে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

স্বতন্ত্রত্বেন ভজনে তু ভৃগুশাপো দুরত্যয়ঃ; যথা চতুর্থে—

ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ং।
ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থিনঃ ॥ (ভাঃ ৪।২।২৭-২৮)

অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে শিবভজন-বিষয়ে ভৃগুমুনির একটী ভীষণ অভিশাপ আছে; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে—

দক্ষযজ্ঞে কর্ম্মকাণ্ডরত বিপ্রগণের প্রতি শিবানুচর নন্দীর অভিশাপ শুনিয়া মহর্ষি ভৃগুও (শিবানুচরদিগকে লক্ষ্য করিয়া) এই ব্রহ্মদণ্ড-স্বরূপ দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, "যাহারা ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শিবের ভজনা করিবে অথবা তাদৃশ ভজনকারিগণের অনুগামী হইবে, তাহারা সচ্ছাস্ত্র পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির প্রতিকূল-আচরণকারী বলিয়া পাষণ্ডীরূপে গণ্য হউক।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৯৯ পয়ারের তথ্যে মদীয় ইষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল মহাদেবের কৃষ্ণসেবাময় মাহাত্ম্য এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, শিব—রামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সীতাদি লক্ষ্মীরও পূজিত ঈশ্বর। সুতরাং রুদ্রই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণু তাঁহার অধীন। কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আবাহন করেন। কিন্তু নিখিল শ্রৌতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিরাস করিয়াছেন।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, রুদ্র বাণ-রাজার যুদ্ধে ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহাকেই মূল দেবতা ও পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে রক্ষিত ও ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তবে যে শ্রীবিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিত আছে—

নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামী কৈতবযুক্ত জীবগণের নিকট রুদ্রোপাসনা-প্রচারার্থ ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রের আরাধনার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এ-বিষয়টী পরিস্ফুট রহিয়াছে—হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা, আমি রুদ্রের যে পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহা অনুষ্ঠান করি, লোকসমূহ তাহার অনুবর্ত্তন করে। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। **বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না।** আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্যামী। তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি। "রুদ্রাদি দেবতা পূজ্য" এই শিক্ষা আমিই প্রদান করিয়াছি। আমি যদি রুদ্র পূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ লোকে গ্রহণ করিবে না; এইজন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। **আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সুতরাং শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না।**

আমার অংশ বলিয়াই লোক-শিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি-দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন করি। মহাভারতে আছে—ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিয়াছিলেন, বিষ্ণু তোমার, আমার ও অপর দেহীসমূহের অন্তর্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপ অক্ষজ-জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।

"শ্রীরামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণববর শিবের পূজা-প্রচারার্থ শিবপূজার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যদি শিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রীরামচন্দ্র তদধীন হন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছেন বলিয়া সমুদ্রকেও 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়। এইরূপ কোথাও কোথাও ভগবৎ-পার্ষদগণ যে দেবতান্তরের পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তাহা বিষ্ণুর অধীন সেই সেই দেবতার পূজা জগতে প্রচারার্থ বলিয়া জানিতে হইবে। উহা শ্রীভগবৎ-পার্ষদবর্গের 'সমস্ত দেবতা বিষ্ণুর অধীন'—ইহা প্রচারার্থ-লীলা মাত্র। উহা কখনও সিদ্ধান্ত-কক্ষায় আরূঢ় হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণুই—সর্ব্বেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের ন্যায় জগতের স্থিতি-বিধান করেন, তাহা চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য তাঁহার দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিষ্ণুরই শক্তিতে সৃষ্টি ও সংহারকার্য্যে সামর্থ্য লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার নিত্য আরাধ্য। (সিদ্ধান্তরত্ন ৩য় পাদ ২২, ২৩, ২৬, ২৭)

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবার্ত্ত স্বকং পুরম্॥

ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটি নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরসমূহ অমাত্য-ভৃত্য প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।"

যাঁহারা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নিত্য আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার পূজক হন, কিংবা শিবের পূজা বা ব্রহ্মার পূজা করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে মনে করেন, তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপূজকের বিনাশ নাই, আর সকলের বিনাশ আছে। একমাত্র শ্রীহরির পূজকই বিধিপূর্ব্বক পূজাকারী, আর সকল পূজকই অবৈধ; এইজন্য

তাঁহাদের কর্ম্মমার্গে বিচরণ ও বিনাশ অনিবার্য্য। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (গীঃ ৯।২৩-২৪)

হে অর্জ্জুন, যাহারা শ্রদ্ধার সহিত দেবতাগণের পূজা করে, তাহারা আমারই পূজা করিয়া থাকে; কারণ, আমিই সকলের মূল কারণ—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। কিন্তু তাহারা আমার সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব না জানিয়া অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করে বলিয়া তাহাদের পূজা অবৈধ হইয়া থাকে। এজন্য তাহারা পরাশান্তি লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিয়া অধঃপতিত হয়।

দশজন প্রচেতা ভগবৎ-প্রিয় ভক্ত-বুদ্ধিতে যেরূপ মহাদেবের পূজা করিয়াছেন, সেইরূপ পূজাই বিধিসম্মত ও আদর্শ। অন্যপ্রকার শিবপূজার ছলনা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবৈধ ও পাষণ্ডিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আমরা শাস্ত্রে মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অর্থাৎ তত্তৎ দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজাকারীগণের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের উভয়কে প্রণামপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরির দাসত্বই অবলম্বন করিয়াছি। কারণ **প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া তাঁহারা শম্ভু ও ব্রহ্মার পরম প্রীতিভাজন ও জগন্মঙ্গল-বিধায়ক। আর বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, এইজন্য তাহারা জগতের পরম শত্রু হইয়াছিল।**

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হওয়ায় সে ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুশরেই নিহত হইল। ব্রহ্মা রাবণ-বধের জন্য নিজদত্ত ঐ মৃত্যুশরের কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করেন। সুতরাং বিষ্ণু-বিদ্বেষীকে ব্রহ্মা কখনও ভক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশই আকাঙ্ক্ষা করেন।

পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন শিবভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে

শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে বিনষ্ট হয়।

বৃকাসুর শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্যা করিয়া এই বৃক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বর-প্রদাতা শিবেরই মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃককে বলিলেন,—"শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া পরীক্ষা কর।" বৃক বিষ্ণুর আদেশানুসারে নিজ-মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। এইরূপ শিবভক্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চ শক্তি লাভ করিয়া দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠান; কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন। এইরূপ ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার ভক্ত হইলেও তৎকর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছে।

কৃষ্ণ-সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শিবের পূজায় কৃষ্ণ বেশী সন্তুষ্ট হন। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় উদাসীন বা কৃষ্ণসেবা-বিদ্বেষী হইয়া শিবের পূজার ছলনা—পাষণ্ডতা ও হরিহরের অসন্তোষ-বিধায়ক। কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-প্রভাবে হৃদয়ে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে—ভোগ-মোক্ষ-পিপাসা সম্পূর্ণ-ভাবে বিদূরিত হইবে। যাহারা নিত্য উপাস্য শ্রীহরির সেবা-বিমুখ, তাহারা কখনও শিবের প্রিয় হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা অচ্যুতকেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সকলের মূল কারণ ও নিত্য উপাস্য জানিয়া ভজন করেন এবং ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে তদীয় প্রিয় ভক্ত জানিয়া আদর করেন, তাঁহারাই সকলের প্রীতি-ভাজন হইতে পারেন এবং বাস্তব মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র,

পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, মূল ব্যতীত পৃথগ্-ভাবে শাখা-প্রশাখায় জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না; প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তাহা হয় না, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। তিনি প্রসন্ন হইলে ত্রিভুবনই প্রসন্ন হয়। জগদ্গুরু শ্রীশিবজীও বলিয়াছেন—

"প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ॥ (ভাঃ ৮।৭।৪৭)

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।

দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥(ব্রহ্মপুরাণ)

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইলে চরাচর জগতের সহিত আমি (শিব) প্রীত হইয়া থাকি।

যিনি আমাকে (শিবকে) কিংবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত। তাহা হইলেই আমাদের দর্শন সম্ভব হইবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে।

ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে॥

ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।

সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্॥

তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে।

তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি॥

(বৃহৎসহস্রনাম স্তোত্র)

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে আমার (শিবের) বা ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের সহিত সমান মনে করে, তাদৃশ ভক্তি-শ্রদ্ধাবিহীন অবৈষ্ণব দুর্ভাগাকে কোন কিছু দান করিবে না।

যাহারা সর্ব্বদেবপূজ্য পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে অনন্যভাবে আশ্রয় করে না, তাহারা কোনদিনই পরম মঙ্গল বা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। হে পার্ব্বতি! আমি সেই জগদীশ্বর শ্রীহরিকেই ভজনা করি, স্তুতি করি, চিন্তা করি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা-বলেই আজ আমি এতাদৃশ শক্তিশালী ও জগৎপূজ্য হইয়াছি।

তৎপরে শ্রীদুর্গাদেবীও বলিতেছেন—

অহো ! সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষতে ॥
অহো ! বত মহৎকষ্টং সমস্তসুখদে হয়ৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ ॥
যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষতে জনৈঃ ॥ (বৃহৎসহস্রনাম স্তোত্র)

"অহো ! সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম ও জগতের আদিগুরু বিষ্ণুকে মূঢ়-সকল কি করিয়া অন্যান্য দেবতার সহিত সমান মনে করে ?"

"হায়, সর্ব্ব-সুখপ্রদাতা জগৎপতি শ্রীহরি বিদ্যমান থাকিতে অজ্ঞসকল তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া এই দুঃখকর সংসারে কষ্ট ভোগ করিতেছে—ইহাই দুঃখ। আমার স্বামী শিবও যাঁহার আরাধনায় উন্মত্ত হইয়া অঙ্গে ভস্ম লেপন-পূর্ব্বক দিগম্বর, অবধূত, তপস্বীরূপে দৃষ্ট হন, সেই লক্ষ্মীকান্ত মধুসূদন হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ আছে ?" তাই পদ্মপুরাণও বলিতেছেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥

সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই সকলেরই একমাত্র আরাধ্য। এজন্য নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্ভক্ত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শেষ নিবেদন

ব্যথা দাও কৃষ্ণ যত পার তুমি,
সহিবারে দিও ক্ষমতা আমায় ;
যদিও ঘৃণিত লাঞ্ছিত হে আমি,
তোমারি সৃজিত ওগো দয়াময় !
ভুল'না ভুল'না ভুল'না হে নাথ !
ভুলে গেলে মোরে দাঁড়াব কোথায় ?

তুমি যে গো প্রভু জগতের পতি,
কভু ত' জগৎ-ছাড়া আমি নয়!
বড় ব্যথা আমি পেয়েছি হে প্রভু!
আবিলতাময় এ-সংসার মাঝে;
তাই ওহে মোর গোলোক-বিহারী!
টেনে লহ মোরে আপনার কাছে।
সংসার-মরুতে নাহি কোন' শান্তি,
চারিদিক্ শুধু হাহাকারময়;
কেহ ত' দয়িত! বাসেনা যে ভালো,
স্বার্থেরই তরে সকলেতে ধায়।
কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি!
ভেবেছিনু বন্ধু আমার যাহারা;
বক্ষেতে হানিল শাণিত ছুরিকা,
নেত্রজলে মোর ভাসিল এ'ধরা।
মায়া-মোহ করি' সমূলে ছেদন,
নিযুক্ত করহে তোমারি কাজে;
লয়ে যাও কৃষ্ণ! সেথা মোরে তুমি,
অনাবিল শান্তি যথায় বিরাজে।
দাও কৃপা করি' চরণ আমারে,
নামরসে ডুবি ওগো প্রিয় নামী!
কাঙ্গালের এই শেষ নিবেদন,—
চরণ-চ্যুত যেন না হই স্বামী!

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
—শ্রীমণিমোহন দত্ত, বি, এ, বি, টি,
(অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর, হুগলী)

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

'ভাগবত'-ধর্ম্মাচরণের উপদেশ-তাৎপর্য্য

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য-বালকগণকে "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" বলিয়া **'ভাগবত-ধর্ম্ম'** আচরণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন—ইহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় ৩৭৯ পৃষ্ঠায় জানাইয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—ঐরূপ উপদেশ করিলেন কেন? 'ধর্ম্মান্ আচরেৎ' বলিলেই ত চলিত?—যাহার যে ধর্ম্মে রুচি আছে, সে তাহাই আচরণ করিতে পারিত? বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্যগণ কুমার-বয়স ইহতেই নিজ নিজ ধর্ম্ম যাজন বিষয়ে তৎপর হইতে পারিত। এরূপস্থলে ধর্ম্মের বিশেষণরূপে 'ভাগবত' কথার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহার সমাধানার্থ প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা ভাগবত-ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দিতেছেন; যথা— যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।

যদেষ সর্ব্বভূতানাং 'প্রিয়' 'আত্মে' 'শ্বরঃ' 'সুহৃৎ'॥ (ভাঃ ৭।৬।২)

অর্থাৎ হে দৈত্য-বালকগণ! এ-জগতে মানব-দেহধারী সকলের পক্ষেই ভগবান্ বিষ্ণুর চরণসেবা নিতান্ত প্রয়োজন। যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু জীব-মাত্রেরই স্বাভাবিক **'প্রিয়', 'আত্মা', 'ঈশ্বর'** ও **'সুহৃৎ'**; অন্য কোনও দেবতা সেরূপ নহেন। এক্ষণে এই বিষ্ণু ভগবানের উক্ত চারিটি বিশেষত্ব বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ—তিনি জীবের 'প্রিয়' এবং জীবও ভগবানের প্রিয়, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ; অর্থাৎ ইহা কাহারও উপদেশাদি-সাপেক্ষ নহে। তবে জীবগণ মায়ার কবলে পতিত হইয়া দেহ, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মায়ার প্রদত্ত বস্তুতে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি-সম্পন্ন হওয়ায় সেই চিরসত্য ভগবৎপ্রিয়তা-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভগবদ্-বৈমুখ্য-বশে জীব বহুদূরে সরিয়া গেলেও যদি কোনও সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিতে পারে, তবে সেই জীবের আপনা হইতেই ভগবানে প্রিয়তা-বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। তখন আর কাহাকেও উহা বলিয়া বা শিখাইয়া দিতে হয় না।

ভক্তপ্রবর ধ্রুব, শ্রীনারদের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী মন্ত্র জপের দ্বারা অল্প দিনমধ্যেই ভগবানের প্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

রাজ্য-সুখের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎ-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই তুচ্ছ-হেয় জাগতিক বিষয়-সুখ তিরোহিত হইয়া গেল ; এবং ভগবানে প্রিয়তা-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। সেজন্য তখন তিনি শুধু ভগবানের সেবা-প্রার্থনাই করিয়াছিলেন, অন্য কিছু প্রার্থনা করেন নাই। উহা পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ সংখ্যার ২১৩ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা ভগবানকে সাক্ষাতে দেখিতে পাই না বলিয়াই তৎপ্রিয়ত্ব-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ঐ বুদ্ধি স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। অগ্নির দাহিকা শক্তির প্রভাব জানিয়া বা না জানিয়া তাহাতে হস্ত দিলে যেমন সে-হস্ত দগ্ধ হইবেই, সেইরূপ ভগবানকে নিকটে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার প্রতি প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিবে। ধ্রুবের যেমন ভগবানকে ভগবান্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগিয়াছিল, সেইরূপ ভগবানকে 'ভগবান্'রূপে না জানিয়াও তাঁহাকে অন্য যে কোনও রূপে নিকটে প্রাপ্ত হইলেই প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি স্বতঃই জাগিয়া উঠে। ইহারও উদাহরণ শাস্ত্রাদিতে যাহা পাওয়া যায়, এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে তাহার কিছু আলোচনা করিতেছি।

ভগবানের সর্ব্বস্বরূপতা

শ্রীমদ্ ভাগবতে দশমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে অঘাসুর-মোক্ষন লীলাটি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অঘাসুরকে যখন শ্রীকৃষ্ণ বধ করিলেন, তখন তাহার জীবাত্মা দিব্যজ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত আকাশে উঠিয়া তৎপর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আসিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত দেবগণ চমৎকৃত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি ও জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস-সকলকে স্বেচ্ছাবিচরণে ছাড়িয়া দিয়া গোপ-বালকগণকে লইয়া মণ্ডলাকারে ভোজনে রত হইলেন। এই অবসরে ব্রহ্মা গোবৎসগণকে হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বন-ভোজন-লীলার আবেশে গভীর নিমগ্ন থাকায় তাঁহার গোবৎসগণের প্রতি দৃষ্টি-হারা হইলেন। হঠাৎ তাহাদের কথা মনে হওয়ায় তাহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা গোপ-বালকগণকেও শ্রীকৃষ্ণ-হারা দেখিয়া তাহাদিগকেও হরণ করিয়া একস্থানেই সকলকে লুকাইয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে না পাইয়া পূর্ব্বের ভোজন-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া গোপ-বালকগণকেও দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই ব্রহ্মার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মোহিত করিবার মানসে সেই গোবৎস ও গোপবালকগণের কাহাকেও ফিরাইয়া না আনিয়া

নিজেই সেইসকল বৎস ও গোপবালক-মূর্ত্তিতে বিরাজিত হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন সেই গোবৎসগণের মাতা গো-সকল আপন আপন বৎসগণকে পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও বাৎসল্যবশে বিশেষ আদরের সহিত অঙ্গ-লেহনাদিপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল।

এদিকে গোপীগণও গৃহে প্রত্যাগত আপন আপন পুত্রগণকেই ফেরৎ পাইয়াছেন মনে করিয়া অন্যদিন অপেক্ষা গোপ-বালকরূপী কৃষ্ণকে বহু আদর-যত্ন-সহকারে স্নান-পানাদি করাইতে লাগিলেন। এইভাবে গোপগণেও পুত্রবাৎসল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অথচ কেহই তাহার কারণ জানিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পরদিনও নিজের সেই সেই মূর্ত্তিকে লইয়া গোষ্ঠে গমন করিলেন এবং সায়ংকালে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে একবৎসর অতীত হইলে ধেনুগণ, গোপীগণ বা গোপগণের নিজ নিজ সন্তানের প্রতি বাৎসল্য-স্নেহটি পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তাঁহারাও চিন্তাদ্বারা ইহার কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

পূর্ব্বে তাঁহারা সকলে নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষা যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অধিক প্রীতি করিতেন। এমন কি নিজ সন্তানকে লালন-পালন করিতে হয়, তাহাই করিতেন মাত্র; তাঁহাদের মন কিন্তু নন্দনন্দনের চিন্তায় সর্ব্বদা ভরপুর থাকিত এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বা শীঘ্র যেমন-তেমন ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নন্দরাজ-ভবনে গমন করিতেন। কিন্তু যেদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপ ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন হইতেই তাঁহারা আর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনজন্য নন্দরাজ-ভবনে ছুটাছুটি করেন না। এবং নন্দনন্দনে যে বাৎসল্য স্নেহ ছিল, এখন তাহা নিজ নিজ সন্তানে সঞ্চারিত হইয়াছে। এরূপ প্রীত্যাধিক্যের মূল কারণ জানিতে না পারিলেও উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উক্ত লীলা হইতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাণী সত্য বলিয়া প্রতীত হয়—ভগবান্ জীবমাত্রেরই নিত্য প্রিয় এবং ভগবানকে জানিয়াই হউক আর তাঁহাকে গোপগণের ন্যায় না জানিয়াই হউক, তাঁহাতে যে স্বরূপতঃই প্রিয়ত্ব বর্ত্তমান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেবতা তৎপ্রিয়ত্বে আংশিক প্রিয় হইতে পারেন, স্বরূপতঃ তাঁহারা প্রিয় নহেন। তবে আমরা মায়ার যবনিকাদ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছি বলিয়াই জড় বিষয়ে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি লাভ করিয়াছি মাত্র।

ভগবান্ জীবনিচয়ের আত্মা

দ্বিতীয়তঃ—ভগবান্ জীবের আত্মা। ভগবান্ বিভিন্নাংশ আত্মারূপে ও স্বাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মারূপে জীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

(মুণ্ডক ৩।১।১, শ্বেতাশ্ব ৪।৬)

অর্থাৎ, সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ 'জীব' নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ 'পরমেশ্বর' কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীস্বরূপে দেহে অবস্থান করিয়া জীবাত্মার কার্য্যসমূহ পরিদর্শন করেন। সুতরাং পরস্পর পরিচয়াদি না থাকিলেও একত্র অবস্থান করাই প্রিয়ত্বের লক্ষণ। এই জীবনিচয় ভগবদ্ বিভিন্নাংশ এবং তাহাদের অংশী স্বয়ং ভগবান্; পিতা-পুত্রের পরস্পর প্রিয়ত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ জীব এবং ভগবানের মধ্যেও পরস্পর প্রিয়ত্ব নিত্য বর্ত্তমান। মায়ার কুহকে জীব তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, সেইজন্য ঐ প্রিয়ত্ব বুদ্ধিটি জীবের নাই।

শ্রীশুকদেব গো-গোপীগণের নিজ নিজ বৎস ও পুত্রাপেক্ষা যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীত্যাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। আবার বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে যখন তাঁহাদের বৎস ও পুত্রস্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই স্নেহ নিজ নিজ সন্তানে সম্বৎসর ব্যাপী বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই গো-সকল নবপ্রসূত বৎসগণ অপেক্ষা এবং গোপীগণ ও গোপগণ পরবর্ত্তীকালে নবজাত পুত্রাপেক্ষা বয়স্থ সেই সেই সন্তানগণকে অধিক প্রীতি করিতেন। ইহা শুনিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের এইরূপ প্রীতি যাহা নিজ নিজ পুত্রেও পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা জন্মিবার কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর শুকদেব বলিলেন, যথা—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্ত-গৃহাদিষু॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ (ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫১,৫৫)

হে রাজন্, নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে ; আত্মা ভিন্ন স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। হে রাজেন্দ্র, অতএব দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত স্ত্রী, পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ (আত্মা) অর্থাৎ প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া জানিবে।

সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব

তৃতীয়তঃ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—নিয়ন্তা। তিনি জীবমাত্রেরই পরিচালক বা নিয়ামক। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরাবর ভূত-সকলই তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস ; ব্রহ্মাদি-স্থাবরাস্থাবর সকলকেই তিনি পরিচালনা করেন। কেহ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ" —তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন। তাহার প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ভাগবতের বাক্য এস্থলে স্মরণীয়। ইহা ছাড়া—হিরণ্যকশিপু পুত্রবধের ইচ্ছায় অসুরগণকে বলিলেন, ইহাকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে) বধ কর। তখন সহস্র সহস্র বিকটাকৃতি প্রবল পরাক্রান্ত অসুরগণ একসঙ্গে প্রহ্লাদকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিতে থাকে ; কিন্তু অতি তীক্ষ্ণধার সেইসকল ত্রিশূলাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়া ত দূরের কথা, একবিন্দু রক্তপাতও হয় নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ ঐ সব ত্রিশূলাঘাত পুষ্পবৃষ্টি বলিয়া অনুভব করিলেন। ত্রিশূলগণের ঐরূপ ব্যর্থতার কারণ—সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, যেহেতু তিনি সকলের ঈশ্বর ; অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা বা পরিচালক। ত্রিশূলগণের প্রতি প্রহ্লাদের বধার্থ ভগবানের আদেশ নাই বলিয়াই তাহারা (ত্রিশূলগণ) ব্যর্থ হইল। আর তাঁহার আদেশ থাকিলে একটি ত্রিশূলাঘাতেই মৃত্যু ঘটিত। ত্রিশূল কেন, একটি কণ্টকাঘাতেও লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। তৎপরে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, উগ্র বিষ দান, হস্তপদ-বন্ধনাবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ ও দীর্ঘদিন অনাহারে রাখা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মরণ-কৌশল অবলম্বন করিয়াও প্রহ্লাদকে বধ করিতে না পারার কারণ, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা প্রহ্লাদকে রক্ষা করা। সুতরাং তাঁহার সেই ইচ্ছাকে কাহারও রোধ করিবার ক্ষমতা নাই এবং সকলেই সেই ইচ্ছা পালন করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

উপনিষদে বর্ণিত ঈশ্বরত্বও এস্থলে আলোচনা করিব। কেন-উপনিষদেও একটি উপাখ্যানে দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ স্ব-শক্তিতে দেবতাগণকে শক্তিমান্ করিয়া দেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই ভগবানের প্রদত্ত শক্তিকে নিজেদেরই শক্তি মনে করিয়া সকলে গর্ব্বিত হইলেন। ভগবান্ দেবগণের বিচারভ্রান্তি ও গর্ব্বনাশ করিবার জন্য স্বয়ং তাহাদের সমক্ষে যক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়া অগ্নিকে একটী তৃণ ভস্ম করিতে, বায়ুকে সেই তৃণটীকে উড়াইতে এবং ইন্দ্রকে উহা তাঁহার বজ্রদ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিতে আদেশ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ব-স্ব ক্ষমতা প্রচুররূপে প্রয়োগ করিয়াও সামান্য তৃণটুকুর কিছুই করিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহারা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন,—স্বয়ং বিষ্ণু তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, তিনিই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার নিকটই অন্য দেবতাগণ শক্তি-লাভ করিয়াছেন মাত্র।

ভগবান্ সকল জীবের একমাত্র সুহৃদ্

চতুর্থতঃ—ভগবান্ সর্ব্বজীবের সুহৃদ্। তিনি সর্ব্বাবস্থায় শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই হিতকারী। অন্য দেবতাগণ যেমন আত্মা নহেন বলিয়া প্রিয় নহেন, সেইরূপ তাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বরও নহেন। মানবের মত তাঁহারাও পরমেশ্বরের পরতন্ত্র; সেইজন্য অন্য দেবতাগণ কখনও স্বতন্ত্র হিতকারী নহেন; বরং অনেকস্থলে তাঁহারা অনিষ্টকারীও হইয়া থাকেন। সামান্য ত্রুটিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ক্রোধ-বশবর্ত্তী হইয়া অভিশম্পাত করিয়া থাকেন।

দক্ষ-প্রজাপতির জামাতা সতী-পতি মহাদেব কোনও দেবযজ্ঞে ব্রহ্মাদি দেবগণ-সহ উপবিষ্ট আছেন। এরূপ সময়ে দক্ষ-প্রজাপতি তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম্যাদিপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। অপর দেবতাগণ তাঁহাকে প্রণামাদিদ্বারা সম্মান করিলেও শিব তাহা না করায় প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া 'আমা হইতে শিব কোনও যজ্ঞ-ভাগ পাইবে না'—বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। কেবল শাপ-দানে তুষ্ট না হইয়া শিবহীন একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে নিজের জীবনটিও নষ্ট হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ সুহৃদ্রূপে বহু জীবের বহু উপকার করিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—ইহার উদাহরণের কোন অভাব নাই।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীগোপান্নার ভক্তিযোগ

গোপান্নার জীবন-বৃত্তান্ত

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি দাক্ষিণাত্য ও মুম্বাই-প্রদেশের তীর্থস্থানসমূহ পরিক্রমাকালে কার্ত্তিক-ব্রত উপলক্ষে দক্ষিণ ভারতের বহু সুন্দর সুন্দর মন্দিরের মধ্যে ভদ্রাচলম্ নামক স্থানে পর্ব্বতের উপর একটী সুন্দর মন্দির দর্শন করেন। এই মন্দিরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতা-দেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। কথিত আছে যে, এই বিগ্রহত্রয় পূর্ব্বে কোন জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত ছিল; দামাক্কানাম্নী এক রাম-ভক্ত মহিলাকে স্বপ্ন-দ্বারা জানান হয় যে, শ্রীবিগ্রহগণ মৃত্তিকা-নিম্নে আছেন এবং তাঁহাদিগকে উত্তোলন করিয়া সেবা-পূজার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং শ্রীমতী দামাক্কা ততদিন পর্য্যন্তই সেবা করিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত আর একজন রাম-ভক্ত আসিয়া সেবা গ্রহণ না করেন। শ্রীমতী দামাক্কা স্বপ্নাদেশ পালন করিয়া শ্রীরাম-সীতা ও লক্ষ্মণের শ্রীমূর্ত্তি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশমত স্থাপিত করিলে পর যথাযথভাবে তাঁহাদের সেবাপূজার কার্য্য আরম্ভ হইল।

খৃঃ ১৭০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ভদ্রাচলম্ এলাকা মোগল-বাদশাহগণের অধীনে গোলকোন্দা নবাবগণের জা'গীর বলিয়া কথিত ছিল। এই গোলকোন্দার নবাবগণের মধ্যে একজন উপযুক্ত নবাব ছিলেন, যাঁহার নাম আবদুল্লা। এই নবাব-সাহেবের দুইজন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন; এই মন্ত্রীদ্বয়ের এক ভগ্নী ছিলেন, যাঁহার পুত্রের নাম ছিল **গোপান্না**। শ্রীগোপান্না বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত ছিলেন। এমন কি, সময়ে সময়ে এই বালক রাম-ভজন করিতে করিতে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্তও হইতেন। ক্রমে বালক উপযুক্ত হইলে তাহার মাতুলগণের সুপারিশে, শ্রীগোপান্না এই ভদ্রাচল অঞ্চলের তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন। এই তহশীলদার **শ্রীগোপান্নাই পরে ভদ্রাচলমের রামভক্ত 'রামদাস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন**। তাঁহার জীবনে যে একটি সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে-সকল আদান-প্রদান ঘটিয়া থাকে, তাহা লোকচক্ষে প্রাকৃত মনে হইলেও তাহা যে প্রাকৃত নহে, ইহাই আমাদের এই সত্য ঘটনা হইতে শিক্ষণীয় বিষয়।

শ্রীগোপান্না শুদ্ধ-ভক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সেব্য বিষয়-বিগ্রহের

সেবানুকূল্যে তিনি সদসৎ যে-কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন,—ইহাই এই গল্পের লক্ষ্যণীয় বিষয়। তিনি যখন বৃদ্ধা দামাক্কার নিকট হইতে ভদ্রাচলমের শ্রীরাম-মন্দিরের সেবা প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেবার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, ভগবানের মন্দির বিপুল-ভাবে সজ্জিত হউক; ভগবানের শ্রীমন্দিরে সেবা-পূজা এবং উৎসবাদির প্রচুর আয়োজন হউক, ভগবানের শ্রীঅঙ্গের ভূষণাদি মণি-মাণিক্যাদির দ্বারা সজ্জিত হউক এবং অজস্র নর-নারী ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্যাতিধন্য করুন। কিন্তু মূলে তাঁহার নিকট অর্থ ছিল না। তাই তখন তিনি যে কার্য্য করিলেন, তাহা লোকচক্ষে গর্হিত বলিয়া মনে হইল এবং তাহার জন্য আরও অন্যান্য যাহা কিছু হওয়া উচিত, তাহা সবই হইল।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীগোপান্নার ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য্যই সাধিত হইল, যথা—শ্রীমন্দির খুব সুসজ্জিত হইল। শ্রীবিগ্রহগণ মণি-মাণিক্যদ্বারা শোভিত হইলেন, অজস্র লোক প্রসাদও পাইলেন; কিন্তু ফলে দেখা গেল যে, গোলকোন্দা নবাবের তহবিল হইতে মাত্র ছয় লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা (যাহার মূল্য ৮০,০০০০০) উধাও হইয়া গিয়াছে। নবাব সাহেব তহশীলদার গোপান্নার নিকট হিসাব চাহিলে তিনি সত্য কথাই বলিলেন। কিন্তু নবাব সাহেব তাঁহাকে গোলকোন্দায় আনাইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন। এবং পিঞ্জরাবদ্ধ কয়েদী শ্রীগোপান্নাকে দণ্ড্যজনে 'রাজা যেন নদীতে চুবায়' এই নীতি অনুসরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান করিলেন। শ্রীগোপান্না এই সমস্ত শাস্তি 'তত্তেঽনুকম্পাং' ভগবানের কৃপা এবং আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি-লাভ করিলেন এবং মান-অপমান সকলই নীরবে সহ্য করিলেন। একদিন দুইদিন নহে, সরাসরি ১২ বৎসরকাল শ্রীগোপান্নাজী ভগবানের এই ব্যতিরেক কৃপা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কায়-মন-বাক্যে ভগবানের মানসিক সেবা করিতে লাগিলেন।

নবাব আবদুল্লা-সাহেব বেগমের সহিত রাজ-প্রাসাদে সুখে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন, দুইটি সুন্দর নব্য কিশোর বালক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—"নবাব-সাহেব! আপনার যে-সমস্ত টাকা গোপান্নার নিকট পাওনা আছে, তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন এবং আমাদের একটি প্রাপ্তিস্বীকাররূপ রসিদ দিন। আপনি গোপান্নাকে এই-মুহূর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিন, আমরা গোপান্নার কষ্ট আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।" নবাব সাহেব সেই সুন্দর-মূর্ত্তি বালকদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; বালকদ্বয় জবাব দিলেন যে,

তাঁহারা দুইজনেই শ্রীগোপান্নার অতি নিকট আত্মীয়। তাঁহাদের সূর্য্যবংশে জন্ম এবং তাঁহাদের নাম— শ্রীরামজী ও শ্রীলক্ষ্মণজী। গোপান্নার সংস্রবে নবাব-সাহেবের শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দর্শন ঘটিল। নবাব-সাহেবের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বালকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া গোপান্নার কয়েদখানায় উপস্থিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বালক দুইটিকে অর্থের প্রাপ্তি-স্বীকাররূপ রসিদ লিখিয়া দিলে, বালকগণ অদৃশ্য হইলেন।

নবাব সাহেবের স্বপ্ন এবং ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বালকগণকে এবং গোপান্নাকে খুঁজিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার শয্যাগৃহে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন,—কেবল ছয়লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা তাঁহার সম্মুখে স্তূপাকৃতিরূপে বর্ত্তমান। ভাগ্যবান্ নবাব-সাহেব ভক্তের মহিমা অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীগোপান্নাকে জেলখানা হইতে ডাকিয়া আনাইলেন এবং মুসলমানোচিত উপরে চাহিয়া 'আল্লার দোয়া' কড়যোড়ে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার মহিমা-বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পূজা করিলেন। তিনি গোপান্নাকে বলিলেন,—আপনি প্রকৃতপক্ষেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন; আপনি মহা-ভাগ্যবান ব্যক্তি, আমি আপনাকে বুঝিতে পারি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন। আর এই যে ছয়লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা আমার সম্মুখে স্তূপাকৃতি হইয়া আছে, ইহা আপনার শ্রীরামচন্দ্রেরই প্রদত্ত বস্তু—আপনি এইগুলি গ্রহণ করিয়া আপনার কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আপনি পুনরায় তহশীলদার পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছয়লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা আপনার ইচ্ছামত খরচ করিয়া ভগবানের সেবা করুন। আমি আজ হইতে ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি গোপন্না-নামের পরিবর্ত্তে পরম ভক্ত শ্রীরামদাস বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

আধ্যক্ষিকগণ প্রশ্ন করিবেন যে, শ্রীরামদাস গোপান্না যত বড়ই ভক্ত হউন না কেন, তাঁহার এই রাজকোষ হইতে তহবিল তছরূপ করা উচিত হইয়াছে কি না? তাঁহারা বলিবেন,—এই কার্য্যের দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই দোষী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দোষের জন্য তাঁহার কারাগৃহ বাস এবং শাস্তিপ্রাপ্তি সকলই স্বাভাবিক হইয়াছে। গোপান্না যখন রাজার তহবিল ভাঙ্গিয়া ভগবানের সেবা করিতে-ছিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই তহবিল ভাঙ্গিয়া ভগবানের সেবাকার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ আরও অমার্জ্জনীয় হইয়াছিল, কেন না তিনি জানিয়া-শুনিয়াই এই অপকার্য্য করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ এই আধ্যক্ষিকগণকে উত্তর দিবেন যে, মন্দির, পুষ্করিণী বা সেই প্রকার সাধারণের ব্যবহারযোগ্য স্থানগুলির (Public places) রক্ষণাবেক্ষণ করা বা তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার ভার তদ্দেশীয় রাজার। রাজা যখন ঐ কার্য্যে অমনোযোগী ছিলেন, তখন সেইকার্য্য গোপান্না করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার দোষ মার্জ্জনীয়। কিন্তু আবার একজন বলিবেন,—যদিও তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য রাজকোষ ভাঙ্গিয়াছিলেন, তথাপি এই বিষয়ে তাঁহার রাজাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য ছিল। শ্রীগোপান্নার কয়েদবাস সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে একটি টিয়াপাখীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহাকে দ্বাদশবৎসর জেলখানার বাস করিতে হইয়াছিল।

আধ্যক্ষিকগণ বলিবেন,—পূর্ব্বজন্মের কথা আনিবার প্রয়োজন কি? এই জন্মের কথাই ধরা হউক না কেন? তিনি ত' সোজাসুজি চুরি করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার জেল হইয়াছিল। অবশ্য পরে তিনি যে ভক্ত, তাহা জানিয়া রাজা তাঁহাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়াছিলেন, একথাও সত্য। মাঝামাঝি লোক মধ্যস্থ করিবেন, ভগবদ্ভক্তের বিষয় বিচার করা সাধারণের কর্ত্তব্য নহে। কারণ সেইপ্রকার বিচারে সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে ভুল হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

সন্দিগ্ধচিত্ত-ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তের দুর্দ্দশার (?) কথা বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই অনেকপ্রকার বিচার করিয়া থাকেন, সেইজন্য আমরা শাস্ত্রবিচার দ্বারা দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই যে ভূমিকায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পরস্পর আদান-প্রদান করেন, তাহা অদ্বয়জ্ঞান ভূমিকা (Absolute stage)। আর সাধারণ লোক যে ভূমিকায় আদান-প্রদান করেন, তাহা দ্বৈত-ভূমিকা (Relative stage)। অদ্বয়জ্ঞান ভূমিকায় ভাল-মন্দ সবই ভাল (all good), আর দ্বৈতজ্ঞান-ভূমিকায় ভাল-মন্দ সবই মন্দ (all nuisance).

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ', এই সব ভ্রম ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬)

এই দুই ভূমিকার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে ভগবান্ ও ভক্তের কথা বুঝা যাইবে না। দ্বৈত ভূমিকায় দাঁড়াইয়া অদ্বয়জ্ঞান-ভূমিকার বিচার করিতে গেলে আমরা অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইয়া যাইব। ভগবদ্ভক্ত

অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের সেবা করেন বলিয়া তাঁহারা যে-কোন অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। বদ্ধজীব জীবন্মুক্ত ভক্তগণের কথা বুঝিতে পারে না বলিয়া 'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'—এই কথা বলা হইয়াছে। দ্বৈত-জ্ঞান ভূমিকার অতিবড় বিজ্ঞজনও অদ্বয়জ্ঞান-ভূমিকার কথা বুঝিতে পারে না। অদ্বয়জ্ঞান-ভূমিকার কথা শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে, যথা—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥

যাঁহারা সদাসর্ব্বদাই অদ্বয়-জ্ঞান ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত, তাঁহারা যে-কোন অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকুন না কেন, সর্ব্বদাই তাঁহারা জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকেন। শুদ্ধ-ভক্ত গোপান্না সর্ব্বদাই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত। সুতরাং তহশীলদাররূপেও তিনি মুক্ত পুরুষ এবং জেলের কয়েদী হিসাবেও মুক্ত পুরুষ। মুক্ত পুরুষগণ প্রাকৃত জগতের কোন আইনেরই অধীন নহেন। তাঁহারা দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাম্' ইত্যাদি কাহারও অধীন নহেন এবং ঋণীও নহেন; কারণ, তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই ভগবান্ হইতে অভিন্ন। ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত এবং ভগবানের সেবনীয় বস্তু—সমস্তই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু। একটি বস্তু অপর বস্তু হইতে পৃথক্ নহে।—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ইহা প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও পরে দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে বুঝা যায়।

অপ্রাকৃত ভূমিকায়, আবশ্যক হইলে ভগবদ্ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য চুরি-ডাকাতি করিতে পারেন, সেইরকম ভগবানও ভক্তের জন্য চুরি-ডাকাতি করেন। আজও রেমুণায় ভগবান্ গোপীনাথজী ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর ক্ষীরচুরি করিবার জন্য 'ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ' নামে অভিহিত হইতেছেন। তিনি 'ক্ষীরচোরা' গোপীনাথ নামে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা ভক্তগণের নিকট অতি উপাদেয় বস্তু। সেইপ্রকার গোপান্নাও যে ভগবানের জন্য চুরি করিয়াছিলেন, তাহাও ভক্তগণের নিকট অতি উপাদেয় বস্তু। সাধারণ লোক এই উপাদেয়ত্ব বুঝিতে পারিবেন না; কারণ, তাঁহারা দ্বৈত-ভূমিকায় অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২) বলেন,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহৎগুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-কামনাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ অকিঞ্চন ভগবদ্

ভক্তের সমস্তই অতুলনীয় ও দেবতা-বাঞ্ছিত গুণ। 'অভক্ত-হীন-ছার' যতই প্রাকৃত গুণদ্বারা বিভূষিত হউক না কেন, সে মনোরথের দ্বারা অসৎ কার্য্য ছাড়া আর কিছুই করিতে সমর্থ নহে। অভক্তের নৈতিক জ্ঞান ক্ষণভঙ্গুর—অসৎ। অভক্তের অধ্যয়ন, জ্ঞান, কর্ম্ম, জাতি, জপ, তপ ইত্যাদি সমস্তই মৃতব্যক্তির সাজ-শয্যার ন্যায় লোকরঞ্জনকর মাত্র। ভগবদ্ভক্তি অপ্রাকৃত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহা প্রাকৃত গুণ-সমষ্টির সহিত তুল্য নহে।

একটি চাকচিক্যময় লৌহ-নির্ম্মিত বস্তু যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, তাহা বৃহৎ একগ্রেণ সোণা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের বস্তু। সেইপ্রকার প্রাকৃত দ্বৈত-জগতের যে-কোন উত্তম বস্তু, (আপাত দৃষ্টিতে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের। প্রাকৃত নীতির সহিত অপ্রাকৃত চৌর্য্যবৃত্তির কখনই তুলনা হয় না। অপ্রাকৃত রাজ্যে সমস্ত বিরুদ্ধ জ্ঞান বস্তুর সমন্বয় করাইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রাকৃত বস্তুকে অনুৎকৃষ্ট এবং অপ্রাকৃত বস্তুকে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা -

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো-বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটটি তত্ত্ব ভগবানের প্রকৃতি হইলেও এইগুলি অনুৎকৃষ্টা প্রকৃতি; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে, যাহা হইতে জীবকুল উৎপন্ন হয়। জীবকুল জড়-বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়াই তাহারা জড়াপ্রকৃতির উপর অযথা আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে।

'প্রাকৃত' এবং 'অপ্রাকৃত' বস্তুগত বিচারে এইরূপ পার্থক্য থাকায়, প্রাকৃত অবস্থায় অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার চলে না। জীব ভগবানের পরা তটস্থাশক্তি-সম্ভূত।—সুতরাং তাঁহার স্বরূপের কার্য্যগুলি জড়াপ্রকৃতির ভূমিকার কার্য্য নহে। পরাশক্তি-সূত্রে ভগবান্ এবং জীব সেব্য-সেবকভাবে নিত্য সম্বন্ধিত। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-বাদীগণ এই মধুর সম্বন্ধের কথা বুঝিতে পারে না। সেই মধুর সম্বন্ধদ্বারা ভগবানের এবং ভক্তের মধ্যে যে আদান-প্রদান হয় তাহাও অপ্রাকৃত। পরা-প্রকৃতি জড়া-প্রকৃতিকে ধারণ করে, কিন্তু জড়া-প্রকৃতি পরা-প্রকৃতিকে ধারণ করিতে পারে না। অতএব যেখানে পরা-প্রকৃতি কার্য্য করে, সেখানে জড়া-

প্রকৃতির কার্য্য স্তব্ধ হইয়া যায়। লৌহ অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত হইলে লৌহের কার্য্য স্তব্ধ হইয়া যায়, অগ্নির কার্য্য চালু থাকে।

ত্রিগুণময়ী মায়ার কবলে অভিভূত হইয়া মায়ামোহিত জীব-জগৎ এই প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিচার করিতে অসমর্থ। যিনি ভগবানের পাদপদ্মে একান্তভাবে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তিনিই এই ত্রিগুণময়ী মায়ার দুর্ব্বার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৩-১৪)

শ্রীগোপাল্লা শরণাগত শুদ্ধভক্ত, সুতরাং তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রাকৃতজনের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। লোকচক্ষে রাজ-কোষ হইতে তহবিল তছরূপ করার অপরাধে তিনি কোনদিনই অপরাধী ছিলেন না। পূর্ব্ব-জন্মে যখন তিনি সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তখন তাঁহার টিয়াপাখীকে অবৈধ বন্ধন করার জন্য তাঁহাকে এই-জন্মে ১২ বৎসর জেলে যাইতে হইয়াছিল। সাধারণ লোককে তিনি নিজ দৃষ্টান্ত-দ্বারা শিক্ষা দিয়া সাবধান করিয়াছেন যে, তাহা জানিত-অজানিত বহু অপরাধের জন্য কি-প্রকার ত্রিতাপ যন্ত্রণা তাহাদের জন্য ভবিষ্যতে অপেক্ষা করিতেছে—ইহা যেন তাহারা স্মরণ করেন। আজ যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল আজই পাওয়া যায় না; কিন্তু কর্ম্মচক্রের এমনই গতি যে, ছোট বড় সকলকেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মফল ভোগ করেন না। ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন,—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম,-বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীপত্রিকার ৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যার ৩৮৬ পৃষ্ঠার ১৭শ পঙ্‌ক্তিতে 'কচিচ্ছিব' স্থলে 'কচি-জীব' এবং উক্ত সংখ্যার ৩৯২ পৃষ্ঠার ১১শ পঙ্‌ক্তিতে 'হ্যনন্যতা', স্থলে 'হ্যনন্যতা-বিঘাতিনী' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয় পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৭ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৭ মাধব, ৪৬৯ গৌরাব্দ | ১২শ সংখ্যা
সোমবার, ৩০ মাঘ, ১৩৬২ ; ইং ১৩।২।৫৬

শ্রীশ্রীনবাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধর-প্রাণাধিক-প্রেয়সীং
স্বীয়-প্রাণপরার্দ্ধ-পুষ্প-পটলী নির্ম্মঞ্ছ্যা তৎপদ্ধতিম্।
প্রেম্না প্রাণ-বয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ॥১॥

স্বীয়-প্রেষ্ঠ-সরোবরান্তিক-বলৎ-কুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ-
ফুল্লৎ-পুষ্প-মরন্দ-লুব্ধ-মধুপশ্রেণী-ধ্বনি-ভ্রাজিতে।

মাদ্যন্মন্মথ-রাজ্য-কার্য্যমসকৃৎ সম্ভালয়ন্তীং স্মরা-
মাত্য শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥২॥

কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গ-তুঙ্গিততরানঙ্গা-সুরঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যা লঙ্গিমসঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ।
ফুল্লৎ স্মের-সখীনিকায়-নিহিত-স্বাশীঃ সুধা-স্বাদন-
লব্ধোন্মাদ-ধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৩॥

জিত্বা পাশক-কেলি-সঙ্গরতরে নির্ব্বাদ-বিম্বাধরং
স্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দ-গর্ব্বোদ্ধুরে।
ঈষৎ শোণ-দৃগন্ত-কোণমুদয়দ্রোমাঞ্চ-কম্প-স্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৪॥

অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নব-কানন-শ্রিয়মিমামুদ্যদ্বসন্তোদ্ভবাম্।
প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্ণং প্রিয়-
শ্রোত্রে দ্রাগ্দধতীং মুদ্রা ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৫॥

মিথ্যা-স্বাপমনল্প-পুষ্প-শয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রের্গুহা-
মধ্যে প্রাগ্দধতো হরের্মুরলিকাং হৃত্বা হরন্তীং স্রজম্।
স্মিত্বা তেন গৃহীত-কণ্ঠ-নিকটাং ভীত্যাপসারোৎসুকাং
হস্তাভ্যাং দমিত-স্তনীং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৬॥

তূর্ণং গাঃ পুরতো বিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণদ্যৌবতকাঙ্ক্ষিতাক্ষি-নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম্।
শ্যামং শ্যাম-দৃগন্ত-বিভ্রম-ভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মা-ম্লানিকরোদয়াং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৭॥

প্রোদ্যৎ কান্তি-ভরেণ বল্লব-বধূতারাঃ পরার্দ্ধাৎ পরাঃ
কুর্ব্বাণাং মলিনাঃ সদোজ্জ্বল-রসে রাসে লসন্তীরপি।
গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু-বিরাজিতাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৮॥

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাক্বা গদগদ-নিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদযঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্ত-মুকুন্দ-ভৃঙ্গ-বিলসদ্রাধা-সুধা-বল্লরীং
সেবোদ্রেক-রসেন গোষ্ঠ-বিপিনে প্রেম্না স তাং সিঞ্চতি ॥৯॥

শ্রীশ্রীনবাষ্টকমের বঙ্গানুবাদ

যিনি স্বীয় প্রাণসমূহ-রূপ পুষ্পশ্রেণী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্ম্মঞ্ছন অর্থাৎ আরতি বা পরিষ্কার করিতেছেন, যিনি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয়তমা, প্রাণবয়স্যা ললিতা-কর্ত্তৃক যিনি প্রেমদ্বারা সংলালিতা এবং বিশাখা কর্ত্তৃক যিনি পরিহাস-বাক্য-দ্বারা সুন্দররূপে পরিষিক্তা, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী গোষ্ঠবনেশ্বরী গৌরী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ১ ॥

সৌরভশালী পুষ্পের মকরন্দ-পানে অত্যন্ত লুব্ধ মধুপ-শ্রেণীর মনোহর শব্দে যাহা সুশোভিত—এমত স্বীয় প্রিয়তম রাধাকুণ্ড-সমীপে বিরাজিত কুঞ্জমধ্যে কন্দর্পরাজ-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যিনি উন্মত্ত মন্মথরাজ্যের কার্য্যসকল নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ২ ॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গদ্বারা অত্যন্ত বর্দ্ধিত কন্দর্পহেতু নৃত্য করিতেছে, যিনি বাক্য-কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে কামসমর হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া হাস্যবদনা বয়স্যাগণের প্রদত্ত স্বীয় অভিলাষ-রূপ অমৃত পান করত অতিশয় উন্মাদে গর্ব্বিতা হইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৩ ॥

"পাশ-ক্রীড়ায় জয়ী হইলে তুমি বারদ্বয় মদীয় বিম্বাধর-গ্রহণে অধিকারী"—শ্রীরাধিকার এই পণ স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ পাশক্রীড়া-রূপ মহাসংগ্রামে তাঁহাকে জয় করিয়া সানন্দে ও সগর্ব্বে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত তদীয় অধর-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, যে শ্রীরাধিকা ঈষৎ কটাক্ষ, রোমাঞ্চ, কম্প ও মধুর হাস্য বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-কমলদ্বারা আঘাত করিতেছেন; হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

যিনি বকারি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর সমর্পণ-পূর্ব্বক তদীয় সুসখ্য-ভাবে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া অভিনব বসন্তসম্ভূত নবকাননের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি বনমধ্যে বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতি-সহকারে শীঘ্র প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে সুবিস্তীর্ণ নূতন পল্লব পরিধান করাইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে বিবিধ পুষ্পরচিত শয্যায় অলীকভাবে নিদ্রিত হইলে শ্রীরাধা অগ্রে মুরলী হরণ করিয়া পশ্চাৎ মালা হরণ করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে তদীয় কণ্ঠের অধঃপ্রদেশ স্পর্শ করায় যিনি ভয় প্রযুক্ত পলায়নে উৎসুক হইয়া দুইহস্তে কুচদ্বয়কে দমন অর্থাৎ নিজায়ত্তীভূত করিয়াছিলেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গোবৎস-সকল অগ্রে করিয়া শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতে চঞ্চল যুবতীবৃন্দের অভিলষিত নেত্র-নটনদ্বারা শ্রীরাধার বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন, যিনি এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত স্বীয় দৃষ্টি-বিলাসদ্বারা ঐ শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলিত করিতেছেন এবং যাঁহার আবির্ভাবে স্বীয় সৌভাগ্য প্রকটন-হেতু চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মার গ্লানি উপস্থিত হয়, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৭ ॥

উজ্জ্বল-রসবিশিষ্ট রাসলীলাতেও যাঁহাদিগের শোভা সতত দেদীপ্যমান, তাদৃশ গোপ-বনিতারূপ অসংখ্য তারকাগণকে যিনি প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বলকান্তিদ্বারা মলিন করিতেছেন এবং যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ উৎকৃষ্ট ও ধন্য গগনপ্রান্তে অনুরাধা-রূপে বিবিধপ্রকারে সেবিতা হইয়া গোবিন্দ-রূপ চন্দ্র-সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥

যে সুকৃতিমান্ ব্যক্তি ভূমি-নিপতিত হইয়া স্থিরবুদ্ধিতে প্রীতি, কাকু ও গদ্গদস্বরে স্পষ্ট করিয়া অর্থবোধের সহিত এই নবাষ্টক নিয়ত পাঠ করেন, তিনি গোষ্ঠবিপিনে অর্থাৎ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমর যাঁহাতে মত্ত হইয়া ঘূর্ণন করিতেছেন, সেই বিলাসশালিনী রাধারূপ অমৃত-লতাকে প্রেম-সহকারে সেবারূপ উদ্রিক্ত-রসদ্বারা সেচন করেন ॥ ৯ ॥

———

সজ্জন—নিরীহ (১৪)

সজ্জন 'নৈষ্কর্ম্ম্য' অর্থাৎ জড়কর্ম্ম-চেষ্টা-শূন্য বলিয়াই নিরীহ

শ্রীমদ্ভাগবতে সজ্জনের জীবনে নৈষ্কর্ম্ম্যের আবিষ্কার কথিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্য বলিলে কর্ম্মচেষ্টা-রাহিত্যকে বুঝায়। ফললাভের চেষ্টাই কর্ম্মচেষ্টা। ভগবদ্ধর্ম্মে কর্ম্ম-চেষ্টা নাই, সুতরাং সজ্জন—নিরীহ।

সজ্জন কর্ম্মকাণ্ডীর ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগে বিরত, তিনি জীবন্মুক্ত

ফলভোগ-বাসনাই কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জীবের সূক্ষ্ম শরীরে ও স্থূলদেহে ফলভোগ করিবার অবসর হয়। যে-কালে জীব বদ্ধাভিমানে ফলকামী হইয়া জীবন-যাপন করেন, সেই সময় তাহার কর্ম্মমার্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। বদ্ধ-অবস্থায় জীব স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিৎবস্তু ভোগ করেন। চিদ্বস্তুরই অচিৎ ভোগকেই কর্ম্মকাণ্ডীয় স্থূল-ভোগ বলে। সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিতের সূক্ষ্মাংশ ভোগও কর্ম্ম-বাসনা। সজ্জন বদ্ধাবস্থায় স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা কর্ম্মফল স্বয়ং ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে স্বীয় আত্মানুশীলনপর অপ্রাকৃত মনদ্বারা কর্ম্মফল-ভোগবাসনা হইতে মুক্ত থাকেন। তখন বদ্ধাবস্থায় সজ্জনকে অপ্রাকৃত বা জীবন্মুক্ত অভিমানে সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর অনাত্ম-চেষ্টার সহিত সজ্জনের হরিসেবা-চেষ্টার পার্থক্য

'ঈহা' শব্দের অর্থ চেষ্টা। খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত স্থূল ও অচিৎপর মন যে অনুষ্ঠানের আবাহন করেন, তাহাই ভুক্তিমার্গ। ভুক্তি ও মুক্তি—এই ফলদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সকলগুলিই বদ্ধাভিমানে চেষ্টা অথবা অনাত্ম-চেষ্টা। যাঁহারা ভুক্তি ও মুক্তিকে শেষ ফল জ্ঞান করেন না, তাঁহারাই হরিপরায়ণ বা সজ্জন। ভগবান্ হরি নিত্য ও অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার লীলা নিত্য ও সেবক নিত্য। কর্ম্মকাণ্ডীয় চেষ্টায় ফলভোগ-কামনা থাকায় হরির উদ্দেশসূত্রেও ঐ চেষ্টা নির্ম্মল নহে। যে-কালে কেবলমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের চিন্ময় প্রবৃত্তি উদয় হয়, তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে প্রকাশমান হইয়া কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণের ক্রিয়ার সহিত সমভাবে দৃষ্ট হয়; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাদৃশ কার্য্য বিচার করিলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টার সহিত সজ্জনের চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টা চিরদিনই সজ্জনের হরিসেবা-চেষ্টার সহিত পার্থক্য আছে।

কর্ম্ম-জ্ঞানচেষ্টা-রহিত সজ্জন কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট

সজ্জন—নিরীহ, এরূপভাব প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, সজ্জনের কৃষ্ণেতর কোন চেষ্টা নাই। কৃষ্ণ-চেষ্টাময় সজ্জন জড়ে উদাসীন। তাঁহার অখিল চেষ্টাতেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লক্ষ্যের বিষয়। সেইজন্য সজ্জনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা একটী প্রধান সেবার অঙ্গ। কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে কৃষ্ণের জন্য নিষ্কপট চেষ্টা হইলেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বা অপ্রাকৃত সজ্জন বলা যায়। সজ্জন--নিরীহ, এইকথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণ-চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় নাই, প্রাকৃত রাজ্যের চেষ্টায় তাঁহার অধিকার নাই--এই কথাই বলা হইল। অন্বয়ভাবে অচিদ্বস্তুর অনুশীলনই কর্ম্ম-চেষ্টা এবং ব্যতিরেকভাবে অচিৎ বস্তুর প্রতি উদাসীন হইলে উহাই জ্ঞান-চেষ্টা বা বৈরাগ্য। বিরক্ত পুরুষ যেস্থলে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া ভোগফল নিরসনে ব্যস্ত, সেই সময়ে তিনি মুমুক্ষু বা হরিসেবা-ধর্ম্মরহিত, স্বার্থপর, অতন্নিরসন-রত, ভক্তিবিমুখ চেষ্টাযুক্ত। সজ্জনের এই-সকল চেষ্টা কোনদিন নাই ও তাদৃশ চেষ্টা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে।

হরিবিমুখ মুক্ত হরিসম্বন্ধি-বস্তুত্যাগে ভগবচ্চরণে অপরাধী, আর হরিসেবকের যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বন

হরিবিমুখ মুক্ত ও হরিসেবক উভয়েই কর্ম্মচেষ্টা-রহিত। হরিবিমুখের আলস্য ও নির্ব্বিশেষভাব তাঁহাকে ভগবানের চরণে অপরাধী করাইয়াছে, সেইজন্য তিনি জড়ালস্যকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া হরিসম্বন্ধী বস্তুমাত্রকেও প্রাপঞ্চিক বোধে হেয় জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্তিবিমুখ চেষ্টা মুমুক্ষুর আছে বলিয়া তিনি জড়ে চেষ্টাবিশিষ্ট, অচিদ্বস্তুতে উদাসীন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানীর অতিরিক্ত জ্ঞান-চেষ্টা বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান তাঁহার জ্ঞানকে পরম উপাদেয় ভগবজ্জ্ঞান হইতে হরিবিমুখ-শক্তি মায়াকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে। এইরূপ মায়িক চেষ্টা সজ্জনের নাই বলিয়া তিনি নিরীহ। মুমুক্ষু কর্ম্ম-চেষ্টাবলম্বনে অচিদ্ রাজ্যের সহায়তায় মুক্ত হইতে সচেষ্ট, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ কোন মায়িক চেষ্টার আবাহন করেন না।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর বৃত্তি অবলম্বন না করায় সজ্জনের সকলই আত্মচেষ্টাময় হরিসেবাপর অনুষ্ঠান

অন্যাভিলাষী, যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মফলভোগী এবং কর্ম্মফলত্যাগী জ্ঞানী সকলই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের চেষ্টায় বিব্রত, কিন্তু সজ্জন তাদৃশ বৃত্তি (মায়ার) উদ্দেশ্যে

পরিচালনা না করায় তিনি নিরীহ। আবার আত্মচেষ্টায় নিত্য হরিসেবাপর অনুষ্ঠান দেখা গেলেও তিনি জড়ে উদাসীন।

সজ্জন—স্থির (১৫)

দেহ-মনের ধর্ম্ম-পরিণামশীল, অতএব অনিত্য

আত্মার ধর্ম্ম—অচঞ্চল। মন ও দেহের ধর্ম্ম—পরিণামশীল। অনিত্য পরিণামশীল বস্তু কখনই স্থির নহে। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। দেহ নিত্য নহে, মনও অনিত্য বস্তু হইতে স্বীয় অনুশীলনীয় বৃত্তি সংগ্রহ করে, সুতরাং তাহারা উভয়েই অস্থির।

সজ্জন স্থির-বস্তু ভগবানের উপাসক, তাই তিনিও স্থির-প্রকৃতি

তাৎকালিক বৃত্তির তাড়নায় দেহ ও মন নানাপ্রকার প্রারম্ভের আবাহন করে। চাঞ্চল্য-রহিত হইলে নিত্যধর্ম্মের স্থিরতা আত্মায় উপলব্ধি হয়। ভগবদ্ভক্ত পরিণামশীল অসৎ বস্তুতে প্রবৃত্ত হন না। ভগবৎসেবায় চিত্তবৃত্তি নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে অস্থির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না। যে-কালে মনোরথ অস্থির বস্তুর সেবায় ধাবিত হয়, তৎকালাবধি তাহার নিত্যত্বের বা স্থিরতার সম্ভাবনা নাই। হরিসেবাপর সজ্জন সকল সময়েই স্থির। স্থির-বস্তু ভগবান্ স্থির-প্রকৃতি সজ্জনের অনুকূল অনুশীলনের বস্তু।

শম-দমাদি-যোগাভ্যাস ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত স্থিরতা বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্ভবপর নয়

পতঞ্জলি-ঋষির যোগদর্শন আলোচনা করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, কৃত্রিম উপায়দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। আবার ঈশ্বর-প্রণিধান-ফলে চিত্ত স্থির হয়। শম-দমাদির অভ্যাস-ফলে যে স্থিরতার উদ্দেশ করা হয়, তাহা পরিণামশীল ও অস্থিরতার পূর্ব্ববৃত্তি। বাস্তবিক স্থিরতা, নিত্যবস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে অন্য অনিত্য-বৃত্তির যোগে সম্ভাবনা হয় না।

সাধন-সাধ্যে বৈষম্য এবং উপায়-উপেয়ে পৃথক্ বুদ্ধি নিত্যত্বের ব্যাঘাতকারী

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী কেহই স্থির নহেন। তাহারা নিজ নিজ অভাবে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক অনিত্য অস্থিরতার আবাহন করেন মাত্র। আপনাদিগকে অভাবগ্রস্ত দুঃখী জ্ঞানে স্ব স্ব বাঞ্ছিত বস্তু-লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান। বিশেষতঃ সাধন ও সাধ্যে বৈষম্য

থাকিলে অস্থিরতাই শেষ ফল হয় অর্থাৎ উপায়-উপেয়ের পার্থক্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে।

সজ্জনগণ ইষ্টলাভে ধৈর্য্যশীল, অতএব ধীর ও স্থির

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীরঘুনাথ-দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥"

সকল কার্য্যেই স্থিরতার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য-বিশিষ্ট না হইলে ভক্তি সুষ্ঠুতা লাভ করে না। অনাত্ম-ধর্ম্মে অনিত্য ও অস্থিরতা আছে। সজ্জনগণ তাহাতে প্রমত্ত নহেন। সজ্জনগণ সকল অনুষ্ঠানেই ধীর। সজ্জনগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের আদর্শ।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব-ভেদে মনুষ্য দুই প্রকার

জগতে যত মনুষ্য আছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব-ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিত, ধনী, বলবান্, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা সকলেই অবৈষ্ণব। যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, ধনী হউন বা নির্ধনী হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বল হউন বা বলবান্ হউন, তিনিই বৈষ্ণব।

অবৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখের সহিত বৈষ্ণবের সেবাসুখ-দুঃখের প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান

শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে অবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বৈষ্ণবদিগেরও শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার ব্যবহার-দুঃখ হইতে পারে। বৈষ্ণবদিগের সে-সকল ব্যবহার-দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-যাত্রীর পান্থ-দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী এবং সুখবৎ কাটিয়া যায়। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষম-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-মদে, ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥

অবৈষ্ণবগণ দেহারামী শরীর-সর্ব্বস্ব অতএব ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট, কিন্তু বৈষ্ণবগণ ভজন-প্রভাবে ব্যবহারিক দুঃখের অতীত

তাৎপর্য্য এই, অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট। এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্ট-শূন্য হইতে পারেন না। তাহাতে তাঁহাদের জীবনটা কেবল যম-যন্ত্রণার ন্যায় অতিবাহিত হয়। পক্ষান্তরে, ভক্ত-মহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক পান্থ-জীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখসকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়।

মর্ত্ত্য শরীরের অনিত্যতা প্রদর্শন ও হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া নিষ্কপটে সকলকে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ

অতএব হে ভাইসকল, এই জগতে কেবল হরিভক্তি-রত্নকে নিষ্কপটরূপে সংগ্রহ করত বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত হও; আর আপনাদিগকে অবৈষ্ণব দলভুক্ত করিয়া রাখিও না। এই যে প্লেগকে (লোকে) এত ভয় করিতেছে, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই, প্লেগে কি করিতে পারে? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্ত করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে? যদি ভাল চাও, তবে প্লেগ হইতেও একটী শিক্ষা কর। কল্য যদি প্লেগে ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই। তোমার এত সুখ-সম্পদ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটী কোটী প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গীতার বাণী

৪র্থ অধ্যায়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবান্ গুণ-কর্ম্মানুসারে চারিটী বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই বলিয়া তাহা তাঁহার বন্ধক নহে। জীবগণ স্ব-স্ব পাপ-পুণ্য-ফলে দেব-মনুষ্যাদি জন্ম ও উন্নতি-অবনতি লাভ করে। ভগবান্ সৃষ্টি-ব্যাপারের কর্ত্তা হইলেও কর্ম্মফলে স্পৃহাশূন্য ও কর্ম্মে লিপ্ত হন না বলিয়া তিনি কর্ম্মফলবাধ্য

নহেন। জীবগণের প্রাচীন কর্ম্মই তাহাদিগকে যথাযোগ্য কর্ম্মফলে বাধ্য করে। ভগবানের এই তত্ত্ব জানিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ব-কালেও মুমুক্ষুগণ এই জ্ঞান-সহকারে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত হইয়াছেন। অতত্ত্বজ্ঞগণের চিত্তশুদ্ধির জন্য ও তত্ত্বজ্ঞগণের লোকশিক্ষার্থ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের তত্ত্ব অতি গূঢ়; বিবেকী ব্যক্তিগণও তাহাতে মুগ্ধ হন। সেইজন্য ভগবান্ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের বিষয় জানিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানই—কর্ম্ম, তদ্‌বিরোধী—বিকর্ম্ম এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-অকরণই অকর্ম্ম। এই তিন তত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। যে মুমুক্ষু ব্যক্তি হৃদয়শুদ্ধির নিমিত্ত ক্রিয়মান কর্ম্মকে জ্ঞানজনকত্ব-হেতু কর্ম্ম না দেখিয়া জ্ঞানাকার দেখেন এবং সেই জ্ঞানকে কর্ম্ম-দ্বারকত্ব-হেতু কর্ম্মরূপে দেখেন তিনিই পণ্ডিত, সমস্ত কর্ম্মকারী এবং যোগী অর্থাৎ মোক্ষযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত বাক্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, কর্ম্ম-সকল আত্মজ্ঞানোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিত। সুতরাং তাহার দোষ-সকল জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, অতএব তাদৃশ কর্ম্মীই পণ্ডিত। যিনি কর্ম্ম-ফলে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি নিত্যতৃপ্ত এবং দেহাদিতে অভিমানশূন্য। তাদৃশ কামনাবিহীন ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহশূন্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেহধারণ নিমিত্ত কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফলজনিত পাপভোগ করিতে বাধ্য হন না, কারণ তাঁহার অনুষ্ঠান নিষ্কাম।

অযাচিত লাভে সন্তুষ্ট, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়াদি দ্বন্দ্বাতীত, মৎসরতা-শূন্য এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সংসার-বন্ধনের হেতু হয় না। নিষ্কাম ও রাগদ্বেষমুক্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান জন্য বিষ্ণু-আরাধনারূপ কর্ম্ম বন্ধক না হইয়া তাঁহার বন্ধনরূপ প্রাচীন কর্ম্মাদিও ধ্বংস হইয়া যায়।

যজ্ঞাদি-ক্রিয়া অনেক কারকসাধ্য ব্যাপার। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ-স্বরূপ কার্য্যের নাম 'যাগ'। অগ্নিতে ত্যাজ্যমান দ্রব্য প্রক্ষেপের নাম 'হোম'। হোমের জন্য যে সামগ্রী দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়, তাহা 'হবিঃ'। এই সমস্ত কার্য্যটীর নাম কর্ম্ম এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তি তাহার ফল। এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গ-সহকৃত কর্ম্ম পরমপুরুষের অনুসন্ধানযুক্ত বলিয়া তাহা জ্ঞানাকার। হবিঃ অর্পণরূপ কার্য্য যদ্দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা ব্রহ্ম হইতে জাত, হবিও ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত এবং কৃতীও ব্রহ্মভূত। ব্রহ্মভূত অগ্নিতে ব্রহ্মভূত কর্ত্তা হোমকার্য্য সম্পাদন করেন।

সকল কর্ম্মই ব্রহ্মাত্মক বোধে যিনি সমস্ত পদার্থকেই ব্রহ্মময় দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মভূত স্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

অধিকারিভেদে যজ্ঞ নানাবিধ। ইন্দ্র, বরুণাদির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই দৈবযজ্ঞ। 'তৎ' পদার্থরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে 'ত্বম্' পদার্থস্বরূপ জীবের সমর্পণ – জ্ঞানযজ্ঞ। ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়সকল সমর্পণ এবং ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সকল প্রক্ষেপ—যোগযজ্ঞ। দ্রব্য-দানাদিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্রব্যযজ্ঞ, চান্দ্রায়ণাদি তপোযজ্ঞের অনুষ্ঠান তপোযজ্ঞ। আবার বেদপাঠাদি স্বাধ্যায় যজ্ঞ, অপরে শাস্ত্রার্থ অবধারণও জ্ঞানযজ্ঞ। আবার প্রাণাপানাদির গতি নিরোধদ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগযজ্ঞ হইয়া থাকে। এইসকল যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণ যজ্ঞের দ্বারা পাপ নাশ করেন এবং যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃত ভোজনদ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যাহারা কোন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের ইহলোকেই প্রতিষ্ঠা নাই, পরলোক প্রাপ্তি ত দূরের কথা। দ্রব্যময় যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ঃ। কারণ সমস্ত শ্রৌত স্মার্ত্ত-কর্ম্মেরই ফল জ্ঞানের অন্তর্ভূত। এইসমস্ত তত্ত্বই সৎসঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়। তাদৃশ জ্ঞানী সাধুকে প্রণাম, পরিপ্রশ্ন ও তাঁহার সেবাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়। তাদৃশ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইলে পুনরায় বন্ধুবধাদিহেতু মোহ আসিবে না এবং সেই জ্ঞানদ্বারা দেব-মনুষ্যাদি শরীরকে জীবাত্মার উপাধিস্বরূপে ও পরমকারণ-স্বরূপ বাসুদেবে কার্য্যত্বে অবস্থিত জানিবে।

জ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার পাপ-পরায়ণগণ অগ্রগণ্য হইলেও তাদৃশ পাপ হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবে। কারণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির কাষ্ঠ-দাহন যোগ্যতার ন্যায় জ্ঞানরূপ অনলের পাপরাশি দাহনে অতি সামর্থ্য আছে। অতএব জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গুরূপদিষ্ট বাক্যে শ্রদ্ধাবান্, গুরুনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই তাদৃশ জ্ঞানের অধিকারী। ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অচিরেই পরম শান্তি লাভ হইবে। অতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সংশয়াত্মার ইহ-পরলোকে সুখ নাই। অতএব যিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত সকামকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং তাঁহাকে আর কর্ম্ম-বন্ধন লাভ করিতে হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের
উনবিংশ বিরহ-বাসরে

দীনের বিলাপ

প্রভুপাদ ! তুমি গিয়াছ চলিয়া এ দীন দাসে ত্যজি'।
তোমার বিরহে দহিছে দেহী কোথা পাব তোমা খুঁজি' ॥
আর কে শুনাইবে অজস্র-ধারায় হরিকথা-সুরধুনী।
পাতকী তারিতে বৈকুণ্ঠ-অপগা অবনীতে আনিলে তুমি ॥
এমন দয়াল এমন দাতা কে শুনেছে কোথা কবে।
আচার্য্যবর্য্য ! তুমি মোর প্রভু আর কি দেখিব ভবে ??
অতিমর্ত্ত্য তুমি মর্ত্ত্যে আসিয়া মানবে করিলে ত্রাণ।
গৌরবাণী-বীণার ঝঙ্কারে জুড়াইলে তাপিত প্রাণ ॥
ভাগবত-প্রদর্শনী স্বরূপ-উদ্বোধিনী অবিদ্যা-নাশিনী দৃপ্ত।
অশ্রুতপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্য দেখালে গোলোক-রহস্য ॥
সিদ্ধান্ত-সিংহনাদে মায়াবাদ-মদে মত্ত মাতঙ্গে নাশি'।
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সলিলে স্নাত করিলে জগৎবাসী ॥
তোমার বিহনে আজি এ-ভুবন ভরিল ভণ্ডের দলে।
তাই দয়াময় ! পুনঃ হই' উদয় দূর ক'রে দাও খলে ॥
শ্রীনাম-মন্ত্র শ্রীশচীপুত্র স্বরূপ-শ্রীরূপ-সনাতন।
শ্রেষ্ঠপুরী মথুরা, শ্রীরাধাকুণ্ড আর গোষ্ঠবাটী বৃন্দাবন ॥
হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধন-গিরি শ্রীরাধা-মাধবের সেবা।
যে শিখাইল করুণা করিয়া কোথা সে কারুণিক দেবা ??
যাঁর করুণায় এত ভাগ্যোদয় কাঁহা সেই মহাজন।
শ্রীল সরস্বতী প্রভু যে আমার বার্ষভানবী-প্রাণধন ॥
দেশে দেশে মঠ, ন্যাসী নিষ্কপট ভক্তিরস বর্ষণ করে।
তৃষিত এ মরু সুশীতল কুরু, ভজ সেই গুরুবরে ॥
প্রেরিতে গৌরবাণী পত্রিকা ছয়খানি পাঠাইলে প্রতিদ্বারে।
জাগরে জাগরে (আর) কেন মায়াঘোরে "কৃষ্ণ বল উচ্চৈঃস্বরে" ॥

মর্ত্ত্যধামের মৃত্যু-মলিন মানবে উদ্ধারিতে।
গোলোক হইতে আইস মরতে মানব-আকারেতে ॥
গ্রাম্য-বার্ত্তায় গ্রাম্য-কথায় মুখরিত মর্ত্ত্যধাম।
সদা সর্ব্বক্ষণে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে ভরিল নগর-গ্রাম ॥
জীবে নিস্তারিতে আসি' অবনীতে বিলাইলে প্রেম-ভকতি।
সেই আচার্য্যবর সদা মন স্মর প্রভুপাদ সরস্বতী ॥
বিরহ-বাসরে কিছু নাহি ঘরে পূজিতে পদ-দুখানি।
তাই বড় তাপ, কাতরে বিলাপ করি বসি' কোণে আমি ॥

—(শ্রীতুর্য্যাশ্রমী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ)

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৩ পৃষ্ঠার পর)

কংস, শিশুপাল ও পৌণ্ড্রকাদি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি কত শত্রুতাচরণ করিয়াছে, তথাপি কাহাকেও তিনি কখনও অভিশাপ প্রদান করেন নাই। যে-যখন অন্যায় আচরণের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাহাকে অগত্যা বধ করিয়াও সাযুজ্য-মুক্তিরূপ জ্ঞানিগণের গতি দান করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে 'হতারিগতিদায়কত্ব'-নামে একটি বিশেষ গুণ মনীষিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

গত ১০ম সংখ্যায় ভৃগুমুনির পরীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে শ্রীভগবানের ক্ষমা-গুণের পরাকাষ্ঠা বিশদভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এইরূপ ক্ষমা-গুণ-বারিধি বলিয়াই সর্ব্ববরেণ্য। তিনি কখনও কাহাকেও কোনরূপ শাপদান করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। শত্রু-মিত্রে তাঁহার সমদৃষ্টি, ইহাও তাঁহার একটি বিশেষ গুণ বলিয়াই কথিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নও আলোচ্য। যথা—

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা ॥ (ভাঃ ৭।১।১)

অর্থাৎ অনন্ত-গুণ-বারিধি শ্রীভগবানের সর্ব্বগুণ-শিরোমণিরূপে তিনটি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, তিনি সকলের প্রিয় ও সুহৃদ্। তবে কিজন্য ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দৈত্য-

গণকে বধ করেন ? ঐরূপ কার্য্যে তাঁহার সমত্ব গুণটি কিরূপে স্বীকার করা যায় ? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ইহা কালের গুণানুসারে সংঘটিত হয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি সময়ে দেবতাগণ ভগবৎ-সাহায্যে জয়ী হন, রজোগুণের বৃদ্ধি সময়ে সেইরূপ অসুরগণ জয়ী হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধি-সময়ে যক্ষ-রক্ষগণের জয় হয়। এই সকল কার্য্যে ভগবানের কোনও পক্ষপাতিত্ব-দোষ নাই। কালবশেই তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে মাত্র।

সুতরাং সমস্ত বেদাদি-শাস্ত্র-বাক্য এবং মহাজনগণের প্রত্যক্ষানুভব পর্য্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে যে, নানা দেব-দেবীর পূজাদি বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বপ্রিয়, সর্ব্ববরেণ্য, সর্ব্বমঙ্গলময় ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা-অর্চ্চনাদি করাই মানবমাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যথায় কোনও প্রকারেই সংসার ক্ষয় হইবে না ; সেইজন্য পরমার্থ লাভের ইহাই একমাত্র সুগম পন্থারূপে মনীষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অন্য দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বিচারে অন্য-দেবতার উপাসকগণ তাঁহাদের উপাসনা বা অর্চ্চনাদি করিয়া মোক্ষ লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা বিষ্ণু-বিদ্বেষী হইয়া জগতের কিরূপ অহিতকারী ও নিজ নিজ উপাস্য দেবতারই অপ্রিয়ভাজন এবং উদ্বেগ দানকারী হইয়া থাকেন, বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। বাণাসুর ও বৃকাসুর প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণেও পরিণামে বিনাশই সংঘটিত হইয়াছিল দেখা যায়।

সুতরাং শাস্ত্রগ্রন্থের তাৎপর্য্য ও সামঞ্জস্য সম্যক্ বিবেচনা করিয়াই উপাস্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়—

শিবশাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগী যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈকং তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষ-সাধকম্।
অন্যথা মোহনায় হি বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥

শিবশাস্ত্র হইতে ভগবৎ-(সাত্ত্বিক) শাস্ত্রোপযোগী বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয়। কারণ বিষ্ণুই একমাত্র পরম-দেবতা ; তাঁহার জ্ঞান, ভজন ও অর্চ্চনাদি কার্য্যই—মোক্ষ-সাধক। তদ্ভিন্ন অন্য-দেবতার প্রাধান্য-সূচক প্রমাণাদি মানবের মোহ উৎপাদনের জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে জানিতে হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি সে-সকলকে সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাগ করিবেন।

দেবদেবীর পূজা-প্রসঙ্গে আমি বহু শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছি

এবং সে-সমস্তের তাৎপর্য্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও সমর্থন করিয়াছি। বর্ত্তমানে "দেবদেবীর পূজা ও বলিদান" প্রবন্ধের উপসংহারে পদ্মপুরাণের একটি বচন উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি—

স্যুর্ম্মোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পে বিধৌ।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেকিনাং ব্যতিকরং নীচেষু নিশ্চিয়তে ॥

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড—৫৯।২৭)

যমরাজ বলিলেন,—অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রসকল চরাচর জগৎকে মোহিত করিতে থাকুক, এবং সেই সেই দেবতাকে পরম অর্থাৎ একমাত্র উপাস্য বলিয়া কল্পে কল্পে নির্দ্দেশ করুক। কিন্তু নিখিল পুরাণ-তন্ত্রের মত একত্র সংমিশ্রণ-পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বাবস্থায় সকলের উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।

—পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু

"শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগুরু-তত্ত্ব—শ্রীমন্নিত্যানন্দ গুরু-তত্ত্ব। তিনি অন্তরে চৈত্য-গুরু ও বাহিরে মোহন্ত-গুরুরূপে জীবের শিক্ষাদাতা। কৃষ্ণ-প্রেমের মালিক নিতাই সেই প্রেম যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দান করিতে পারেন। তিনি না দিলে কেহ সেই প্রেম পায় না। তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া প্রেম-লাভের প্রচেষ্টাই জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার দশা প্রাপ্তি করায়। "গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে। সে পাপী নরকে মজে ॥" দানীর নিকট হইতে দান কাড়িয়া লওয়া যায় না। ভক্তি-সম্বন্ধে পুরুষকারের কিছু নাই।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের দাস হইলেও সাধারণ জীব নহেন—তিনি স্বয়ং আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। 'গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর'—এই প্রকার গুরুর স্তব শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। গুরুর ভগবত্তা আশ্রয়-হিসাবে, বিষয় হিসাবে নয়। কৃষ্ণই বিষয়-জাতীয় ভগবান্ এবং গুরু আশ্রয়-জাতীয়—ভগবান্। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের

গৌরব বিষয়-জাতীয় ভগবানের সেবায় প্রতিষ্ঠিত।) শ্রীগুরু কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সেবক। কৃষ্ণের মনোভীষ্ট পূর্ণকারী রোহিণীনন্দন বলরামই রাম-লীলায় লক্ষ্মণ এবং তিনিই চৈতন্য-লীলায় নিত্যানন্দ।

শ্রীনিত্যানন্দের অনন্ত সেবা—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য যে প্রকার এক তত্ত্বেরই বিভিন্ন লীলা-প্রকাশ, বলদেব এবং নিত্যানন্দও সেই প্রকার এক তত্ত্বেরই বিভিন্ন লীলা-প্রকাশ। ইঁহাদের দুইজনের ভিতরে লীলাগত ভেদ থাকিলেও তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলার সাহায্য-কারী বলদেবই শ্বেতদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের ঔদার্য্য-লীলার সাহায্যকারী শ্রীনিত্যা-নন্দ। এই বলরামই মূল সঙ্কর্ষণ। পরব্যোমপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ যেরূপ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিলাস-মূর্ত্তি, নারায়ণের সেবায় নিত্য-নিরত মহাসঙ্কর্ষণও সেইরূপ নারায়ণের বিলাস মূর্ত্তি। কারণ-সমুদ্রে প্রকটিত আদি-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুই মূল সঙ্কর্ষণের অংশ। এই কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণুই সমষ্টিগত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ও তিনিই ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবের অন্তর্যামী। বলরামই শেষরূপে মহী-ধারণ করেন। এই পঞ্চ-মুখ্য সেবা ছাড়াও বলরাম ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন আদি বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজ প্রভুর সেবা করেন। বাস্তবিক বেদও নিত্যানন্দের অনন্তমুখী সেবার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই। জীবের কি সাধ্য, তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করে। এককথায় বলিতে গেলে তিনি কৃষ্ণ-সেবার মূর্ত্ত-বিগ্রহ। নিত্যানন্দ জীবের হৃদয়ে চৈতন্যকে প্রকাশ করেন, এবং চৈতন্যও জীবের হৃদয়ে নিত্যানন্দকে প্রকাশ করেন। চৈতন্যের কৃপা না হইলে নিত্যানন্দকে জানিবার শক্তি বদ্ধজীবের নাই। শ্রীচৈতন্যই নিজমুখে নিত্যানন্দের মহিমা এই প্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"নাম-রূপ তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব-ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জন প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে॥"

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব—রাঢ় দেশের অন্তর্গত একচাকা নামে একখানি গ্রামে হাড়াই ওঝা নামে একজন বসুদেবের ন্যায় ধার্ম্মিক মৈথিল ব্রাহ্মণ বাস

করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী রোহিণীর ন্যায় সতীসাধ্বী ছিলেন। চৈতন্যের আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ইঁহাদের গৃহেই জন্ম-লীলা প্রকট করেন। চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাঢ়-দেশের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পর হইতেই সেই দেশ-খানি ধনে-ধান্যে যাক-যমকে, এমন কি, সর্ব্ববিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই তিনি উক্ত একচাকা-গ্রামে আবির্ভূত হন।

শ্রীনিত্যানন্দের বাল্য-লীলা— তিনি বার বৎসর গৃহেই ছিলেন। যোগ-মায়ার প্রভাবে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও অদ্ভুত-বুদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে একজন অতিমানব বলিয়া মানিয়াছিলেন। এই বার বৎসর তিনি বালকগণের সঙ্গে খেলা করিয়াই কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খেলা সাধারণ বালকগণের খেলার ন্যায় ছিল না। তিনি খেলা করিতে গিয়া কৃষ্ণের লীলাসমূহই প্রকট করিয়াছিলেন। এই শিশুর ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গ্রামের সকলেই বলিতে লাগিলেন—

"* * নাহি দেখি হেন দিব্য খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা॥"

বালকের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই ভাবিলেন যে, এই বালকটি সামান্য মনুষ্য নয়; কোন মহাপুরুষ বোধ হয় এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাতা-পিতা সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া পুত্রকে লইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন।

শ্রীনিত্যানন্দের দিব্য খেলা—নিত্যানন্দের দিব্য খেলাগুলির দিগ্‌দর্শন করিবার জন্য এস্থলে তন্মধ্যে একটির উল্লেখ করিতেছি মাত্র। একদিন তিনি বালকগুলির সঙ্গে লক্ষ্মণের শক্তিশেল অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মণের ভাব লইয়া এরূপভাবে অচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনি সত্য-সত্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া সঙ্গের বালকগুলি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। তাঁহার মাতাপিতা বালকগুলির ক্রন্দন শুনিয়া খেলার স্থানে যাইয়া দেখিলেন যে, বালকের শরীরে জীবনের কোন চিহ্ন নাই। তখন তাঁহার মাতাপিতা পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালকগুলির কে কি ভাব লইয়া কি করিবে, তাহা সকলেই ভুলিয়া গিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্যান্য দর্শকগণ সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

এইভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হইলে ইহাদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ

বালক নিত্যানন্দ-প্রভুর এই ভাবটির কথা স্মরণ করাইয়া বলিল,—লক্ষ্মণের শক্তি-শেল হইয়াছে, সুতরাং এই লীলার বাকী অংশ তোমরা পরিপূরণ কর। এই কথা শুনিয়া বালকগণও পূর্ব্বের শিক্ষানুসারে সেই সেই ভাব করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি বালক হনূমানের ভাব ধরিয়া গন্ধমাদন-পর্ব্বত আনিল। অন্য একটি বালক সুষেণ-বৈদ্যের ভাব ধরিয়া তাহার নিকট হইতে একপ্রকার ঔষধ বাহির করিয়া 'রাম' 'রাম' বলিয়া নিত্যানন্দের নাসিকার নিকট ধরিল। নিত্যানন্দ তখনই 'রাম' 'রাম' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য মনে করিলেন।

"সবে বলে,—বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি বলে প্রভু,—মোর এ-সকল লীলা॥"

এইভাবে তিনি নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া লোককে জানাইলেন যে, তাঁহার ভিতরে কৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হওয়া স্বাভাবিক।

শ্রীনিত্যানন্দের গৃহত্যাগ—বার বৎসর বয়সে তিনি একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিতে যান। এই যাওয়াই তাঁহার শেষ যাওয়া; ঘরের দিকে তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না। তীর্থ করিবার ছলনায় সমস্ত ভারতকে পবিত্র করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণদেশে মধ্ব-সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য শ্রীল লক্ষ্মীপতি-তীর্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; অন্য আর একদিন একস্থানে তাঁহার শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ পরে উভয়ে সংজ্ঞা লাভ করিলে নিত্যানন্দ শ্রীপুরী গোস্বামীকে বলিলেন—

"* * যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ-প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥"

পুরী-গোস্বামীও নিত্যানন্দকে কোলে করিয়া কহিলেন—

"* * প্রেম না দেখিনু কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা॥
জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥"

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ লোক-শিক্ষার জন্য শ্রীল লক্ষ্মীপতি-তীর্থের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেও শ্রীল পুরীগোস্বামীর প্রেম-বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করেন এবং সকলের নিকট সেইরূপ ভাবেরই পরিচয় দেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে পুরীগোস্বামী নিত্যানন্দ-প্রভুকে গুরুভ্রাতা-জ্ঞানে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন—উভয়ে মহা-বিরক্ত ও মহা-প্রেমিক। প্রেমের আবেশে উভয়েরই দেহ-স্মৃতি ছিল না। উভয় মিলন গঙ্গা-যমুনার মিলনের ন্যায় পবিত্র।

শ্রীনিত্যানন্দের ব্রজে বাস—কিছুদিন দুইজনে একসঙ্গে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে মহানন্দে থাকিয়া, পরে তীর্থ ভ্রমণ করিবার জন্য দুইজনে দুইদিকে গেলেন। নিত্যানন্দ ঠাকুর রামেশ্বর-সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে আসিয়া নীলগড় হইতে শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পর তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের ভিতরে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারসহ পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই সাত্ত্বিক বিকারাদি বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত।

এই প্রকারে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিবার পর বৃন্দাবনে আসিয়া সেইস্থানে পৃথক্‌ভাবে বাস করিলেন। বৃন্দাবনে তিনি কি-প্রকারে কাল কাটাইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনার কিঞ্চিৎ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভাষায় উদ্ধৃত হইল—

"নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি ॥
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা করে ॥"

শ্রীনিত্যানন্দের আত্ম-গোপনের কারণ—নিত্যানন্দ-ঠাকুরের স্বতন্ত্র-ভাবে জীবকে প্রেমদান করিবার শক্তি থাকিলেও তিনি শ্রীচৈতন্যের দাস। প্রভুর আজ্ঞা না হইলে দাস কোন কার্য্য করিতে পারে না। প্রভু যখন নদীয়ায় আত্ম-প্রকাশ করিয়া প্রেমদান-কার্য্যের জন্য দাসকে স্মরণ করিবেন, তখন তিনি সেখানে যাইয়া প্রভুর সেবা করিবেন,—ইহাই ঠাকুরের মনের অভিপ্রায়। প্রভুর আত্মপ্রকাশকে অপেক্ষা করিয়া এবং ততদিন আত্মগোপন করিয়া তিনি

বৃন্দাবনে থাকিলেন। মহাপ্রভুর প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একবারও নবদ্বীপে যান নাই এবং যাইবেনই বা কেন? গেলেই বা তাঁহাকে কে চিনিবেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুরুর কৃপায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপা না হইলে গুরুকে পাওয়া অসম্ভব। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে চিনাইয়া না দিলে তাঁহাকে চিনিতে বা জানিতে পারা যায় না। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবাস-পণ্ডিত নিত্যানন্দ-তত্ত্ব অবগত হইয়া একদিন তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতে গেলে মহাপ্রভু পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি॥"

শ্রীনিত্যানন্দের প্রেম-প্রচার—বার বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি বিশ (২০) বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করেন। বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রভুর আকর্ষণে নবদ্বীপে গমন করিয়া প্রেম-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-স্তুতি—নিত্যানন্দের মহিমা কীর্ত্তনের উপসংহার করিয়া আত্মশোধনের জন্য শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভাষায় তাঁহার কিছু স্তুতি করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম—

"জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ—বলরাম।
জয় জয় চৈতন্যের মহাপ্রিয় ধাম॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ নাহি কতি॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁ'র হইয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত॥"

(শ্রীল নিমানন্দ-সেবাতীর্থ গোস্বামী ঠাকুরের আসামী-ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে)

—শ্রীসনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

উপনিষদের উপাখ্যান

জানশ্রুতি-রাজা ও রৈক্ক-মুনি (৪)

অতি প্রাচীনকালে পৌত্রায়ণ-জানশ্রুতি নামে এক দানশীল রাজা ছিলেন। "সর্ব্বলোকে তাঁহার অন্ন ভোজন করিবে" এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র পান্থ-শালা স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজার দেব-দুর্লভ আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন রাত্রিকালে দেবর্ষিগণ আকাশমার্গে উড্ডীয়মান অবস্থায় হংসের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল বলিয়া রাজা এইদিন প্রাসাদের সর্ব্বোপরি উন্মুক্ত ছাদে শয়ন করিয়াছিলেন। আকাশে বিচরণশীল উক্ত হংস-সকলের মধ্যে পশ্চাদ্‌গামী হংসটী অগ্রগামী হংসকে ডাকিয়া বলিল,—"ওহে! তুমি কি দেখিতেছ না যে, মহারাজ জানশ্রুতির প্রফুল্ল শরীর-কান্তি দীপ্ত দিবসের ন্যায় আকাশে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে? ইহা অতিক্রম করিয়া যাইও না, তাহা হইলে ঐ তেজে দগ্ধ হইবে।"

অগ্রগামী হংসটী অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল,—"ইনি এমন কে যে, তুমি ইঁহার বিষয়ে এইরূপ বলিতেছ? ইনি যেন শকটবান্ রৈক্ক!"

পশ্চাদ্‌গামী হংস জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি যে শকটবান্ রৈক্কের কথা বলিতেছ, তিনি কে?" অপর হংস বলিল,—"যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়, তৎ-সমুদয়ই মহাত্মা রৈক্ক অবগত আছেন। সমস্ত পুণ্য-কর্ম্মই এই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পুণ্য-কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত; ইহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।"

মহারাজ জানশ্রুতি হংসের মুখে আপনার নিন্দা ও রৈক্কের প্রশংসা শুনিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বারংবার উহা স্মরণ করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া রাজা সারথিকে গত রাত্রের সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহাকে আদেশ করিলেন,—"তুমি শকটবান্ রৈক্কের অন্বেষণ কর। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।" সারথি অনেক গ্রাম, নগর ঘুরিয়া তাঁহাকে না পাইয়া রাজার নিকট আসিয়া ইহা জানাইল। তখন রাজা তাহাকে বলিলেন,—"যে-স্থলে সাধুগণ অবস্থান করেন, সেই দুঃসঙ্গ-বর্জ্জিত নির্জ্জন নদী-তট ও অরণ্য-প্রদেশে মহাত্মা রৈক্কের অনুসন্ধান কর।" রাজার আদেশে পুনরায় অন্বেষণ করিতে করিতে একটী

নির্জ্জন-স্থানে সারথি দেখিতে পাইল,—একটি শকটের নিম্নে একজন লোক তাঁহার গাত্রের খোস-পাঁচড়া চুলকাইতেছেন। সারথি তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল,—"ভগবন্! আপনিই কি শকটবান্ রৈক্ক?" মুনি উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমিই।" সারথি রাজার নিকট ফিরিয়া গিয়া রৈক্কের সংবাদ জানাইল।

মহারাজ জানশ্রুতি ছয়শত গাভী ও একগাছি স্বর্ণহার ও একখানি রথ উপহার-স্বরূপ লইয়া মহাত্মা রৈক্কের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐগুলি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক সেই দেবতার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।" মুনি রাজার ঐ উপহারে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—"রে শূদ্র! তুমি শোক-মাৎসর্য্যগ্রস্ত হইয়াছ। অতএব তোমাকে ক্ষত্রিয় না বলিয়া শূদ্রই বলিব। এই হার, রথ ও গাভীসকল তোমারই থাকুক।" অনন্তর রাজা চিন্তান্বিত হইয়া একসহস্র গাভী, স্বর্ণময় হার, বেগবান্ অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং নিজ দুহিতাকে লইয়া মুনির নিকট গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"আপনি এইসকল গ্রহণ করুন। আমার এই কন্যাকে ভার্য্যারূপে অঙ্গীকার করুন এবং গ্রামখানিকে আপনার আশ্রমের স্থান-রূপে স্বীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। আপনার উপাস্যদেবতা-বিষয়ে আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।"

রৈক্ক রাজাকে পুনরায় বলিলেন,—"রে শোকার্ত্ত শূদ্র! তুমি এই সমুদয় আনিয়াছ। ইহা লাভ করিয়াও আমি উপদেশ দিতে প্রস্তুত নহি। তুমি কন্যা-সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে কথা বলাইতেছ। **গুরু-সেবা ব্যতীত কেবল দক্ষিণাদ্বারাই কি জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা করিয়াছ?**" রৈক্কমুনি ইহা বলিয়া রাজাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলেন। তিনি রাজাকে প্রাণ-বিদ্যা উপদেশ করিয়া "বহির্জগতের সংহর্ত্তা বায়ু এবং অন্তর্জগতের সংহর্ত্তা প্রাণকে (পরমাত্মাকে) ব্রহ্ম-রূপে উপাসনা" করিতে বলিলেন। যে-স্থলে রৈক্কমুনি জানশ্রুতি-রাজাকে উপদেশ করিলেন, মহাবৃষ-প্রদেশস্থ সেই গ্রামটী 'রৈক্কপর্ণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

শ্রুতির উক্ত উপাখ্যান দ্বারা নিম্নলিখিত শিক্ষালাভ করা যায়ঃ—

১। গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগানুসারে চারিবর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। লক্ষণের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হওয়াই—বৈজ্ঞানিক, স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় রীতি; শোকে অভিভূত জানিয়া রৈক্কমুনি দানশীল ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষত্রিয়-রাজা জানশ্রুতিকেও প্রথমে 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নিজ হইতেও রৈক্কমুনির যশঃ অধিক, ইহাই রাজার

শোকের কারণ। সেই শোক-বিদূরিত হইয়া গুরু-সেবাবৃত্তি জাগরিত হইলে পর রাজা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। স্বভাব বা বপুগত দোষ বা বাহ্যিক আচার-ব্যবহার দেখিয়া সদ্‌গুরু নির্ণয় করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তত্ত্ববিদ্ গুরুদেবে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া অবজ্ঞা করিলে অপরাধ হয় এবং তাহাতে কখনই ভক্তিবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে না। অতি হীন অবস্থায় শকটের নিম্নভাগে অবস্থান করত কর্ম্ম-ফলবাধ্য দেহাসক্ত জীবের ন্যায় রৈক্কমুনি খোস-পাঁচড়ায় কষ্টভোগ করিতেছেন, গুরুদেবে এইরূপ প্রাকৃত-বুদ্ধি না হওয়ায় মহারাজ জানশ্রুতি প্রাণবিদ্যা-রহস্য জানিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। স্বানুভাবানন্দী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কণ্ডুরসা-ব্যাধি-প্রকাশের লীলা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ মনে করিলে মহাপরাধ হইবে। তাই শাস্ত্র এ-বিষয়ে সাধক-জীবকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

শুদ্ধভক্তদিগের বপুগত ও স্বভাব-জনিত দোষদৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃত বা হেয় জ্ঞান করা উচিত নয়। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। (বপুগত ও স্বভাবগত দোষ, যথা—কদর্য্য-লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদি-জনিত কু-দর্শন —এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা, আলস্যাদি—স্বাভাবিক দোষ) কারণ, যেরূপ নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্কদ্বারা কখনই তাহার ব্রহ্ম-দ্রবত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্ম-স্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকার-ধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব-দোষে দূষিত হন না। সুতরাং, ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তদ্দোষ-দৃষ্টিক্রমে হেয় জ্ঞান করিলে অপরাধী হইবেন।

৩। গুরু-বৈষ্ণববর্গের মৃদু শাসন বা বাক্য-দণ্ড শিষ্য বা সেবকের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। শাসন মানিয়া লইতে প্রতিশ্রুত হওয়াই 'শিষ্য' নামের সার্থকতা। শিষ্য হইলাম—সেবক সাজিলাম, অথচ পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব অহৈতুকী কৃপা-পরবশে আমার ভজন-পথের অমঙ্গলরাশি বিদূরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমাকে কখনও বাক্য দণ্ড দ্বারা মৃদু-শাসন করিলে তাহা গ্রহণ করিতে আমি

রাজী নহি! তখন গুরুদেবে 'স্নেহের অভাব', তাঁহাকে 'নির্দ্দয়', 'একচোখো', 'অবুঝ' প্রভৃতি বলিবারও ধৃষ্টতা পোষণ করি! শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, মায়ার লাথি-ঝাঁটা খাইতে প্রস্তুত আছি, তথাপি গুরুদেবের অপ্রাকৃত স্নেহপূর্ণ মৃদুশাসন বরণ বা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি চিরতরে হরিভজনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্ম-ঘাতী হইয়া পড়ি! তখন 'খোদার উপর খোদগিরি' করিয়া 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার' অভিপ্রায়ে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-দোষে নিপতিত হইয়া গুরুদেবের উপদেশক সাজিয়া বসি!—গুরুদেব অপেক্ষা নিজেকে অধিক বুঝদার বলিয়া বহুমানন করি! জানশ্রুতি রাজা রৈক্ক-মুনির বারংবার কটুবাক্য শ্রবণেও নিরুৎ-সাহিত না হওয়ায়, মুনি রাজাকে উপযুক্ত শিষ্য-জ্ঞানে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার বিশ্রব্ধ সেবকগণের অনেককে প্রায়ই শাসন করিতেন এবং সকলকেই বলিতেন,- "সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটী প্রধান গুণ।"

৪। সর্ব্বস্ব দান বা আত্মসমর্পণ না করিলে গুরুদেবের নিকট হইতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেবল জাগতিক বস্তুসমূহের বিনিময়ে তাঁহার কৃপা-লাভ সম্ভবপর নয়। গুরুদেবকে সর্ব্বস্ব দান ও আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে পারিলে শিষ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। 'গুরুদেব! আপনারই সব' মুখে মাত্র উচ্চারণ করিলাম, আর লৌহ-সিন্দুকের চাবিকাঠি কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া নিজের কাছে রাখিলাম—ইহাতে গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা হইল না। অন্তর হইতে সমর্পণ হইলে—'নিজের' বলিয়া কিছুই না রাখিলে গুরুদেব সেইরূপ বিশ্রব্ধ স্নিগ্ধ শিষ্যকে আপন জ্ঞান করেন।—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ (গুরু) তারে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

তাই রৈক্কমুনি জানশ্রুতি-রাজাকে জানাইয়াছিলেন,—প্রাকৃত বস্তুসমূহ দান করিলেই গুরু-সেবক হওয়া যায় না। সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ বা পূর্ণ-শরণাগতি দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা বা অপ্রাকৃত গুরুসেবা লাভ করা যায়।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ !

বৈষ্ণব-অপরাধ কাহাকে বলে ? যিনি বিষ্ণুর দাস, শ্রীবিষ্ণুর নাম করেন, তাঁহার সেবা করেন, তিনি বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধ করিলে বৈষ্ণব-অপরাধ হয়। এই বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ, তাহা সামান্য মর্ত্ত্যবুদ্ধি মানবের বোধগম্যের বিষয় হয় না। তজ্জন্য বৈষ্ণব অপরাধটী কি, তাহা বিশদ-ভাবে লিখিত হইল। অপরাধ অনেক প্রকার আছে, যথা—নামাপরাধ, ধামা-পরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ইত্যাদি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

যদি **বৈষ্ণব-অপরাধ** উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬-৫৭)

বৈষ্ণব-অপরাধ মত্ত হস্তী-স্বরূপ ; হস্তী একবার মাতিয়া উঠিলে তাহাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-অপরাধের কি ভীষণ পরিণাম, তাহা শাস্ত্রের কয়েকটী উপাখ্যানে বিশেষ অবগত হইতে পারা যায়। আমরা এই অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইব।

(১) এই বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব তাঁহার মাতার আদর্শে জগজ্জীবকে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন। সেই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর একদিন তাঁহার জননী **শ্রীশচীদেবীকে** বলিয়া বসিলেন—"মাতঃ ! তোমার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর, নহিলে তোমার বিষ্ণুভক্তি হইবে না।" বৈষ্ণব-অপরাধ এমনই, যে ভগবান্ পর্য্যন্ত তাহা মোচন করেন না। তবে যাঁহার নিকট যে অপরাধ হইয়াছে, তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবেই সে অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, নতুবা নহে। শ্রীশচীমাতার অপরাধের কারণ,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। হঠাৎ তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিলে শ্রীশচীমাতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—অদ্বৈত-আচার্য্য কি নিষ্ঠুর ! তাঁহার উপদেশ পাইয়াই বুঝি আমার পুত্র এই যৌবন বয়সে সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল। পরিশেষে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের পদে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া এই ভীষণ বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন।

(২) 'হুহু'-নামে একটী গন্ধর্ব্ব একদিন বিলাস-পরায়ণ হইয়া একটী সরোবরে স্ত্রীগণ-বেষ্টিত হইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। ঐ সরোবরে দেবল-ঋষি স্নান করিতেছিলেন।) তখন আসবপানে মত্ত 'হুহু' হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া ঋষিকে অবজ্ঞা করিয়া জলমধ্যে তাঁহার চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাতে শ্রীদেবল-ঋষি অসন্তুষ্ট হইয়া 'হুহু'-গন্ধর্ব্বকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, "যাও, তুমি কুম্ভীর হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" মুনিবরের শাপে সেই দুরাচার এক ভীষণ কুম্ভীররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

(৩) পূর্ব্বে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-নামে বিষ্ণুব্রত-পরায়ণ বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতি ছিলেন। ইনি মলয়াচলে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে একদিন মহাযশা অগস্ত্য-ঋষি বহু শিষ্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হন। কিন্তু রাজা শ্রীহরি-ভজনের ছলনায় ঋষিকে কোন অভ্যর্থনা না করায়, মুনিবর অত্যন্ত কুপিত হন। তিনি রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"রে বর্ব্বর! তুমি অবিলম্বে হস্তী-দেহ প্রাপ্ত হও। তুমি রাজ্যেশ্বর অভিমানে সাধুর মর্য্যাদা রক্ষা করিলে না।" ঋষির অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এক ভীষণ হস্তী-দেহ প্রাপ্ত হইলেন।

(৪) ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাস প্রধান; তাঁহার অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। বহির্ম্মুখ পাষণ্ডীগণের দ্বার-মানা ছিল। 'চাপাল গোপাল'-নামে এক দ্বিজ অত্যন্ত বহির্ম্মুখ এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিল; শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া একদিবস রাত্রিকালে কীর্ত্তন-দ্বারে ঐ পাষণ্ডী ভবানী-পূজার দ্রব্যাদি—মদ, মাংস, জবাপুষ্প প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করিলে ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়। তাহার ফলে, সে মহাকুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কুষ্ঠের যন্ত্রণায় ঐ বিপ্র বৃক্ষতলে পড়িয়া দিবারাত্রি চীৎকার করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিত।

একদিবস শ্রীমহাপ্রভু গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় ঐ বিপ্র তাঁহার পদতলে পড়িয়া মুক্তি-ভিক্ষা করিল। মহাপ্রভু তাহার প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া বলিলেন,—"রে পাপিষ্ঠ! এখন তোর কি হইয়াছে? সবে মাত্র বৈষ্ণব-অপরাধের ফল আরম্ভ হইয়াছে। জন্ম-জন্ম কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরিবি। আমার সাধ্য নাই, তোকে উদ্ধার করি। তুই আমার একান্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসের চরণে অপরাধী।" এই বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। ঐ বিপ্র মহাব্যাধিতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে কুলিয়ায় আগমন করিলে, পুনরায় ঐ চাপালগোপাল কাতর হইয়া দৈন্য করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে মহাপ্রভু তাহাকে বলিলেন—"তুমি যে-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার (শ্রীবাস-ভক্তের) চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর।" ঐ বিপ্র কুষ্ঠের জ্বালায় অস্থির হইয়া পরম ভক্ত শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে, বিপ্র দারুণ কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইল।

(৫) এক দিবস শ্রীব্রহ্মা তাঁহার কন্যার প্রতি কাম-মোহিতের ন্যায় স্নেহ-লীলা প্রদর্শন করিলে, তাঁহার পৌত্র মরীচ্যাদি সকলে হাস্য করায় তাঁহাদের বৈষ্ণব-অপরাধ হয়। তাহার ফলে তাঁহারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নানা জন্ম-জন্মান্তরে ভীষণ কষ্ট পান। তাঁহারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার পৌত্র, সিদ্ধ পুরুষ। পরিশেষে মাতুল কংসের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়া নানা নিগ্রহ ভোগ করিয়া দেবকী-দেবীর স্তন্য পান করিয়া উদ্ধার লাভ করেন। সিদ্ধ-পুরুষগণ যদি এত যন্ত্রণা পান, আর অসিদ্ধ-জনের কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

(৬) এক দিবস মহাযোগেশ্বর শ্রীশিব উলঙ্গ-অবস্থায় শ্রীদুর্গাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন। সহস্র-সহস্র ঋষি তথায় আগমন করিয়া ইষ্টদেবকে তদবস্থায় দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আকাশ-মার্গে রাজা চিত্রকেতু শ্রীমহেশকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া হাস্য করিলেন, এবং একটু রহস্যপূর্ণ বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তি করিলে শ্রীপার্ব্বতীদেবী বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা চিত্রকেতুকে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"তুমি জগদ্-গুরু পরম মঙ্গলময় পরমকারুণিক বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশম্ভুকে অহঙ্কার-বশতঃ যেমন তাচ্ছিল্য করিলে, তাহার ফলস্বরূপ অবিলম্বে অসুর-দেহ প্রাপ্ত হও।" শ্রীপার্ব্বতীর অভিশাপে অবিলম্বে চিত্রকেতু এক ভীষণ-কায় ত্রিভুবন-আতঙ্ককারী, বিশাল-দর্শন বৃত্রাসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে এবং পদকম্পনে—সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইত।

(৭) যিনি বিপুল ধনের অধীশ্বর, শিবানুচর সেই কুবের মহাত্মার দুই পুত্র ছিল। একটীর নাম নলকূবর, অন্যটীর নাম মণিগ্রীব; তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসী ছিল। একদিবস কৈলাশ-শিখরের নিম্নে একটী সরোবরে দুই ভ্রাতা অপ্সরীগণ-সহ উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়ায় মগ্ন ছিল। সহসা শ্রীনারদ-ঋষি বীণাযন্ত্র-সহকারে ঐ স্থানে আগমন করেন। তাঁহারা আসব-পানে মত্ত থাকায় জলে উলঙ্গ হইয়া রহিল; অপ্সরীবৃন্দ লজ্জায় অধোমুখী হইয়া বস্ত্র-সংবরণ করিল। পরম-

কারুণিক মহামুনি শ্রীনারদ তাঁহাদের (নলকুবর ও মণিগ্রীবের) মঙ্গলের নিমিত্ত এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"তোমরা এ দেবস্থানে থাকিবার যোগ্য নহ, সত্বর বৃক্ষরূপে জন্ম পরিগ্রহ কর।" বহুকাল কুবেরের ঐ পুত্রদ্বয় শ্রীবৃন্দাবনে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করেন। পরিশেষে নন্দ-নন্দন শ্রীগোপালদেবের কৃপায় তাহারা বৃক্ষযোনি হইতে মুক্ত হন।

(৮) কুলিয়ায় বাস করেন, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ফলাহার এবং দুগ্ধপান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইনি শ্রীভাগবতের পণ্ডিত, ভাগবত-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। একদিবস ভক্ত শ্রীবাস তাঁহার ভবনে ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে যান। ভাগবতের শ্লোক শুনিয়া শ্রীবাস-পণ্ডিতের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়। তিনি অশ্রু, কম্পন-সহকারে সভামধ্যে মূর্চ্ছিত হইলে অবৈষ্ণব দেবানন্দ-পণ্ডিত শ্রীবাস-পণ্ডিতকে বাহির করিয়া দিবার জন্য শিষ্য-দিগকে আদেশ দেন। শ্রীবাস গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মহাপ্রভু একদিন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই বৈষ্ণব-অপরাধী দেবানন্দ-পণ্ডিতের ভাগবত ছিঁড়িতে গিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন,—"ও বেটার ভাগবত পাঠের কোনও অধিকার নাই—সে পরম ভক্ত শ্রীবাসের অপমান করিয়াছে।" শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কুলিয়ায় আগমন করিলে দেবানন্দ পণ্ডিতকে বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্ত করেন। সেই অবধি কুলিয়া **"অপরাধ-ভঞ্জনের পাট"** বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতএব সাধু-সাবধান! যেন জীবনে কখনও বৈষ্ণব-অপরাধ না হয়।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

'দীক্ষ্'-ভাবে-অ-আপ্ প্রত্যয় করিয়া 'দীক্ষা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ত্র-গ্রহণ, সংস্কার, যজ্ঞ, উপদেশ ও ব্রতাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্তি ইত্যাদি শব্দগুলি দীক্ষা-শব্দের পর্য্যায়বাচক বা অর্থদ্যোতক-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ, পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণপূর্ব্বক সংস্কার-গ্রহণকে সাধারণতঃ 'দীক্ষা' বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। নিত্য-গোলোক-বৃন্দাবনবিহারী দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীমদনমোহনই আমাদের একমাত্র সেব্য। অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত প্রকৃতি-পুরুষের ঈক্ষণে প্রকৃতি-জাত, প্রকৃতি-কবলিত, ব্যষ্টি-সমষ্ট্যাত্মক জীবসমূহের দিব্যজ্ঞানের উন্মেষণার্থ, গুরু-পাদাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদারাধনা করাই একান্ত প্রয়োজন। মায়া-

কবলিত জীবগণকে কনিষ্ঠ-মধ্যম উত্তমাধিকারে ভজন-বৈশিষ্ট্যের তারতম্যানুসারে তিনটি স্তরে বিভাগ করা যাইতে পারে। উত্তরোত্তর ভজন-স্তরের সীমা অতিক্রম করত ভজনের চরম ও পরম-প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্য সেবাধিকার লাভ করিতে হইলে আদৌ কনিষ্ঠাধিকারে ষষ্ঠীতম গুণপরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য-মার্গাধীশ চতুর্বিংশতি বিষ্ণু-তত্ত্বাত্মক বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা লাভ প্রয়োজন। এইভাবে সেবা-পূজাদি করিতে করিতে যখন সেবোৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন সাধক-জীব মধ্যমাধিকারে উপস্থিত হন; তখন তিনি জগৎকে কিভাবে দর্শন করেন, তাহার লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

তদনন্তর সাধকজীব সাধনা-বলে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহাদের অবস্থা,—

সর্ব্ব-ভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

উত্তম-ভাগবতগণ ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমতা ত্যাগ করিয়া মাধুর্য্য-রসের সেবিকা-ভাব লাভ করত গোপীর অনুগত হইয়া চতুঃষষ্ঠী গুণ-পরিপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর সেবা-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে আদৌ "গুরু-পাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্" ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বর্ণিত চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনমুখে সেবাধিকার লাভ করিতে হইবে এবং শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হওয়াই ইহার মূল।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নামাশ্রয়, বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা, উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হইতে হইবে; তবেই কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারা যাইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম যেমন-তেমন করিয়া লইলেই কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, অতএব দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন কি? যেহেতু পদ্যাবলী-ধৃত বাক্যে বলেন,—

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥২৯॥

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে—"কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-ফল-পর্য্যন্ত-দান-সামর্থ্যানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিক-সামর্থ্যেঽলব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে,—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্ত-চিত্তানাং জনানাং তত্তৎ-সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষি-প্রভৃতিরত্রার্চ্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি।"

দীক্ষাদিদ্বারা ভগবানের সহিত জীবের বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে। ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে দীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দীক্ষাদ্বারা জীবের ক্রমশঃ কর্ম্মবন্ধন-রূপ অবিদ্যানাশ হইতে থাকে। উপনয়ন-সংস্কার ব্যতীত যেরূপ ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার জন্মে না, তদ্রূপ দীক্ষা ব্যতীত জীবের ভগবৎ-পূজারাধনায় অধিকার হয় না। অতএব দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্ম-শোধন করাই জীবমাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে বলেন, অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুর সমান—

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্নলব্ধ হরের্দীক্ষানার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥ (স্কন্দ-পুরাণ)
অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো জনঃ॥ (বিষ্ণু-যামল)

অদীক্ষিত ব্যক্তি যাহা কিছু করে, সমস্তই নিরর্থক ও তাঁহার মৃত্যুর পর সে পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন হইতে পারে না এবং শ্রীভগবৎ-পূজার অধিকারী হইতে পারা যায় না। সে-জন্য দীক্ষাগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মূলতঃ যদি দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্থিরীকৃত হয়, তবে দীক্ষা কি?—একথা জানা বিশেষ আবশ্যক।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥ (বিষ্ণু-যামল)

অতএব বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণানন্তর পাঞ্চরাত্রিক বিধানে বিষ্ণুযজ্ঞ-সহকারে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ 'দীক্ষা-গ্রহণ' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ (তত্ত্বসাগর-বচন)

রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কাঁসা যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা মানবমাত্রেরই দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে,—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।" অর্থাৎ অদেবতা যেমন দেবপূজায় অধিকারী হয় না, তদ্রূপ পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণান্তর উপনয়ন-সংস্কারাদি গ্রহণ না করিলে বিষ্ণুপূজার অধিকার লাভ করা যায় না। আবার শাস্ত্রান্তরে দেখা যায়, উপনীত ব্যক্তিকেও দীক্ষান্তে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া 'বৈষ্ণব' আখ্যা লাভ করিতে হয় এবং একজন উপনীত ব্যক্তিকে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত দুই তিনবার উপনয়ন গ্রহণ করিতেও হইয়া থাকে। এই উপবীত গ্রহণ-বিষয়ে প্রমাণাবলী স্থানাভাববশতঃ এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

আমাদের এই যে নয়ন, ইহা জড়-দর্শনেন্দ্রিয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই নয়নদ্বারা শ্রীভগবানের লীলাসমূহ আদৌ দর্শন করিতে পারা যায় না। তাই এ-নয়নের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ-নয়নের বা উপনয়নের আবশ্যক হইয়া থাকে,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

একমাত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে এই সেবোন্মুখ নয়ন লাভ করা যায়। পরম-কারুণিক পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে দীক্ষামন্ত্র লাভ-পূর্ব্বক যাগাদি-সহকারে তাপাদি-সংস্কারে সংস্কৃত হওয়ার নামই 'দীক্ষা'। অতএব শাস্ত্রাদির নির্দ্দেশানুসারে ভগবদ্ভজন করিতে হইলে মনুষ্যমাত্রেরই দীক্ষা গ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিগত ৩ পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর হইতে ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী পর্য্যন্ত মাসাধিক-কালের জন্য আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রভুপাদ তদাশ্রিত ৪ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। পরমভাগবত পূজ্যপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভু আসাম-প্রদেশে নির্ভীকভাবে যে যে স্থানে পূর্ব্বে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন, পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব তাহার অধিকাংশস্থানে এবার শুভবিজয় করেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অকপট ও বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া তত্তদেশস্থ ভক্তবৃন্দ অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীল আচার্য্যদেবের জয়গান করেন। প্রায় সর্ব্বত্রই আচার্য্যদেবের বক্তৃতা বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা অথবা গৌরলীলা আলোচিত হয়। নিম্নে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল—

৩ পৌষ হইতে ১৮ পৌষ—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইয়া আসামে গোলোকগঞ্জে শ্রীযুত দিব্যজ্ঞান দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে বিজয়। এবং গোলোকগঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী বিছনদই, খানুরী, রায়পুর প্রভৃতি পল্লীগ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা।

১৯ পৌষ হইতে ২৬ পৌষ—ধুবড়ী সহরে হরিসভায় ও শান্তিনগরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা।

২৭ ও ২৮ পৌষ—ধুবড়ী ও গোলোকগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী কিসমৎ-হাসদহ গ্রামে বক্তৃতা। তৎপর ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আলোচনা।

২৯ পৌষ—পুনঃ গোলোকগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন ও পরদিবস বঙ্গাইগাঁও যাত্রা।

১ ও ২ মাঘ—ছকাপাড়া গ্রামে শ্রীযুত বনবিহারী দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আলোচনা।

এবং পরদিবস মধ্যাহ্নে খগরপুর গ্রামে শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে যাত্রা।

৩ মাঘ—খগরপুর গ্রামে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, তৎপর ছায়াচিত্রে গৌরলীলা সম্বন্ধে আলোচনা।

৪ ও ৫ মাঘ—সাকোমুড়া গ্রামে শ্রীযুত বীরভদ্র দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে আগমন ও তথায় ভক্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে 'অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা' সূত্র অবলম্বনে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন। পরদিবস গ্রামস্থ বারোয়ারী তলায় বিরাট সভা ও তথায় ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, তৎপর ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা আলোচিত হয়। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীযুত পদ্মনাভ দাসাধিকারী মহোদয় এই গ্রামে বাস করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহেও পদার্পণ করেন।

৬ মাঘ—সাকোমুড়া হইতে চলন্তাপাড়ায় আগমন ও শ্রীযুত মহামহেশ্বর দাসাধিকারীর যত্নে ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন।

৭ মাঘ—চলন্তাপাড়া হইতে বিদায় লইয়া অভয়াপুরী এবং বঙ্গাইগাঁও হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন। পথিমধ্যে রেল ষ্ট্রাইক হেতু ভিন্নপথে ভাগলপুর হইয়া অনেক বিলম্বে **১০ই মাঘ মঙ্গলবার** চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

উল্লিখিত স্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই অনেক ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীনাম ও পাঞ্চরাত্রিক উপনয়ন-সংস্কারদীক্ষা লাভ করিয়াছেন।

১১ মাঘ—মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত খারড়গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া **১২ই বৃহস্পতিবার** শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে অবস্থান করেন এবং তথায় সমস্ত ভক্তগণ সমাগত হওয়ায় ৪ ঘণ্টা-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৩ মাঘ—জুখিয়া হইতে বস্ত্র, পুষ্পমালা, পতাকাদির দ্বারা সুসজ্জিত শিবিকাযোগে ও কীর্ত্তন-সমভিব্যাহারে খারড়গ্রামে একটি বিরাট সভায় যোগদান করেন। পূর্ব্ব হইতেই মাননীয় পণ্ডিত গোবিন্দপ্রসাদ দাস মহাশয়ের আহ্বানে ও গৌরাঙ্গ তরুণ-সঙ্ঘের চেষ্টায় এই সভায় (বার্ষিক অধিবেশন) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব আহূত হইয়াছিলেন। আচার্য্যদেব বেলা ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এই সভায় অবস্থান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর পূর্ব্বোক্ত শিবিকাযোগে হেড়্যা আসিয়া মোটর বাস যোগে নরঘাট ও তথা হইতে রিক্সাযোগে ৩০ মাইল অতিক্রম করত পাঁশকুড়া রেলষ্টেশনে আসেন। তথা হইতে হাওড়া পৌঁছিয়া মথুরা যাত্রা করেন।

১৫ হইতে ২০ মাঘ—মথুরা মঠের কার্য্যাদি সমাপন করিয়া চুঁচুড়ামঠে পৌছেন।

২৩ মাঘ—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে প্রচারার্থ বহির্গত হন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের

উনবিংশ-বার্ষিক বিরহোৎসব

চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১৬ই পৌষ, ৩৬২, ইং ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৬, রবিবার — ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উনবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া', পঞ্চতত্ত্ব, 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি', 'যশোমতী নন্দন ব্রজবর-নাগর', 'যে আনিল প্রেমধন' ইত্যাদি উষঃকীর্ত্তন, প্রার্থনা ও বিরহ-গীতি কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী ব্যাখ্যামুখে আলোচনা করেন।

দ্বিপ্রহরে ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। সমাগত আহূত, অনাহূত ২৫০ শতাধিক ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। চন্দন-চর্চ্চিত, সুগন্ধি পুষ্পমাল্য-ভূষিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে সভা-মধ্যস্থ উচ্চ-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর "সুজনার্ব্বুদ-রাধিত", "দুষ্টমন! তুমি কিসের বৈষ্ণব", "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ", "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত, প্রিয় ও বিরহ-গীতিগুলি কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ ও শ্রীপাদ রাখালচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয় জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য বর্ণনামুখে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ বক্তৃতামুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে মিলন বা সম্ভোগ এবং বিরহ বা বিপ্রলম্ভ সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্নস্থান হইতে প্রেরিত তদাশ্রিত ভক্তগণ-লিখিত **"দীনের বিলাপ"**, **"বিরহ-বিজ্ঞপ্তি"**, **"বিরহ-গীতি"**, **"কৃপা-প্রার্থনা"**, **"আচার্য্য-প্রশস্তি"** ইত্যাদি পঠিত হয়। শ্রীল দাস গোস্বামীর "নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্" ও সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত "সুমেধাস্তিথি", তাঁহার শেষ বক্তৃতা "দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা", এবং "শ্রীল প্রভুপাদের বাণী", "শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী" প্রভৃতিও পাঠ ও আলোচনা করা হয়। পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে খোল-করতাল-সহযোগে আরতি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দের আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। উৎসবে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-নৈপুণ্যে ও মধুর-মৃদঙ্গ-বাদনে শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য, এই বিরহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যান্য শাখামঠ-সমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,**
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
২৪শে পৌষ, ১৩৬২ সাল

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬২, ইং ১লা মার্চ্চ ১৯৫৬, বৃহস্পতিবার, ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরি-কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, **বুধবার** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **বৃহস্পতিবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।